কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের সূচিপত্র।

বিবরণ।	অধ্যায়।		পৃষ্ঠা।

সম্পূর্ণ।

সুন্দরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট।

প্রস্তাব।	অধ্যায়।	পৃষ্ঠা।
হনূমানের সহিত সীতার কথোপকথন	৩৩	১৯০
প্রমদাবন ভঙ্গ	৪১	২৩৭
রাক্ষসগণের সহিত হনূমানের যুদ্ধ	৪২	২৪০
জম্বুমালীর সহিত হনূমানের যুদ্ধ	৪৪	২৪৭
মন্ত্রীপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ	৪৫	২৪৯
পঞ্চসেনাপতির সহিত যুদ্ধ	৪৬	২৫১
অক্ষের সহিত যুদ্ধ	৪৭	২৫৫
ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ ও ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ	৪৮	২৬১
রাবণের সহিত হনূমানের সাক্ষাৎ	৪৯	২৬৮
লঙ্কা দগ্ধ	৫৩	২৮৫
পুনর্ব্বার জানকী দর্শন	৫৬	৩০২
হনূমানের অরিষ্ট পর্ব্বতে গমন ও বানরের সহিত সাক্ষাৎ	ঐ	৩৪০
হনূমানের মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন বানরগণের সহিত সাক্ষাৎ	৫৭	৩০৯
বানরগণের মধুবনে প্রবেশ	৬২	৩৫১
বানরগণের সুগ্রীব সন্নিধানে গমন	৬৫	৩৬৯
সীতার বৃত্তান্ত কথন	ঐ	৩৬৯

রামায়ণ।

আরণ্য কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

রাজকুমার রাম, সেই সকল সমদর্শী ঋষি-দর্শিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক মহারণ্য দুর্গম দণ্ডকারণ্যে * প্রবেশিয়া তত্রত্য তাপসগণের আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। বেদাভ্যাস সম্ভূত অনির্ব্বচনীয় তেজঃ প্রভাবে ঐ সকল আশ্রমপদ এরূপ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে যে, দেখিবামাত্রই দর্শনশক্তি প্রতিহত হইয়া যায়। মেঘশূন্য আকাশতলে শারদীয় সূর্য্যমণ্ডল যেমন দুষ্প্রেক্ষ্য, ব্রাহ্মী শ্রী বিরাজমান থাকায় পৃথিবীতলে, আশ্রম সমুদায় তদ্রূপই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্র কুশচীর পরিক্ষিপ্ত ও প্রাঙ্গণ সকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। মৃগ পক্ষিকুল অকুতোভয়ে

---

* দণ্ডক নামে কোন এক রাজার রাজ্য শুক্রের অভিসম্পাতে অরণ্য হয়, তৎপ্রভৃতি ঐ অরণ্যের নাম দণ্ডকারণ্য হইয়াছে।

চারি দিক্ সঞ্চরণ করিতেছে। কোথাও পল্লব বিভূষিত বিচিত্র জলকুম্ভ ও অযত্নসুলভ আরণ্য ফলমূল রাশীকৃত, কোথাও প্রকাণ্ড অগ্নিহোত্র গৃহ, কোথাও মৃগাজিন ও কোথাও যজ্ঞের উপকরণীভূত স্রুক্স্রুবাদি সমুদায় সযত্নে সজ্জিত রহিয়াছে। চারিদিকে তরুলতা সকল ফলপুষ্পভরে আনমিত হইয়া ঋষিজনোচিত বিনীত ভাবই যেন শিক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে যজ্ঞের উপহার সংগ্রহীত রহিয়াছে, কোন স্থানে সরলমতি মুনিকুমারেরা শৈশবোচিত সুচিক্কণস্বরে বেদধ্বনি করিতেছেন। কোথাও হোম হইতেছে। কোন স্থানে ললিত লতাগৃহের চারিদিকে মধুলোলুপ মধুপকুল গুণ গুণ রবে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিয়া মধুপান করিতেছে। কোথাও অনতিদীর্ঘ আশ্রম পাদপ শ্রেণী রসাল ফলভরে অবনত হইয়া সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, কোন স্থানে সরোজদলসমলঙ্কৃত সুরম্য সরোবর সলিলে কেলিপরায়ণ মরালকুল অকুতোভয়ে জলকেলি করিতেছে। কোথাও হোমগৃহ হইতে অনর্গল ধূমপটল উত্থিত হইয়া গগনমার্গ স্পর্শ করিতেছে। এবং পবিত্র হবির্গন্ধী ধূমশিখা মৃদুমন্দ সমীরণ সহযোগে আশ্রমের চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। স্থানে স্থানে নির্ম্মাল্য পুষ্প বিক্ষিপ্ত ও অপ্সরা সকল প্রতিনিয়ত নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও মদমত্ত ময়ূরকুল কুসুমকমনীয় কদম্বতরুশাখায় কলাপবিস্তার পূর্ব্বক অকুতোভয়ে কেলি

করিতেছে, এবং মদকল কোকিল সকল কাকলী স্বরে কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে সরলমতি পুণ্যাত্মা ঋষিগণ কুশাসনে আসীন হইয়া সাক্ষাৎ সর্ব্বলোক পিতামহের ন্যায় উদাত্তাদিস্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন। তাঁহাদিগের নৈসর্গিক সৌম্য মূর্ত্তি ও দুরবগাহ গম্ভীর প্রকৃতি দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহারাই জগতের দয়াদাক্ষিণ্য ও ক্ষমাগুণের একমাত্র আধার, মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি ও সদ্গুণগ্রামের অদ্বিতীয় আশ্রয়। রাম, সেই সর্ব্বভূতশরণ্য পবিত্র তপোবন-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া সরাশন হইতে জ্যাগুণ অবরোপন পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত হর্ষোৎফুল্লনেত্রে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ঐ সকল তপোবনবাসী সাধুশীল তাপসেরা উদয়োন্মুখ শারদীয় পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম লক্ষ্মণ ও জানকীরূপ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করত যথাবিধি মঙ্গলাচার পূর্ব্বক প্রীতমনে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। এবং অনিমেষ নেত্রে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, আহা! বৎসের শরীর কি মনোহর! আমরা কত শত রাজকুমার দেখিয়াছি, কিন্তু রামের ন্যায় স্বভাবসুন্দর, রামের তুল্য উদার চিত্ত, রামের সমান লোকোত্তর বিনয়ী ও রামের সদৃশ অসামান্য পরাক্রমশালী ভূমণ্ডলে আর দুইটী দেখি নাই। রাম যেমন অসামান্য সৌম্যাকৃতি, তেমনি লোকা-

তীত গম্ভীর প্রকৃতি। বোধ করি, বিধাতা জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যরাশি ও সদ্গুণগ্রামের একত্র সমাবেশ করিয়া রামের শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে একাধারে এত গুণ থাকা নিতান্তই অসম্ভব। মহর্ষিরা সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত রামের এইরূপ স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেন, পরে এক পর্ণ শালায় লইয়া গিয়া ফলমূল জল ও পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক পর্ণকুটীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি ধর্ম্মরক্ষক, বনবাসী তাপসকুলের তুমিই একমাত্র শরণ্য, তুমি দুষ্টের নিয়ন্তা, ইষ্টের প্রতিপালক, পূজনীয়, মান্য ও দণ্ডদাতা। মহীপালেরা ভগবান্ নারায়ণের চতুর্থাংশভূত ও দেবরাজের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এজন্য তাঁহারা সাধারণের প্রণম্য, এবং এই কারণেই তাঁহারা পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব রাম! তুমি নগরেই থাক বা বনেই থাক, তুমিই আমাদের রাজা, আমরা তোমারই প্রজা, তোমারই অধিকারে বাস করিয়া আছি। আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা জিতেন্দ্রিয়, কখন কাহাকে নিগ্রহ করি না, ক্রোধও সম্যক্ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় অমরা সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বথা তোমারই রক্ষণীয়।

এই বলিয়া সেই সকল অল্পপ্রাণ তাপসেরা, রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে ফলমূল প্রভৃতি বনজ ভক্ষ্যদ্রব্য ও নানাপ্রকার পুষ্পমাল্য উপহার প্রদান করিলেন। তাঁহারা এইরূপে সৎকার করিলে, পরে অপরাপর অগ্নিকল্প সাধুশীল ঋষিবরেরাও বিবিধ প্রীতি কর কার্য্যে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসান, রজনীর প্রারম্ভে রাম সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া যথাসময়ে নিদ্রিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরদিন সূর্য্যোদয় কালে রাজকুমার, ঋষিগণকে যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া পতিদেবতা বৈদেহী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সহিত বনান্তরে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশিয়া দেখিলেন, অন্মধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে শোণিতাক্ত নরমাংসখণ্ড বিক্ষিপ্ত, তরুলতাগুল্ম ছিন্ন ভিন্ন, জলাশয়ের জল আবিল, বিহঙ্গেরা যেন ভয়ে আকুল হইয়া নীরবে

রহিয়াছে। সমস্ত বন নিস্তব্ধ, স্থানে স্থানে কেবলমাত্র ঝিল্লিকা ধ্বনি হইতেছে। রাম, সেই ঘোরদর্শন দুর্গম অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া শৈল শৃঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ বকট বীভৎসবেশ এক নিশাচরকে দেখিতে পাইলেন। তাহার আস্যদেশ অতি বিশাল ও বিস্তৃত, নেত্রদ্বয় কোটরান্তর্গত, সর্ব্বাঙ্গ নিম্নোন্নত, উদর অতিশয় স্ফীত। জঘনে নরনাড়ীর মেখলা দুলিতেছে, শোণিতাক্ত ও বসা-দিগ্ধ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান। ঐ ঘোরদর্শন নিশাচর, তিনটী সিংহ, দুই বৃক, চারিটী ব্যাঘ্র ও দশ হরিণ এবং করাল দশন খসাবাহী এক প্রকাণ্ড গজমুণ্ড লৌহময় শূলে বিদ্ধ করিয়া প্রলয়কালীন কৃতান্তের ন্যায় মুখব্যাদন পূর্ব্বক কখন ভৈরব রবে চীৎকার ও কখন তালপ্রমাণ স্বীয় বাহু-দ্বয় উন্নত করিয়া প্রবল পদাঘাতে ও গগণস্পর্শী আস্ফা-লনে বসুন্ধরাকে যেন রসাতলশায়িনী করিতেছে। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস উহাঁদিগকে দেখিবামাত্র যুগান্তকালীন অন্তকের ন্যায় ক্রোধভরে তর্জনগর্জন পূর্ব্বক ধাবমান হইল। তৎ-কালে তদীয় গতিবেগে পার্শ্বস্থিত তরুলতা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। দুরাত্মা আসিবা-মাত্র ভৈরব রবে পৃথিবীকে কম্পিত করত রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ের মধ্য হইতে অসূর্য্যম্পশ্যরূপা সীতাকে হরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল, এবং সগর্ব্বে কহিল, রে অল্পপ্রাণ! তোরা কে? জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ কুল কল-ঙ্কিত করিয়াছিস্? পত্নীর সসিত কি জন্য এই ভয়াবহ দণ্ড-

কারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্? তোদের মস্তকে জটাজূট, পরিধান চীরবাস, আবার করেও বীরদর্পসূচক কার্ম্মুক দেখিতেছি, তোরা কি তপস্বী? তপস্বী হইয়া কিরূপে এক ভার্য্যার সহিত উভয়ে সহবাস করিতেছিস্? এমন ঘৃণাকর আচারপদবী অবলম্বন করিয়া আবার জনসমাজে কি বলিয়া মুখ দেখাইবি?. তোদের বেশ নিতান্ত মুনি বিরুদ্ধ, আচারপদ্ধতিও যার পর নাই নিন্দনীয় অথবা তোদের সঙ্গে আর বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই? তোরা অতি নীচাশয় ও নিতান্ত ক্ষুদ্র, তোদের সঙ্গে মাদৃশ মহৎ লোকের বিবাদ নিতান্তই কৌতুকাবহ। এক্ষণে আমার শেষ কথায় কর্ণপাত কর্, এই নারী পরম সুন্দরী, ইহার অলোকসামান্য যৌবন মাধুরীদেখিয়া আমার মন নিতান্তই অস্থির হইয়াছে। এজন্য এই নিতম্বিনী. আজ হইতে আমরই রমণী হইবে। যদি কিছু কালের জন্য তোদের জীবিতাশা থাকে, আমার হিত কথায় কর্ণ পাত করিয়া পিতা মাতার ভাবী শোকানল নির্ব্বাণ কর্। অথবা যদি অন্য কোন দুরভিসন্ধি থাকে, বল, আমি এখনই ক্ষুদ্র উৎপাত নিঃশেষ করিব। আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ, প্রতি নিয়ত ঋষি মাংস ভক্ষণ করিয়া, সশস্ত্রে এই গহন কাননে ভ্রমণ করাই আমার কার্য্য।

অন্তঃপুরচারিণী জনক নন্দিনী দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া যারপর নাই ভীত হইলেন, এবং প্রবল বায়ু সংযোগে কদলীর ন্যায় কোমলাঙ্গীর কলেবর

অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল। তখন রাম যারপর নাই বিষণ্ণ হইয়া শুষ্কমুখে ও সজলনেত্রে লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! আর কি কহিব, আমার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। যিনি রাজর্ষি জনকের কন্যা, উত্তর কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, চিরদিন স্থবর্ণময় পর্য্যঙ্কে থাকিয়া তিনি আজ দুষ্ট রাক্ষসের অঙ্কস্থা হইয়াছেন। আমাদের ইহার পর আর ক্লেশকর কি আছে। মধ্যমা মাতা আমাদের জন্য যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং যে প্রকার প্রীতিকর বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন, আজ তাহা পূর্ণ হইল। তাঁহার মনে যদি এবম্বিধ ভূরি ভূরি দুরভিসন্ধি না থাকিবে, তবে তিনি পুত্রের অভিষেক মাত্রেই তৃপ্তি লাভ করিলেন না কেন? আবার আমাকেও বনবাসী করিবার কারণ কি? আমরা বনগামী হইয়া এই সকল প্রাণান্তকর দুর্গতি ভোগ করিব, এই মানসেই তিনি আমাদিগকে নিবিড় অরণ্যে বিসর্জন দিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় আজ পূর্ণ হইল। বৎস! বলিতে কি, আজ আমি, পিতৃবিনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও জানকীর পরপুরুষস্পর্শে অধিকতর শোকাকুল হইয়াছি। এই বলিতে বলিতে রামের শোকসাগর প্রবল বেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। বাষ্পাবেগে কণ্ঠরোধ হইল। তখন তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, অনিমেষ নেত্রে লক্ষ্মণের প্রতি চাহিয়া অনিবার্য্য বেগে কেবল জলধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এতকাল অপার দুঃখের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন, অগ্রজের বাক্য শেষ হইবামাত্র তিনি রোষাবেগে রুদ্ধমাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! এই চিরকিঙ্কর আপনার সহচর, এবং স্বয়ং সকলের অধিনাথ হইয়া আজ অনাথের ন্যায় কেন শোক করিতেছেন। আজ আমি একমাত্র শরে সমরে এই দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিব। আজ বসুমতী দেবী ইহার উত্তপ্ত শোণিত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। রাজ্যলোলুপ ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, আজ আমি, দুষ্ট বিরাধের প্রতিই সেই সঞ্চিত ক্রোধ নিক্ষেপ করিব। সুররাজ বজ্রপাণি যেমন পর্ব্বতের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আজ আমার এই শাণিত শরদণ্ড আমার বাহুবলে বেগবান্ হইয়া রাক্ষসের বিশাল বক্ষে পড়ুক, এবং দেহ হইতে প্রাণ অপহরণ পূর্ব্বক ইহাকে বিঘূর্ণিত করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করুক।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহাবীর লক্ষ্মণ এইরূপে অগ্রজের নিকট অপার দুঃখের সহিত বীরদর্প প্রকাশ করিতেছেন, এদিকে রাক্ষস নিজ-

কণ্ঠস্বরে অরণ্যের আভোগ পরিপূর্ণ করিয়া কহিতে লাগিল, রে ক্ষুদ্রাধম! বল্, তোরা কে? কোথায় যাইবি? কি কারণেই বা এই ঘোরতর অরণ্যে আসিয়াছিস্, শুনিয়া রাম কহিলেন, আমরা ইক্ষাকু বংশীয় ক্ষত্রিয়, কোন কারণ বশতঃ বনে আসিয়াছি। এক্ষণে বল্, তুই কে? কি কারণেই এই দণ্ডকারণ্যে সঞ্চরণ করিতেছিস্? ত্বরায় বল্? তোর পরিচয় জানিতে আমাদেরও বড় ইচ্ছা হইয়াছে।

বিরাধ কহিল, শোন্, আমি জবের পুত্র, আমার জননী শতহ্রদা, নাম বিরাধ। আমি বহুকাল তপোনুষ্ঠান করিয়া ভগবান্ লোক পিতামহের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহার প্রসাদে অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। অথবা সামান্য লোকের নিকট অসামান্য বলবীর্য্য প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন কি? আমার এই শেষ বক্তব্য, যদি তোদের জীবিতাশা থাকে, এ প্রমদার আশা পরিত্যাগ করিয়া ত্বরায় পলায়ন কর্, অথবা যদি জ্বলন্ত হুতাশনে শলভের ন্যায় আচরণ করিতে অভিলাষ থাকে, বল্, আমি এখনই তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতেছি।

শুনিবামাত্র মহাবীর রাম রোষলোহিত লোচনে রাক্ষসের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, রে পাপাত্মন্! রে নীচাশয়! রে দুরাচার! তোরে ধিক্, তুই নিশ্চয় আপনার মৃত্যু অনুসন্ধান করিতেছিস্। রে নিষ্ঠুর!

তুই জীবিত থাকিতে রামের হস্ত হইতে কদাচ মুক্ত পাইবি না। এই বলিয়া তিনি স্বীয় শরাসনে জ্যারোপণ ও তাহাতে সুশাণিত সাতটী শর সন্ধান করিয়া বিরাধের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণপুঙ্খ ভাস্বর শর রামকর হইতে পরিত্যক্ত হইবামাত্র মহাবেগে রাক্ষসের করাল কলেবর ভেদ করিয়া শোণিতাক্ত দেহে ভূতলে পড়িল। নিশাচর সেই বাণাঘাতে নিপীড়িত হইয়া স্বীয় কক্ষ হইতে জানকীকে তথায় অবতারিত করিল, এবং অসীম রোষাবেশে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক সুদীর্ঘ শূল উদ্যত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। তৎকালে তাহার নেত্রদ্বয় ক্রোধে লোহিত, আস্যদেশ অতীব ভীষণ ও শরীর যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। এমন কি, সে সময়ে তাহার আকৃতি, করালদর্শন কৃতান্ত অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহ দেখাইতে লাগিল। নিষ্ঠুর ক্রমে নিকটে আসিতেছে দেখিয়া, বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই ভীমদর্শন বিরাধ একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া হাস্য করিতে করিতে গাত্রভঙ্গ করিতে লাগিল, সেই গাত্রভঙ্গে তদীয় দেহ হইতে সমুদায় শরজাল স্খলিত হইয়া গেল। পরে বিরাধ ব্রহ্মার বরে প্রাণ রোধ করিয়া সেই বজ্রসঙ্কাশ ভীষণ শূল উত্তোলন পূর্ব্বক ধাবমান হইলে, মহাবীর রাম তাহা দুইমাত্র শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বজ্রবিদীর্ণ শিলাখণ্ড যেমন সুমেরু

হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তদীয় শূল, রামশরে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলশায়ী হইল। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা, সুতীক্ষ্ণ অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক উহার সন্নিহিত হইলেন, এবং বল প্রয়োগ পূর্ব্বক অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন।

বরপ্রভাব অতি আশ্চর্য্য। রাম ও লক্ষ্মণ অনবরত আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার প্রসাদে বিরাধ তাহাতে কিছুমাত্র কাতর হইল না, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে নিজ বাহু মধ্যে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিতে লাগিল। তখন রাম, তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন- ভাই লক্ষ্মণ! এই রাক্ষস স্বেচ্ছাক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে, যাক্, যে স্থান দিয়া গমন করিতেছে, তাহা আমাদেরও গমন-পথ।

এইমাত্র বলিয়া রাম বিরত হইলেন, বলদৃপ্ত বিরাধ, রাম ও লক্ষ্মণকে বাহুবলে বালকবৎ উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্কন্ধে লইল, এবং ঘোরতর গর্জ্জন সহকারে অরণ্যাভিমুখে যাইতে লাগিল। ঐ অরণ্য নিবিড় নিরদখণ্ডের ন্যায় নীলবর্ণ ও বিবিধ পাদপে পরিপূর্ণ। তথায় বিহঙ্গমেরা নিরন্তর কলরব করিয়া বেড়াইতেছে, মৃগ মহিষ ও বরাহকুল চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। শিবা সকল ভৈরব রব করিতেছে, বহুসংখ্য হিংস্র জন্তুগণ মুখব্যাদন করিয়া এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইতেছে। বিরাধ, রাজনন্দিনী ও রাজকুমারদিগকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ অধ্যায়।
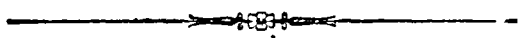
তদ্দর্শনে, অন্তঃপুরচারিণী জানকী নিজ বাহুযুগল উন্নত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন— হা হত ভাগ্য! যিনি ত্রিলোকের অধিনায়ক, সুশীল ও সত্যপরায়ণ। যাঁহার বীরদর্পে জগৎ আনমিত ও স্বভাবসৌন্দর্য্যে সকল লোক বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; ভীষণ নিশাচর, সেই সুকুমার আর্য্য রামকে নিবিড় কাননে লইয়া যাইতেছে, স্বচক্ষে দেখিয়াও বৈদেহীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না! শার্দ্দূলগণ! আমি মিনতি করি, যত শীঘ্র পার, তোমাদের করাল কবলে এ দুঃখিনীকে নিপাতিত কর, আমার আর মুহূর্ত্ত কালও বাঁচিবার অভিলাষ নাই। হে রাক্ষসরাজ! তোমাকে নমস্কার, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ইহাঁদিগকে রাখিয়া আমাকেই লইয়া যাও।

এই বলিয়া জানকী মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তদীয় এবম্বিধ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর বিরাধের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ উহার বাম বাহু ও বীরকুলচূড়ামণি রাম

দক্ষিণ বাহু বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জলদকায় ভীমদর্শন বিরাধ ভগ্নবাহু হইয়া, বজ্রবিদলিত পর্ব্বতের ন্যায় যন্ত্রণায় তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে তাহার উপর মুষ্টি প্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূমিতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ বিরাধ, ব্রহ্মার বরে মুষ্টিপ্রহৃত, খড়্গাহত, শরবিদ্ধ ও ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও প্রাণত্যাগ করিল না। তখন সেই সর্ব্বভূতশরণ্য দুষ্টনিয়ন্তা দাশরথি, দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে শস্ত্রের একান্ত অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! বিরাধ তপোবলসম্পন্ন, শস্ত্রাঘাতে কোনমতেই ইহার প্রাণ বিনাশ করিতে পারিব না; সুতরাং ইহাকে ভূগর্ভে পোথিত করিয়া বধ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। ইহার দেহ কুঞ্জরের ন্যায় বৃহৎ; অতএব তুমি অবিলম্বে একটী সুপ্রশস্ত গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া দেও। এই বলিয়া তিনি চরণ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া রহিলেন।

তখন বিরাধ রামের কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিল,— হে ত্রিলোক-শরণ্য পুরুষোত্তম! আজ বুঝি নিহত হইলাম! আমি মোহ বশতঃ এতকাল আপনাকে জানিতে পারি নাই; জানিলাম, আপনি সেই কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন দশরথাত্মজ রাম। আমি এতকাল আপনার অপেক্ষায় এই নিবিড় কানন মধ্যে অবস্থিতি করিতে

ছিলাম, আজ আমার চির-সঞ্চিত আশা ফলবতী হইল। মহাবীর লক্ষ্মণ ও দেবী জনকাত্মজাকেও আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। আমি অজ্ঞানরূপ প্রগাঢ় তিমিরে আবৃত হইয়া অযোনি-সম্ভবা সাক্ষাৎ কমলার প্রতি এত অত্যাচার করিয়াছি, প্রার্থনা করি, স্বীয় ঔদার্য্য গুণে এ নির্গুণের অপরাধ মার্জনা করিবেন। পুরুষোত্তম! আমি শাপপ্রভাবে এই ঘোরা রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জনশূন্য অরণ্যে অবস্থান করিতেছি। আমার নাম তুম্বুরু, জাতিতে গন্ধর্ব্ব। আমি রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, এজন্য যক্ষরাজ কুবের ক্রোধ-পরবশ হইয়া আমায় অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। আমি সেই শাপভয়ে ভীত হইয়া পরে কতরূপ অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া শাপশান্তির উদ্দেশে আমায় কহিলেন, যখন রাজা দশ-রথের আত্মজ রামচন্দ্র সংগ্রামে তোমায় সংহার করিবেন, তখন তুমি স্বীয় গন্ধর্ব্বপ্রকৃতি অধিকার করিয়া পুনরায় স্বর্গে আগমন করিবে। রাজকুমার! আপনার কৃপায় সেই নিদারুণ অভিশাপ হইতে আজ মুক্ত হইলাম। এখন আমি স্বর্লোক অধিরোহণ করিব। এই স্থান হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে শরভঙ্গ নামে এক তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষি বাস করিতেছেন। তিনি অতি সুধার্ম্মিক, তাঁহার শরীর প্রভা, এমন কি, ভগবান্ ময়ূখমালীকেও তিরস্কার করি-তেছে। আপনি অতি শীঘ্র তাঁহার সন্নিধানে গমন করুন।

তিনি নিশ্চয় আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। দয়াময়! আমার অন্তিম কাল উপস্থিত। আমায় গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া আপনি নির্ব্বিঘ্নে গমন করুন। মৃত রাক্ষসদিগের বিবর প্রদেশই চির-ব্যবহার, ইহাতে আমাদের উৎকৃষ্ট গতিই লাভ হইয়া থাকে।

তখন রাম বিরাধের মুখে তদীয় শাপ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এই স্থানে একটী সুপ্রশস্ত গর্ত্ত খনন কর। শ্রবণমাত্র লক্ষ্মণ খনিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ মহাকায় রাক্ষসের পার্শ্বে এক গর্ত্ত খনন করিলেন। বিরাধ কণ্ঠাক্রমন হইতে মুক্ত হইল। মহাবল লক্ষ্মণ উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। গর্ত্তে প্রবেশ কালে বিরাধ ভৈরব স্বরে বনবিভাগ নিনাদিত করিয়া তুলিল, এবং শ্রীরামের সন্নিধানে তনুত্যাগ করিয়া স্বলোকে অধিরোহণ করিল। রাম ও লক্ষ্মণও তাহার বধসাধন পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর রাম নিশাচর বিরাধেরপ্রাণসংহার করিয়া প্রেয়সী জানকীরে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা পূর্ব্বক প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই! এই বন নিতান্ত গহন, দুর্গম ও যারপর নাই ভয়াবহ। আমরা কখন এরূপ ভীষণ বনে প্রবেশ করি নাই। অতএব চল, আমরা এখন মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে প্রস্থান করি।

এই বলিয়া রাম, তাপসবর শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া সেই সুরপ্রভাব শুদ্ধশীল তাপসের সন্নিধানে এক অপরূপ শোভা দেখিতে পাইলেম;—স্বয়ং সুররাজ স্বর্গধাম হইতে তথায় বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহার দেহ হইতে নির্ম্মল জ্যোতি নির্গত হইতেছে, পরিধান পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ। তিনি দিব্য আভরণে সুশোভিত আছেন, এবং মহীতল স্পর্শ করিতেছেন না। শত শত দেবতারা তাঁহার অনুগমন করিতেছেন এবং বহুসংখ্য মহাপুরুষেরা একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করিতেছেন। তিনি অন্তরীক্ষে হরিদ্বর্ণঅশ্ববিরাজিত তরুণ-সূর্য্য-প্রকাশ বিচিত্র রথে অধিরোহণ করিয়া আছেন, অদূরে বিচিত্র মাল্য-খচিত শারদীয় শশাঙ্ক

নিন্দিত নির্ম্মল ছত্র শোভা পাইতেছে। দুইটী পরম-সুন্দরী রমণী কনকদণ্ডমণ্ডিত মহামূল্যচামর হস্তে লইয়া তদীয় মস্তকে বীজন করিতেছে, চতুর্দ্দিকে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত আছেন।

ঐ সময়ে দেবরাজ মহর্ষির সহিত কোন বিষয়ের আলাপ করিতেছিলেন, রাম, অনুভবে তাঁহাকে ইন্দ্র বোধ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, আহা! কেমন আশ্চর্য্য রথ! কেমন উজ্জ্বল! কেমনইবা সুন্দর! গগণতলে শারদীয় সূর্য্যমণ্ডল যেমন প্রভাজালে জড়িত, এ রথ খানিও ঠিক তেমনি দেখাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে দেবরাজের অশ্বের যেরূপ কথা শুনিয়া ছিলাম, আজ নভোমণ্ডলে সেই সকল দিব্য অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। আর দেখ, এই সমস্ত কুণ্ডলমণ্ডিত যুবা পুরুষেরা কৃপাণ হস্তে করিয়া চতুর্দ্দিকে আছেন। আহা! উহাঁদের বক্ষঃস্থল কেমন বিশাল, বাহুযুগল অর্গলের ন্যায় কেমন আয়ত। উহাঁদিগকে দেখিলেই যেন নিতান্ত প্রভাববান্ বোধ হই-তেছে। উহাঁরা রক্তবসন পরিধান করিয়াছেন, অনল তুল্য উজ্জ্বল রত্নহারে কেমন শোভিত হইয়াছেন এবং সকলেই পঞ্চবিংশতিমাত্র বৎসরের কেমন রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছেন। বৎস! ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন যুবা-পুরুষদিগের যেরূপ বয়স, উহাই দেবতাদিগের চিরস্থায়ী বয়স। শুনিয়াছি, দেবতারা কখন জীর্ণ বয়সে পদার্পণ করেন না। সর্ব্বদা এক ভাবেই অবস্থান করেন।

লক্ষ্মণ! ঐ রথোপরি সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর হৃষ্টপুষ্ট পুরুষটি কে, আমি যাবৎ না জানিয়া আসিতেছি, তাবৎকাল জানকীর সহিত তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। এই বলিয়া পুরুষোত্তম সেই পুরাণদর্শী মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

এদিকে দেবরাজ রামকে আসিতে দেখিয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! দেখ, রাম এই দিকে আসিতেছেন, বোধ হয়, দেখিতে পাইলে আমাকেও সম্ভাষণ করিবেন, অতএব চল আমা পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হই, তাহা হইলে ইনি আর আমাদিগকে দেখিতে পাই-বেন না। সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া রাম যখন বিজয়ী হইবেন, আমি তখনই ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিব। যে কার্য্য অন্যের অসাধ্য, ইহাঁকে সেই কার্য্যই সাধন করিতে হইবে। সুররাজ সন্নিহিত সুরগণকে এই বলিয়া ঋষিবর শরভঙ্গকে সম্মান ও আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সুরলোকে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিহোত্র গৃহে উপাসীন রহিয়াছেন। তাঁহারা গিয়া ভক্তি-বিনম্র-বদনে মুনির পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন, এবং তাহার আ-দেশ পাইয়া আসনে আসীন হইলেন। পরে মহর্ষি উহাঁ-দিগকে আতিথ্যে আমন্ত্রণ করিয়া স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অনন্তর ক্রমে শিষ্টাচারানু-

মোদিত বহুল কথার পর্য্যবসানে রাম জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! দেবরাজ আজ কিকারণে আপনার তপোবনে আসিয়াছিলেন? শরভঙ্গ কহিলেন, রাজকুমার! আমি সুসংযত চিত্তে বহুকাল তপঃসাধন পূর্ব্বক অনন্যসুলভ ব্রহ্মলোক অধিকার করিয়াছি, অদ্য দেবরাজ আমাকে তথায় লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বৎস! তোমাকে আজ অদূরবর্ত্তী জানিয়া এবং তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া, ব্রহ্মলোক গমনেও আমার অভিলাষ হইল না। রাম! যোগবলে আমার দর্শন-শক্তি সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত, তোমার ন্যায় স্বভাব-সুন্দর, আমি কুত্রাপি দেখি নাই। ভাবিয়াছি, তোমার সমাগম লাভে তৃপ্ত হইয়া, তোমার শশাঙ্ক নিন্দিত শ্রীমুখ নিরীক্ষণে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্ম-লোকে যাত্রা করিব। বৎস! এক্ষণে আমার একটি প্রা-র্থনা, বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে, তুমি তৎ-সমুদায় গ্রহণ করিলে আমি যারপর নাই সুখী হইব।

পুরুষোত্তম রাম এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! ক্ষত্রিয়ের পরিগ্রহ করা নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ। তপোবলে আমি স্বয়ংই দিব্যলোক সকল অধিকার করিব। এক্ষণে আমরা এই কাননের কোথায় গিয়া বাস করিব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহারই অবধান করিয়া দেন। তখন শর-ভঙ্গ কহিলেন, রাজকুমার! এই স্থানে সুতীক্ষ্ণ নামে এক পরম যোগী যোগ সাধন করিতেছেন। তিনি তোমার

মঙ্গল বিধান করিবেন। অনতিদূরে কুসুমবাহিনী ভগবতী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। তোমরা উহাঁকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া চলিয়া যাও। তাহা হইলেই মহর্ষির আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। পুরুষোত্তম! এই ত তোমার গমন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, তুমি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, ভুজঙ্গেরা যেমন নিজ জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি তোমার সমক্ষে এই জরাজীর্ণ বিনশ্বর দেহ বিসর্জ্জন করিব।

এই বলিয়া মহর্ষি বহ্নিস্থাপন করিলেন, এবং যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন তৎক্ষণাৎ তদীয় শুক্লকেশ, জীর্ণত্বক্, অস্থি, মাংস ও শোণিত সমুদায় নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। কিয়ৎকাল পর মহর্ষি, তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ সুকুমার কলেবর এক কুমারের রূপ ধারণ করিয়া সহসা বহ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাগ্নিক তাপসদিগের অধিকৃত লোক এবং দেবলোক সমুদায় যথাক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোকে অধিরোহণ করিলেন। এবংতথায় অনুচর বর্গের সহিত সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া যথোচিত পরিতুষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এদিকে মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পত্রাহার, দন্তোলূখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, অশয্যা, অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ও আর্দ্রপটবাস এই সমস্ত তাপসেরা রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা তপোনিরত, জপহোমপরায়ণ ও ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন। ইহারা আসিয়া রাজকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণের, সেইরূপ তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের প্রধান, এমন কি, তোমাকে সমগ্র পৃথিবীর অধিনায়ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তুমি, বিশুদ্ধ যশঃপ্রভাবে ত্রিলোককে অতিক্রম করিয়াছ, তোমার প্রতাপ শারদীয় সূর্য্যমণ্ডলকেও তিরস্কার করিয়া থাকে, পিতৃব্রত এবং সত্য একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তুমি ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মের উপদেষ্টা, ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মবৎসল! এক্ষণে আমরা অর্থিত্ব নিবন্ধন কঠোরভাবে তোমায় যা কিছু কহিব, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিও। যুবরাজ! যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর লইয়া থাকেন, অথচ অধিকারস্থ প্রজাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন না, সে রাজা যারপর নাই অধার্ম্মিক ও নিতান্ত ঘৃণার পাত্র। আর যে রাজা প্রজাদি-

গকে প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য বা প্রাণের তুল্য অনুমান করিয়া সবিশেষ যত্নে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করেন, মহা-পুরুষেরা কহিয়া থাকেন, সে রাজা ইহলোকে নির্ম্মল কীর্ত্তিভাজন হইয়া পরিণামে ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া-থাকেন। মুনিগণ ফলমূল মাত্র আহার করিয়া যে পুণ্য-সঞ্চয় করেন, ধার্ম্মিক ও প্রজাপালনৈকব্রত রাজা তাহারও চতুর্থাংশ ভোগ করিয়া থাকেন। রাম! তুমি এই বিপ্রবহুল বানপ্রস্থগনের অধিনাথ থাকিতে আমরা অনাথের ন্যায় নিশাচরের হস্তে নিহত হইতেছি। আমা-দের আর আশ্রয় নাই, সহায় নাই, সম্পদ নাই। আমাদের তুমিই কেবল একমাত্র অধিনাথ। রাজকুমার! দুঃখের কথা আর কি কহিব। ঐদেখ, দুরাত্মা নিশাচরেরা যে সকল তপস্বিকে নানা প্রকারে যাতনা দিয়া বিনাশ করি-য়াছে, বনমধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, যে সকল মুনি পম্পার উপকুলে, মন্দাকিনী তটে, ও চিত্রকুটে বাস করিয়া আছেন, আহা! দুর্দ্দান্ত রাক্ষসেরা তাঁহাদের প্রতি কতই যে অত্যাচার করিতেছে, তাহার আর পরি-সীমা নাই। নাথ! আমরা আর সহিতে পারি না। আমাদের কি তপশ্চরণ, কিব্রহ্মাচর্য্যা, কিছুই আর নির্ব্বিঘ্নে চলি-তেছেন', আমাদের সকল উদ্যম, সকল প্রযত্ন নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। রাম! বনবাসী সাধুশীল তাপসকুলের তুমিই একমাত্র শরণ্য, আমরা রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইবার জন্য আসিয়াছি। দুরাত্মারা আমাদিগকে

বধকরে, রক্ষা কর; এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর আমাদের নাই।

তখন দয়াময় দাশরথি নিরাশ্রয় তাপসকুলের এইরূপ বিলাপগর্ভবাক্য শুনিয়া কহিলেন, তাপসগণ! অপনারা যেরূপ আর্ত্তনাদ করিলেন, শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আর বলিবেন না, আমি ত সর্ব্বদাই আপনাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আছি, পিতৃসত্য পালনোদ্দেশে যখন আমাকে বন প্রবেশ করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে, আপনাদের নিশাচরকৃত অত্যাচারের অবশ্য প্রতিকার করিয়া যাইব; ইহাতে আমারও বনবাসের বিশেষ ফল দর্শিবে সন্দেহ নাই। অতঃপর আপনারা আমার ও লক্ষ্মণের বিক্রম প্রত্যক্ষ করুন। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমরা, ঋষিকুল-কণ্টক রাক্ষস-কুলকে অবশ্যই বিনাশ করিব। পুরুষোত্তম রাম, তত্রত্য তাপসগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের সমভিব্যাহারে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পিতৃবৎসল রাম ক্রমে বহুদূর অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে অসংখ্য সুগভীর নদ নদী সমুদায় লঙ্ঘন করিয়া পরিশেষে শৈলরাজ সুমেরুর ন্যায় উন্নত এক প্রকাণ্ড ভূধর দেখিতে পাইলেন। তাহার অদূরে নিতান্ত ভয়াবহ নিবিড় এক কানন বিস্তৃত রহিয়াছে। তথায় নানা প্রকার অযত্নজাত পাদপ-শ্রেণী ফলভরে অবনত ও কুসুম-সৌরভে সমস্ত বন আমোদিত করিতেছে। রাজকুমার তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং উহার এক প্রান্তে কুশচীর-চিহ্নিত অপূর্ব্ব এক তপোবন অবলোকন করিলেন। ঐ তপোবনে তাপসবর ভগবান্ সুতীক্ষ্ণ, হৃৎপদ্মাসনে পরম পুরুষকে বসাইয়া মুদ্রিত নেত্রে আসীন ছিলেন। রাম তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি রাম, আপনার দর্শন কামনায় আসিয়াছি, কৃপা করিয়া একবার চক্ষু উন্মীলন করুন, একবার মৌনভাব পরিত্যাগ করিয়া সস্নেহ বাক্যে আমাকে সম্ভাষণ করুন।

তখন মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ রামের প্রতি প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে স্নেহময় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, রাম! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? আহা! তোমার আগমনে আজ

আমার তপোবন যেন সনাথ হইল, আজ তোমার প্রসন্ন-মুখ দেখিয়া আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। রাজকুমার! বলিব কি, আমি কেবল তোমার শ্রীমুখ দেখিব বলিয়াই এতকাল দেহ বিসর্জন করি নাই। ভাবিয়াছি, তুমি আমার আশ্রমে আসিবে, আমি তোমার সুধাংশুনিন্দিত সহাস্য-বদন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, ইহ জন্মের সফলতা সম্পাদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ স্বর্গারোহণ করিব। তুমি উপস্থিত রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে কালযাপন করিতে-ছিলে, আমি তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। অদ্য দেব-রাজ আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন। এবং আমি তপোবলে যে সমুদয় উৎকৃষ্ট লোক অধিকার করিয়াছি, তিনি আমায় এই সংবাদ প্রদান করিলেন। বৎস! তুমি রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের আত্মজ হইয়া বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূল ভোজন করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবে, এক্ষণে আমার প্রীতির উদ্দেশে আমার সেই সমস্ত দেবর্ষি সেবিত তপোবললব্ধ উৎকৃষ্ট লোকে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বিহার কর।

তখন রাম, দেবরাজ যেমন ব্রহ্মাকে, তদ্রূপ সেই উগ্রতপাঃ মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমরা ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব, এ বংশে কেহ কখন প্রতিগ্রহ করেন নাই। আমি এইমাত্র প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অরণ্যমধ্যে আমার একটী বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

আমি, মহর্ষি শরভঙ্গের মুখে শুনিয়াছি, আপনি সকলের হিতকারী ও সর্ব্বত্র কুশলী।

অনন্তর, সর্ব্বলোকপ্রথিত মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ রামের অমৃতায়মান বচনবিন্যাস শ্রবণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি আমারই আশ্রমে বাস কর। এখানে অনেকানেক সমদর্শী ঋষি অবস্থান করিতেছেন। সকল সময়ে ফলমূলও সুলভ; কিন্তু বৎস! এই তপোবনে সময়ে সময়ে কেবল কতক গুলি মৃগ আসিয়া থাকে, উহারা অত্যন্ত নির্ভয়, কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। উহারা আসিয়া নানা প্রকারে ভয় প্রদর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। এখানে এই মাত্র কেবল উপদ্রব, এত দ্ব্যতীত এস্থানে অন্য কোন উপদ্রব নাই।

শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, তপোধন! আমি, আমার শরাসনে শাণিত শর সন্ধান করিয়া, যদি ঐ সমুদায় মৃগের প্রাণ সংহার করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আপনি মনে মনে বড়ই ক্লেশ পাইবেন। আপনারা তাপস, আপনাদিগের চিত্ত স্বভাবতঃ স্নেহময়। শুনিয়াছি, তাপসেরা আশ্রমমৃগদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। অতএব আপনাকে ক্লেশ দিয়া এ আশ্রমে বাস করা আমার পক্ষেও অধিকতর ক্লেশ। সুতরাং আমি আপনার তপোবনে বহুকাল বাস করিতে কোন মতে অভিলাষ করি না।

রাম, মহর্ষিকে এইরূপ কহিয়া সায়ং সন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সমাপনান্তে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাসের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত। মহর্ষি উহাঁদিগকে সমাদর পূর্ব্বক তাপস-ভোজ্য বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

রাম সেই তাপসজন-শরণ্য রমণীয় অরণ্যে সুতীক্ষ্ণ-সমাগমে শর্ব্বরী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে প্রবোধিত হইলেন, এবং জানকীর সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পদ্ম-গন্ধানুলিপ্ত সুশীতল সলিলে স্নান ও যথাকালে বিধিবৎ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলেন। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। রাম মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া ভক্তিবিনম্র বদনে কহিলেন, তপোধন আপনার সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়া আমরা পরম-সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে প্রস্থান করিব, আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা। শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে বহুসংখ্য সাধুশীল তাপসেরা অবস্থান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আশ্রমপদ দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আর

এই সকল তাপসেরাও আমাদিগকে ত্বরা করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও বিধূম পাবকের ন্যায় তেজস্বী; ইঁহারা এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি ইহাঁদের সহিত আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান করুন। নীচলোক অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলে, যে প্রকার হয়, সূর্য্যদেব তদ্রূপ উগ্র-ভাব ধারণ করিতে না করিতেই আমরা নিষ্ক্রান্ত হইবার অভিলাষ করিয়াছি। এই বলিয়া রাজকুমার, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

তখন ঋষিবর উহাঁদিগকে উত্থাপন পূর্ব্বক গাঢ় আলি-ঙ্গন করিয়া স্নেহমধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে গমন কর, পতিপ্রাণা জানকীও ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগমন করুন। পথে এই দণ্ডকারণ্যবাসী সরলমতি তাপসকুলের বহুসংখ্য রমণীর আশ্রম সকল দেখিতে পাইবে। উভয় পার্শ্বে ফল-মূলপূর্ণ কুসুমিত কানন, ময়ূরবর-মুখরিত সুরম্য অরণ্য, মধুরকণ্ঠ কোকিলকুল, সান্তশীল মৃগযুথ, প্রফুল্ল পদ্ম-বিরাজিত প্রসন্নসলিল সরোবর ও সুদর্শন প্রস্রবণ, পরম প্রীতীর সহিত অবলোকন করিবে। রাম! তবে এখন সুখে যাত্রাকর। লক্ষ্মণ তুমিও ভ্রাতার অনুসরণ কর। আমার এই মাত্র প্রার্থনা, তোমারা এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় আমার আশ্রমপদ অলঙ্কৃত করিও।

ঋষিবরের শিষ্টাচারে উভয় ভ্রাতা সম্মত হইলেন, এবং সষ্টাঙ্গে তদীয় পাদপদ্মে প্রণিপাত করিলেন, আয়তলোচনা

জানকী উঁহাদের হস্তে শাণিত শরাসন অক্ষয় তূণীর সুতীক্ষ্ণ অসিলতা আনিয়া দিলেন। উভয়ে তূণীর বন্ধন ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।
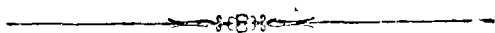
নবম অধ্যায়

প্রস্থান সময়ে সীতা, প্রিয়পতিকে সম্বোধন করিয়া স্নেহমধুর বাক্যে কহিলেন, নাথ! ধর্ম্মের গতি অতিসূক্ষ্ম, কামজব্যসন হইতে মুক্ত না হইলে, লোকে তাহা কদাচ প্রাপ্ত হইতে পারে না, এই ব্যসন তিন প্রকার, মিথ্যাকথন পরস্ত্রীগমন, ও বৈরব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ; ইহার মধ্যে শেষোক্ত দুইটী প্রথম অপেক্ষাও অধিকতর পাতক বলিয়া পরিগণিত। প্রাণবল্লভ! আপনি কখনমিথ্যা বাক্য মুখের বাহির করেন নাই, এবং কোন কারণে কোন সময়ে এমন ধর্ম্মনাশক পথেও কদাচ পদার্পণ করিবেন না। আপতরম্য অথচ পরিণামবিরস পরদারগমনেও আপনার কদাচ অনুরাগ ছিল না, এবং এখনও নাই। আপনি স্বদারে অনু-রক্ত, সত্যবাদী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, পিতৃআজ্ঞাবহ ও জিতেন্দ্রিয়; কিন্তু নাথ! অতি সমান্য লোকেরা মোহবশত অকারণে জীবের প্রাণহিংসারূপ যে কঠোর ব্যসনে আসক্ত হয়,

এক্ষণে আপনারও সেইরূপ নীচবুদ্ধি ঘটিয়াছে। আপনি বনবাসী তাঁপসগণের রক্ষার্থ সমরে রাক্ষসকুল নিধন করিতে স্বীকৃত হইয়া সশস্ত্রে দণ্ডকারণ্যে যাইতেছেন, কিন্তু আমার চিত্ত যেনক্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। আমি মনে মনে আপনার কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতেছি। আপনার সুখ ও সুখসাধন চিন্তা করিতেছি, কিন্তু চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে আমার বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। ফলতঃ আপনাকে দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে দেখিয়া আমার মনে যে কতই অনিষ্টাশঙ্কা হই-তেছে, তাহা আর বলিতে পারি না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি তথায় গমন করিলে, অবশ্যই রাক্ষস-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। কারণ, শরাসন সঙ্গে থাকিলে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সবিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নাথ! এই বিষয়ে একটি ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ করুন! পূর্ব্বে কোন এক সাধুশীল তাপস নিবিড় কানন মধ্যে তপঃসাধন করিতেন। একদা দেবরাজ তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন কামনায় যোদ্ধার রূপ ধারণ পূর্ব্বক অসি হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ খড়্গ ন্যাস স্বরূপ তাঁহার নিকট রাখেন। তাপস ন্যাস-রক্ষায় তৎপর ছিলেন। পাছে অপহৃত হয়, বা বিশ্বাসের ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা ঐ অসিলতা হস্তে করিয়া বনমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। ফলমূল আহরণার্থ বা অন্য কোন কারণে কোথাও গমন করিতে হইলে, তিনি অস্ত্র ব্যতীত কোথাও

যাইতেন না। এইরূপে নিরন্তর অসি ধারণ করিতে করিতে মুনিবর ক্রমশঃ এরূপ রৌদ্রভাব ধারণ করিলেন, যে তাঁহার চিরসঞ্চিত তপস্যানুরাগ একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি অতীব ঘৃণাকর প্রাণি হত্যায় মত্ত হইয়া পড়িলেন, পরিশেষে ঘোরতর দুষ্কৃতিপঙ্কে লিপ্ত হইয়া নরকানলে নিমগ্ন হইলেন।

প্রাণবল্লভ! এই আমি আপনকার নিকট অস্ত্রবিষয়ক একটী পুরাবৃত্তের উল্লেখ করিলাম। ফলতঃ অগ্নি সংযোগ যেমন কাষ্ঠের বিকার জন্মাইয়া দেয়, তদ্রূপ অস্ত্র সংয়োগ সুধীর ব্যক্তিরও চিত্ত বৈপরিত্য ঘটাইয়া থাকে। নাথ! আপনাকে শিক্ষা দান করিতেছি না, স্নেহ ও বহুমান বশতই স্মরণ করিয়া দিলাম, অকারণ দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস-বধে আপনার যে বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, প্রার্থনা করি, তাহা পরিত্যাগ করুন। নির-পরাধে প্রাণি হিংসা বড়ই পাপ। বনবাসী আর্ত্তদিগের পরিত্রাণ হয়, ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় শরাসন দ্বারা এই পর্য্যন্তই সম্পাদন করিবেন। নাথ! দেখুন দেখি, কোথায় শস্ত্র, আর কোথায় বন, কোথায় ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, আর কোথায় তপস্যা। এই সমস্ত পরস্পর বিরোধি, ইহাতে আমা-দের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহা তপোবনের ধর্ম্ম, আপনি বিচার পূর্ব্বক তাহারই অনুষ্ঠান করুন। নিতান্ত ধীরপ্রকৃতি হইলেও অস্ত্রসংযোগে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি একান্ত কলুষিত করিয়া ফেলে। আপনি

যখন অযোধ্যায় গিয়া রাজাসনে বসিবেন, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মও তখনই আশ্রয় করিবেন। রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে এখন বনবাসী হইতে হইয়াছে, যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আর্য্যা কৌশল্যা ও স্বর্গীয় মহারাজ আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইবেন। প্রাণবল্লভ! আপনি ত জানেন, এ জগতে ধর্ম্মের সমান সার পদার্থ আর কিছুই নাই। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে সুখ, ও ধর্ম্ম হইতেই সমুদায় সুখসাধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে সুনিপুণ লোকেরা বিশেষ যত্নে ও বিবিধ নিয়মে শরীর পোষণ পূর্ব্বক একমাত্র ধর্ম্মই সঞ্চয় করিয়া থাকেন। কিন্তু সুখ হইতে সুখসাধন ধর্ম্ম কখন লাভ করা যায় না। নাথ! ত্রিলোকে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। এবং আপনাকে উপদেশ দেয়, ত্রিলোক মধ্যে এমনও আর কেহই নাই। আপনি সকল তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ। প্রার্থনা করি, এখন শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই প্রশান্ত তপোবনে ধর্ম্মাচরণ করুন। প্রাণবল্লভ! আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীজনসুলভ হীনবুদ্ধির বশীভূত হইয়া আপনাকে এমন কথা কহিলাম। আপনি হিতাহিত বিচার করিয়া দেখুন, এবং যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই সম্পাদন করুন।

দশম অধ্যায়।

রাম, প্রতিপ্রণয়িণী জানকীর প্রেমগর্ভ বাক্যে প্রীত হইয়া ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, জানকি! তুমি ক্ষত্রিয়কুল উল্লেখ করিয়া সস্নেহে যাহা কহিলে, তাহা সকল অংশেই সমুচিত; আমি ইহার আর কি প্রত্যুত্তর করিব। পৃথিবীতলে আর্ত্ত (পীড়িত) এই শব্দ মাত্রও না থাকে, এই জন্যই ক্ষত্রিয়দিগের শরাসন গ্রহণ, একথা তুমিই ত ব্যক্ত করিলে। দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসেরা আর্ত্ত হই-য়াই ত আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল ফল-মূলমাত্রে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দিবানিশি তপঃসাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু দুরাত্মা নিশাচরেরা আসিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদের প্রতি যে কতপ্রকার অত্যা-চার করে, তাহার আর পরিসীমা নাই; এমন কি, সময় পাইলে, পামরেরা তাঁহাদের প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় না; সুতরাং তাপসেরা রাক্ষস-ভয়ে নিতান্ত ত্রাসিত হইয়াই আমায় সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদের মুখে তৎসমুদায় আর্ত্ত-নাদ শুনিয়া বিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে কহিলাম, তাপসগণ! প্রসন্ন হউন, আর আর্ত্তনাদ করিবেন না। ভবাদৃশ

উপাস্য ব্রাহ্মণেরা যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেই আমি যারপর নাই লজ্জিত হইয়াছি। আজ্ঞা করুন, কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইব।

দেবি! আমার বাক্যাবসানে তাপসেরা কহিলেন, রাম! আমরা রাক্ষসভয়ে উৎপীড়িত হইয়া তোমার শরণ লইলাম। আমরা নিরাশ্রয়, আমাদের আর সহায় নাই। তুমি আশ্রিতবৎসল, আমরা আশ্রিত। পাপ রাক্ষসের দৌরাত্ম্য আমরা আর সহিতে পারি না, আমাদিগকে রক্ষা কর। রাজকুমার! দুঃখের কথা আর কি কহিব, দুরাত্মাদিগের ভয়ে আমরা মুহূর্ত্ত-কালও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি না, আমরা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া শরণার্থী হইয়াছি, রক্ষা কর। রাম! আমরা তপোবলে অনায়াসে দুরাত্মাদিগের প্রাণ সংহার করিতে পারি, কিন্তু বহু কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া বহুকাল হইতে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, ক্রোধ-ভরে অভিসম্পাত করিলে তাহার ব্যয় হইয়া যায়, কেবল এই কারণেই এতকাল সহ্য করিতেছি, কিন্তু আর সহিতে পারি না। আমরা তোমার শরণ লইলাম। এই সকল সরলমতি মুনিকুমারের আর্ত্তনাদ শুনিয়া যদি হৃদয় দ্রব হইয়া থাকে, যদি নির্দ্দোষ তাপসকুলের জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ থাকে, আর বিলম্ব করিও না, যাহাতে আমরা নিরুপদ্রবে যোগসাধন করিতে পারি, তাহার সদুপায় কর।

জানকি ! আমি ঋষিদিগের মুখে এই করুণ বিলাপ শুনিয়া তাঁহাদের রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছি। সত্যই আমার প্রিয়, একবার স্বীকার করিয়া আমি প্রাণান্তেও তাহার অন্যথা করিতে পারি না। বরং প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি, এমন কি, তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি; ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকৃত হইয়া আমি কদাচ তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। অতএব দেবি ! তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ নিবন্ধন যাহা কহিলে, শুনিয়া যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিলাম। যে যাহার অপ্রিয়, সে তাহাকে কদাচ এমন কথা কহিতে পারে না, এবং ইচ্ছাও করে না। তুমি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এই বাক্য তাহার এবং তোমার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, জীবনেরও জীবন, এক্ষণে নির্ম্মল চিত্তে আমার এই সঙ্কল্পে অনুমোদন কর।

এই বলিয়া রাম জানকীকে আলিঙ্গন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রমণীয় তপোবনে গমন করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম রাম সর্ব্বাগ্রে গমন করিলেন, জানকী মধ্যে ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গমনপথে, বিচিত্র পাদপ-শ্রেণী-পরিশোভিত শৈলশিখর, সুরম্য অরণ্য, সুগভীর নদী, পুলিন-বিহারী হংস, সারস ও চক্রবাক্, জল চর পক্ষি পূর্ণ, প্রফুল্ল সরোজ সমলঙ্কৃত সরোবর, দলবদ্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত মাতঙ্গ, মহিষ ও বরাহ সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ বহুরদূ অতিক্রম করিলেন। ক্রমে ভগবান্ ময়ূখমালী স্বীয় ময়ুখ মালায় জগৎ উত্তাপিত করিয়া অস্তাচল শিখরে অধিরূঢ় হইলেন। পতিসঙ্গম সন্নিহিত দেখিয়া সন্ধ্যারাগচ্ছলে রজনী যেন আহ্লাদে হাস্য করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে তাঁহারা, যোজনপ্রমাণ এক দীর্ঘিকার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ঐ দীর্ঘিকার জল অতিশয় নির্ম্মল, ও স্বচ্ছ, উহাতে রক্ত ও শ্বেত শতদল অবিরলভাবে শোভা পাইতেছে। হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিকুল অকুতোভয়ে সন্তরণ করিতেছে, চতুঃপার্শ্বে সুদৃশ্য পাদপ-শ্রেণী ফলভরে অবনত হইয়া মুনিদিগের নম্রভাবই যেন শিক্ষা করিতেছে। ঐ রমণীয় সরোবরের

মধ্য হইতে গীত বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে, কিন্তু তথায় জনপ্রাণীর সম্পর্ক নাই। তদ্দর্শনে রাম অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া ধর্ম্মভৃৎ নামে এক সাধুশীল ঋষিবরকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! একি!! এমন আশ্চর্য্য ঘটনা ত আমরা কখন দেখি নাই, এখানে জন মানবের সম্পর্ক নাই, অথচ গীত বাদ্যের ধ্বনি শোনা যাইতেছে। তাপস! আমাদের বড়ই কৌতূহল উপস্থিত হইল, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার আনুপূর্ব্বিক বলুন, ব্যাপারটা কি?

শুনিয়া ধর্ম্মভৃৎ কহিলেন, রাজকুমার! যদি কৌতূহল হইয়া থাকে, শ্রবণ কর, ইহার আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি, ইহা পঞ্চাপ্সর নামে সরোবর, পূর্ব্বে ভগবান্ মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ইহা নির্ম্মাণ করেন, ইহার জল কখন শুষ্ক হয় না। কোন সময়ে মহর্ষি বায়ুমাত্রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া এই সরোবরমধ্যে দশ সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত ত্রাসিত হইয়া পরস্পর কহিলেন, কি বিপদ! মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, আমাদের এক জনের পদ চাহিয়া লইবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত চপলার ন্যায় চঞ্চলকান্তি প্রধান পাঁচ জন অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন, উহারা

সুরকার্য্যোদ্দেশে আসিয়া নানাপ্রকার হাব ভাব দ্বারা মুণিকে কামের বশীভূত করিল এবং পরিশেষে তাঁহার পত্নী হইল।

মুণিবর মাণ্ডকর্ণী কামের অনুরোধে তখন যুবা হইলেন, এবং ঐ সকল অপ্সরার নিমিত্ত এই সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। উহারা তথায় সুখে বাস করিয়া মহর্ষিসঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে। রাম! তাহাদেরই ভূষণরব-মিশ্রিত বাদ্যধ্বনি ও মনোহর সঙ্গীত শোনা যাইতেছে।

শুনিবামাত্র রাম কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! কামের বশীভূত হইলে লোকের কি না হয়! একমাত্র কামের অনুরোধে মহর্ষির জপ তপঃ সমুদায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; এই বলিয়া তিনি ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অনতিদূরে কুশচীর-পরিশোভিত তেজঃ প্রদীপ্ত এক আশ্রমপদ দেখিতে পাইলেন। রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুখ সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন। পরে তথা হইতে পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য তাপসদিগের তপোবন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, একবার যাঁহার আশ্রমে গিয়াছিলেন, পুনরায় তথাও গমন করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে দশমাস, কোন স্থানে ছয় মাস, কোথাও বৎসর, কোথাও ততোধিক, কোন তপোবনে দেড়মাস, কোথাও তদপেক্ষা অধিক মাস, কোন খানে তিনমাস, ও কোন

খানে বা আটমাস বাস করিলেন, এইরূপে ক্রমে তাঁহার দশ বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম পুনর্ব্বার মহর্ষি সুতীক্ষের তপোবনে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কিছুদিন তথায় সুখে অতিবাহিত করিয়া একদা সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিয়া আছেন, কিন্তু এই কানন নিতান্ত গহন ও বিস্তীর্ণ, এজন্য আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এপর্য্যন্ত ঐ স্থানের উদ্দেশ পাই নাই; আমার একান্ত অভিলাষ, যে সেই সুরম্য তপোবনে গিয়া একবার তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করি; কিন্তু অপরিজ্ঞান নিবন্ধন আমি এতকাল সে আশা সফল করিতে পারি নাই। প্রার্থনা করি, আপনার অনুগ্রহে আমার সেই চিরসঞ্চিত আশার সফলতা সম্পাদন হইবে।

মহর্ষি শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, রাজকুমার! আমি স্বয়ংই এই কথার উল্লেখ করিব, স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমিই তাহার উত্থাপন করিলে, ইহাতে আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, বলিতে পারি না। রাম! ভগবান্ অগস্ত্যদেব যেখানে অবস্থান করিতেছেন, কহিতেছি শ্রবণ কর। এইস্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন অতিক্রম করিলে, তাঁহার ভ্রাতা ইধ্মবাহের তপোবন দেখিতে পাইবে। ঐ তপোবন

নিতান্ত রমণীয় ও পিপ্‌পল বনে পরিশোভিত। তথায় নানাপ্রকার উপাদেয় ফল মূল উৎপন্ন হইতেছে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুল নিরন্তর কলরব করিয়া বেড়াইতেছে, এবং হংস সারস-সংকুল, চক্রবাক্-পরিশোভিত বিচিত্র সরোবর শোভা পাইতেছে। রাজকুমার! তুমি ঐ তপোবনে গিয়া এক রাত্রি বাস করিবে, প্রভাতে ঐ বনের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলে, এক যোজন মাত্র ব্যবধানে অগস্ত্যের আশ্রমপদ দেখিতে পাইবে। ঐ পুণ্যস্থান অতি রমণীয় ও নানাবিধ বিচিত্র পাদপশ্রেণী দ্বারা পরিশোভিত। তোমরা তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে। বৎস! যদি কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে আর বিলম্ব করিও না, অদ্যই না হয় গমন কর।

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মুনির পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ঋষিবর অগস্ত্যের আশ্রমোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে অনেকানেক কানন, প্রকাণ্ড পর্ব্বত, প্রফুল্ল সরোজ-সমলঙ্কৃত সরোবর ও স্রোতস্বতী নদী সকল দেখিতে পাইলেন। রাম সেই সুতীক্ষ্ণ প্রদর্শিত পথে সুখে বহুদূর অতিক্রম করিয়া হৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! আমার বোধ হয়, অদূরে সেই সাধুশীল ইধ্মবাহের আশ্রম। ইহার যে সমুদায় চিহ্নের কথা শুনিয়া ছিলাম, ক্রমশঃ তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

ঐ দেখ, পথপার্শ্বে বহুসংখ্য সুরম্য বন্য বৃক্ষ সকল ফল-ভরে অবনত হইয়া কেমন শোভা পাইতেছে। কানন হইতে সুপক্ক পিপ্‌পলের কটু গন্ধ বায়ুভরে তির্গত হইয়া চারি দিক আমোদিত করিতেছে। ইতস্ততঃ কাষ্ঠের যূপ, বৈদুর্য্যমণির ন্যায় উজ্জ্বল কুশ সকল চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে, আশ্রমস্থ অগ্নির ঘননীল, শৈলশিখরাকার ধূমশিখা উঠিতেছে এবং পবিত্রান্তঃকরণ মুনিগণ পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া দেবোদ্দেশে স্বহস্ত সমাহৃত কুসুমাবলী উপহার প্রদান করিতেছেন। বৎস! মহর্ষি যেরূপ কহিয়াছেন, তদনুসারে বোধ হয়, এই আশ্রমই ভগবান্ ইধ্মবাহের আশ্রম। ইহাঁর ভ্রাতা মহর্ষি অগস্ত্য লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য এক দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়া, এই দক্ষিণ দিক্ লোকের বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমি সেই কৌতূহলজনক ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি;— পূর্ব্বে ইল্বল ও বাতাপি নামক ভীষণমূর্ত্তি দুই অসুর এই স্থান অধিকার করিয়া বাস করিত; ঐ উভয় ভ্রাতা অতি ভীষণ কৌশলে ব্রহ্মহত্যা করিত। পাষাণহৃদয় ইল্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধব্যপদেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত, এবং মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া যথানিয়মে উহাঁদিগকে আহার করাইত। আহার সম্পন্ন হইলে, পাপাত্মা ইল্বল উচ্চৈঃস্বরে কহিত, বাতাপে। এখন নিষ্ক্রান্ত হও।

নির্দ্দয় বাতাপি অমনি ব্রাহ্মণদিগের দেহ ভেদ পূর্ব্বক মেষবৎ রবে বহির্গত হইত। বৎস! এইরূপে উহারা যে কত শত ব্রাহ্মণের প্রাণ নাশ করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

একদা দেবপ্রভাব মহর্ষি অগস্ত্যদেব দেবগণের অনুরোধে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ বাতাপিকে আহার করেন। ইল্বল "শ্রাদ্ধান্তে সম্পন্ন" এই কথা বলিয়া জল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, বাতাপে! এখন নিষ্ক্রান্ত হও। তখন তেজস্বী অগস্ত্যদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, ইল্বল! আজ হইতে ভ্রাতৃশোক তোমার পাপান্তঃকরণকে কলুষিত করিল, তোমার মেষরূপী ভ্রাতা অগস্ত্যের জঠরানলে জীর্ণ হইয়া যমালয়ে প্রস্থান করিয়াছে, তাহার নিষ্ক্রান্ত হইবার আর শক্তি নাই। ইল্বল মহর্ষিমুখে ভ্রাতার নিধন সংবাদ শুনিয়া তাঁহার বিনাশ কামনায় রোষাবেশে ধাবমান হইল, এবং অচির কাল মধ্যেই তদীয় অনলকল্প কোপকটাক্ষে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বৎস! বিপ্রগণের প্রতি কৃপা করিয়া যিনি এমন দুঃসাধ্য কার্য্যের সম্পাদান করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভাব মহর্ষি অগস্ত্যের ভ্রাতা ভগবান্ ইধ্মবাহের এই পবিত্র আশ্রম।

উভয় ভ্রাতা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে দিনমণি অস্তাচলশিখরে অধিরূঢ় হইলেন। সায়ং কাল উপস্থিত। রাম অনুজের সহিত মিলিত হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক মহর্ষি ইধ্মবাহের

আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং সাদরে গৃহীত হইয়া তপোবনসুলভ ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক পরম সুখে তথায় একরাত্রি বাস করিয়া রহিলেন। পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে, তিনি মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া বিনয়মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রযত্নে আমরা সুখে নিশা যাপন করিয়াছি। এখন আপনার জ্যেষ্ঠ মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শনার্থ যাত্রা করিব, অভিবাদন করি, অনুমতি করুন।

এই বলিয়া রাম যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে জলকদম্ব, অশোক, পনস, নক্তমাল, বিল্ব, ও মধুক প্রভৃতি কুসুমিত আরণ্য পাদপশ্রেণীর নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ মঞ্জরিত, লতাজালে জড়িত, মদোন্মত্ত-মাতঙ্গ-শুণ্ডে দলিত, বানরগণে পরিশোভিত ও উন্মত্ত বিহঙ্গকুলের কলরবে মুখরিত হইতেছে। তদ্দর্শনে পদ্মপলাসলোচন পুরুষোত্তম রাম পশ্চাদ্বর্ত্তী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমরা মহর্ষি সুতীক্ষ্মমুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এস্থলে ঠিক তদ্রূপই দেখিতেছি। ঐ দেখ, বৃক্ষের পল্লব সকল কেমন সুচিক্কণ, মৃগ পক্ষিদিগের কেমন শান্ত স্বভাব। আমার বোধ হয়, মহর্ষির তপোবন আর অধিক দূর নাই। যিনি স্বকর্ম্ম প্রভাবে "অগস্ত্য" * নাম ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি ত্রিলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, ঐ দেখ,

---

* যিনি অগ অর্থাৎ পর্ব্বতকে স্ত্য অর্থাৎ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার শ্রমনাশন পবিত্র আশ্রম দেখা যাইতেছে। আহা প্রভূত ধূমশিখায় বন বিভাগ যেন আকুল করিয়া তুলিয়াছে, স্থানে স্থানে কুশচীর পরিক্ষিপ্ত ও মৃগবরাহ সকল স্বভাবসিদ্ধবৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া সখ্যভাবে খেলিয়া বেড়াইতেছে। কলকণ্ঠ কোকিলকুল কুলায়ে বসিয়া কাকলী স্বরে কুহুরব করিতেছে। যিনি লোকহিতার্থ কৃতান্ত তুল্য অসুরেরপ্রাণ নাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক্ বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন, আমার অনুমান হইতেছে, এই সেই সাধুশীল মহর্ষির আশ্রম। ইহার প্রভাবে নিশাচরেরা এদিকে কেবল দৃষ্টিপাত মাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু ভয়ে কখন অগ্রসর হইতে পারে না। ইনি যে দিন হইতে এই দিকে আগমন করিয়াছেন, তদবধি রাক্ষসেরা বৈরশূন্য ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া আছে। শুনিয়াছি, অগস্ত্যদেবের নাম মাত্র করিলে এদিকে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল সূর্য্যের পথ রোধ করিবার নিমিত্ত বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু তাহার গর্ব্ব ইহাঁরই প্রভাবে খর্ব্বিত হয়। বৎস! এই সেই প্রখ্যাতকীর্ত্তি দীর্ঘায়ু দেবপ্রভাব মহর্ষির রমণীয় তপোবন। ইনি সাধুদিগের অগ্রগণ্য, পরম পূজনীয় ও সজ্জনের হিতকারী। আমরা উপস্থিত হইলে, ইনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই। আমার অভিলাষ, আমি এই স্থানে থাকিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়া বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব। এই পবিত্র তপবনে থাকিয়া সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা,

ও মহর্ষিরা আহার সংযম পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত তাঁহার উপাসনায় সময় অতিবাহিত করিতেছেন। এখানে কি মিথ্যাবাদী, কি ক্রূর, কি শঠ, কি পাপাত্মা, মুনির প্রভাবে কেহই জীবিত থাকিতে পারে না। এখানে দেবতা, যক্ষ, পতঙ্গ ও উরগগণ মিতাহারী হইয়া ধর্ম্ম সাধন মানসে বাস করিতেছেন। এখানে সুরগণ, সকলের শুভ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষত্ব, অমরত্ব ও রাজত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, এবং এখান হইতেই মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় বিনশ্বর দেহ বিসর্জ্জন ও অভিনব কলেবর ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যসঙ্কাশ দিব্য বিমানে সুখে স্বর্গারোহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! আমরা সেই পবিত্র তপোবনে উপনীত হইলাম, তুমি অগ্রে গিয়া মহর্ষির নিকট আমার এবং জানকীর আগমন সংবাদ প্রদান কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ভ্রাতার আদেশে অগ্রে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অগস্ত্যের এক শিষ্যকে কহিলেন, তাপস! রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ সন্তান মহাবীর রাম, পত্নী জানকী সহ মহর্ষির দর্শন লালসায় উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাঁহার

কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। শুনিয়া থাকিবেন, আমি তাঁহার একান্ত নিদেশকারী প্রিয় ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত। আমরা পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বনবাস-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি। আমাদের বাসনা, ভগবান্ অগস্ত্যের পবিত্র পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পাপ-দেহের সার্থকতা লাভ করিব। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করুন।

ঋষিশিষ্য পুরুষোত্তমের কথায় সম্মত হইয়া দ্রুত পদে অগ্নি-গৃহে গমন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনীত বাক্যে মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! অযোধ্যাধিপতি মহীপাল দশরথের আত্মজ রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত তপোবনে আসিয়াছেন, তাঁহারা আপনার শুশ্রূষা ও দর্শন কামনা করিতেছেন, কেবল আপনার অনুমতি প্রতিক্ষা।

তখন মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যমুখে রামের আগমন সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, আমার আজ সুপ্রভাত, আমার ভাগ্যগুণে রাম, বহুদিনের পর আজ আমায় দর্শন করিতে আসিয়াছেন। রাম কবে আগমন করিয়া আমার আশ্রম অলঙ্কৃত করিবেন, আমি কবে তাঁহাব শ্রীমুখ দেখিয়া কৃতার্থ হইব, দিবা নিশি এই প্রত্যাশাই করিতেছিলাম। আজ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। বৎস! তুমি এক্ষণে শীঘ্র গমন কর, গিয়া তাঁহাকে

ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অতি সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। রাম আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আবার আমার অনুমতি কি? তুমি স্বয়ংই কেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলে না?

মহর্ষি এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করিলে, শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, কৈ রাম কোথায়? তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া গুরুদেব বড় আহ্লাদিত হইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্যও বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। শুনিয়া লক্ষ্মণ উহাঁর সহিত আশ্রম প্রান্তে রাম ও জানকীরে দেখাইয়া দিলেন। মুনিশিষ্যও বিনীত ভাবে মহর্ষির আনন্দময়ী কথা সমস্ত ব্যক্ত করিয়া সাদরে তপোবনে লইয়া চলিলেন। পুরুষোত্তম রাম, অনুজ ও অযোনিসম্ভবার সহিত সেই প্রশান্তহরিণ-সঙ্কুল পবিত্র আশ্রম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। এবং যাইতে যাইতে প্রজাপতি ব্রহ্মার স্থান, রুদ্রস্থান, ইন্দ্রস্থান, সূর্য্যস্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, ধাতার স্থান, বিধাতার স্থান, কুবেরের স্থান, বায়ুর স্থান, পাশধারী মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রীর স্থান, বসুর স্থান, কার্ত্তিকেয়ের স্থান, ও ধর্ম্ম স্থান, সমুদায় দেখিতে পাইলেন।

এদিকে ভগবান্ অগস্ত্যদেব শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া পরম আহ্লাদে রামের প্রত্যুদ্গমন করিতেছিলেন, রাম,

ঋষিগণের অগ্রে সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষিকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, অগস্ত্যদেব বহির্গত হইতেছেন। আমি এই তপোরাশি ঋষির ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়াই ইহাঁকে অগস্ত্য বলিয়া অনুমান করিতেছি। এই বলিয়া রাম মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া ভক্তিবিনম্র বদনে অভিবাদন করিলেন, এবং জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত করযোড়ে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি রামকে সমাগত দেখিয়া পুত্র নির্বিশেষে আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার মস্তক আঘ্রান করিলেন, এবং যথোচিত আতিথ্য সৎকারে সবিশেষ পরিতোষ জন্মাইয়া জানকী ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রতীপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অর্ঘ ও বানপ্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। তিনি উপবেশন করিলে, রাম ও তাঁহার আদেশে আসন পরিগ্রহ করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি কহিলেন, রাজকুমার! যে ব্যক্তি অনবধান বা অবজ্ঞা বশতঃ অতিথিকে সৎকার না করে, কুটসাক্ষীর ন্যায় লোকান্তরে তাহাকে আপনার মাংস আহার করিতে হয়। তুমি রাজা, মান্য ও জগৎ পূজ্য; তুমি অতিথি রূপে আজ আমার তপোবনে আসিয়াছ, আমার ইহার পর আর সৌভাগ্য কি আছে, আমি আজ ধন্য হইলাম, আমি আজ কৃতার্থ হইলাম। আমি জন্ম জন্মান্তরে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে

লাভ করিয়া আমি আজ তাহারই পরিণাম ভোগ করিলাম। এই বলিয়া তিনি রামকে নানাবিধ উপাদেয় ফলমুল প্রদান করিলেন, পরিশেষে কহিলেন, রাম! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে এই ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্য্যপ্রভ শর এবং এই সুবর্ণময় দিব্য বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিয়াছেন। এই শরাসন হিরকখচিত ও বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং নির্ম্মাণ করেন। আর এই অনলোপম বাণে পরিপূরিত অক্ষয় তূণীর এবং স্বর্ণকোষে কনকমুষ্টি অসিলতাও আছে, পূর্ব্বে বিষ্ণু এই শরাসন দ্বারা সমরে অসুরগণকে সংহার করিয়া প্রদীপ্ত জয়শ্রী অধিকার করেন। এক্ষণে আমার অভিলাষ, ইন্দ্র যেমন বজ্রধারণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও এই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ কর। এই বলিয়া অগস্ত্যদেব রামের হস্তে সমুদায় অস্ত্র অর্পণ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কহিলেন, রাজকুমার! তুমি ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া আমায় সম্ভাষণ করিতে আসিয়াছ, ইহাতে আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করি, কুশলী হও। লক্ষ্মণ! তুমি রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া যে বনে বনে ভ্রাতার অনুসরণ করিতেছ, ইহাতে তোমার ভ্রাতৃভক্তি ত্রিলোক মধ্যে চির-

স্থায়িনী হইবে, এক্ষণে পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, জানকীও বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। আহা! এই সুকুমারী স্বপ্নেও কখন বনবাসের ক্লেশ অনুভব করেন নাই। কেবল মাত্র পতিস্নেহে এই ক্লেশময় কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছেন। রাম! যেরূপেই হউক, যাহাতে রাজনন্দিনীর কোন রূপ ক্লেশ না হয়, তুমি সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে তাহারই চেষ্টা করিও। রাম! শৈশব কাল হইতে চরম কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা প্রায়শঃ সুসম্পন্নে অনুরাগিণী, ও বিপন্ন পতিকে পরিত্যাগ করে। এমন কি, উহারা সঙ্গ পরিহারে চপলার ন্যায় চাঞ্চল্য, স্নেহ-চ্ছেদনে অস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণতা, এবং অন্যায় আচরণে বায়ু ও গরুড়ের ন্যায় শীঘ্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু রাজকুমার! রাজনন্দিনী এই সকল দোষে কদাচ দূষিত নহেন, ইহাঁকে দেবসমাজে দেবী অরুন্ধতীর ন্যায় পতিদেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব রাম! আমার অভিলাষ, তুমি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া বনবাসের শেষকাল এই তপোবনেই যাপিত কর। আমি নিত্য নিত্য তোমাদের শ্রীমুখ দেখিয়া ইহ জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিব।

রাম কহিলেন, তপোধন! আপনি জগৎমান্য, ও গুরু, যখন আমাদের গুণে আপনি আহ্লাদিত হইয়াছেন, তখন আমরাই ধন্য, কৃতপুণ্য ও অনুগৃহীত হইলাম; সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই অরণ্য মধ্যে যে স্থানে জল ও ফলমূলও

সুলভ, আপনি আমায় এইরূপ একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন, আমরা তথায় একটী মনোনীত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবশিষ্ট কাল সুখে অতিবাহিত করিব।

শুনিয়া অগস্ত্যদেব মুহূর্ত্তকাল মুদ্রিত নেত্রে ধ্যান করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, রাজকুমার! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে এক প্রসিদ্ধ বন আছে। ঐ বন অতিরমণীয়, তথায় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জলের অপ্রতুল নাই। মৃগপক্ষীও যথেষ্ট; তুমি ঐ বনে গিয়া পিতৃসত্য পালন কর। বৎস! আমি যোগবলে তোমার বনবাস ও মহারাজ দশরথের মৃত্যু সমুদায় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। তুমি প্রথমে আমার সহিত এই স্থানেই বাসের সঙ্কল্প করিয়াছিলে, পরে আবার অন্যমত করিয়াছ, আমি ইহাতেই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে পঞ্চবটীতে গমন কর। ঐ স্থান নিতান্ত দূর নহে। বিশেষতঃ বাস করিবারও সম্যক্ উপযুক্ত। জানকী তথায় গিয়া অবশ্যই সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই। তুমি ঐ পবিত্র নির্জন কাননে অবস্থিতি করিয়া অনায়াসে নিরাশ্রয় তাপসকুলের অভয় দান করিতে পারিবে! বৎস! ঐ দেখ, অগ্রে ঐ মধূকবন দেখা যাইতেছে, তুমি ন্যগ্রোধাশ্রম লক্ষ্য করিয়া ঐ কাননের উত্তর দিক দিয়া নির্ভয়ে গমন কর। কিয়দ্দূর গিয়াই একটী পর্ব্বত দেখিতে পাইবে ঐ পর্ব্বতের অদূরেই পঞ্চবটী।

মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন। পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া শরাসন ও তূণীর গ্রহণ পূর্ব্বক জানকী সমভিব্যাহারে পঞ্চবটীতে চলিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাম, যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষিরাজকে দেখিতে পাইলেন, দর্শনমাত্র রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন, ভাবিলেন, বুঝি কোন রাক্ষস দুরভিসন্ধি সাধনার্থ মায়াবলে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে, জিজ্ঞাসিলেন, তুমিকে? তোমার মনে কি কোন দুরভিপ্রায় আছে? যদি থাকে, বল, রাম কেবল বনবাসব্রতেই দীক্ষিত হইয়াছে, এমত নহে; এই প্রসঙ্গে রাক্ষস বধেও দীক্ষিত।

পক্ষী শুনিয়া কোমল স্বরে প্রীত ও পরিতৃপ্ত করিয়াই যেন কহিতে লাগিল, বৎস! আমি রাক্ষস নহি, আমি তোমার পিতার বয়স্য। রাম পক্ষিরাজকে পিতৃসখা জানিয়া সমাদরে পূজা করিলেন, এবং নিরাকুল মনে নাম ও কুল জিজ্ঞাসিলেন।

পক্ষী নিজ নাম ও আনুপূর্ব্বিক কুলের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক জীবোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিল, বৎস! পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতিঃ হইয়াছিলেন, আমি আমুলত তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর! প্রজাপতিগণের মধ্যে কর্দ্দমই প্রথম, ইহাঁর পর বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বলবান্ বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা প্রচেতাঃ, দক্ষ, বিবস্বৎ, অরিষ্টনেমি এবং কশ্যপ। প্রজাপতি দক্ষের ষাটটী যশস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হন। কশ্যপ ইহাঁদের মধ্যে আটটী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ইহাঁদের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, এবং অনলা। পাণি গ্রহণের পর কশ্যপ প্রীত হইয়া কহিলেন, পত্নীগণ! আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা এক্ষণে আমার তুল্য বিখ্যাতকীর্ত্তি প্রজাপতি পুত্র সকল সুখে প্রসব কর। অতিদি, দিতি, দনু এবং কালকা ইহাঁরা স্বামীর কথায় সম্মত হইলেন, কিন্তু অপর কয়েকটী অনুমোদন করিলেন না। অনন্তর, অদিতি ক্রমশঃ অষ্ট বসু, দ্বাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি তেত্রিশটী দেবতাকে প্রসব করিলেন, দিতির গর্ব্ভে দৈত্য সকল জন্মগ্রহণ করিল। পূর্ব্বে এই সসাগরা সদ্বীপা ধরা এই দৈত্যদিগের অধিকারে ছিল। পরে দনু হইতে অশ্বগ্রীব, কালকা হইতে নরক ও কালক, এবং তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেণী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী, ত্রিলোকবিখ্যাত এই পাঁচ কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। আবার এই ক্রৌঞ্চী হইতে

উলূক, ভাসী হইতে ভাস, শ্যেনী হইতে শ্যেন ও গৃধ্র, ধৃত-রাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং শুকী হইতে নতা উৎপন্ন হয়। নতারও বিনতা নামে এক কন্যা জন্মে।

অনন্তর ক্রোধবশার গর্ব্ভে মৃগী, মৃগমদা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সুলক্ষণা, সুরসা ও কদ্রু এই দশটী কন্যা জন্মে। মৃগ সকল মৃগীর পুত্র। ভল্লক, সৃমর ও চমর সকল মৃগমদার পুত্র। ভদ্রমদার ইরাবতী নামে এক কন্যা জন্মে। ইরাবতীর পুত্র ঐরাবত, হরীর গর্ব্ভে সিংহ ও বানর উৎপন্ন হয়। শার্দ্দূলী হইতে গোলা-ঙ্গুল ও ব্যাঘ্র, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ ও শ্বেতার গর্ব্ভে দিগ্‌গজ উৎপন্ন হয়। সুরভীর দুই কন্যা, রোহিণী ও যশ-স্বিনী গন্ধর্ব্বী। রোহণী হইতে গো ও গন্ধর্ব্বীর গর্ব্ভে অশ্ব জন্মে। সুরসার গর্ব্ভে বহুশীর্ষ সর্প উৎপন্ন হয় এবং কদ্রু অন্যান্য সর্প সমুদায়কে প্রসব করেন।

অনন্তর মনু হইতে মনুষ্য সকল উৎপন্ন হন, ইহাঁর মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উর হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জাতি জন্মে। পবিত্রফল পাদপ সমু-দায় অনলার সন্তান। বিনতার গর্ব্ভে গরুড় ও অরুণ জন্ম গ্রহণ করেন। রাজকুমার! আমি সেই অরুণের পুত্র, নাম জটায়ু। শ্যেণী আমার জননী এবং সম্পাতি আমার অগ্রজ। বৎস! যদি ইচ্ছা হয়, এই বনবাসে আমি তোমার সহায় হইয়া থাকিব। তুমি অনুজের সহিত

ফলান্বেষণে বা অন্য কোন কারণে, অন্যত্র গমন করিলে, আমিই রাজনন্দিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

রাম শুনিয়া অপার আনন্দের সহিত পক্ষিরাজকে পূজা ও ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার মুখে পিতার মিত্রতার কথা বারংবার শুনিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার হস্তে জানকীর রক্ষাভার অর্পণ পূর্ব্বক বিপক্ষের বিনাশ সাধন ও বনের বিঘ্ন নিবারণ করিবার মানসে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রাজকুমার, সেই মারাত্মক প্রাণী সমূহে পরিপূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ভগবান্ অগস্ত্যদেব যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই রমণীয় পঞ্চবটীতে উপনীত হইলাম। তুমি ইহার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কোথায় মনোমত বাসস্থান প্রস্তুত করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণ! এমন একটী আশ্রম স্থান মনোনীত করিবে, যথায় থাকিয়া জানকী প্রীত হইবেন, আমরাও সর্ব্বাংশে সুখী হইতে পারিব; নিকটে জলাশয় থাকে; জলও স্বচ্ছ হয়; সমিধ, কুশ ও পুষ্পও যেন অল্পপ্রযত্নেই পাওয়া যায়। বৎস! তবে আর বিলম্ব করিও না যাও, গিয়া এইরূপ একটী রমণীয় স্থান নির্ব্বাচন কর।

শুনিয়া সুধীর কৃতাঞ্জলিপুটে জানকী সমক্ষে কহিলেন, আর্য্য! আমি আপনার চির কিঙ্কর, আপনি বিদ্যমানে আমি স্বয়ং কি নির্ব্বাচন করিব? প্রভু বিদ্যমানে দাসের স্বাতন্ত্র্য নিতান্ত ঘৃণাস্পদ! আপনি স্বয়ং গিয়া কোন একস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন, আশ্রম নির্ম্মাণার্থ বরং তথায় আমাকে নিয়োগ করুন।

রাম অনুজের কথা শুনিয়া আহ্লাদে কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, পরে আপনি স্বয়ং চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্বগুণোপেত একটী স্থান মনোনীত করিলেন, কহিলেন, বৎস! এই স্থানে বিস্তর পুষ্প-বৃক্ষ আছে, এবং এই স্থান দেখিতেও সুন্দর। তুমি এই খানেই একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ কর। ইহার অদুরেই কেমন একটী রমণীয় সরোবর শোভা পাইতেছে, উহাতে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অরুণ বর্ণ সুগন্ধী শতদল সকল বিকশিত হইয়াছে। আর দেখ, মহর্ষি অগস্ত্যদেব যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোধ হয় ঐ সেই গোদাবরী। ঐ নদী এখান হইতে অনতিদূরে ও অনতি সমীপে অবস্থিত। হংস সারস ও চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষিরা উহাতে নিরন্তর জলকেলী করিতেছে, সুদৃশ্য পাদপ-শ্রেণী দ্বারা উহার তীর কেমন শোভা পাইতেছে, পিপাসার্ত্ত হরিণেরা দলবদ্ধ হইয়া জল পান করিতেছে। আর দেখ, উহার অদূরেই কন্দরাবহুল সুদৃশ্য পর্ব্বত শ্রেণী; কেলীপরায়ণ ময়ূরেরা মুক্ত কণ্ঠে কেকারব করিতেছে।

ঐ পর্ব্বতে পর্য্যাপ্ত রজত ও তাম্র থাকায় উহা যেন নানাবর্ণে চিত্রিত প্রকাণ্ড মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাই-তেছে। এবং সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, পনস, জলকদম্ব, তিনিশ, অশোক, আম্র, তিলক, চম্পক, কেতকী, স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, ও পাটল প্রভৃতি কুসুমিত ও লতাজালে জড়িত বিচিত্র পাদপ শ্রেণী অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। অতএব বৎস! এইস্থান অতি পবিত্র ও যারপর নাই রমণীয়, এখানে মৃগপক্ষী যথেষ্ট; আমরা এই বিহঙ্গরাজ জটা-যূর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলেন, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত-সুদৃশ্য-স্তম্ভ-শোভিত এক সমতল সুরম্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত, এবং ঐ পর্ণকুটীর শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ়পাশে সংযত হইল! পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ এইরূপে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া স্নানার্থ স্রোতস্বতী গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং তথায় স্নানক্রিয়া সমাধা করিয়া রক্ত ও শ্বেত শতদল উত্তোলন ও পথপার্শ্বস্থ পাদপের সুপক্ক ফল গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর দেবোদ্দেশে সেই কুসুমবলি প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি বাস্তু শান্তি করিয়া পরে রামকে কুটীর দেখাইলেন। কুটীর দেখিয়া

রাম ও জানকী উভয়েই অপরিসীম প্রীতিলাভ করিলেন। রাম দর্শন মাত্র দুইবাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং প্রীতি মিশ্রিত ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! আমি বড়ই প্রীত হইলাম, তুমি যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, ইহার পারিতোষিক স্বরূপ আর কি দিব, তোমাকে কেবল আলিঙ্গন করিলাম। চিত্ত পরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ পটুতা জন্মিয়াছে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ও কৃতজ্ঞ; তোমার তুল্য স্বভাব সুন্দর সুধীর সন্তান যখন বিদ্যমান, তখন আমাদের পিতৃদেব লোকান্তরিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া রাম পুনঃ পুনঃ গাঢ় আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে সমবেত হইয়া শুভলগ্নে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। এইরূপে রাম, সুরলোকে দেবতার ন্যায় পরম সুখে তথায় কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও নানাপ্রকারে তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

ক্রমে শরৎকাল অতীত হইল, হেমন্তকাল উপস্থিত। রাজকুমার একদা নিশাবসানে স্নানার্থ স্রোতস্বতী গোদা-

বরীতে যাইতেছেন, রাজনন্দিনী মধ্যে, বিনীত লক্ষ্মণ কলস লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। গমনকালে অগ্রজের নিকট কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! যে ঋতু আপনার প্রিয়, আপনি সময়ে সময়ে যাহাব বিস্তর প্রশংসা করিয়াথাকেন, এক্ষণে সেই ঋতুই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। শিশিরকণায় সর্ব্বশরীর কর্কশ, পৃথিবী শস্যপূর্ণ ও অগ্নি সুখসেব্য হইয়াছে। এখন জলস্পর্শ করা নিতান্ত দুষ্কর। এই সময়ে সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রহায়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াথাকে, জনপদে ভোক্ষ্য-ভোজ্য এখন প্রচুর রূপে পাওয়া যায়। গব্য দ্রব্যের অভাব নাই। জয়াকাঙ্ক্ষী মহীপালগণ জয়লাভার্থ এই সময়ে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াথাকেন। এক্ষণে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সূর্য্যদেব দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছেন। এজন্য উত্তর দিক যেন তিলকবিহীন বিধবা রমণীর ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বত স্বভাবতই হিমে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার দিবাকর অতিদূরে, ইহাতে ঐ গিরিরাজের "হিমালয়" নাম স্পষ্টতই যেন স্বার্থক হইতেছে। মধ্যাহ্ন সময়েও রৌদ্র অতিশয় সুখসেব্য; গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই। কেবল জল ও ছায়া সহ্য করা যায় না। সূর্য্যের তেজ মৃদু হইয়া পড়িয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্য প্রায় এবং পদ্ম সমুদায় নীহারে

ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখনকার রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না। কেবলমাত্র পুষ্যা নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়। শীত যৎপরং নাস্তি, এবং রজনীর প্রহর সকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে। সর্ব্বদা হিমাবরণে আবৃত থাকায় চন্দ্রমণ্ডল যেন নিঃশ্বাসবাষ্পে আবিল আদর্শতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। আহা! আর্য্য! দেখুন দেখি, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়া উত্তাপমলিনা আর্য্যা জানকীর ন্যায়ই যেন লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু তাদৃশী শোভা পাইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতই শীতল, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রভাতে অধিকতর শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, এই সময়ে যব ও গোধূম বিস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কোমলকণ্ঠে কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জ্জুর পুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ ও তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে ঈষৎ সন্নত হইয়া কেমন শোভা পাইতেছে। এই সময়ে কিরণমালা নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়ায় মধ্যাহ্ন সময়েও সূর্য্যদেব যেন শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রভাতে রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ উহা নীহার মণ্ডিত তৃণশ্যামল ভূমি খণ্ডে পতিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করে। আর্য্য! আহা! ঐ দেখুন, বন্য

মাতঙ্গেরা তৃষ্ণা-প্রভাবে সুশীতল জল একবার স্পর্শ করিতেছে, শীত প্রভাবে আবার শুণ্ড সঙ্কোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরুব্যক্তি প্রাণান্তেও সমরে অবতীর্ণ হয় না, তদ্রূপ হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা জলকেলী মানসে তীরে সমুপস্থিত হইয়াও শীত প্রভাবে জলে অবগাহন করিতেছে না। শিশিরের প্রভাবে বৃক্ষে কুসম নাই, সমুদায় নিস্তেজ, রাত্রিযোগে হিমান্ধকারে ও দিবাভাগে ঘন নীহারে আবৃত থাকায় সমুদায় বনশ্রেণী যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকারাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে। শিশির বর্ষণে আর কিছুই লক্ষিত হয় না, সারসগণ কেবলমাত্র কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষারপাত, সূর্য্যের মৃদুতা ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। আর্য্য! আর দেখুন, কমলদল হিমপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে। উহা র কেশর ও কর্ণিকা সমুদায় শীর্ণ, শিশিরাঘাতে পত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আহা! এখন উহার আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই। পূর্ব্বের ন্যায় আর আদর নাই। আর্য্য! এই সময়ে নন্দিগ্রামে ভ্রাতৃ-বিয়োগ দুঃখে ভরত সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠ-ভক্তিনিবন্ধন তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। আহা! তিনি অতি সাধুশীল। কি রাজ্য, কি মান, কি সম্ভ্রম, সমুদায় বিসর্জ্জন করিয়া তিনি এখন আহার

সংযম পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এখন তিনিও প্রজাবর্গে পরিবৃত হইয়া স্নানার্থ সুশীতলসলিল সরযূতে গমন করিতেছেন। আহা! তিনি অত্যন্ত সুখী, তাঁহার শরীর অত্যন্ত সুকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে দুরন্ত শিশিরে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সেই স্নিগ্ধসলিল সরযূতে অবগাহন করিতেছেন।

তিনি অতিসুধীর, সচ্চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ, সুন্দর, জিতেন্দ্রিয় ও মধুরভাষী। তাঁহার বাহু যুগল আজানুলম্বিত, বর্ণ শ্যামল, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, উদর অতিসূক্ষ্ম; তিনি ভ্রমেও কখন নিষিদ্ধ পথে পদার্পণ করেন না, ভ্রমেও কখন নীতিবিরুদ্ধ আচারে অগ্রসর হন না। আহা! সেই পদ্মপলাসলোচন আর্য্য ভরত সমুদায় রাজ্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বাংশে আপনাকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। আপনি বনবাসী হইয়াছেন, তথাপি তিনি বনবাসী তাপসের আচার পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার অনুকরণ করিতেছেন। আর্য্য! এমন মহৎকার্য্যের প্রভাবে স্বর্গ যে তাঁহার হস্তগত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়াছি, মনুষ্যেরা মাতৃস্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু আর্য্য ভরতের আচার পদ্ধতি দেখিলে সে সমুদায় সম্পূর্ণ অলিক জ্ঞান হয়। অহহ!! পুত্রবৎসল মহীপাল দশরথ যাঁহার স্বামী, সুশীল ভরত যাঁহার সন্তান, সেই কৈকেয়ীর

হৃদয় কি বিধাতা পাষাণে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন?

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ স্নেহভরে ও কাতর বচনে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া কহিলেন, বৎস! আর্য্যা কৈকেয়ীর দোষ কি? সমুদায় আমার অদৃষ্ট; আমার অদৃষ্টে যদি বনবাস না থাকে, আমার অদৃষ্টে যদি এই সমুদায় যাতনা বিধাতা লিখিয়া না থাকেন, তাহা হইলে আর্য্যা কৈকেয়ীর মুখ হইতে কি সেই বজ্রসম নিষ্ঠুর কথা বহির্গত হইত? অতএব লক্ষ্মণ। তাঁহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, সমুদায় আমার দুর্ভাগ্যের ফল। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসব্রতে স্থির হইলেও পুনরায় যেন ভরতস্নেহে চঞ্চল হইতেছে। আহা! তাঁহার সেই হৃদয়হারী সুমধুর সুললিত অমৃতায়মান বচন বিন্যায় নিরন্তর আমার হৃদয়াকাশে উদিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! আমি কি আর ভরতের সেই সুধাংশু-নিন্দিত শ্রীমুখ দেখিয়া চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করিব? আর কি অযোধ্যায় গিয়া আর্য্যা কৌশল্যার পাদপদ্ম দেখিয়া দেহ পবিত্র করিব? আর কি পৌরবর্গেরা আমায় দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিবে?

এই বলিতে বলিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে বারিধারা পড়িতে লাগিল। অনন্তর তিনি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সমবেত হইয়া স্রোতস্বতী গোদাবরীতে স্নান করিলেন। পরে দেবতা ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া স্তব করিতে

লাগিলেন। ভগবান্ উমাপতি যেমন পার্ব্বতী ও নন্দীর সহিত স্নানান্তে শোভা পান, ঐ সময়ে রামচন্দ্রেরও যেন তদ্রূপ শোভা হইয়া উঠিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহারা স্নানান্তে গোদাবরী হইতে আশ্রমে আগমন করিলেন, এবং যথাবিধি পৌর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। পদ্মপলাস-লোচন রাম তন্মধ্যে জানকীর সহিত পরম সুখে উপবিষ্ট হইয়া চিত্রাসঙ্গত চন্দ্রমার ন্যায় অপরিসীম শোভা ধারণ করিলেন, এবং তত্রত্য তাপসগণ কর্ত্তৃক পরম যত্নে সমাদৃত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত নানা প্রকার সৎ কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

একদা এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী লঙ্কাধিপতি দুর্দ্দান্ত দশাননের সহোদরী, নাম শূর্পণখা। রাক্ষসী তথায় আসিয়া সেই পুণ্ডরীক নয়ন নব-ঘনশ্যাম রামরূপ অবলোকন করিল; এবং দর্শনমাত্র কামশরে আক্রান্ত হইয়া মোহিত হইল। রামের সুমুখ,

রাক্ষসী দুর্ম্মুখী; রামের কান্তি অনঙ্গনিন্দিত, তাহার কান্তি নিতান্ত নিন্দিত; রামের শরীর সুকুমার, তাহার কলেবর যারপর নাই কঠিন; রামের কটিদেশ সূক্ষ্ম, তাহার স্থূল; রাম বিশাললোচন, রাক্ষসী বিরূপাক্ষী; রাম সুকেশ, নিশাচরীর কেশজাল তাম্রবৎ পিঙ্গল; রাম সুরূপ, সে বিরূপা রাম রাজশ্রীসম্পন্ন, রাক্ষসীর শ্রী কাননোচিত; রাম সুস্বর নিশাচরীর কণ্ঠ স্বর নিতান্ত কর্কশ; রাম যুবা, সে বৃদ্ধা; রাম সুশীল, সে দুর্ব্বৃত্তা, রাম অনুকূলভাষী, সে প্রতিকূলভাষিণী; ফলতঃ তাহার রূপ গুণ ও স্বভাব সমুদায় রামের বিপরীত। ঐ নিশাচরী অনঙ্গশরে তাপিত হইয়া কহিল, রাম! তোমার হস্তে শর ও শরাসন, আবার মস্তকেও জটাযূট; তোমার বয়স নূতন, এমন অল্পবয়সে তাপসবেশে কি কারণে ভার্য্যার সহিত এই রাক্ষস-পালিত অরণ্যে আসিয়াছ?

শুনিয়া রাম সরলস্বভাব-নিবন্ধন অকপটে কহিলেন, অযোধ্যানগরে অসামান্য বিক্রমশালী দশরথ নামে এক অবনীপতি ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান, নাম রাম। ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইহাঁর নাম লক্ষ্মণ। এই আমার ভার্য্যা, নাম জানকী। আমি পিতামাতার আদেশের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মোদ্দেশে বনবাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি; তুমি কে? কোন্ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয়, তুমি কোন রাক্ষস বংশে জন্ম-

গ্রহণ করিয়া থাকিবে? যাহাহউক, জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কারণে একাকী এই কাননে আসিয়াছ?

কামপরায়ণা নিশাচরী উত্তর করিল, রাম! শুন, আমি আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি;—আমি কামরূপিণী রাক্ষসী, আমার নাম শূর্পণখা, আমি সকলপ্রাণীর, বিশেষতঃ সরলমতি তাপসকুলের মনে ত্রাস উৎপাদন পূর্ব্বক দিবানিশি এই অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। শুনিয়া থাকিবে, যিনি লঙ্কাপুরেঅপ্রতিহত প্রভাবে একাধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই রাক্ষসরাজ রাবণ আমার ভ্রাতা; এবং নিদ্রা যাহার প্রিয়, সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসদ্বেষী ধার্ম্মিকবর বিভীষণ এবং বিখ্যাতবিক্রম মহাবল খর ও দূষণ, ইহাঁরাও আমার ভ্রাতা। রাম! তুমি অতি সুন্দর পুরুষ, তোমাকে দেখিবামাত্র আমি কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। অভিলাষ করি, তুমি চিরদিনের নিমিত্ত আমার স্বামী হও। সীতাকে লইয়া আর কি করিবে? সীতা বিকৃতা ও বিরূপা, বলিতে কি, এ কোন অংশেই তোমার যোগ্য হইতেছে না। আমি সুন্দরী, তুমি সুন্দর, বিচার করিয়া দেখিলে সর্ব্বাংশে আমিই তোমার অনুরূপ। তুমি আমাকেই ভার্য্যারূপে দর্শন কর। সীতা মানুষী, করালদর্শনা, কৃশোদরী, ও অসতী। আমি এখনই লক্ষ্মণের সহিত ইহাকে করালগ্রাসে পাতিত করিয়া ফেলিব। তাহা হইলে, তুমি কামী হইয়া আমার সঙ্গে রতিরঙ্গ রসে সমুদায় বন উপবন অবলো-

কন করিতে পারিবে। রাম! আমি সামান্যা নহে, আমার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য, আমি স্বেচ্ছাক্রমে ও অপ্রতিহত প্রভাবে সমস্ত লোকে গমনাগমন করিতে পারি। আমাকে ভার্য্যা করিলে, বলিতে কি, তুমি বনবাসের ক্লেশ কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিবে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনঙ্গবশবর্ত্তিনী শূর্পণখা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। রাম পরিহাস পূর্ব্বক হাস্য মুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, সুন্দরি! আমি দার পরিগ্রহ করিয়াছি, এই সীতা আমার দয়িতা, ইনি প্রতিনিয়তই আমার সমীপবর্ত্তিনী আছেন। বিশেষতঃ তুমি সুন্দরি, তোমার ন্যায় সুরূপা রমণীদিগের সপত্নীর সহিত একত্র অবস্থান করা নিতান্তই বিড়ম্বনা। এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ইনি অত্যন্ত সুশীল ও প্রিয়দর্শন। ইনি এখন পর্য্যন্তও বিবাহ করেন নাই, দাম্পত্যরূপ অপার সুখ সিন্ধুতে ইঁহার চিত্ত এখন পর্য্যন্তও নিমগ্ন হয় নাই। বিশেষত এখন ইঁহার ভার্য্যালাভেরও অভিলাষ হইয়াছে।

তোমার যেরূপ অপরূপ রূপ, এই যুবা সর্ব্বথা তাহার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। সুন্দরি! তবে আর বিলম্ব কি, এক্ষণে সূর্য্যপ্রভা যেমন অচলরাজ সুমেরুকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তুমিও ইহাঁকে পতিত্বে গ্রহণ কর। ইহাঁর ভার্য্যা হইলে, তোমার সপত্নী ভয় আর কিছু মাত্র থাকিবে না।

শূর্পণখা শুনিয়া আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া সগর্ব্বে লক্ষ্মণের নিকট গমন করিল, কহিল, রাজকুমার! তোমার যেরূপ মনোহর রূপ, আমিও তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ। অভিলাষ করি, এক্ষণে আমাকে, পাণিগ্রহণ করিয়া সুখী কর। তাহা হইলে, তুমি আমার সঙ্গে পরম সুখে ও অকুতোভয়ে এই অরণ্যে বিচরণ করিতে পারিবে।

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ শ্রবণমাত্র হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! দেখ, আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া তুমি কি দাসী হইয়া থাকিবে? অয়ি চারুহাসিনি! অয়ি সুধাংশুবদনে! আর্য্য রাম আমার প্রভু, ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হইলে দিবানিশি তোমার অসুখের আর সীমা থাকিবে না, তুমি যেরূপ সুরূপা, এ রূপ, রামরূপ ভিন্ন কি আর শোভা পায়? অতএব তুমি ইহাঁরই কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা হইলে পূর্ণকাম হইয়া পরম সুখে স্বামি সহ বাসে সময় ক্ষেপ করিতে পারিবে। আর দেখ, ইহাঁর এই স্ত্রী নিতান্ত বিরূপা, অসতী, করালদর্শনা, কৃশোদরী এবং বৃদ্ধা, তুমি ইহাঁর ক্রোড়ে বসিলে, এ পত্নীর প্রতি ইহাঁর কি আর কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ

থাকিবে ? কোন্ বিচক্ষণ লোক, কোন্ বিলাসপরায়ণ জন এমন দিব্যরূপা মনোমোহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্যা মানুষীতে আসক্ত হইবে ?

স্ত্রীজনসুলভ হীন বুদ্ধির প্রভাবে শূর্পণখা এই পরিহাসের কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না, যাহা শুনিল, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কামমোহে রামকে কহিতে লাগিল, রাজকুমার! তোমার স্ত্রী নিতান্ত বিরূপা, শুনিলাম, আবার অসতীরও এক শেষ, বয়সেও বৃদ্ধা ; তুমি এমন কুরূপা পত্নীকেও পরিত্যাগ করিয়া আমাকে সমাদর করিতেছ না ? আমি আজ তোমার সমক্ষেই পামরীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব এবং সপত্নীশূন্য হইয়া পশ্চাৎ পরমসুখে তোমার সঙ্গে বিহার করিব। অঙ্গারলোহিত-লোচনা রাক্ষসী এই বলিয়া সেই মৃগনয়না জানকীর প্রতি ধাবমান হইল। তখন বোধ হইল, যেন মহাউল্কা রোহিণীর দিকে আসিতেছে। মহাবীর রাম সেই করালমুখী রাক্ষসীকে নিবারণপূর্ব্বক রোষকষায়িত নেত্রে লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎস ! সচক্ষেই দেখিলে ত ? নিষেধ করি, তুমি আর কদাচ ইতর স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরিহাস করিও না। আহা ! রাক্ষসীর ভীষণ মুর্ত্তি দেখিয়া জানকী যেন ভয়ে কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছেন। লক্ষ্মণ ! এক্ষণে আর বিলম্ব করিও না, যত শীঘ্র পার, এই উন্মত্তা অসতীকে বিরূপ করিয়া দেও।

তখন মহাবল লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ পাইবামাত্র রোষ-

ভরে তাঁহার সমক্ষেই সুতীক্ষ্ণ অসিলতা উদ্যত করিয়া শূর্পণখার নাশা কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছেদনমাত্র সেই ঘোরদর্শনা নিশাচরী দরদরিত রুধির ধারায় সিক্ত হইয়া ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিল এবং প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় উর্দ্ধ করিয়া বর্ষাকালীন মেঘমালার ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

একোন বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর শূর্পণখা রোদন করিতে করিতে জনস্থান-নিবাসী ভ্রাতা খরের সন্নিহিত হইয়া গগণতল হইতে অশনির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। নিশাচর খর অকস্মাৎ ভগিনীকে শোণিতসিক্ত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া কোপ-কষায়িত লোচনে কহিতে লাগিল, একি!! শূর্পণখে! উঠ, উঠ, কি হইয়াছে, আজ অকস্মাৎ কিজন্য মোহিত হইয়া পড়িলে? মোহ পরিত্যাগ কর, ভয় পরিহার কর। তুমি এমন সুরূপা ছিলে, তোমার এমন সুন্দর রূপ কে বিরূপ করিয়া দিল? কোন্ নির্ব্বোধ বালক অবহেলা করিয়া সম্মুখে শয়ান কৃষ্ণ সর্পকে নিরপ-

রাধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ব্যথিত করিল? যে পামর আজ তোমাকে পাইয়া হলাহল কালকূট পান করিয়াছে, নিশ্চয় তাহার কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন; কিন্তু মোহ-প্রভাবে সে বুঝিতেছে না। তুমি অসাধারণ বলবীর্য্য-সম্পন্না, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমদর্শনা, কামরূপিণী ও কামগামিনী। ত্বরায় বল, তুমি আজ কোথায় গমন করিয়াছিলে? এবং কোন্ অল্পায়ু, নির্ব্বোধ ব্যক্তিই বা তোমার এমন ভুবনমোহন রূপের এরূপ দুর্দ্দশা করিল? কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি ভূত, কি ঋষি, ত্রিলোক মধ্যে এমন বলবান্ কে আছে, যে তোমার এমন সুন্দর রূপ বিরূপ করিয়া ফেলিল। ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেও দেখিনা, যে আমার অপকার করিয়া জীবিত থাকিতে পারে। সে যাহা হউক, তৃষ্ণার্ত্ত সারস যেমন নীর হইতে কেবলমাত্র ক্ষীর গ্রহণ করে, এই অপরাধে সেই রূপ আজ আমি প্রাণসংহারক শরে সুরগণ মধ্য হইতে সুররাজ ইন্দ্রেরই প্রাণ সংহার করিব। আজ দেবী বসুমতী, শরচ্ছিন্নদেহ নিহত কোন্ ব্যক্তির সফেণ উষ্ণ শোণিত পানকরিতে অভিলাষ করিয়াছেন। দলবদ্ধ বিহঙ্গেরা মনের উল্লাসে আজ কোন্ পুরুষের শোণিতাক্ত দেহ হইতে মাংসখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। এ বীর যাহাকে আক্রমণ করিবে, কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, সেই দীনহীনকে রণক্ষেত্রে আজ কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। ভগিনি! আর কাঁদিও না, অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ

করিয়া বল, এই অরণ্য মধ্যে কোন্ দুর্ব্বিনীত, কোন্ পামর পুরুষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমায় পরাভব করিয়াছে ?

তখন শূর্পণখা মহাবীর খরের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বাষ্পাকুল লোচনে কহিতে লাগিল; দণ্ডকারণ্যে রাজা দশরথের দুই পুত্র আসিয়াছে, উহাদের একের নাম রাম, অপরের নাম লক্ষ্মণ, উহারা উভয়েই তরুণ, সুকুমার, সুরূপ ও মহাবল। উহাদের নেত্রদ্বয় পদ্ম-পলাস নিন্দিত, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, পরিধান চীর বসন। উহারা জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্ম-চারীর বেশে ফলমূল মাত্র আহার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। দেখিলেই বোধ হয়, যেন বিধাতা সমুদায় সৌন্দর্য্যরাশি একত্র সমাবেশ করিয়া উহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহাদের অঙ্গে রাজচিহ্ন সমুদায় বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ দুই ভ্রাতা কি দেবতা, কি দানব, আমি দেখিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি তাহা-দের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী তরুণী এক রমণীকেও দেখি-য়াছি, তাহার নিমিত্তই আমার এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, আমি আজ রণস্থলে সেই কুটিলা নারীর এবং ঐ দুই ভ্রাতার উত্তপ্ত শোণিত পান করিব, এই আমার প্রথম সংকল্প, তোমাকে আজ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হইবে।

শূর্পণখা রোদন করিতে করিতে এইরূপ কহিলে,

খর, অসীম রোষাবেশে সাক্ষাৎ কৃতান্ত তুল্য মহাবীর চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, রাক্ষসগণ! দেখ, দুইটী মনুষ্য এক প্রমদার সহিত এই ঘোরতর দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে, তাহাদের করে কোদণ্ড, অথচ বাহিরে [illegible]। তোমরা যতশীঘ্র পার, [illegible] তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়া প্র[illegible]। আমার এই ভগিনী আজ রণক্ষেত্রে তাহাদের উষ্ণ শোণিত পান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। বীরগণ! ত্বরায় যাও, আর বিলম্ব করিও না, গিয়া বীরদর্পে উহাদের প্রাণ সংহার করিয়া আমার ক্রোধানল নির্ব্বাণ কর। আমার ভগিনী তোমাদের হস্তে ঐ দুই দুর্ব্বল মনুষ্যকে নিহত দেখিয়া আহ্লাদভরে মনুষ্যশোণিতে পিপাসা শান্তি করুন।

এই বলিয়া নিশাচর খর বিরত হইলে, রাক্ষসগণ প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শূর্পণখার সহিত পবন-প্রেরিত মেঘের ন্যায় মহাবেগে তথায় গমন করিল।

বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর শূর্পণখা আশ্রম মধ্যে প্রবেশিয়া সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল। রাক্ষসগণ দেখিল, মহাবীর রাম জানকীর সহিত সমবেত হইয়া পর্ণশালায়

আসীন আছেন, লক্ষ্মণ অবনত শিরে তাঁহার চরণ সেবা করিতেছেন। নিশাচরেরা সংগ্রাম-সজ্জিত বেশে ক্রমে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে রাম রাক্ষসগণকে সজ্জিত বেশে সমাগত দেখিয়া বীর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি কিছুকাল অবধান পূর্ব্বক জানকীর সন্নিহিত হইয়া থাক, যে সমস্ত রাক্ষস শূর্পণখার রক্ষার্থে আসিয়াছে, আমি যাবৎ উহাদের ক্ষুদ্র প্রাণ বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন না করি। লক্ষ্মণ সম্মত হইলেন।

মহাবীর রাম স্বর্ণ-খচিত ভাস্বর শরাসনে জ্যাযোজনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, নিশাচরগণ! কেবল ফলমূলমাত্রে আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ পায়, আমরা জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী ও নিরন্তর তপঃসাধনে নিরত; কিন্তু তোমরা অকারণে আমাদের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? ইহাতে তোমাদের নিতান্ত পামরতা প্রকাশ পাইতেছে, তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড, সরলমতি তাপসগণের প্রতি নিরন্তর নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া থাক, কিন্তু আমরা সামান্য তাপস নহি, এই দেখ, তাহাদের নিয়োগে আমরা প্রাণহর শরাসন হস্তে লইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আর অধিক কি কহিব. যদি জীবিতাশা থাকে, যদি জননীকে পুত্র শোকসাগরে ভাসাইতে অভিলাষ না থাকে, নিশাচরগণ! তবে আর অগ্রসর হইও না, ঐ খানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাক, অথবা এখনই প্রতিনিবৃত্ত হও।

রাম এই রূপ কহিয়া বিরত হইলে, সেই ক্রোধান্ধ রাক্ষসেরা কহিতে লাগিল, তুমি মনুষ্য হইয়া আমাদের অধিনায়ক রাক্ষসরাজ মহাত্মা খরের ক্রোধোদ্রেক করিয়াছ; এজন্য আজিকার যুদ্ধে তোমাকেই আমাদের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী, বিশেষতঃ হীনবীর্য্য মনুষ্য, তোমার সহিত আর রাক্ষসদিগের সংগ্রাম কি? তোমার এমন কি শক্তি আছে, যে আমাদের সম্মুখেও তিষ্ঠিতে পারিবে? রাম! তুমি পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া যেমন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, আমাদের শূল, শক্তি, পরিঘ ও পট্টিশাস্ত্রে, জীবন বিসর্জ্জন করিয়া আজ অবশ্যই তাহার পরিণাম ভোগ করিবে। অথবা তোমার সহিত আর বাক্ বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে তৃণ রাশি অতি অল্প কালস্থায়ী। এই বলিয়া রাক্ষসেরা প্রবল রোষাবেশে ও মহাশব্দে সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহার উপর ভীমবেগে চতুর্দ্দশটী সুতীক্ষ্ণ শূল নিক্ষেপ করিল। ঐ সকল শূল নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র বীরচূড়ামণি রাম, সুবর্ণমণ্ডিত তাবৎ সংখ্য খরতর শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অসীম রোষাবেশে অধীর হইয়া তূণীর হইতে শিলাশাণিত সূর্য্যসঙ্কাশ ভাস্বর নারাচাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সমুদয় হীনবীর্য্য রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া, দেবরাজ বজ্রপাণি যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ তৎ সমুদয় পরিত্যাগ

করিলেন। ঐ সকল অস্ত্র রামের বিশাল বাহুযুগল হইতে নির্ম্মুক্ত হইবা মাত্র ভীমবেগে ও মহাশব্দে নিশাচরগণের বক্ষস্থল বিদারণ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া বল্মীক মধ্যে উরগের ন্যায় ভূগর্ত্তে প্রবেশ করিল। হীন বল রাক্ষসেরাও প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত ও শোণিতাক্ত দেহে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাসনে শয়ান হইল।

তদ্দর্শনে নিশাচরী শূর্পণখার সমস্ত শোণিত যেন শুষ্ক হইয়া গেল, আর উপায় না দেখিয়া সে পুনরায় খরের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নির্য্যাসযুক্ত লতার ন্যায় সকাতরে পতিত হইল, এবং অধিকতর শোকাবেগে বিবর্ণ হইয়া মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

এক বিংশতিতম অধ্যায়।

তখন খর, সেই সর্ব্বনাশসাধিনী ভগিনী শূর্পণখাকে পুনরায় ভূতলে শয়ান দেখিয়া কহিতে লাগিল, সেকি? ভগিনি! আবার রোদন করিতেছ কেন? আমি যে সমস্ত ভীমপরাক্রম নিশাচরদিগকে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলাম, তাহারা কি তোমার কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়াছে? তাহারা ত আমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্তই অনুরক্ত; ভ্রমেও ত কখন আমার প্রতিকূল

কামনা করে না, প্রবল আঘাতেও ত কেহ তাহাদিগকে পরাভব করিতে পারে না? তাহারা যে আমার আদেশানুরূপ কার্য্য করে নাই, কোন ক্রমেই ত সম্ভব হইতেছে না? তবে তুমি আবার শোকে “হা নাথ!” বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছ কেন? কেনই বা আবার প্রবল দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছ? ভগিনি! বল বল, ত্বরায় বল, তোমার এ দুঃখ আর সহিতে পারি না। তোমার বক্ষে জলধারা দেখিলে বা তোমার কোন রূপ বিলাপবাক্য শুনিলে, শোকে আমার সকল শোণিত যেন শুষ্ক হইয়া যায়। আমি তোমার রক্ষক, আমি বিদ্যমানে তুমি কি কারণে অনাথার ন্যায় রোদন করিতেছ? ভগিনি! উঠ উঠ, আর শোক করিও না, রোদন সংবরণ কর। আহা! তোমার এমন কোমলাঙ্গ কি কঠিন মৃত্তিকার উপযুক্ত?

রাক্ষসরাজ খর এই রূপে সান্ত্বনা করিলে, শূর্পণখা সজল নয়ন মার্জন করিতে করিতে কহিল, রাক্ষসরাজ! আমি ছিন্ননাশা, ছিন্নকর্ণা ও শোণিতপ্রবাহে সমাকীর্ণা; আবার জ্ঞাতিবধে প্রবল শোকানলে দগ্ধ হইয়া আসিলাম, তুমিও আমাকে যথোচিত সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু, আমার প্রিয় সাধনোদ্দেশে যে সকল শূলধারী নিশাচরদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলে, রামের মর্ম্মভেদী শরে তাহারা নিহত ও গতাসু হইয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছে। আজ তাহাদিগকে ক্ষণকালমধ্যে রণস্থলে নিপতিত এবং

রামের এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দেখিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস জন্মিয়াছে। আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি, নিতান্তই বিষণ্ণ হইয়াছি, আমি যার পর নাই ভীত ও ত্রাসিত হইয়া পুনরায় তোমার শরণাপন্ন হইলাম। বলিতে কি, আমি যেন আজ চতুর্দ্দিকে, ভয়ের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতেছি। বিষাদ যাহার কুম্ভীর, শঙ্কা যাহার তরঙ্গ, ভয় যাহার আভোগ, আমি সেই অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর। দুঃখের কথা আর কি কহিব, যে সকল নিশাচরেরা সজ্জিতবেশে সংগ্রামার্থ নির্গত হইয়াছিল, মহাবীর রাম পদাতি হইয়াই তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়াছে। এ যাতনা আমি আর সহিতে পারি না। যদি আমার ও নিশাচরদিগের প্রতি তোমার দয়া বা মমতা থাকে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই এই দণ্ডেই সেই দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসকণ্টকদিগকে বিনাশ কর। তাহারা আমার পরমশত্রু, আমাকে বিরূপ করিয়া তাহারা রাক্ষসকুল কলঙ্কিত করিয়াছে। আজ যদি তাহাদের প্রাণ নাশ করিতে না পার, নিশ্চয় কহিতেছি, আমি নির্লজ্জা হইয়া এই দণ্ডেই তোমার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সকল দুঃখ সকল শোক সংবরণ করিব। ছি! ছি! ক্রোধানলে এখন পর্য্যন্তও তোমার শরীর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল না, তুমি কি হীনবীর্য্য পুরুষ! তোমার বীরাভিমান কিছু মাত্র নাই। আমার বোধ হয়, তুমি চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে লইলেও সংগ্রাম স্থলে

তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি নিজে নিজেই কেবল বীরাভিমান প্রকাশ করিয়া থাক, কিন্তু তুমি বীর নও, এই নিষ্কলঙ্ক রাক্ষসকুল তোমা হইতেই অভিনব কলঙ্ক পঙ্কে নিমগ্ন হইল। তুমি এখান হইতে বন্ধু বান্ধব লইয়া দূর হইয়া যাও। যদি ঐ দুইটী সমান্য মনুষ্যকে বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য। তোমার আর জনস্থানে বাস করিবার প্রয়োজন কি? জীবন ধারণেই বা আর প্রয়োজন কি? বলিতে কি, অতঃপর তোমাকে সেই সামান্য মনুষ্য রামের প্রতাপে তাপিত হইয়া অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, আর রক্ষা নাই। যদি মান সম্ভ্রমের ভয় থাকে, যদি নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত করিতে অভিলাষ না থাকে, সত্বর সজ্জিত হও, হীনবল পুরুষের ন্যায় আর অনর্থক সময় ক্ষেপ করিও না!

এই বলিয়া শূর্পণখা খরের সন্নিধানে বারংবার বিলাপ করিয়া শোকে মোহে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল, এবং যারপর নাই দুঃখিত হইয়া বক্ষস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাবীর খর রাক্ষস সমাজে এইরূপ অপমানিত হইয়া রোষাবেশে শূর্পণখাকে কহিতে লাগিল, ভগিনি! তোমার

এই অবমাননায় আমি যে কতদূর দুঃখিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। ক্ষতস্থানে ক্ষারজল যেমন অসহ্য হয়, সেইরূপ তোমার এই অবমাননা আমি কিছুতেই সহিতে পারিব না। রাম অল্পপ্রাণ মনুষ্য, আমি বীরদর্পে উহাকে গণনাই করি না। হিতাহিত বিচার না করিয়া চপলের ন্যায় সে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, আমার হস্তে তাহাকে আজ তাহার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ভগিনি! তুমি এখন চক্ষের জল সংবরণ কর; আর কাঁদিও না, আর ভয় করিও না, আমি এখনই লক্ষ্মণের সহিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। সে আমার এই সুতীক্ষ্ণ পরশুধারায় নিহত ও গতাসু হইলে, তুমি পরমানন্দে উহার উত্তপ্ত শোণিত পান করিবে, এবং তখনই এ দুঃখের পরিশোধ হইবে।

অনন্তর লম্বোদরী শূর্পণখা ভ্রাতার এই বীরদর্প-মিশ্রিত কথায় চপলতা বশত আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পুনরায় তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। নিশাচর খর প্রথমে তিরস্কৃত পরিশেষে প্রশংসিত হইয়া সেনাধ্যক্ষ দূষণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, ভ্রাতঃ! যাহারা দিবানিশি প্রাণিহিংসা লইয়া ক্রীড়া করে, সংগ্রাম স্থলে যাহারা কখন পরাভব রূপ মর্ম্মবেদনা ভোগ করে নাই, এবং যাহারা সর্ব্বদা সর্ব্বাংশেই আমার মনোমত কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তুমি যত শীঘ্র পার, সেই সকল নীলমেঘাকার বলগর্ব্বিত মহাবীর রাক্ষসগণকে রণসজ্জা করিতে বল।

আর আমার শাণিত শর, প্রকাণ্ড শরাসন ও সুতীক্ষ্ণ শক্তি আনয়ন কর, এবং অবিলম্বে রথেও অশ্ব যোজনা করিয়া দেও। আমি সেই দুর্ব্বিনীত রামের বধ সাধনার্থ সর্ব্বাগ্রেই যাত্রা করিব।

আজ্ঞামাত্র সেনাধ্যক্ষ দূষণ বিবিধ বর্ণের অশ্বে যোজিত করিয়া রথ আনয়ন করিল। ঐ রথ শারদীয় সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষাও অধিকতর প্রভাজালে জড়িত, ও সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত; উহার চক্র স্বর্ণময়, এবং যুগন্ধর বৈদূর্য্যময়; উহার এক স্থানে সুতীক্ষ্ণ অসিলতা ঝুলিতেছে, অপরাপর স্থানে হেমময় মৎস্য, পুষ্প, পাদপ, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা ও মাঙ্গল্য পক্ষী শোভা পাইতেছে। সেই কিঙ্কিনী-জাল-জড়িত ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত সুবর্ণময় রথ আনীত হইবা মাত্র খর ক্রোধাবেগে উন্মত্ত হইয়াই যেন মহাবেগে তাহাতে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে ভীমপরাক্রম ভীষণ রাক্ষসেরা আসিয়া উহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইল। মহাবল খর তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, বীরগণ! আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় সজ্জিত হও।

অনন্তর সেই চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচর প্রভুর আদেশ পাইবামাত্র শূল, শক্তি, শরাসন, মুষল, মুদ্গর, সুতীক্ষ্ণ পরশু, পট্টিশ, প্রদীপ্ত তোমর, খড়্গ, চক্র, ঘোরদর্শন পরিঘ, গদা, ও ভীমদর্শন বজ্রাকার সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ রবে চীৎকার করিতে করিতে মহাবেগে নির্গত হইতে লাগিল। তাহারা সজ্জিত বেশে

সংগ্রামার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলে, কিয়ৎকাল পরে খরের রথ ক্রমশঃ চলিতে লাগিল। পরিশেষে তাহার আজ্ঞাক্রমে সারথি প্রবল বেগে অশ্ব চালনায় প্রবৃত্ত হইল। রথের ঘর্ঘর শব্দে ও সেনাকোলাহলে, দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন সাক্ষাৎ কৃতান্ততুল্য মহাবীর খর শত্রুবিনাশার্থ সত্বর হইয়া পাষাণবর্ষী নিবিড় মেঘখণ্ডের ন্যায় বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারথিকে মহাবেগে যাইতে আদেশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ইতি মধ্যে সহসা গর্দ্দভবর্ণ ঘোরতর জলদাবলী গভীর গর্জন সহকারে সেই সমস্ত ভীমদর্শন রাক্ষসসৈন্যের প্রতি অশুভ রক্ত বৃষ্টি আরম্ভ করিল। খরের সেই সুদৃশ্য রথের বেগবান্ অশ্ব সকল পদে পদে রাজপথে স্খলিত ও পতিত হইতে লাগিল। ভগবান্ সূর্য্যদেবের সন্নিধানে শ্যামবর্ণ ও আরক্তোপান্ত অঙ্গারচক্রাকার একটী অমঙ্গলসূচক মণ্ডল লক্ষিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ মহাকায় দারুণ গৃধ্রেরা আসিয়া সেই উন্নত সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ড আক্রমণ করিয়া উপবেশন করিল। মাংসাশী মৃগ পক্ষীরা জনস্থানের প্রান্তে বিকৃত স্বরে চীৎকার, এবং অশিব শিবাগণ দিবাভাগে দক্ষিণ দিকে ভৈরব রবে রাক্ষসকুলের

অশুভ ঘোষণা করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড প্রমত্ত মাতঙ্গ তুল্য মহামেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নিতান্ত ভয়াবহ নিবিড় অন্ধকারে সমস্ত বনবিভাগ আচ্ছন্ন হইয়াগেল। কি দিক্, কি বিদিক্, আর কিছুই লক্ষিত হয় না। অসময়ে রক্ত সন্ধ্যা আবির্ভূত হইল। মারাত্মক মৃগ-পক্ষি সকল খরের সম্মুখে গিয়া ভৈরব রবে দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। গৃধ্রগণ, উচ্চ কর্কশ শব্দে রাক্ষসদিগের কর্ণকুহর ব্যথিত করিতে লাগিল। অশুভ-দর্শী উল্কামুখ শৃগালেরা অনলশিখা—উগদারক মুখকুহর ব্যদান পূর্ব্বক নিশাচরগণের অভিমুখে রুক্ষ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ পরিঘাকার ভীষণ ধূমকেতু সূর্য্যের সন্নিধানে উদিত হইল। প্রভাকর প্রভাশূন্য, পর্ব্বকাল ব্যতীতও রাহু গিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রবল ঝঞ্জা বায়ুতে দিক বিদিক্ আলুলায়িত, ও সহসা সমুত্থিত ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়াগেল। দিবাভাগে খদ্যোত তুল্য তারকাবলি স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। সরোবরের সরোজদল মলিন, ও মৎস্য এবং জলচর পক্ষিরা ভয়ে যেন বিলীন হইয়া রহিল। পুষ্পবৃক্ষে পুষ্প নাই, সুক ও সারিকাগণের ভয়বিকম্পিত অস্ফুট শব্দে বনবিভাগ আকুল হইয়া উঠিল। গভীর রবে পুনঃ পুনঃ ভয়ঙ্কর উল্কাপাত ও বন-পর্ব্বতময়ী পৃথিবী দেবী নিরন্তর কম্পিত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে খর, রথোপরি সিংহনাদ করিতেছিল,

অকস্মাৎ তাহার বাম বাহু স্পন্দিত, কণ্ঠস্বর অবসন্ন, নেত্র-জল প্রবাহিত ও শিরঃপীড়াও উপস্থিত হইল। কিন্তু সে এই সমস্ত রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়াও মোহ-বশতঃ প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া হাস্যমুখে সহাগত সেনা-গণকে কহিল, সেনাগণ! দেখ, চারিদিকেই কেমন ভয়াবহ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে; হউক, আমি উহাতে কিছুমাত্র ভয় করি না। বলবান্ ব্যক্তি যেমন স্ববীর্য্য প্রভাবে দুর্ব্বলকে গণনা করে না, তদ্রূপ আমি ভ্রমেও উহা লক্ষ্য করি না। আমি আজ সুতীক্ষ্ণ শরে আকাশ-মণ্ডল হইতে তারকাপাত করিব। অধিক কি, আমি আজ ক্রুদ্ধ হইয়া বীরদর্পে কৃতান্তকেও মৃত্যুমুখে ফেলিব। আমার এই শত্রুসংহারক শরে সমস্ত শত্রুকুল গতাসু হইয়া আজ কালসদন অলঙ্কৃত করিবে। তুচ্ছ তুই মনুষ্য কি, আমি আজ ঐরাবতগামী বজ্রপাণি পুরন্দরকেও সংহার করিয়া সংগ্রামস্থলে তদীয় উত্তপ্ত শোণিতধারা পান করিব। আমি এখন পর্য্যন্তও ভরাভব রূপ অপার শোক-সিন্ধুতে সন্তরণ করি নাই। আমার ভগিনী আজ রণক্ষেত্রে রাম লক্ষ্মণের দেহবিনির্গত শোণিতধারা পান করিয়া সকল শোক সংবরণ করিবেন। এই বলিয়া নিশাচর পুনঃ পুন বীরদর্প প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন মৃত্যুপাশসংযত সমুদায় রাক্ষসী সেনা, নায়কের এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া অপার আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িল।

ঐ সময়ে দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও চারণগণ দিব্য বিমা-

নারোহণে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যিনি গো, ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগের হিতসাধনে নিরন্তর নিরত রহিয়াছেন, প্রার্থনা করি, আজ সেই মহাত্মার মঙ্গল হউক, ভগবান্ নারায়ণ যেমন অসুরগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম আজ সমরে নিশাচরদিগকে বিনাশ করুন। বিমানারোহী দেবগণ ও মহর্ষিগণ এই রূপ নানা প্রকার কথোপকথন করিয়া কৌতুকাবেশে সমুদায় রাক্ষসী সেনা দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবীর খর মহাবেগে সেনামুখ হইতে বহির্গত হইল। তখন শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, মেঘমালী, মহামালী, পরুষ, কালকার্মুক, রুধিরাশন ও বরাস্য এই দ্বাদশ ভীমবল রাক্ষস উহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল, এবং মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ, ও ত্রিশিরা এই চারি জন, সেনা-সম্মুখে সেনাধ্যক্ষ দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। গ্রহসমূহ যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া যায়, ঐ সময়ে রাক্ষস সৈন্যও সমরাভিলাষে রাম লক্ষ্মণের উদ্দেশে তদ্রূপ প্রধাবিত হইল।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাবীর খর সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে ক্রমশঃ আশ্রমের সন্নিহিত হইলে, রাম, অনুজের সহিত ঐ সকল লোমহর্ষণ উৎপাত দেখিতে পাইলেন, এবং রাক্ষস-কুলের অনিবার্য্য ভাবী অশুভ সম্ভাবনা করিয়া কহিলেন, বৎস! দেখ, বুঝি নিশাচরকুল উন্মূলিত করিবার জন্যই এই সর্ব্বসংহারক উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ দেখিতে দেখিতে কেমন ভয়াবহ গর্দ্দভবর্ণ মেঘ মণ্ডল ঘনগম্ভীর গর্জ্জনে ব্যোমমণ্ডল যেন পরিপূরিত করিয়া তুলিল, নিরন্তর রুধিরধারা বর্ষণে সমস্ত বনবিভাগ যেন আকুল করিয়া ফেলিল। আরণ্য পশু পক্ষীরা রুক্ষস্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে। দেখ, আমার তূণীরগত শরসমূহ ও শরাসন যেন আজ যুদ্ধের আনন্দে স্ফুরিত হইতেছে, আজ আমার দক্ষিণ বাহুও বারংবার স্পন্দিত হইতেছে, আর তোমারও মুখমণ্ডল যেন আজ অধিকতর প্রভাসম্পন্ন ও সুপ্রসন্ন দেখা যাইতেছে। আজ নিঃসংশয় একটী ভয়াবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। কিন্তু বৎস! আজিকার যুদ্ধে নিশাচরেরা অবশ্যই পরাভবরূপ মর্ম্মবেদনা ভোগ করিবে, সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি,

যুদ্ধের প্রারম্ভে মুখশ্রী প্রভাসম্পন্ন ও সুপ্রসন্ন হইলে যুদ্ধার্থীরা কদাচ পরাজিত হয় না এবং সে যুদ্ধে প্রতিযোদ্ধাদিগকেও অবশ্যই পরাভূত হইতে হয়। ঐ শুন, রাক্ষসেরা কেমন ভৈরব স্বরে সিংহনাদ করিতেছে, কেমন গভীর শব্দে ভেরীধ্বনি করিতেছে। কিন্তু বৎস! এখন নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। শত্রুকুল ছোটই হউক, আর বড়ই হউক, বিপদ আশঙ্কা করিয়া অগ্রে তাহার প্রতিবিধান করাই শ্রেয়ার্থী বিচক্ষণের কর্ত্তব্য। উপেক্ষা করিয়া থাকিলে, সবল ব্যক্তিকেও দুর্ব্বলের ন্যায় দুঃখিত হইতে হয়। অতএব তুমি অতি শীঘ্র শরকার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত তরুলতাগহন, দুর্গম এক গিরিগুহা আশ্রয় কর। লক্ষ্মণ! তুমি মনে করিও না, যে রাক্ষসসংগ্রামে অসমর্থ বলিয়া, আমি তোমায় প্রেরণ করিতেছি। আমি জানি, তুমি অতি বীর, সামান্য রাক্ষস কি, ক্রুদ্ধ হইলে তুমি ত্রিলোককেই আলুলায়িত করিতে পার। কিন্তু আমার অভিলাষ, যে আমি আজ স্বয়ংই ইহাদের প্রাণ নাশ করি।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতার সহিত গিরিগুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম ভ্রাতার এইরূপ কার্য্যে বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়া, জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান অক্ষয় কবচ ধারণ পূর্ব্বক অন্ধকার মধ্যে সহসা প্রদীপ্ত পাবকরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং

শর ও শরাশন গ্রহণ পূর্ব্বক টঙ্কারশব্দে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

এই সময়ে দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ এবং ব্রহ্মর্ষিনামে প্রসিদ্ধ ঋষিগণ সংগ্রামদর্শন-লালসায় বিমানারোহণে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যিনি ধার্ম্মিকদিগের রক্ষার্থ দীক্ষিত হইয়াছেন, আমরা একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করি, আজিকার যুদ্ধে তিনিই জয়লাভ করুন। ভগবান্ নারায়ণ যেমন অনায়াসে দৈত্যদিগের প্রাণ সংহার করিয়া সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। পুরুষোত্তম রামও যেন সেইরূপ নিশাচরকুল নিঃশেষ করিয়া সমরে জয়লাভ করেন। এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎ কাল পরে আবার কহিলেন, অহো!! এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসেরা চতুর্দ্দশ সহস্র, কিন্তু রাম কেবল একমাত্র, জানিনা, এত অধিক নিশাচরদিগের মধ্যে একাকী হইয়া কিরূপে জয়লাভ করিবেন। তাঁহারা এই চিন্তায় নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে রামের শরীরপ্রভা রণস্থলে এরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল, যে দেখিবামাত্র দর্শকদিগের শোণিতরাশি ভয়ে যেন শুষ্ক হইতে লাগিল। ফলতঃ সংগ্রামস্থলে সেই বীরচূড়ামণি রামের লোকাতীত তেজঃপ্রভা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশী কুপিত রুদ্রদেবই যেন সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এদিকে নিশাচরসৈন্য ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত মহাবীর সেনাদলের মধ্যে কেহ সিংহনাদ ও কেহ বীরদর্প প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ স্বয়ংই শত্রু-বিনাশার্থ আস্ফালন, ও কেহ কেহ বা স্বীয় স্বীয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের সেই বীরদর্পমিশ্রিত তুমুল কোলাহলে বনবিভাগ যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আরণ্য জীব জন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া প্রাণভয়ে দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিল।

ক্রমে সেই রাক্ষসী সেনা নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মহাসাগরের তরঙ্গলহরীর ন্যায় মহাবেগে রামের অভি-মুখে ধাবমান হইল। সংগ্রামকুশল মহাবীর রাম চতু-র্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, খরের সৈন্যসামন্ত সমুদায় রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি নিজ প্রকাণ্ড কোদণ্ড বিস্তার পূর্ব্বক তূণীর হইতে শাণিত শর হস্তে করিয়া রাক্ষসকুল-বিনাশার্থ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যুগান্তকালীন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। এমনকি, তৎকালে বনদেবতারাও তাঁহাকে তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া যারপর নাই ভীত ও ব্যথিত হইলেন। চারিদিকে রাক্ষসী সেনা দণ্ডায়মান, তাহাদের দেহে অগ্নিবর্ণ বর্ম্ম, ও নানাপ্রকার স্বর্ণাভরণ, হস্তে শরাসন, ও বিবিধ শর। উহারা সূর্য্যোদয়ে সুনীল জলদাবলীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হ-ইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

ক্রমে সমরনিপুণ খর পুরোবর্ত্তী বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত রামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি শর ও শরাসন হস্তে লইয়া অসীম রোষাবেশে ভয়ঙ্কর টঙ্কার প্রদান করিতেছেন। সে দেখিবামাত্র সারথিকে কহিল, সারথি! তুমি ত্বরায় রামের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। আদেশমাত্র সারথি, রাম যেখানে একাকী দণ্ডায়মান আছেন, সেই দিকে রথ লইয়া চলিল। শ্যেনগামী প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসেরা সিংহনাদ পূর্ব্বক নায়কের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। ঐ সময়ে খর তারাগণ মধ্যে উদিত মঙ্গল গৃহের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। অনন্তর সে সহস্র সহস্র শাণিত শরে সাধুপ্রকৃতি রাজীবলোচনকে নিপীড়িত করিয়া রণস্থলে উচ্চতর বীরনাদ করিতে লাগিল; এদিকে বহুসংখ্য সৈন্যদল আসিয়া রোষাবেশে দুর্জ্জয় রামের উপর নানাবিধ অস্ত্রবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। কেহ লৌহমুদ্গর, কেহ দুর্ভেদ্য শূল, কেহ শাণিত প্রাস, কেহ সুতীক্ষ্ণ অসিলতা এবং কেহ কেহ বা খরধার পরশু প্রহার করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত মহাকায় নিশাচরেরা কেহ

পর্ব্বততুল্য প্রমত্ত মাতঙ্গ, কেহ বেগবান্ অশ্ব ও কেহ প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল, এবং রাম-বধার্থ অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন বোধ হইল, প্রলয়কালীন মহামেঘ যেন পর্ব্বতের উপর অনিবার্য্য বেগে জলধারা বর্ষণ করিতেছে। রাম ঐ সমস্ত ভীমদর্শন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া প্রদোষকালে ভূতগণ-বেষ্টিত ভগবান্ ভূতনাথের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিলেন। রাক্ষসেরা অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাম তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না, কেনই বা হইবেন? সামান্য আঘাতে মহাশৈল কি কখন বিচলিত হয়? পরে সমুদ্র যেমন নদীপ্রবাহ রোধ করে, সেইরূপ তিনি স্বীয় শাণিত শরনিকরে নিশাচরদিগের অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় নিবারণ করিলেন। তাহাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঐ সমস্ত শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতলিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তত্রাচ ব্যথিত হইয়াছিলেন না। সেই সময়ে তিনি সন্ধ্যাকালে সিন্দুর বর্ণ মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম একাকী, কিন্তু বহুসংখ্য রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়াছেন, দেখিয়া দেবতা, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ যারপর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর রাম স্বীয় প্রকাণ্ড কোদণ্ড মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল কাল-পাশতুল্য দুর্ব্বিষহ শরজাল শরাশন হইতে বিনির্ম্মুক্ত

হইবামাত্র রাক্ষসদিগের বিশাল বক্ষঃস্থল সমুদায় বিদারণ পূর্ব্বক রক্তাক্ত দেহে নভোমণ্ডলে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমে বহুসংখ্য নিশাচর কালগ্রাসে পতিত হইল। রণক্ষেত্র ক্রমে রাক্ষসদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর রাম অসংখ্য বাণে অনেকের ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অলঙ্কৃত বাহু ও করিশুণ্ডাকার উরু ছেদন করিলেন। সুবর্ণখচিত কবচ অশ্ব, আরোহীর সহিত হস্তী, সারথি ও রথ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অসংখ্য পদাতিসৈন্য আহত হইয়া পড়িল। অনেক অশ্বারোহী সৈন্য নানা অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শুষ্কবন যেমন অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইতে থাকে, তদ্রূপ উহারা রামের মর্ম্মভেদী শরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কোন কোন্ বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামের উপর অনবরত বাণ, পরশু ও শূলবৃষ্টি করিতে লাগিল। রাম একমাত্র শরে সমুদায় নিরাশ করিয়া উহাদের প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। উহারা ছিন্নচর্ম্ম, ছিন্নশরাসন ও ছিন্নমস্তক হইয়া বিহঙ্গের পক্ষপবনভগ্ন পাদপশ্রেণীর ন্যায় সমরাঙ্গণে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট নিশাচরেরা রামশরে আহত ও যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া খরের শরণাপন্ন হইবার মানসে শুষ্কমুখে ধাবমান হইল। পথিমধ্যে সেনাধ্যক্ষ দূষণ উহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় কার্ম্মুক হস্তে রোষভরে রামের অভিমুখে চলিল।

রণপরাঙ্‌মুখ রাক্ষসেরা সেনানায়কের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং শাল, তাল, ও শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ দ্রুতবেগে রামাভিমুখে আসিতে লাগিল। উভয় পক্ষে পুনরায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। দুর্দ্দান্ত রাক্ষসেরা ক্রোধানলে উদ্দীপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শূল, শক্তি, মুদ্গর পাশ, বৃক্ষ, প্রস্তর ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন বীরকুল-চূড়ামণি রাম আপনাকে শরজালে আবৃত দেখিয়া ভীষণ বীরনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত গান্ধর্ব্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। তাঁহার সেই শরাসন হইতে অসংখ্য শর নির্গত হইতে লাগিল। দশদিক্ শরজালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সেই সকল শরনিপীড়িত নিশাচরেরা যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, সেই দিকেই শরজাল, আর কিছুই দেখিতে পাইল না। রাম কোন্ সময়ে শর গ্রহণ করিতেছেন, কখনই বা মোচন করিতেছেন, কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না, দেখিল, তিনি কেবল অনবরত শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শরজালে সমুদায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রাম কেবলই বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা সেই সকল শরাঘাতে নিহত হইবামাত্র পতিত হইয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল। কেহ বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, কেহ বাণাঘাতে রক্ত বমন করিতেছে, কাহার প্রাণ কণ্ঠাগত, কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন, কেহ বা

বিদীর্ণদেহ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রণভূমি উষ্ণীষশোভিত মস্তক, অঙ্গদসমলঙ্কৃত প্রকাণ্ড বাহু, উরু, নানা প্রকার অলঙ্কার, হস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, ছত্র, বিবিধ ধ্বজ, শূল ও পট্টিশ প্রভৃতি বিচিত্র অস্ত্র শস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অবশিষ্ট রাক্ষসেরা অনেককে এইরূপে নিহত দেখিয়া রামের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না।

ষড় বিংশতি তম অধ্যায়।

অনন্তর সেনাধ্যক্ষ দূষণ নিজ সৈন্য সামন্ত সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া সংগ্রামনিপুণ মহাবীর পাঁচ সহস্র নিশাচরকে সংগ্রামার্থ নিয়োগ করিল। ঐ সমস্ত রাক্ষসী সেনা এরূপ পরাক্রমশালী, যে রণস্থলে উহাদিগের ভীষণ মূর্ত্তি ও অসাধারণ বীরদর্পমিশ্রিত আস্ফালন দেখিবা-মাত্রেই ভয়ে প্রতিযোদ্ধাদিগের শোণিতরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। উহারা সেনাপতির আদেশমাত্র রণক্ষেত্র আলুলায়িত করিয়া মহাশব্দে চতুর্দ্দিক হইতে রামের উপর শূল, শক্তি, শিলা, পট্টিশ, বৃক্ষ, অসি, শর প্রভৃতি নানা প্রকার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম নিমীলিত নেত্রে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় খরতর

শরজালে অনায়াসে তৎসমুদায় প্রতিরোধ করিয়া ফেলি-লেন। পরে তিনি অসীম রোষে উন্মত্ত ও অপ্রতিমতেজঃ প্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সমুদায় নির্ম্মূল করিবার বাসনায় সেনাধ্যক্ষ দূষণ ও সেনাগণের প্রতি অনবরত শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। শত্রুনাশন মহাবীর দূষণও নির তিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া স্বীয় বজ্রানুরূপ দুঃসহ শরজালে রামকর নির্ম্মুক্ত শরজাল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল তদ্দর্শনে রাম, অপার ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিয়াই যেন ক্ষুর দ্বারা শরাসন, চারিশরে চারি অশ্ব, ও অর্দ্ধ চন্দ্রাস্ত্রে তদীয় সারথির মস্তক ছেদন করিয়া তিনশরে দূষণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন দূষণ সেই দুঃসহ বাণাঘাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া অতীব ভীষণ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। ঐ পরিঘ সুবর্ণপট্টবেষ্টিত, তীক্ষ্ণ লৌহ-শঙ্কু-জড়িত ও শত্রুবসা-সংসিক্ত। উহা দেখিতে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় বা কালভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। মহাবীর দূষণ সেই সুরসৈন্যবিমর্দ্দন, পুরতোরণ-বিদারণ বজ্রবৎ কঠোর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে রাম দুইটী মাত্র শর সন্ধান করিয়া আভরণ সহ দূষণের দুই ভুজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই প্রকাণ্ড পরিঘ তদীয় ভুজদণ্ড পরিভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজবৎ মহাশব্দে ভূতলে পতিত হইল। দূষণও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্ন ও বিকীর্ণ হস্তে ভগ্নদশন প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সমরাঙ্গনে শয়ন করিল।

এদিকে দুরাত্মা দূষণ সমরশায়ী হইলে, দর্শকমণ্ডলী চতুর্দ্দিক হইতে রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও প্রমাথী নামে মহাবল তিন রাক্ষস; শূল, শক্তি ও পট্টিশ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর রাম দেখিবামাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরে অভ্যাগত অতিথিবৎ উহাদিগকে গ্রহণ করিল। পরে হাসিতে হাসিতে মহাকপালের প্রকাণ্ড মস্তক ছেদন পূর্ব্বক একমাত্র শরে প্রমাথীকে চূর্ণ ও স্থূলাক্ষের স্থূলাক্ষ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। স্থূলাক্ষ রামশরে নিহত ও গতাসু হইয়া শাখাসঙ্কুল প্রকাণ্ড পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে রাম ক্রোধানলে উদ্দীপ্ত হইয়া দূষণের পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ সহস্র বাণে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে খর, সসৈন্য দূষণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অপরাপর মহাবল সেনাপতিদিগকে কহিল, দেখ, মহাবীর দূষণ আজ অল্পপ্রাণ মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া পাঁচ সহস্র সৈন্য সহ রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছে। এক্ষণে তোমরা আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় সজ্জিত হও। তোমাদের ন্যায় বীর সৈন্যগণ আমার আশ্রয়ে থাকিতে, সামান্য মনুষ্য কৃত পরাভব সহিতে হয়, বড়ই লজ্জার কথা। এই বলিয়া সে ক্রোধানলে যেন জ্বলিয়া উঠিল এবং নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে রামের প্রতি ধাবমান হইল।

এদিকে শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্ম্মুক, হেমমালী, মহাবলী, সর্পাস্য ও রুধিরাসন, অসামান্য বলবীর্য্যশালী এই দ্বাদশ সেনাপতিও সসৈন্যে শর বর্ষণ করিতে করিতে রামের অভিমুখে চলিল। রাম, খরের সৈন্যাবশেষ সন্নিহিত দেখিয়া হীরক শোভিত ও সুবর্ণখচিত শাণিত শরে সমূলে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবল বজ্রাঘাতে যেমন কোমল পাদপশ্রেণী বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ রামকর নির্ম্মুক্ত সুতীক্ষ্ণ শরে শত্রুকুল সমূলে নিঃশেষিত হইতে লাগিল। তিনি রণক্ষেত্রে নির্ভয়ে অবতীর্ণ হইয়া অনবরত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, প্রলয় কালীন সজল জলদাবলী জগৎ বিনাশবাসনায় জল বর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া অনবরত যেন বজ্রবর্ষণই করিতেছে। পরিশেষে রাম এক একমাত্র শরে এক এক রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। উহারা কেহ ছিন্নমস্তক, কেহ ছিন্নবাহু ও কেহ ছিন্ন কর্ণ হইয়া শোণিত লিপ্ত দেহে হাহাকার করিয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিল। ঐ সকল নিশাচরেরা মুক্তকেশে ধরাশায়ী হইলে, রণ ভূমি যেন কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। এবং উহাদের মাংশ শোণিতের কর্দ্দমে দণ্ডকারণ্যও যেন নরকবৎ লক্ষিত হইয়া উঠিল। এইরূপে রাম একাকী পদাতি হইয়া, রথারোহী ভীমবল চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচরের প্রাণ সংহার করিলেন। যতগুলি রাক্ষসী সেনা সং-

গ্রামার্থ তথায় সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সকলেই নিঃশেষিত, কেবলমাত্র খর ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল।

সপ্ত বিংশতি তম অধ্যায়।

অনন্তর খর, ধর্ম্মযুদ্ধে সৈন্য সামন্ত সমুদায় নিঃশেষিত হইল দেখিয়া, রথারোহণ পূর্ব্বক ভগবান বজ্রপাণির ন্যায় মহাবেগে রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তৎকালে খরের আকার দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল। সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্থ রোগী যেন কালসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে। তদ্দর্শনে সেনাপতি ত্রিশিরা উহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাক্ষসনাথ! আমি মহাবীর, তুমি সমর সাহসে ক্ষান্ত হইয়া সংগ্রামার্থ আমাকেই নিয়োগ কর। মাদৃশ মহাবীর সেনাপতি থাকিতে তোমার স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা নিতান্তই লজ্জাকর। রাম সামান্য মনুষ্য, আদেশ পাইলে, আমি ত্রিলোকেই গণনা করি না। আমাকে প্রেরণ কর, আমি স্বয়ং গিয়া তোমার অভিলাষ পূরণ করিব। আমি অস্ত্রস্পর্শ পূর্ব্বক তোমার নিকট শপথ করিতেছি, সেই রাক্ষসকুলধূমকেতু রামকে আজ অবশ্যই সমরশায়ী করিব। আজ হয় আমার হস্তে রামের, নাহয় তাহার হস্তেই আমার প্রাণান্ত হইবে। নাথ! তুমি

প্রতিনিবৃত্ত হও, মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান কর। যদি আজ রাম নিহত হয়, মহা আহ্লাদে জনস্থানে যাইবে, আর যদি আজ আমিই বিনষ্ট হই, সংগ্রামার্থ স্বয়ংই উহার সম্মুখীন হইবে।

নিশাচর ত্রিশিরা কালপ্রেরিত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে, খর তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিল না, কহিল, আচ্ছা, তবে তুমিই আজিকার যুদ্ধে যাত্রাকর। প্রভুর আদেশ মাত্র মহাবীর ত্রিশিরা বেগবান-অশ্ব-যোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া ত্রিশৃঙ্গেপরি শোভিত পর্ব্বতবৎ ধাবমান হইল, এবং জলবর্ষী জলদখণ্ডের ন্যায় রামের উপর অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক জলার্দ্র দুন্দুভির গভীর শব্দবৎ বীরনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। দেখিবামাত্র রাম ধনুর্ব্বান হস্তে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ এবং অসীম রোষাবেশে রাক্ষসের উপর নিরবচ্ছিন্ন বান বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম সিংহবিক্রম, রাক্ষস কুঞ্জর বিক্রম। উভয় বীরের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বানে বানে দিক্ আচ্ছন্ন। পরে ত্রিশিরা রামের ললাট দেশ লক্ষ্য করিয়া প্রবল বেগে তিনটী শর নিক্ষেপ করিল। রাম সেই বানাঘাত অনায়াসে সহ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন অহো!! রাক্ষস! তুমি কি বীর? তোমার কি এইমাত্র বীরতা? এইমাত্র ক্ষমতা? তুমি প্রাণপণে বানাঘাত করিলে, অথচ আমার ললাটদেশ কুসুমাঘাতের ন্যায় উহা অনায়াসে সহ্য করিল। তোমার সহিত মাদৃশ বীরপুরুষের

সংগ্রাম কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যাহাই হউক, নিশাচর! অতঃপর তুমিও আমার শরাঘাত সহ্য কর। এই বলিয়া রাম রোষভরে কালভুজঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দশ শরে উহার প্রকাণ্ড বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরে সন্নতপর্ব্ব চারিটী শরে উহার চারিটী অশ্ব, এবং আট শরে সারথিকে বিনাশ করিয়া একমাত্র বানে উহার উন্নত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। এই সময়ে ত্রিশিরা রথ হইতে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল, দেখিয়া রাম উহাকে বানে বানে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরা তাঁহার শরাঘাতে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন বীরকুলচূড়ামণি রাম ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তিন বানে নিশাচরের তিন মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস ছিন্নমস্তক হইবামাত্র সধূম উষ্ণ শোণিত উদ্গার করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে শয়ন করিল। এদিকে সেনাপতি ত্রিশিরা এইরূপে সমরশায়ী হইলে,খরের মূলবল সংক্রান্ত হতাবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত সমুদায় রণে ভঙ্গ দিয়া, ব্যাধভীত অল্পপ্রাণ মৃগের ন্যায় দ্রুত পদে ও শুষ্ক মুখে এদিক ওদিক পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে রামের সেই অলোকসামান্য ভয়াবহ বীরদর্প দেখিয়া তাহারা কেহই আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না!

অষ্টাবিংশতি তম অধ্যায়।

এদিকে সেনাধ্যক্ষ দূষণ সেনাপতি ত্রিশিরার বিনাশ এবং রাম একাকী পদাতি হইয়া রথারোহী সহস্র সহস্র মহাবল রাক্ষসবল প্রায় উন্মুলন করিয়াছেন দেখিয়া, খর একান্ত বিমনায়মান ও নিতান্তভীত হইয়া উঠিল, এমন কি, তৎকালে রামের বিক্রম দেখিয়া রাক্ষসের শোণিত রার্শি যেন শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল, অন্তরে ত্রাসও জন্মিল। কিয়ৎকাল পরে আবার নীচজন সুলভ ক্রোধের উদ্রেক হইল। রাক্ষস আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। তখন নমূচি যেমন ইন্দ্রকে, অথবা রাহু যেমন পূর্ণ সুধাংশুকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ মহাবেগে রামের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং অতীব লোমহর্ষণ বীর-দর্প প্রকাশ পূর্ব্বক মহাবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত কালসর্পবৎ শোণিতপায়ী নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর পুনঃ পুনঃ টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক শিক্ষাগুণে অস্ত্রসন্ধান ও অস্ত্র ক্ষেপণের বৈচিত্র প্রদর্শন করিয়া নির্ভয়ে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার শরজালে দিক বিদিক ক্রমশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নিশাচর ক্রমেই অধিক পরিমাণে বান বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত

হইল। চতুর্দ্দিকে কেবল শরজাল, আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। এদিকে রামও জ্বলন্ত হুতাশনবৎ নিতান্ত দুঃসহ শাণিত শরসমূহে নভোমণ্ডল যেন মেঘাবৃত করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের শরজাল সূর্য্যমণ্ডলকে অবরোধ করিল। পরস্পরকে বিনাশ করিব বলিয়া উভয়েই প্রাণ পণে সংগ্রামদক্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আরোহী যেমন প্রমত্ত মাতঙ্গকে অঙ্কুশ দ্বারা প্রহার করে, নিশাচর তদ্রূপ রামের প্রতি নালীক, নারাচ ও সূতীক্ষ্ণ বিকর্ণি প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে সে শরাসন হস্তে করিয়া এরূপ ভীষণ বেশে রথোপরি অবস্থান করিতেছিল, যে কি দেবতা, কি সিদ্ধ, কি গন্ধর্ব্ব সকলেই উহাকে যেন পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে রাম সমগ্র রাক্ষসী সেনা বিনাশ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত হইয়া ছিলেন, কিন্তু নিশাচরকে দেখিয়া তথাপি তাহার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হইল না। কেনই বা হইবে, বহু পরিশ্রমের পর কথঞ্চিৎ অসুস্থ হইলেও, সামান্য মৃগ দেখিয়া সিংহের অন্তরে কি কখন ভয়ের সঞ্চার হয়? কখনই না।

অনন্তর খর অনলপ্রবেশার্থী পতঙ্গের ন্যায় রামের সন্নিহিত হইয়া সংগ্রামনিপুন বীরপুরুষোচিত লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক মুষ্টিগ্রহণ স্থানে তদীয় শর ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিল। এবং ক্রোধভরে বজ্রবৎ অসহনীয় সাতটি শাণিত শরে তাঁহার কবচসন্ধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া

বানে বানে তাঁহাকে উৎপীড়ন পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। রামের অঙ্গ হইতে সেই উজ্জ্বল বর্ম্ম স্খলিত হইয়া পড়িল। তিনি রাক্ষসশরে বিদ্ধ ও অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বর্ম্ম স্খলিত হওয়ায় তৎকালে তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি অগস্ত্যপ্রদত্ত বৈষ্ণব শরাসন সজ্জিত করিয়া রোষাবেশে নিশাচরের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং সুশাণিত এক শরক্ষেপ করিয়া উহার উন্নত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই স্বর্ণময় সুদর্শনধ্বজ খণ্ড খণ্ড হইয়া যখন ভূতলে পতিত হইল, তৎকালে বোধ হইল, সুরগণের আদেশে ভগবান্ সূর্য্যদেবই যেন অধোগামী হইলেন। তদ্দর্শনে মহবীর খরের ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। সে অনবরত কেবল বান বর্ষণ করিতে লাগিল। পরিশেষে সু- দুঃসহ চারি বানে রামের সেই বিশাল বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাবল রামও বানাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া অসীম রোসাবেগে ছয়টী সুশাণিত শর সন্ধান ও উহাকে লক্ষ্য করিয়া একশরে মস্তক, দুই- শরে দুই বাহু, তিন অর্দ্ধচন্দ্রাকার শরে তদীয় বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন, পরে প্রচণ্ড প্রভাকরের ন্যায় প্রখর ত্রয়োদশ শাণিত নারাচ গ্রহণ করিয়া একটি দ্বারা নিশা- চরের রথের যুগ, চারিটী দ্বারা বিচিত্র অশ্ব, একটী দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটি দ্বারা রথের ত্রিবেণু, দুইটী দ্বারা

অক্ষ, এবং একটী দ্বারা উহার ধনুর্ব্বান ছেদন করিয়া পরিশেষে অবলীলাক্রমে অপর একটী শর দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাক্ষস ছিন্নধনু শূন্যরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া গদাধারণ ও রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। এদিকে বিমানারোহী দেবতা ও মহর্ষিরা রামের এই আশ্চর্য্য কার্য্য কলাপ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মহতী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশতম অধ্যায়।

তখন মহাবীর রাম খরকে রথশূন্য, সারথিশূন্য, বলশূন্য, ও গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া, রোষারুণ নেত্রে কহিতে লাগিলেন, রে পাপাত্মন্! রে নীচাশয়! নরকেও কি তোর স্থান হইবে? তুই বাল্যকালাবধি যে সমস্ত ভয়াবহ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, আজ আমার হস্তে অবশ্যই তাহার পরিণাম ভোগ করিবি। আজ আর তোর পরিত্রাণ নাই! যে ব্যক্তি নিতান্ত নিষ্ঠুর, একান্ত পাপপরায়ণ ও নিরন্তর লোকের ক্লেশকর কার্য্য করিয়া থাকে, ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও তাহার প্রাণধারণ সহজ নহে। যাহার কার্য্য সর্ব্ববিরুদ্ধ, সন্নিহিত ক্রুর সর্পের ন্যায় সকলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া

থাকে। শিলা উদরস্থ হইলে, যেরূপ রক্ত পুচ্ছিকার বিনাশ হয়, তদ্রূপ, যে ব্যক্তি লোভক্রমে পাপে লিপ্ত হইয়া আসক্তি দোষে তাহা বুঝিতে না পারে, লোকে অপার আহ্লাদের সহিত সেই পাপাশয়ের নিপাত দর্শন করিয়া থাকে। রে নিশাচর! বল্ দেখি, যাঁহারা শৈশবকাল হইতে নির্ম্মল মনে দিবানিশি পরব্রহ্মের আরাধনা করিতেছেন, আরণ্য ফলমূল মাত্রে যাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, যাঁহাদের প্রশান্তমূর্ত্তি একবার দেখিলেই জন্ম সফল বলিয়া বোধ হয়, সেই সকল দণ্ডকারণ্যবাসী ব্রহ্মর্ষিগণের তপোবিঘ্ন ও প্রাণ সংহার করিয়া তুই কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিস্? তোর কি পাষাণ হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও করুণার উদ্রেক হয় নাই। যে ব্যক্তি নিতান্ত নিষ্ঠুর, ক্রূর ও পামর, ঐশ্বর্য্য থাকিলেও শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায় শীঘ্রই তাহার অধঃপতন হইয়া থাকে। ফলতঃ বৃক্ষের ঋতুকালীন পুষ্পের ন্যায় পাপের অনিষ্টকর ফল সময় ক্রমে অবশ্যই উৎপন্ন হয়। বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভাব দেখা যায়, পাপের অনুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতে হয়। রে পাষণ্ড! তুই বিবেচনা করিয়াছিস্, আমি পিতার নিদেশে কেবল তাপসবেশেই বনবাসে আসিয়াছি। আমি এই অবকাশে পাষণ্ডদিগেরও সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। এই যে আমার হস্তে সুতীক্ষ্ণ শর দেখিতেছিস, এই শর

আজ আমার বাহুনির্ম্মুক্ত হইয়া তোর প্রকাণ্ড শরীর বিদারণ পূর্ব্বক বল্মীক মধ্যে উরগের ন্যায় নিশ্চয় পতিত হইবে। তুই এতকাল এই অরণ্যবাসী সাধুশীল যে সকল তাপসগণকে নিরপরাধে বিনাশ করিয়াছিস, আমার হস্তে সসৈন্যে নিহত হইয়া আজ তাহাঁদেরই অনুগমন করিবি। আজ সেই সকল মহাত্মারাই আবার বিমানে আরোহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে তোর নরকবাস দর্শন করিবেন। এইক্ষণে তুই যথেচ্ছ প্রহার কর্, যেমন ইচ্ছা চেষ্টা কর্। তোর মরণকাল উপস্থিত, কিছুকালের জন্য তোকে অভয় প্রদান করিলাম। আমি আজ তোর মস্তক পক্ক তাল ফলের ন্যায় নিশ্চয়ই ভূতলে ফেলিব।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলেন। নিশাচর শ্রবণমাত্র রোষাবেশে হাসিতে হাসিতে কহিল, রাম! তুই সামান্য মনুষ্য, হীনবল নিশাচরদিগকে বিনাশ করিয়া কি জন্য অকারণ আত্ম প্রশংসা করিতেছিস্? যাহারা বীর, যাহাদের যথার্থ বলবীর্য্য আছে, তাহারা স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া কখন আপন গৌরব প্রকাশ করে না। তুই কদাচ বীর নহে, তোর ন্যায় নীচাশয় ও তোর তুল্য নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়েরাই নিরর্থক শ্লাঘা করিয়া আপনার লঘুত্ব প্রকাশ করে। মৃত্যুতুল্য ভয়াবহ যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, কোন্ বীর নিজ কৌলীন্য প্রকাশ পূর্ব্বক বৃথা গুণগরিমা প্রকাশ করিতে পারে? ফলতঃ সুবর্ণপ্রতিম হই-লেও তুষাগ্নির উত্তাপে যেমন পিত্তলের মালিন্য লক্ষিত

হয়, তদ্রূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোর লঘুতাই প্রকাশ পাইতেছে। তুই সামান্য মনুষ্য হইয়া মাদৃশ মহাবীর পুরুষের সমক্ষে যে এত আত্মগৌরব করিতেছিস, ইহাতে কি তোর লজ্জা বোধ হইতেছে না? আমি যে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ধাতুরাগরঞ্জিত অটল অচলতুল্য দণ্ডায়মান আছি, তাহাকি তুই দেখিয়াও দেখিতেছিস্ না? কতকগুলি হীন-বল নিশাচরকে বিনাশ করিয়া তোর যে আত্মাভিমান উপস্থিত হইয়াছে, আমি এখনই তাহার মূল সহিত তোকে বিনাশ করিব। রাম! শত্রু ছোটই হউক, আর বড়ই হউক, তাহাকে নির্যাতন করা বীর পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য, কেবল এইজন্যই আমি আজ তোর প্রাণ সংহার করিব, নতুবা তোকে বিনাশ করিয়া আর আমার বীরতা কি প্রকাশ পাইবে? যে বীর এক মাত্র গদা হস্তে করিয়া অবলীলা ক্রমে ত্রিলোককেও আলুলায়িত করিতে পারে, সামান্য মনুষ্যের বিনাশ তাহার পক্ষে নিতান্তই বিড়ম্বনা। যাহাহউক, আমার বিস্তর বলিবার আছে, কিন্তু এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিবেন, সুতরাং রাত্রিকালে যুদ্ধের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে আমার এই মাত্র বক্তব্য; তুই যে আমার চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়াছিস, সেই অপরাধে আমি আজ তোরে নষ্ট করিয়া তাহাদের স্ত্রীপুত্রের নেত্রজল অবশ্যই মুছাইব।

এই বলিয়া খর ক্রোধভরে সেই অশনিতুল্য গদা রামের

প্রতি নিক্ষেপ করিল। ঐ গদা নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র বৃক্ষ গুল্ম সমুদায় ভস্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ রামের সন্নিহিত হইতে লাগিল। রাম ঐ কালপাশ সদৃশী গদা প্রবল বেগে আসিতেছে, দেখিয়া নভোমণ্ডলেই উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গদা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রৌষধিবলে হীনবীর্য্য ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

ত্রিংশ অধ্যায়।

গদা ভূমিতলে পাতিত করিয়া রাম হাসিতে হাসিতে কহিলেন, রে হীনবল রাক্ষস! এই তোর বল? এইমাত্র কি তোর বীর্য্য? ছি ছি! এমন অল্পবল হইয়া সমরাঙ্গণে আবার কোন্ মুখে এত আস্ফালন করিতেছিস! কোন্ মুখে এত আস্পর্দ্ধা করিতেছিস্। আমার হস্তে তোর যে সকল সেনারা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, বরং তাহাদের শক্তিই অপেক্ষাকৃত অধিক। তুই যে গদার গৌরব করিয়াছিলি, ঐ দেখ, তোর সেই গদা আমার শরে চূর্ণ ও ভূতলশায়িনী হইয়া কেমন শোচনীয় দশা প্রকাশ করিতেছে! এতকাল তোর বিশ্বাস ছিল, এই গদা দ্বারা শত্রু বিনাশ করিবি, এক্ষণে তাহা দূর হইল, আর কহিয়াছিলি, শত্রু নাশ করিয়া সমর-শায়ী নিশাচরগণের দুঃখিনী

মহিলাদিগের নেত্রজল আজ মার্জ্জনা করিয়া দিবি, তোর সে কথাও এখন মিথ্যা হইয়া গেল। ফলতঃ তুই নিতান্ত নীচাশয় ও দুশ্চরিত্র। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ আজ আমি তোর দেহ হইতে প্রাণ অপহরণ করিয়া লইব। তুই আমার শরে ছিন্নকণ্ঠ হইলে আজ বসুন্ধরা দেবী তোর উত্তপ্ত সফেণ শোণিত পান করিবেন। কামুক ব্যক্তি যেমন অসুলভা কামিনীকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ আজ তোরেও ধূলিলুণ্ঠিত দেহে ও বিক্ষিপ্ত হস্তে অবনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ন করিতে হইবে। তুই আমার শরে আজ মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে, এই জনস্থাণবাসী নিরাশ্রয় তাপসেরা নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান ও নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন। আজ ভীমদর্শন রাক্ষসীরা নিতান্ত ভীত হইয়া বাষ্পাকুল বদনে দীনমনে পলায়ন করিবে। তুই যাহাদের পতি, সেই সকল দুষ্কুলোৎপন্না পত্নীরাও আজ হতসর্ব্বস্ব হইয়া শোকে মোহে একবারে হতচেতন হইয়া পরিবে। রে নৃশংস ব্রহ্মঘাতক! রে রাক্ষসাধম! তাপসেরা কেবল তোর জন্যই এতকাল সভয়ে হোম করিতেছিলেন? তোর জন্যই এতদিন নির্ভয়ে পরব্রহ্মের উপসনা করিতে পারেন নাই। হায়! কি মনস্তাপ! কি ক্লেশ! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! যাঁহাদের আহার্য্য দ্রব্য অপর দিনেও সঞ্চিত থাকে না, তাঁহাদের প্রতিও এমন অত্যাচার! এই বলিয়া রাম ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল

তদীয় ক্রোধানলে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ত্রিলোক যেন দগ্ধ প্রায় হইয়া উঠিল।

নৃশংস খর রামের এই কথা শ্রবণে রোষকর্কশ স্বরে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, রাম! তোকে আর অধিক কি কহিব, তুই নিতান্ত গর্ব্বিত, ও যারপর নাই নির্ব্বোধ; নতুবা কারণ সত্ত্বেও তোর কোমল হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হইতেছেনা কেন? লোকে কহিয়াথাকে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে লোকের বাচ্যাবাচ্য কিছুই জ্ঞান থাকে না। যাহার আয়ুঃশেষ হইয়া আইসে, বুদ্ধির দুর্ব্বলতাবশত সে আর কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে পারে না। যাহারা কাল প্রেরিত হয়, সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাহাদের নিস্তার কোথায়? এই বলিয়া নিশাচর রামের বিনাশার্থ অতিভীষণ ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক কোপকষায়িত নেত্রে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, এবং অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক উৎপাটন করত রাক্ষসসুলভ এক ভয়াবহ চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, সাক্ষাৎ কৃতান্তই যেন জগৎ বিনাশকামনায় সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে রসাতলশায়িনী করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ফলতঃ সেই ভীষণ চীৎকার শুনিয়া সকলের অন্তরেই অতিশয় ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। নিশাচর সেই প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষ বাহুবলে উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল, কহিল, রে হীনবল মনুষ্য! তুই এইবার

করিলি। একবার চাহিয়া দেখ, বৃক্ষচ্ছলে সাক্ষাৎ কৃতান্ত দেব করাল মুখ বিস্তার করিয়া তোকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইয়াছেন।

তখন মহাবীর রাম, সেই শালবৃক্ষ রাক্ষসকর-নির্ম্মুক্ত হইয়া অতিবেগে আসিতেছে, দেখিয়া স্বীয় শাণিত শর-জালে অবলীলাক্রমে উহা ছেদন পূর্ব্বক খরের বিনাশার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অবিরল ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। রোষাবেগে তদীয় নেত্রপ্রান্ত শোণ-রাগে আরক্ত হইয়া উঠিল, ক্রোধে কলেবর কম্পিত। তিনি অবিশ্রান্ত, বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন খরের শরক্ষত দেহ রন্ধ্র হইতে প্রস্রবণের ন্যায় সফেণ উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রহার বেগে একান্ত বিহ্বল ও রুধির গন্ধে উন্মত্ত হইয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় দ্রুতপদে রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। রাম, নিশাচরকে শোণিত-শোভিত দেহে সরোষে আসিতে দেখিয়া দুই তিন পদ অপসৃত হইলেন, কহিলেন, রাক্ষস! আর বিলম্ব নাই; একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ, কালের করাল কবল তোর বিনাশার্থ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রদত্ত হুতাশনতুল্য ব্রহ্মাস্ত্রবৎ এক শর ক্ষেপ করিলেন। উহা নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র মহাবেগে খরের বক্ষস্থলে পতিত হইল। নিশাচর ঐ শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত অন্ধকাসুরের ন্যায় বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, ফেন নিহত নমুচির ন্যায়

অশণিচ্ছিন্ন বলের ন্যায় ও বজ্রাহত কদলী তরুর ন্যায় সমরাঙ্গণে শয়ন করিল।

তদ্দর্শনে চারণসহ সুরগণ সাতিশয় বিস্মৃত হইয়া চারি দিক্ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও অপার আহ্লাদের সহিত রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আজ হইতে জন-স্থান নিরুপদ্রব হইল, বলিয়া সাধুদিগের অন্তরে অপার আনন্দের উদ্রেক হইল। একবাক্যে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! রাম একাকী হইয়া এত অল্পকালের মধ্যে যুদ্ধে খরদূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করি-লেন, ইহাঁর কার্য্য অতি আশ্চর্য্য! ইহাঁর বলবীর্য্য অলোক সামান্য ও অতি বিচিত্র! ভগবান্ নারায়ণের ন্যায় ইহাঁর কি অনন্যসুলভ স্থৈর্য্যই দেখিতেছি! রাম! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সুখী হও। এই বলিয়া তাহাঁরা দিব্য বিমানারোহণে স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন।

এদিকে অগস্ত্যাদি ঋষি রামের সন্নিহিত হইয়া পরম আহ্লাদ সহকারে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তোমার এই কার্য্যে আমরা যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। দেবরাজ ইন্দ্র এই নিমিত্তই পবিত্র শরভঙ্গের আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই আশ্রম দর্শন প্রসঙ্গে তাপসেরা তোমায় এইস্থানে আনি-য়াছিলেন। আজ তোমা হইতে আমাদের চিরসঞ্চিত আশা-লতা ফলবতী হইল, আজ তোমা হইতেই আমাদের উপ-দ্রব শান্তি হইল। অতঃপর আমরা দণ্ডকারণ্যে সুখে স্ব

ধর্ম্ম সাধন করিব। আশীর্ব্বাদ করি, রাজকুমার! তুমি কুশলী হও! এই বলিয়া তাঁহারাও স্বস্বকার্য্য সম্পাদনার্থ নিজ নিজ আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

পরে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ বৈদেহীর সহিত গিরিগুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরম আহ্লাদে অগ্রজের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম জয়শ্রী এবং জানকীর সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রাক্ষসকুল নির্ম্মূল ও নিশাচরকুলধূমকেতু রাম কুশলী হইয়াছেন, দেখিয়া পূর্ণ-চন্দ্রনিভাননা বৈদেহীর মনে আহ্লাদ আর স্থান পাইল না, আনন্দাশ্রুচ্ছলে নেত্র পথে যেন বহির্গতই হইতে লাগিল। তিনি একমনে পুনঃ পুনঃ প্রিয়পতিকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

এই যুদ্ধে অকম্পান নামে একটী মাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল। সমুদায় নিশাচর রামশরে সমরশায়ী হইলে, সে জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কায় গিয়া রাবণকে কহিল, মহারাজ! আপনার জনস্থান একেবারে শূন্য। তত্রত্য নিশাচরেরা সকলেই নিহত; সেনাধ্যক্ষ দূষণ নষ্ট ও খরও

বিনষ্ট হইয়াছে, কেবলমাত্র আমিই অবশিষ্ট, বহুকষ্টে আপনার নিকট আসিলাম।

রাবণ অকম্পনের মুখে এই শোকজনক ঘটনা শ্রবণে স্ব-তেজে সমুদায় দগ্ধ করিয়াই যেন রোষারুণ লোচনে কহিতে লাগিল, সেকি অকম্পন! মৃত্যুলালসায় পড়িয়া কোন্ নির্ব্বোধ বালক আমার জনস্থান নষ্ট করিল? সুখময় সংসার হইতে কাহার বাস উঠিয়া গেল? আমি মৃত্যুরও মৃত্যু; কি ইন্দ্র, কি কুবের, কি যম; বলিতেকি, আমার অপকার করিয়া বিষ্ণুও সুখী হইতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকেও দগ্ধ ও কালান্তককেও সংহার করিতে পারি। অধিক কি, আমি নিজ বেগে বায়ুর বেগও প্রতিরোধ ও নিজ তেজে চন্দ্র সূর্য্যকেও ভস্মসাৎ করিতে পারি। অকম্পন! বল বল, ত্বরায় বল, আমার অপকার করিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে কে শলভের ন্যায় আচরণ কবিয়াছে? আমি তাহার মূল পর্য্যন্ত উন্মুলন করিয়া ফেলিব।

অকম্পন শুনিয়া ভয়স্খলিত বাক্যে ও কৃতাঞ্জলিপুটে প্রথমে রাবণের নিকট অভয় প্রার্থনা করিল, পরে অভয় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আপনার জনস্থানে অদৃষ্টপূর্ব্ব এক বীর আসিয়াছে, শুনিলাম, সে রাজা দশরথের পুত্র, তাহার নাম রাম, সে শ্যাম-বর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও যুবা। তাহার স্কন্ধদেশ উন্নত, বক্ষস্থল অতি বিশাল এবং বাহুযুগল সুবৃত্ত ও অজানুলম্বিত। তাহার বলবিক্রমের কথা আর কি কহিব, বোধ করি,

ত্রিলোক এক দিকে হইলেও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। লঙ্কেশ্বর! সেই রামই জনস্থানে আসিয়া খর ও দূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছে।

শুনিয়া রাবণ ক্রোধে কালভুজঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, অকম্পন! রামের সঙ্গে কি আর কেহ আছে? সে কি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে? অকম্পন কহিল, রাক্ষসরাজ! যথার্থ বলিতে আর ভয় কি? রাম বস্তুতঃ মনুষ্য, কিন্তু তাহার আকার প্রকার ও যুদ্ধবিক্রম দেখিয়া কোন রূপেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীতে যতই ধনুর্দ্ধর আছে, আমার বোধ হয়, সে সকলেরই অগ্রগণ্য, দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ও অদ্বিতীয় শূর। লক্ষ্মণ নামে তাহার এক ভ্রাতা সঙ্গে আসিয়াছে। তাহার বিক্রমও প্রায় রামের তুল্য। তাহার নেত্রপ্রান্ত আরক্ত ও মুখশ্রী শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর এবং কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর। রাম সেই মহাবীর লক্ষ্মণের সহিত বায়ুবহ্নিসংযোগের ন্যায় মিলিত আছে। সে রাজাদিগেরও রাজা, তাহার শর প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র যেন পঞ্চমুখ সর্প হইয়া নিশাচরদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। রাক্ষসেরা ভয়ে যে দিকে পলায়ন করে, সেই দিকেই যেন উহাকে সম্মুখেই দেখিতে পায়। রাজন্! নিশ্চয় জানিবেন, তাহার সহিত সুরগণ আইসে নাই। সে একাকীই আপনার জনস্থান নষ্ট করিয়াছে।

রাবণ কহিল, অকম্পন! তবে এমন প্রবল শত্রুকে

জীবিত রাখা কোনক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে, আমি এখনই তাহার বিনাশার্থ জনস্থানে যাত্রা করিব। শুনিয়া অকম্পন কহিল, মহারাজ! তাহার বলবিক্রম বিশেষ রূপ না জানিয়া সংগ্রামার্থ এত সাহস করা যুক্তি সিদ্ধ নহে। আমি যতদূর জানি, তাহার বলবীর্য্য ও কার্য্যের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মহাবীর কুপিত হইয়া যখন সমরাঙ্গণে দণ্ডায়মান হয়, তখন কাহার সাধ্য যে, বিক্রমে উহাকে নিরস্ত করিয়ারাখে? অধিক কি, ত্রিলোক একদিকে হইলেও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। যাহা না হইবার, সে অস্ত্রবলে তাহাও অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। শরজালে জলপূর্ণ স্রোতস্বতী নদীর স্রোত প্রতিকুলে আনিতে পারে, নভোমণ্ডলকে চন্দ্র-তারা-পরিশূণ্য ও রসাতল-গামিনী বসুন্ধরা দেবীকেও উদ্ধার করিতে পারে, এমন কি,সেই বীর অবলীলাক্রমে সমুদ্রের বেগ নিবারণ, বেলাভূমি ভেদ করিয়া জলপ্লাবন, বায়ুর গতি রোধ এবং সমস্ত জগৎ ক্ষয় করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিও করিতে পারে। যেমন সাধুজনোচিত সুখময় স্বর্গধাম আয়ত্ত করা পাপী জনের পক্ষে নিতান্তই কঠিন, সেইরূপ আমার বোধ হয়; সমস্ত রাক্ষসের সহিত মিলিত হইলেও আপনি কদাচ উহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। কেবল আপনি কেন, সমুদায় সুরগণ একত্রিত হইয়াও তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু মহারাজ! আমি তাহার বিনাশের এক উপায়

কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। সীতা নামে তাহার এক পরমা সুন্দরী পত্নী আছে। সে সর্ব্বালঙ্কারসম্পন্না ও পূর্ণযৌবনা, তাহার অলোকসামান্য যৌবনমাধুরী দেখিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়, বলিতে কি, সে একটী স্ত্রীরত্ন। মনুষ্যের কথা আর কি কহিব, তাহার যেরূপ ভুবনমোহন রূপ দেখিলাম, দেবী, গন্ধর্ব্বী, অপ্সরা ও পন্নগীরা ও, বোধ হয়, ও রূপের অনুরূপ নহেন। ফলতঃ তাহার ন্যায় মনোমোহিনী মহিলা মহীতলে আর দুইটী নাই। মহারাজ! যদি শত্রুর প্রতিকার করিতে ইচ্ছা থাকে, আমার কথায় কর্ণ পাত করুন, আপনি বনমধ্যে গিয়া কোন রূপে রামকে মোহিত করিয়া যদি ঐ পূর্ণচন্দ্র নি-ভাননাকে লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেই আমা-দের সকল আশা সফল, নতুবা সমুদায় বিফল। কারণ, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, স্ত্রীবিয়োগ উপস্থিত হইলে, সে কোন মতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না।

রাবণ এই সর্ব্বনাশের কথা সঙ্গত বোধ করিল। কহিল, অকম্পন! তবে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র সারথিকে লইয়া অদ্য একাকীই আমি তথায় যাইব, এবং সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে অপহরণ ক-রিয়া মহাহর্ষে লঙ্কায় আনিব। এই বলিয়া রাবণ গর্দ্দভ-যোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক দিক বিদিক উদ্ভা-ষিত করিয়া আকাশ পথে গমন করিতে লাগিল। জলদ খণ্ডে যেমন চন্দ্রমা শোভিত হন, তৎকালে ঐ রথ আকাশ

তলে তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। অদূরে তাড়কাতনয় মারীচের আশ্রম। লঙ্কেশ্বর বহুদূর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ রাবণকে সমাগত দেখিয়া মারীচ মহাহর্ষে পাদ্য ও আসন দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিল, পরে অমানুষসুলভ উপাদেয় ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, রাজন্! কেমন তোমার ত সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? রাক্ষসদিগের ত মঙ্গল? অকস্মাৎ তোমার আগমন দেখিয়া আমার মনে বড় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

তখন রাবণ কহিল, মারীচ! দুঃখের কথা আর কি কহিব, আমার জনস্থান একেবারে শূন্য হইয়াছে। মহাবীর খর সসৈন্য দূষণের সহিত রামের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। শত্রুর নিকট পরাভূত হইয়া জীবিত থাকার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে। এ লজ্জায় আমি আর লঙ্কায় থাকিতে পারিব না। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমি তাহার পত্নীকে হরণ করিয়া সকল দুঃখ, সকল মনস্তাপের পরিশোধ করিব। এবিষয়ে তোমাকেও আমার সহায়তা করিতে হইবে।

মারীচ অপেক্ষাকৃত কিছু বিচক্ষণ ছিল, কিয়ৎ পরিমাণে হিতাহিত বিবেচনা—শক্তিও ছিল। সে রাবণের মুখে এই কথা শুনিয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! তোমার কথা শুনিয়া ত্রাসে আমার শোণিতরাশি যেন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। তোমাকে এ পরামর্শ কে দিল? বল, কোন্

মিত্ররূপী পরম শত্রু তোমার নিকট সীতার কথা উল্লেখ করিল? বোধ হয়, তুমি কাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছিলে, সে প্রতিকার করিতে না পারিয়া এই অবকাশে তোমার এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটাইয়াছে। হায়! জানকী সাক্ষাৎ কমলা, তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিতে কে তোমায় পরামর্শ দিল? রাক্ষসকুলের শৃঙ্গচ্ছেদে কাহারই বা ইচ্ছা হইল? এমন ভয়াবহ ব্যাপারে যে তোমাকে উৎসাহিত করিয়াছে, সে তোমার পরম শত্রু, সন্দেহ নাই। সে তোমাকে দিয়া কালসর্পের মুখ হইতে নিশ্চয় দন্ত উৎপাটনের চেষ্টা করিয়াছে। বল, কোন্ পরম শত্রু এমন সর্ব্বনাশের কার্য্যে প্রবৃত্ত কয়িয়া তোমায় কুপথে প্রবর্ত্তিত করিল? তুমি শোনার লঙ্কায় সুখে শয়ান ছিলে কোন্ শত্রু সময় পাইয়া তোমার শিরে পদাঘাত করিল? মহারাজ: তুমি রামকে জানিতে না পারিয়া এমন বিষম সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছ। রাম উন্মত্ত হস্তী, বিশুদ্ধবংশ তাহার শুণ্ড, অপ্রতিম তেজ মদবারি, এবং আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় উহার বিশাল দুই দন্ত। এমন স্থলে যুদ্ধ করা দূরে থাক, তুমি উহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নও। রাম মহাবল সিংহ, সমরাঙ্গণে সদর্পে সঞ্চরণ উহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, শাণিত অসিলতা দশন, সুতীক্ষ্ণ শরজাল উহার শরীর; এবং রণ-চতুর রাক্ষস মৃগ সংহার করাই উহার কার্য্য। সেই ভীমবল কেশরী এখন নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার

কোন মতেই উচিত হয় না রাম সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র, কোদণ্ড উহার কুম্ভীর, ভুজবেগ ঐ মহাসাগরের পঙ্ক, তুমুল সংগ্রাম উহার জল এবং শরজাল উহার তরঙ্গ লহরী। ঐ অপার সমুদ্র মুখে পতিত হওয়া তোমার কোন মতেই শ্রেয়ঃ নহে। লঙ্কেশ্বর! এখন প্রসন্ন হও, যদি রাক্ষস কুল আকুল করিতে অভিলাষ না থাকে, শীঘ্র লঙ্কায় গমন কর। তুমি আপন পত্নীগণকে লইয়া সুখে থাক, রামও সীতার সহিত সুখ সন্তোষে বনবাসে কাল হরণ করুন।

এই বলিয়া মারীচ বিরত হইল। রাবণ তদীয় উপদেশগর্ভ বাক্য শুনিয়া আর দ্বিরুক্তি করিল না, ক্রোধ সংবরণ করিয়া পুনরায় লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

এদিকে শূর্পণখা, রাম একাকী হইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমবল নিশাচরকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, মহাবীর খর, দূষণ ও ত্রিশিরাও তাঁহার হস্তেই সমরশায়ী হইয়াছে, দেখিয়া অপার শোকসিন্ধুতে সন্তরণ করিতে লাগিল। সেই শোকাবেগে নিশাচরী ক্ষণে ক্ষণে চীৎকার ও ক্ষণে ক্ষণে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসভার পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এবং রামের এই অচিন্তনীয় শোকাবহ কার্য্যকলাপ দর্শনে

পরিক্লেশে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণ-রক্ষিত লঙ্কায় গমন করিল। তথায় গিয়া দেখিল, রাক্ষসনাথ রাবণ প্রভা-প্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে আসীন হইয়া স্বর্ণবেদিগত জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। সম্মুখে মন্ত্রিবর্গেরা উপাসীন, বোধ হয়, যেন দেবরাজ দেবগণ সমভিব্যাহারে অমরাবতীর শোভা অলঙ্কৃত করিতেছেন। ঐ মহাবীর ব্যাদিতবদন, ও কৃতান্তের ন্যায় ঘোরদর্শন। উহার হস্ত বিংশতি, মস্তক দশ, মুখ অতি বৃহৎ, বক্ষ স্থল অতি বিশাল। উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমুদায় রাজচিহ্ন বিরাজমান, কান্তি অতিস্নিগ্ধবৈদুর্য্য মণির ন্যায় শ্যামল, উহার দশন-শ্রেণী কুন্দমালার ন্যায় শুভ্র। দশানন সুবর্ণ কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সভামণ্ডপ যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলি-য়াছে। তাহার বলবীর্য্যের পরিসীমা করা সহজ ব্যাপার নহে। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি ভূত, কি ঋষি, কেহই উহাকে কখন পরাজয় করিতে পারেন নাই। দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজের সেই প্রকাণ্ড বজ্র, ভগবান্ নারায়ণের সেই প্রসিদ্ধ চক্র ও অন্যান্য বিস্তর অস্ত্র শস্ত্রের প্রহার চিহ্ন দুরাত্মার দেহে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। নাগরাজ ঐরা-বত যে দন্তাঘাত করিয়াছিল, বক্ষে তাহারও রেখা লক্ষিত হইতেছে। ঐ দুরাত্মা অভিষব গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক পবিত্র সোমরস গ্রহণ করিয়া থাকে। সে অটল সমুদ্র-কেও অনায়াসে বিলোড়ন করিতে পারে, প্রকাণ্ড পর্ব্বত-কেও উৎপাটন এবং দেবতাদিগকেও অবলীলাক্রমে

মর্দ্দন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পাপাত্মার পাষাণ চিত্ত নিরন্তর পরদারাপহরণে নিরত, ধর্ম্মবিরত এবং অধর্ম্মের লেশ পাইলে উহার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এই দশানন ভোগবতী নগরীতে ভুজগরাজ বাসুকিকে পরাস্ত করিয়া তক্ষকের প্রিয় পত্নীকে অপহরণ করিয়াছিল। কৈলাস পর্ব্বতে যক্ষাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া কাম-গামী পুষ্পক রথ আনয়ন করিয়াছিল। অধিক কি, এই দুরাত্মা বলবীর্য্যে উন্মত্ত হইয়া রোষবশে দিব্য. চৈত্ররথ-কানন, উহার মধ্যবর্ত্তী সুরম্য সরোবর এবং আনন্দকর নন্দনবন নষ্ট করিয়া আকাশতলে উদয়োন্মুখ চন্দ্র সূর্য্যের অব্যাহত গতিও রোধ করিয়াছিল। রাবণ পূর্ব্বে নিবিড় অরণ্য মধ্যে দশসহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, এমন কি, সেই তপস্যায় ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আপনার দশমুণ্ড উপহার প্রদান করে। পরিশেষে ব্রহ্মা প্রসন্ন হইলে, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তদীয় বরপ্রভাবে দুরাত্মা মনুষ্য ব্যতীত দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ পিশাচ পক্ষী ও সর্প হইতে মৃত্যুভয় শূন্য হইয়াছে। লঙ্কেশ্বরের গলদেশে দিব্য মাল্য দুলিতেছে। আকার পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, চক্ষু অতি বিস্তীর্ণ ও অপ্রতিম তেজঃপ্রভাবে জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত। তাহার স্বভাব বেদবিরুদ্ধ, আচার সর্ব্বলোক ভয়াবহ, ব্যবহার যার পর নাই ক্রুর, কর্কশ ও নির্দ্দয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ভয়বিহ্বলা শূর্পণখা সভামধ্যে সহোদর দশাননকে দেখিতে পাইয়া অমাত্যগণ সমক্ষে অতি কঠোর ভাবে কহিতে লাগিল, লঙ্কেশ্বর! তুমি যে বড় নিশ্চিন্ত হইয়া আছ? এদিকে যে তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বুঝিয়াও কি বুঝিতেছ না? চক্ষু কি মুদ্রিত করিয়াই থাকিবে? একবার উন্মীলন কর, একবার আশ্রিত নিশাচরদিগের প্রতি কটাক্ষপাত কর। বুঝিলাম, তুমি নিতান্তই স্বেচ্ছাচারী, ও একান্ত কামোন্মত্ত। যে রাজা লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, প্রজারা শ্মশানাগ্নিবৎ প্রাণান্তেও তাহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত সময়ে সযত্ন হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন না করে, রাজ্য ও কার্য্যের সহিত অবশ্যই তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা প্রতিক্ষণে ও প্রতিমুহূর্ত্তে রাজ্যমধ্যে দূত নিয়োগ না করে, বা রাজহিতৈষী প্রজাগণকে যথাসময়ে দর্শন না দেয়, হস্তী যেমন নদীগর্ত্তস্থ পঙ্ককে পরিহার করে, লোকে সেই অস্বাধীন রাজাকে তদ্রূপ দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যে রাজা অনবধানবশতঃ মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তত্ত্বাবধান

না করে, সমুদ্রভগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি কোথায়? রাবণ তুমি নিতান্ত চপল, দিবানিশি আমোদ আহ্লাদেই থাকিবে, অধিকার মধ্যে কুত্রাপি তোমার দূত নাই, বল দেখি, তুমি কিরূপে সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব্বের সহিত বিরোধাচরণ করিয়া রাজা হইবে? তুমি নিতান্ত বালক, ও যার পর নাই নির্ব্বোধ। কিসে আপনার মঙ্গল হয়, কিসে সৌভাগ্যশালী হওয়া যায়, সেদিকেই তোমার মতি নাই। যাহা রাজার জ্ঞাতব্য, অনবধান বশতঃ তাহা জানিতেও চেষ্টা কর না, কাজেকাজেই তুমি আর কিরূপে রাজা হইবে, কি রূপেই বা এই শোণার লঙ্কা শাসন করিবে? যাহার দূত, ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, সে রাজাকে সামান্য লোক বলিয়া তিরস্কার করিলেও কটূক্তি হয় না। মহীপালেরা দূরদেশের উপদ্রব সমুদায় বিশ্বস্ত দূত দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়, এজন্য লোকে তাহাদিগকে দূরদর্শী বলিয়া থাকে। কিন্তু তোমার সে দূরদর্শিতা কোথায়? তুমিও নির্ব্বোধ, বোধ হয় তোমার মন্ত্রিরাও অতি সামান্য, কুত্রাপি তোমার দূত নাই। এই জন্য এমন সুখের জনস্থান একেবারে ছারখার হইয়া গেল, কিছুই জানিতে পার নাই! তুমি নিতান্তই অনবধান, তাহা না হইলে, একজন সামান্য মনুষ্য আসিয়া অনায়াসে এতসংখ্য নিশাচরকে বিনাশ করিয়া ফেলিল, নির্ভয়চিত্তে ঋষিদিগকেও অভয় প্রদান করিল, আমাদের সুখের জনস্থান ও একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিল। তুমি

নিদ্রিতই আছ, রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ করিতে না পারিলে, রাজার জীবিত থাকিয়া ফল কি? তাহার পক্ষে মৃত্যুই বরং শ্রেয়ঃ। যে রাজা প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র, প্রজারা বিপদেও তাহার সাহায্য করে না। যে রাজা আত্মাভিমানী ও সকলের অগ্রাহ্য, এমন কি, বিপৎকালে সমস্ত আত্মীয় স্বজনও তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। তাহারা সে রাজার কোন কার্য্যই করে না, ভয় প্রদর্শন করিলেও ভীত হয় না। কাজে কাজেই সে রাজাকে শীঘ্র রাজ্যভ্রষ্ট, দরিদ্র, সুতরাং তৃণতুল্য হইয়া থাকিতে হয়। রাবণ! শুষ্ক কাষ্ঠ, লোষ্ট্র বা ধূলিতেও কোন না কোন কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে, তদ্দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। যেমন পরিহিত জীর্ণবস্ত্র বা দলিত পুষ্পমাল্য অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, সুযোগ্য রাজাও অধিকার-ভ্রষ্ট হইলে তদ্রূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে। কিন্তু রাবণ! যিনি সাবধান, ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, শুভই হউক, আর অশুভই হউক, রাজ্য মধ্যে যখন যেরূপ ঘটনা হয়, সমুদায় যাঁহার অজ্ঞাত না থাকে, তাঁহার পতন কোন মতেই সহজ নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত অথচ নীতিনেত্রে সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ বা প্রসন্নতার ফল সকলে হাতে হাতেই দেখিতে পায়, কোন্ ব্যক্তি সেই যথার্থ রাজার অবমাননা করিতে সাহসী হয়? রাবণ! আমার বোধ হয়, ইহার একটী গুণও তোমাতে নাই। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ,

রাক্ষসগণের হত্যাকাণ্ড তুমি কিছুই জান না। তুমি কোথাও দৃক্পাত কর না, দেশকালও বুঝ না এবং গুণদোষও নির্ণয় করিতে পার না। সুতরাং তোমার এই শোনার লঙ্কা সমুদায় রাজ্যের সহিত অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, নন্দেহ নাই।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

এই বলিয়া শূর্পণখা বিরত হইলে, রাবণ কিছু কাল নিজ দোষের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল; পরে অসীম ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসিল, শোভনে! ভাল রামকে? উহার বিক্রম কেমন? আকার কি প্রকার? আচার ব্যবহার কি রূপ, কি কারণেই বা দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে? যে অস্ত্রে চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচরেরা নিহত হইল, তাহা কি প্রকার, তুমি কি দেখিয়াছ? তোমার রূপই বা কে বিরূপ করিয়াদিল?।

তখন শূর্পণখা কুপিত হইয়া কহিতে লাগিল, রাবণ! রাম, অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের আত্মজ। তাহার রূপ অনঙ্গনিন্দিত, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, লোচনযুগল আকর্ণ বিশ্রান্ত, এবং পরিধেয় বল্কল ও মৃগচর্ম্ম। সেই মহাবীর সদর্পে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া ইন্দ্রধনুতুল্য

সুবর্ণবলয়-জড়িত বিশাল শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক উগ্রবিষ সর্পের ন্যায় নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহার সংগ্রামনৈপুন্যের কথা আর কি কহিব, সে রণ-স্থলে যে কখন শর গ্রহণ, কখন শর মোচন ও কখনই বা শরাসন আকর্ষণ করে, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা শস্য নাশ করেন, তদ্রূপ সে কেবল সৈন্যই বিনাশ করিতেছে, ইহাই নেত্র-গোচর হইয়া থাকে। লঙ্কেশ্বর! কি পরিতাপের বিষয়!! রাম সামান্য মনুষ্য ও পদাতি হইয়া তিন দণ্ডের মধ্যে জনস্থাননিবাসী সমুদায় নিশাচরকে একেবারে নিঃশেস করিয়া ফেলিল! ঋষিগণকেও অভয় দান করিল! কি সর্ব্ব-নাশ!! বারণ! তোমার জনস্থানে কি আর রাক্ষস আছে? সমুদায় সমরশায়ী। স্ত্রীবধে পাছে পাপস্পর্শে, এই জন্য আমাকেই কেবল পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ছিন্ননাশা হইয়া আমার বাঁচিয়া থাকিবার আর সাধ নাই।

রাক্ষসরাজ! লক্ষ্মণ নামে তাহার এক ভ্রাতা সঙ্গে আসিয়াছে। সেও তাহার ন্যায় বলবান্, তেজস্বী, জয়-শীল ও বুদ্ধিমান্। বলিতে কি, লক্ষ্মণ যেন রামের দক্ষিণ বাহু ও অদ্বিতীয় প্রাণ। সীতা নামে তাহার এক পত্নীও সমভিব্যাহারে আসিয়াছে। সে স্বামীর হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত। তাহার নেত্রযুগল আকর্ণ আয়ত, সর্ব্বদা সহাস্যবদন, দেখিলে পূর্ণচন্দ্রকেও আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় মনোহর, নাসিকা

দেখিলে নয়ন যেন পরিতৃপ্ত হয়। তাহার কেশ আগুল্ফ-লম্বিত ও সুচিক্কণ, নখ কিঞ্চিৎ রক্তিম ও উন্নত, কটী-দেশ অতিক্ষীণ, নিতম্ব নিবিড় এবং স্তনদ্বয় উচ্চ স্থূল অথচ কঠিন। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতা যেন সাক্ষাৎ বনশ্রীর ন্যায়, সাক্ষাৎ কমলার ন্যায়, জনস্থান সুশোভিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি কিন্নরী, কি যক্ষী, কেহই ও রূপের অনুরূপ নহে। বলিতে কি, আমি পৃথিবীতলে তাহার ন্যায় সুরূপা রমণী আর দুইটী দেখি নাই। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী ভার্য্যারূপে যাহার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিবে, প্রফুল্লমনে হাসিতে হাসিতে যাহাকে আলিঙ্গন করিবে, সেই ভাগ্যবান্ পুরুষই ধন্য, অধিক কি, সে যেন শচীপতির ন্যায় পৃথিবীতলে বিহার করিবে। রাবণ! তোমার যেমন রূপ, সে সুশীলা তোমারই অনুরূপ, তুমিও সর্ব্বাংশে তাহার উপযুক্ত। আমি তোমার জন্য কত যত্ন ও কত প্রকার প্রলোভ দিয়া তাহাকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু হত-ভাগ্য লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া আমার নাশাকর্ণ চ্ছেদন করিয়া ফেলিল। দশানন! সীতার রূপের কথা আর অধিক কি কহিব, আজ ঐ সুমধ্যমাকে দেখিলেই তোমার মন বিচলিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে যদি তাহার সঙ্গে রতি-রঙ্গরসের অভিলাষ থাকে, যুদ্ধার্থ সত্বর দক্ষিণ পদ অগ্র-সর কর। যদি আমার কথা সঙ্গত বোধ হইয়া থাকে, যদি আমার নয়ন বারিতে তোমার হৃদয় দ্রব হইয়া থাকে,

তবে আর বিলম্ব করিও না, যতশীঘ্র পার শত্রু বিনাশে অগ্রসর হও, এবং রাম ও লক্ষ্মণকে একান্ত অসক্ত ও নিতান্ত নিরুপায় জানিয়া সীতা হরণের যত্ন কর। আমি তোমার নিকট জনস্থানের সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলাম, শুনিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, ত্বরায় তাহার অনুষ্ঠান কর।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

তখন রাবণ শূর্পণখামুখে এই লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত ইহার ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল এবং এই বিষয়ের দোষগুণ সম্যক্ বিচার করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে যানশালায় প্রবেশ করিল। তথায় গিয়া সারথিকে কহিল, সারথি! ত্বরায় আমার রথ সজ্জিত কর। আদেশমাত্র সারথি অভিলষিত উৎকৃষ্ট বিমান সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিল। ঐ রথ সুবর্ণময় ও মহামূল্য রত্নে রঞ্জিত। উহাতে সুবর্ণা-লঙ্কার--পরিশোভিত পিশাচবদন গর্দ্দভ যোজিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ মনোরথ-গামী বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সজল জলদ-গম্ভীর রবে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সমুদ্রের অভিমুখে চলিল। তাহার মস্তকে শ্বেতছত্র, উভয় পার্শ্বে শ্বেত চামর, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইতেছে। মহাবীর সুদৃশ্য পরিচ্ছদ

ধারণ করিয়া বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত বলাকাবিরাজিত সজল জলদ খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

রাবণ ক্রমশঃ সাগরের উপকূলে উপনীত হইল। দেখিল, তথায় সুরম্য শৈলরাজি বিরাজিত, এবং সরোজ-দলসমলঙ্কৃত স্নিগ্ধসলিল সরোবর ও বেদিমণ্ডিত পবিত্র আশ্রম সকল নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও কদলীতরু ও নারিকেল; কোথাও শাল তাল তমাল প্রভৃতি ফলপুষ্প-পরিশোভিত পাদপ শ্রেণী, শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানে মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ দিবানিশি বিচরণ করিতেছে। সাধুসীল সিদ্ধ, চারণ বৈখানস, বাল-খিল্য, ও মরীচিপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিশুদ্ধ চিত্তে ব্রহ্মযোগ সাধন করিতেছেন। কোন স্থানে ক্রীড়াচতুরা অপ্সরা ও সুরূপা সুরমহিলারা দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক পরমসুখে বিহার করিতেছেন। ঐ স্থান পিযূষপায়ী দেবাসুরগণের আবাস। এখানে সাগরের তরঙ্গবাহী পবন মৃদুমন্দভাবে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। এখানে বৈদূর্য্যমণি সুপ্রচুর, হংস সারসেরা সতত কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। তপোবলে যাঁহারা দিব্যলোক অধিকার করেন, সেই সকল সাধুদিগের পুষ্পমাল্য পরিশোভিত গীতবাদ্যে ধ্বনিত পাণ্ডুবর্ণ ও কামগামী বিমান সমুদায় শোভা পাইতেছে। ইহার কোন স্থানে নির্য্যাস রসের উপাদান চন্দন, কোথাও ঘ্রাণতৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট অগুরু,

কোথাও সুগন্ধ ফল-শোভিত পাদপ শ্রেণী, কোথাও মুক্তা-কলাপ, কোথাও সুরম্য শঙ্খ স্তূপ, কোথাও প্রবাল, কোন স্থানে সুবর্ণ ও রৌপ্যের পর্ব্বত, স্থানে স্থানে অতি রমণীয় প্রস্রবণ, এবং কোন স্থানে হস্ত্যশ্ব রথসঙ্কুল রমণীয় রমণী-গণ-বিরাজিত নগর দেখা যাইতেছে।

রাক্ষসাধিনাথ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে এই সমস্ত আমোদজনক অপরূপ শোভা অবলোকন ও সুখস্পর্শ সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া পথিমধ্যে এক সুরম্য বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল। উহার মূলে মুনিগণ ব্রহ্মযোগে মনঃসমাধান পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন। ঐ বৃক্ষ এরূপ বিস্তীর্ণ যে, চতুর্দ্দিকে উহার শাখা সকল শতযোজন বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। একদা মহাবল গরুড় এক প্রকাণ্ড হস্তী এবং কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণার্থ উহার এক শাখায় উপবেশন করিয়াছিল, কিন্তু উপবিষ্ট হইবামাত্র ঐ শাখা দেহভারে ভগ্ন হইয়া যায়। নিম্নে বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি প্রশান্তমূর্ত্তি তাপসেরা অবস্থান করিতেছেন। শাখাপতনে পাছে তাপসকুল বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে গরুড় একপদে ঐ শতযোজন দীর্ঘ ভগ্নশাখা এবং গজকচ্ছপকে গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া অন্তরীক্ষে ঐ দুই মহাকায় জন্তুকে ভক্ষণ পূর্ব্বক ভগ্নশাখা নিক্ষেপ করিয়া নিষাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন করিল। এই কার্য্য সাধন করিয়া তৎকালে গরুড়ের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এমন কি, এই আহ্লাদে তাহার বল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অমৃত হরণ অবশ্যই সম্পন্ন হইবে, বলিয়া অন্তরে প্রগাঢ় সাহস জন্মিল। পরিশেষে সে ইন্দ্রভবন হইতে লৌহজাল ছিন্ন ভিন্ন ও রত্নগৃহ ভেদ করিয়া সুরক্ষিত অমৃত অপহরণ করিল।

রাবণ সাগরের উপকূলে গিয়া সেই সুভদ্র নামা বট বৃক্ষ দেখিতে পাইল। পরে সে সাগর পার হইয়া নিভৃত স্থানে এক পবিত্র রমণীয় আশ্রম দর্শন করিল। তথায় কৃষ্ণাজিনধারী মিতাহারী জটাযূট-পরিশোভিত মারীচ অবস্থান করিতেছে। লঙ্কেশ্বর উপস্থিত হইবামাত্র মারীচ উপযুক্ত উপচার দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিল এবং দেব-ভোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসিল, রাজন্! কেমন লঙ্কানগরীর ত সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? আশ্রিত নিশা-চরেরা ত শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলে আছে? তুমি আবার কি উদ্দেশে আগমন করিলে?।

ষড়্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

রাবণ কহিল, মারীচ! আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। অসময়ে পড়িলে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। তুমিই আমার দুঃখে দুঃখী

ও তুমিই আমার সুখে সুখী। ফলতঃ তুমি আমার যেরূপ হিতকারী, এমন আর কেহই নাই। এক্ষণে যে বিষম ব্যাপার ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। মারীচ! তুমি অমার জনস্থানের সকল স্থানই বিলক্ষণ অবগত আছ, তথায় আমার ভ্রাতা খর ও দূষণ, ভগিনী শূর্পণখা এবং মাংসাশী ত্রিশিরা বাস করিত, এবং আমার আদেশানুসারে সমরোৎসাহী ভীমবল আর আর নিশাচরেরাও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিল। উহারা ভীমকার্য্যপরায়ণ ও মহাবীর খরের মতানুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত বন উপবন আলুলায়িত করিয়া নির্ভয়ে দিবা নিশি বিচরণ করিত। উহাদের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। উহারা আমার অনুজ্ঞাক্রমে তপোবনবাসী শুদ্ধ শান্ত তাপসগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। ঐ নিশাচরেরা বর্ম্ম ধারণ ও নানা প্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া রামের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ ভণ্ড তপস্বী উহাদিগকে কোন কঠোর কথা না কহিয়া কেবলই শর নিক্ষেপ করিত এবং একাকী পদাতি হইয়া রথারোহী ভীমবল চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে নিধন করিয়াছে। মারীচ! দুঃখের কথা আর কি কহিব, সে সামান্য মনুষ্য হইয়া মহাবীর খরকে নিহত, সেনাধ্যক্ষ দূষণকে বিনষ্ট ও সেনাপতি ত্রিশিরাকেও সমরশায়ী করিয়া সমস্ত দণ্ডকারণ্য একবারে ভয়শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে তত্রত্য তাপসেরা পূর্ব্বের ন্যায় আর সভয়ে তপঃসাধন করিতেছে না।

রাক্ষসের নাম শুনিতে যাহাদের শোণিত রাশি শুষ্ক হইয়া যাইত, শূন্যবন পাইয়া এখন তাহাদের সুখের আর পরিসীমা নাই। দেখ দেখি, কি আক্ষেপের বিষয়! হীনবীর্য্য ও রাজ্যাধিকারে অনুপযুক্ত বলিয়া দশরথ যাহাকে স্ত্রীর সহিত নির্ব্বাসিত করিল, সেই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষত্রিয়াধম হইতে আমার জনস্থাননিবাসী সমস্ত রাক্ষসী সেনা একেবারে নির্ম্মূল হইয়াগেল। কি লজ্জা! রাক্ষসকুলের গৌরব কি একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে? ছি ছি! সামান্য মনুষ্যের এতই দৌরাত্ম্য! অল্পপ্রাণ ক্ষত্রিয়ের এতই অত্যাচার! আমি আর সহিতে পারি না। দুরাত্মারা মুখে বলে আমরা পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ বনবাসে আসিয়াছি, কিন্তু তাহাদের অন্তর সম্পূর্ণ কুসন্ধান-তৎপর, তাহা না হইলে, দেখ দেখি, কোন শত্রুতা নাই, কোন বিবাদ বা বিসম্বাদ নাই। আমার ভগিনী যদৃচ্ছা ক্রমে ভ্রমণ করিতেছিল, অকারণে তাহার নাশা কর্ণ ছেদন করিয়া দিল। মারীচ! আমি এ অপবাদ কোন ক্রমেই সহিতে পারিব না। আমি নিশ্চয় তাহার সেই দেবকন্যারূপিণী পত্নী সীতারে হরণ করিয়া আনিব। তুমি এইকার্য্যে আমার সহায় হও বীর! কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি আমার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিলে, বলিতে কি, আমি ত্রিলোককেও গণনা করি না, তুমি মায়াচতুর ও সুসমর্থ, এক্ষণে তুমি আমার সাহায্য কর। ছলে, বলে, কৌশলে, সংগ্রামে ও উপায়-নির্ণয়ে তোমার তুল্য আর কেহই নাই। তুমি মায়াবী, তোমার

মায়া বুঝাভার, আমি এইকারণে তোমার নিকট আসিলাম। আমার হিতার্থ তোমাকে যেপথ অবলম্বন করিতে হইবে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে তুমি রামের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক রজতবিন্দু-খচিত দর্শনীয় হিরণ্ময় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে। সীতা দেখিবামাত্র নিশ্চয়ই তোমাকে ধরিবার জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবে। পরে ঐ দুই জন এইকার্য্য প্রসঙ্গে নিক্রান্ত হইলে, রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে, তদ্রূপ নিরুপদ্রবে আমি ঐ জনশূন্য স্থান হইতে পরম সুখে সীতারে অপহরণ করিয়া আনিব। অনন্তর রাম প্রিয়তমা সীতার বিরহে ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ কৃশ হইয়া যাইবে, ক্রমে তাহার বল বুদ্ধি সমুদায় বিনষ্ট হইবে, তখন আমি অক্লেশে উহাকে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইব।

রাবণের কথা শুনিয়া মারীচের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। ত্রাসে চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতে গালিল। সে যার পর নাই দুঃখিত, ভীত ও মৃতপ্রায় হইয়া শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করত অনিমেষ নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎকাল পরে মারীচ সাতিশয় বিষাদ সহকারে, আপনার মঙ্গল ও রাবণের হিতসাধনার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে

লাগিল, রাবণ! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয়কথা বলে, এমন লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর, এমন বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ। দেখ, তুমি অতি চপল, কুত্রাপি তোমার দূত নাই, কাহার কিরূপ পরাক্রম ও কাহার কিরূপ বল বীর্য্য কিছুই জানিতে পার না। তাহা না হইলে, তুমি সেই অলোকসামান্য পরাক্রমশালী ভীমবল রামের পরাক্রম অনবগত হইবে কেন? রাম যেরূপ ক্রোধান্ধ হইয়াছেন, রাক্ষস কূল সমূলে উন্মূলিত না করেন, এখন তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল। সীতা তোমাকে সবংশে বিনাশ করিবার নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর বোধ হইতেছে, তাঁহার জন্যই একটী ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। রাবণ! তুমি নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী, হিতাহিত জ্ঞান তোমার কিছুমাত্র নাই, তোমার বুদ্ধি দোষেই শোনার লঙ্কা ছার খার হইয়া যাইবে! যে রাজা তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ, যাহার স্বভাব তোমার ন্যায় ঘৃণিত, সে দুর্ম্মতি রাজ্য, সম্পত্তি আত্মীয় ও স্বজন, সকলের অসুখের কারণ হইয়া পরিশেষে আপনাকেও বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বিবেচনা করিয়াছ, রাম, ঘৃণিতস্বভাব ও রাজ্যপালনে অনুপযুক্ত বলিয়া পিতার অযত্নে পরিত্যক্ত হইয়াছেন, মনেও করিও না। তিনি অতিধার্ম্মিক, অতি বিচক্ষণ ও অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র। বোধ করি, তাঁহার ন্যায় স্বভাবসুন্দর ও সরলান্তঃ-করণ ত্রিলোকেও পাওয়া ভার। পিতাকে, মাতার

[illegible]হকে বঞ্চিত দেখিয়া তাঁহার সত্য পালনার্থ তিনি স্বয়ংই বনে আসিয়াছেন। বলিতে কি, তিনি এমন পিতৃভক্ত, যে হস্তগত রাজ্যসুখও তুচ্ছ করিয়া তাপসবেশে বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। রাবণ! রাম মূর্খ নহেন, অজিতেন্দ্রিয়ও নহেন। তাঁহাতে মিথ্যার প্রসঙ্গ শুনি নাই; সুতরাং এমন শুদ্ধ শান্ত সাধুশীল দাশরথির প্রতি কঠোর কথা প্রয়োগ করা তোমার কোন মতেই উচিত হয় না। অধিক কি, তাঁহার আকার প্রকার, আচার, ব্যবহার, নীতি, প্রকৃতি ও সত্যনিষ্ঠা দেখিলে বোধ হয়, সাক্ষাৎ ধর্ম্মই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণের প্রতি প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন, পৃথিবীতলে রামও সেইরূপ। তুমি কোন্ সাহসে এমন বিষম সাহসের কার্য্য সাধনে অভিলাষ করিয়াছ? সীতা আপনার পাতিব্রত্য বলে রক্ষিত হইতেছেন, সূর্য্যপ্রভা-হরণ করা যেমন অসাধ্য, রামের ক্রোড় হইতে তাঁহাকে হরণ করাও তদ্রূপ। রাবণ! বারণ করি, শরাসন ও সুতীক্ষ্ণ অসি যাঁহার কাষ্ঠ, শরজাল যাঁহার প্রবল শিখা, তুমি সেই দেদীপ্যমান রামরূপ হুতাশন মধ্যে সহসা প্রবেশ করিও না। তুমি এই সুখ সমৃদ্ধিময়ী লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ রামের নিকট যাইও না। সীতা যাঁহার, তাঁহার প্রতাপের আর পরি-সীমা নাই। যে সীতার রক্ষক রাম, সে সীতাকে হরণ

করিলে তোমার কোন মতেই ভদ্রতা হইবে না। সীতা রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়, তুমি সেই সাক্ষাৎ হুতাশন-শিখার ন্যায় তেজস্বিনীকে কোনমতেই পরাভব করিতে পারিবে না। আর বৃথা যত্ন করিও না, যদি কিছু কাল জীবিত থাকিতে অভিলাষ থাকে, নিরস্ত হও। উচিত কথা বলিতে আর ভয় কি, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রণস্থলে রামকে দেখিবামাত্রই তোমার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিবে। রাবণ! আর অধিক কি কহিব, জীবন, সুখ ও রাজ্য তিনই দুর্ল্লভ, অতএব তুমি বিভীষণ প্রভৃতি ধার্ম্মিক মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত বিষয়ের মন্ত্রণা কর, এ কার্য্যের দোষ গুণ ও বলাবল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও, এবং আপনার ও রামের বলবিক্রম যথার্থত বিচার করিয়া যাহাতে নিজের হিত হয়, তাহাই কর। আমার বোধ হয়, এ বিষম সাহসের কার্য্যে সাহস না করাই ভাল। লঙ্কেশ্বর! রাম সামান্য নহেন, তাঁহার বলবিক্রম এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, সমুদায় কহিতেছি, মনোযোগ করিয়া শুন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাবণ! পূর্ব্বে আমি সহস্র মত্তহস্তীর বল ধারণ করিয়া সকলের মনে ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক নির্ভয়ে পৃথিবীতলে

পর্য্যটণ করিতাম। আমার দেহ পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড, বর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, কর্ণে মহামূল্য কনক কুণ্ডল এবং মস্তকেও কনকনির্ম্মিত কিরীট। তৎকালে আমি পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক অল্পপ্রাণ তাপসদিগের মাংস ভক্ষণ করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতাম। এই সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে উৎপীড়িত হইয়া যজ্ঞ সাধনার্থ রাজা দশরথের নিকট গিয়া কহিলেন, মহারাজ! নিশাচর মারীচ হইতে আমি বড় ভীত হইয়াছি, দুরাত্মার উপদ্রবে আমাদের যজ্ঞ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। প্রার্থনা করি, আপনার রাম সমাহিত হইয়া যজ্ঞকালে আমায় রক্ষা করুন।

দশরথ মুনির কথা শুনিয়া কহিলেন, তপোধন! দেখুন, আমার রামের বয়স এখন ষোড়ষ বৎসরও হয় নাই। রাম নিতান্ত বালক, আজ পর্য্যন্তও অস্ত্র শিক্ষায় সুপারগ হন নাই। কিরূপে আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিবেন। মুনিবর! আমার যথেষ্ঠ সৈন্য আছে, আমি সমুদায় সৈন্য-সামন্ত লইয়া গিয়া আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! আপনি ত্রিলোক বিখ্যাত, আপনার কার্য্যেও সর্ব্বত্র প্রচার আছে। কেবল আমরা কেন, আপনার প্রযত্নে সমরে অমরগণও রক্ষিত হইয়াছেন। কিন্তু নরনাথ! আমি যে বিপদে পড়িয়াছি, রাম ভিন্ন তাহার প্রতিকারে আর কেহই সমর্থ হইবেন না। আপনার সৈন্য প্রচুর আছে, তাহা এই খানেই থাক, আপনি কেবল রাম-

কেই আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, রাম বালকই হউন, আর যুবা হউন, রাক্ষস নিগ্রহে তিনিই একমাত্র উপায়।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র বারংবার অনুরোধ করিলে দশরথ অগত্যা স্বীকার পাইলেন। বিশ্বামিত্র রাজকুমারকে লইয়া পরম আহ্লাদে আশ্রমে আগমন করিলেন। রাজপুত্র আশ্রমে আসিয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞদীক্ষিত বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাবণ! রামের তখনও শ্মশ্রুজাল উদ্ভিন্ন হয় নাই। আহা! তাঁহার সেই নবঘনশ্যাম মনোহর রূপমাধুরী আজ পর্য্যন্তও যেন আমার চিত্রপটে চিত্রিত রহিয়াছে। তৎকালে তাঁহার কেশ কাক পক্ষে চিহ্নিত, গলে মুক্তামণ্ডিত হেমহার লম্বিত ছিল। তিনি আপনার উজ্জ্বল তেজে সমস্ত দণ্ডকারণ্য সুশোভিত করিয়া উদিত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

পরে আমি ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদনার্থ বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলাম। আমাকে সশস্ত্রে সহসা আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া রাম কিঞ্চিন্মাত্রও উৎকণ্ঠিত হইলেন না। অনন্তর আমি মোহবশত রামকে বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া দ্রুতপদে বিশ্বামিত্রের বেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। ইত্যবসরে রাম বিশেষ ব্যগ্র না হইয়া শরাসনে জ্যাযোজনা, এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া এক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ! আমি ঐ বাণের আঘাতে একেবারে হতজ্ঞান

হইয়া শতযোজন দূরে সাগরগর্ভে গিয়া পড়িলাম। বোধ করি, একেবারে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প ছিল না, বলিয়াই তাঁহার হস্ত হইতে তৎকালে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শরবেগে আমি একেবারে মৃত্যুবৎ ও হতচেতন হইয়া শতযোজন দূরে সাগরে গিয়া পড়িলাম। অনন্তর আমি বহুক্ষণের পর বহুকষ্টে চৈতন্য লাভ করিলাম। শরাঘাতে শরীর ক্ষত বিক্ষত, অনেক পরিশ্রমে লঙ্কায় প্রতিগমন করিলাম। দশানন! এইরূপে আমিই কেবল তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বয়সে বালক ও অস্ত্রে বিলক্ষণ পটু ন হইয়াও আমার আর আর সহচরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। অতএব রাবণ। আমি নিবারণ করি, তুমি তাঁহার সহিত বৈরাচরণ করিও না। করিলে নিশ্চয় বিপদ্গ্রস্ত হইয়া নষ্ট হইবে। রাম সামান্য নহেন, কেবল তুমি কেন, আমার বোধ হয়, ত্রিলোক একদিকে হইলেও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অতএব লঙ্কেশ্বর! যদি আশ্রিত নিশাচরকুল রামশরে আকুল দেখিতে অভিলাষ না থাকে, ক্রোধ সংবরণ কর, এমন বিষম সাহসের কার্য্যে কদাচ অগ্রসর হইও না। শুদ্ধসত্ব লোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংস্রবে সর্পহ্রদে মৎস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর তুমি স্বদোষেই তোমার শোনার লঙ্কা ছার খার দেখিবে, তুমি স্বদোষেই সমুদায় রাক্ষসগণকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিবে। এবং হতাবশেষ নিরাশ্রয়

নিশাচরেরা পুত্র কলত্রের সহিত প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে, তাহাও দেখিতে হইবে। পরিশেষে লঙ্কাকে শরজাল-সমাকীর্ণ, অনলশিখা-পূর্ণ ও ভস্মীভূতও দেখিতে পাইবে। রাজন্! পরস্ত্রীহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র সুন্দরী রমণী আছে, তুমি তাহাদের সঙ্গেই বিহার কর। নিজ জীবনের সহিত রাক্ষসকুলের গৌরব রক্ষা কর। যদি মান, সম্ভ্রম, রাজ্য, সম্পত্তি, মিত্র ও সুরূপা মহিলা এই সকল বহুকাল ভোগ করিতে চাও, কদাচ রামের সহিত বিরোধাচরণ করিও না। আমি তোমার বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তোমায় বারংবার নিবারণ করিতেছি, যদি আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া মূঢ়ের ন্যায় বলপূর্ব্বক সেই লক্ষ্মীরূপা সীতার অবমাননা কর, তবে নিশ্চয়ই রামের শরে সবান্ধবে হতবীর্য্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

মারীচ, এইরূপে উপদেশ দিয়া আবার কহিল, রাবণ! আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালীন রামের হস্ত হইতে এইরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আবারও যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহাও শুন। আমি প্রাণ সঙ্কটেও কিছুমাত্র

পরিবেদনা না করিয়া একদা মৃগরূপী মহাবল দুই রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার জিহ্বা প্রদীপ্ত হুতাশন-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল, দশনশ্রেণী অতি ভীষণ, বিষাণদ্বয় অতিতীক্ষ্ণ ও উচ্চ। আমার আহার তাপসগণের অভিনব মাংস ও উত্তপ্ত শোণিত। আমি এইরূপ ভয়াবহ মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র গৃহ, তীর্থ এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে মহাবিক্রমে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং অল্পপ্রাণ তাপসগণের প্রাণসংহার করিয়া প্রতিদিন নূতন নূতন মাংস শোণিত ভক্ষণ পূর্ব্বক মহাহর্ষে সমুদায় ধর্ম্ম কার্য্যের বিলোপ করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমার মূর্ত্তি অতি ভীষণ, অন্তরে দয়ার লেশ মাত্রও নাই। আমি শোণিত পানে নিতান্ত উন্মত্ত। ফলতঃ তৎকালে আমার আকার প্রকার ও আচার ব্যবহার এরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, যে বন্য জন্তুরাও আমাকে দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও যারপর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি পর্য্যটণ করিতে করিতে একদিন সেই সুধার্ম্মিক রাম, পতিদেবতা আর্য্যা জানকী ও মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিলাম। সহসা রামকে দেখিবামাত্র আমার মনে পূর্ব্ব বৈরভাব ও পূর্ব্ব প্রহারও স্মরণ হইল। কিন্তু হইলেও রাক্ষসসুলভ হিংসাদ্বেষাদির প্রভাবে তৎকালে আমি কিছুমাত্র বিচার করিলাম না, তাপসজ্ঞানে তদীয় বিনাশার্থ অমনি প্রধাবিত হইলাম।

ইত্যবসরে সেই বীরকুলচূড়ামণি রাম বিশাল শরাসনে

সুতীক্ষ্ণ তিনটী শর সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বাহুযুগল হইতে নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র ঐ সকল অশনি-সঙ্কাশ ভীষণ শর মিলিত হইয়া বায়ুবেগে আসিতে লাগিল। আমি পূর্ব্ব অবধি রামের বিক্রম জানিতাম, এবং পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ শঙ্কিত ছিলাম। এমন কি, রামের কথা মনে পড়িলেই যেন ভয়ে আমার গাত্রকম্প উপস্থিত হইত। আবার তাঁহার কোপ দৃষ্টিতে পড়িলাম, এই ভাবিয়া তখন যে আমি কতদূর ভীত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমি সেই কালান্তক শর দেখিয়া প্রাণভয়ে এক দিকে অপসৃত হইলাম। কিন্তু ঐ তুইটী রাক্ষস সে তুর্ব্বিষহ শর হইতে আর রক্ষা পাইল না, আঘাতমাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাবণ! তৎকালে এই কৌশলে ঐ ভীষণ শরানল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমি কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি রাক্ষসোচিত হিংসাদ্বেষাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং যোগী হইয়া যোগাবলম্বনেই এই রক্তমাংসময় পাপ দেহ বিসর্জন করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি। লঙ্কেশ্বর! বলিতে কি, রণক্ষেত্রে রামের সেই বীরদর্পমিশ্রিত সিংহনাদ, সেই ভীষণ শরবর্ষণ, সেই ভয়াবহ গম্ভীর মূর্ত্তি, অদ্যাপি যেন আমার চিত্তপটে চিত্রিত রহিয়াছে। প্রতিবৃক্ষে যেন সেই শরাসনধারী রামকে সাক্ষাৎপাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দেখিতে পাই। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই যেন রাম, এমন কি সমস্ত অরণ্যই যেন আমার রামময় বোধ হয়।

নিদ্রিত থাকি, স্বপ্নযোগে রামরূপ দেখিয়া অমনি চমকিত হইয়া উঠি, আবার অচেতন হইয়া পড়ি। যেখানে কিছুই নাই, সেখানেও যেন রামরূপ দেখিতে পাই। অধিক কি, রত্ন, রথ, প্রভৃতি রকারাদি নামেও এখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি রামের বিক্রম বিশেষরূপ অবগত আছি, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার কার্য্য নয়। কি বলি, কি নমুচী, অধিক কি, তিনি মনে করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে ত্রিলোককেও আলুলায়িত করিতে পারেন; অথবা আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি রামের সহিত যুদ্ধ কর বা নাই কর; যদি আমাকে জীবিত দেখিতে অভিপ্রায় থাকে, তবে আমার সমক্ষে তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিও না। এই জীবলোকে অনেক শুদ্ধশান্ত সাধুশীল মহাপুরুষেরা অন্যের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন। তোমার পরামর্শে অতঃপর আমিও কি, তাঁহাদের পথ অবলম্বন করিব? রাক্ষসরাজ! এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর, আমি কোনমতেই তোমার অনুগমন করিতে পারিব না। রাম অতিশয় তেজস্বী, মহাসত্ব ও মহাবল, তিনি রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবার জন্যই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর বল দেখি, রামের অপরাধ কি, শূর্পণখার জন্য খর সমরার্থী হইয়াছিল, তাঁহার বিনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, দুর্ব্বলতা বশত স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া গেল; ইহাতে রামের অপরাধ কি? রাবণ! আমি তোমার পরমহিতৈষী

আমার কথা রাখ, আমার অনুরোধ রক্ষা কর, মিত্রজনের অনুরোধ অমান্য করিয়া কদাচ এমন বিষম সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইও না, হইলে নিশ্চয় তোমার ভদ্রতা নাই।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

মারীচ এইরূপ উপদেশগর্ভ বাক্য বলিয়া বিরত হইলে, সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর পক্ষে বলবান্ ঔষধি যেমন কোন ফলোপধায়ক হয় না, তদ্রূপ মারীচের এই যুক্তিসঙ্গত কথাও আসন্নমৃত্যু দশাননের পাপচিত্তে স্থান পাইল না। তখন সে কালপ্রেরিত হইয়া কহিতে লাগিল, রে দুষ্কুলজাত মারীচ! তোর এত বড়ই আস্পর্দ্ধা, যে আমার সমক্ষে নির্ভয়চিত্তে এতবড় কঠোর কথা কহিলি। ঊষরক্ষেত্রে বীজবপনের ন্যায় এখন তোর সকল কথাই যে নিষ্ফল হইয়া গেল? তোর এই অকিঞ্চিৎকর কথায় ভুলিয়া সেই নরাধম মূর্খের প্রতিপক্ষতা হইতে আমি প্রাণান্তেও নিবৃত্ত হইব না। যে নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের তুচ্ছ কথায় পিতা মাতাকে অকূল শোক সিন্ধুতে ভাসাইয়া এবং হস্তগত রাজ্যও পরিত্যাগ করিয়া দীনবেশে দিবা-নিশি বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে, প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি তাহার সেই পূর্ণচন্দ্রনিভাননা প্রিয়তমা সীতাকে তোর

সমক্ষেই অপহরণ করিয়া আনিব। আমি কোনক্রমেই তোর তুচ্ছ উপদেশ গ্রাহ্য করিব না, কেবল তোর কেন, সমস্ত দেবগণের সহিত একত্রিত হইয়া স্বয়ং দেবরাজ আসিয়াও যদি উপদেশ দেয়; তাহাও আমার অগ্রাহ্য। রে আত্মাভিমানিন্! কোন কার্য্য সংশয় উপস্থিত হইলে, যদি তোকে তৎসংক্রান্ত গুণদোষ বা উপায়ের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহাহইলে তোর পণ্ডিতাভিমান কিয়ৎপরিমাণে শোভা পাইত। যে মন্ত্রী হিতৈষী ও বিজ্ঞ, কোন কথা জিজ্ঞাসিত হইলে, সে প্রভুর নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করিয়া থাকে, এবং যাহা প্রভুর অনুকূল ও কল্যাণজনক, বিনীত বাক্যে ও রাজনীতি-নির্ণীত প্রণালী অনুসারে তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। আর যে রাজা সম্মানার্থী, কুলগৌরব যাহার অমূল্য ধন, স্বমতবিরোধী অসম্মানের কথা হিতজনক হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম এবং বরুণ এই পঞ্চ দেবতার অংশে মহীপালেরা জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য উগ্রতা, বিক্রম, দয়া, নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সমস্ত গুণ তাঁহাদের স্বভাব সিদ্ধই হইয়া উঠে। সুতরাং রাজা সকল অবস্থাতেই মান্য ও পূজার্হ। মারীচ! আমি অভ্যাগত, বল্ দেখি, তুই রাজধর্ম্ম বিশেষ না জানিয়া আমার প্রতি কেন এত নিষ্ঠুর কথা প্রয়োগ করিলি? ইহাতে কি তোর নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইল না? আমি কি তোকে সঙ্কল্পিত কার্য্যের গুণ দোষের

কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিজের ইষ্টানিষ্টের জন্যই কি তোর নিকট এত ব্যগ্র হইয়াছিলাম? আমি বাঞ্ছিত বিষয়ে কেবল তোর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রার্থিত বিষয়ের কোন অবধারণ না করিয়া পণ্ডিতাভিমানীর ন্যায় কেবল কতকগুলি বাগ্‌জাল বিস্তার করিলি। ইহাতে তোর বরং মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়াছে। যাহাই হউক, আমার সঙ্কল্পিত কার্য্যে তোকে অবশ্যই সাহয্য করিতে হইবে, এবং তোকে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে আবার তাহাও কহিতেছি;—রজতবিন্দু-বিচিত্র হিরণ্ময় হরিণ হইয়া তোকে রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ এবং নানা প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গি বিস্তার করিয়া কখন দূরে কখন বা নিকটে এই রূপে বিচরণ করিতে হইবে, যে সীতা দেখিবামাত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গ্রহণ করিবার জন্য রামকে অনুরোধ করে। পরে রাম প্রেয়সীর অনুরোধে এই প্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তুই বহুদূরে গিয়া রামের অনুরূপ স্বরে "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া চীৎকার করিবি। লক্ষ্মণ ঐ করুণ স্বর শ্রবণ করিয়া সীতার নির্ব্বন্ধে এবং দূরপনেয় ভ্রাতৃ স্নেহে মুগ্ধ হইয়া সসম্ভ্রমে রামের অভিমুখে গমন করিবে, এইরূপে উহারা উভয়ে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি পরম সুখে ও নিরাপদে ইন্দ্র যেমন শচীকে, তদ্রূপ সীতাকে হরণ করিয়া আনিব।

এই বলিয়া রাবণ কিঞ্চিৎ বিনয় সহকারে আবার

কহিল, মারীচ! আমি তোমাকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব, তুমি আমার এই সঙ্কল্পিত কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া দেও। আর বিলম্ব করিও না, যতই বিলম্ব হয়, প্রিয়-কার্য্যের ততইযেন আশঙ্কার আতিশয্য ঘটে। এক্ষণে চল, আমিও রথারোহণে তোমার অনুসরণ করি! রামকে বঞ্চনা ও বিনাযুদ্ধে সীতারে হরণ করিয়া পরমানন্দে দুই জন লঙ্কায় গমন করিব। ফলত তুমি যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তবে এইদণ্ডেই তোমাকে বিনাশ করিব। অতঃপর মরণ ভয়েও তোমাকে আমার অনু-সরণ করিতে হইবে। যেব্যক্তি রাজার প্রতিকূল হয়, তাহার ভদ্রতা কোথায়? এক্ষণে তোমায় আর অধিক কি কহিব, আমার সহিত বিরোধ করিলে, নিশ্চয় তোমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে, বিবেচনা করিয়া যাহা অভি-মত হয় ত্বরায় তাহার অনুষ্ঠান কর।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাবণ এইরূপে রাজোচিত আজ্ঞা প্রচার করিয়া বিরত হইলে, মারীচ নিঃশঙ্কচিত্তে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রাক্ষস! কোন্ পামর তোমাকে সবংশে উৎসন্ন হইতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছে? কোন্ নির্ব্বোধ

বালক উপায়চ্ছলে তোমাকে মৃত্যুদ্বার দেখাইয়াছে? কোন্ ক্ষুদ্রাশয় তোমার অতুল্য বৈভবে অসূয়া করিয়া এমন বিষম কার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছে? তুমি স্বকৃত উপায়ে সবংশে ধ্বংস হইবে, ইহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য! আমার বোধহয়, তোমার বিপক্ষের মধ্যে কেহ কেহ হীনবল আছে, তাহারা স্বয়ং অসমর্থ, সুতরাং নানাপ্রকার প্রলোভ দেখাইয়া তোমাকে প্রবল শত্রুমুখে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। রাজন্! যে সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়াও নিবারণ করিতেছে না, তাহারা নিতান্তই বধ্য, কিন্তু তুমি কিকারণে তাহাদিগকে বধকরিতেছ না? রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিন্দিত পথে পদার্পণ করিলে, সচ্চরিত্র সচিবেরা সযত্নে তাঁহাকে নিবৃত্ত করে, কিন্তু তোমার এই ব্যবহারে তাহার সর্ব্বথা বিপরীত দেখিতেছি। যে মন্ত্রী রাজ হিতৈষী, ও রাজ-প্রসাদ লাভ করেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সমুদায় তাঁহার হস্ত গত হয়। কিন্তু মন্ত্রীর দোষে রাজার মতিচ্ছন্ন ঘটিলে, সে মন্ত্রীকেও দুর্গতি ভোগ করিতে হয় এবং অধিকারস্থ প্রজাদিগকেও অপার দুঃখানলে তাপিত হইতে হয়। ফলতঃ রাজাই ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের নিদান; সুতরাং সর্ব্বদা তাঁহাকে সাবধান করা মন্ত্রীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা উগ্রস্বভাব, দুর্ব্বিনীত ও দুরভিসন্ধি-পরায়ণ; সমস্ত ধন সম্পত্তির সহিত তাহার রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। যেরাজা অসৎউপায়প্রবর্ত্তক, নির্ব্বোধ ও কেব-

লমাত্র মন্ত্রীর সাহায্যে সমস্ত রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করে, বিষমস্থলে অধীর সারথিসহ রথের ন্যায় তাহাকে অল্প দিনের মধ্যেই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। যাহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক, ও সাধু, অন্যের অপরাধে এমন অনেকেই সপরিবারে উৎসন্ন গিয়াছেন। যে রাজা উগ্রদণ্ড ও প্রতিকূল, তাহার অধীনস্থ প্রজারা গোমায়ুরক্ষিত মৃগের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। রাবণ! তুমি নিতান্ত ক্রুর, নির্ব্বোধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, তুমি যে সকল রাক্ষসের রাজা, তোমার অত্যাচারে তাহারা অচিরাৎ কালসূত্রে আকৃষ্ট হইবে। আমি যে রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব, তাহাতে আমার অণুমাত্র ও পরিতাপ নাই, কিন্তু তুমি যে অচিরাৎ সবংশে উৎসন্ন হইবে, আমার এইমাত্র দুঃখ। সেই মহাবীর কেবল আমাকে বিনাশ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইবেন না, তোমাকেও সবংশে নিধন করিবেন। তাঁহার হস্তে যে আমার মৃত্যু হইবে, তাহাতে আমি কৃতার্থ হইব। রাজন্! তুমি নিশ্চয় জানিও, তাঁহার দর্শনমাত্র আমাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এবং সীতারে হরণ করিয়া তোমাকেও সবান্ধবে মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। অতএব রাবণ! আমি নিবারণ করি, রাক্ষস কুল ধ্বংস করিও না। আমি তোমার পরম হিতৈষী, আমি মিনতি করি, আমার বাক্য রক্ষা কর। যাহা হইবার হইয়াছে, সেজন্য আর সবংশে বিনষ্ট হইও না। আমি তোমাকে বার বার নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার কথা তোমার

সহ্য হইতেছে না, মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সুহৃদের বাক্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর মারীচ লঙ্কাধিপতি দশাননকে শুভোদ্দেশে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভৎসনা করিয়া তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আবার কহিল, রাবণ! যদি এই সুবিস্তীর্ণ রাক্ষসকুল নিতান্তই ধ্বংস করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, যদি প্রজ্বলিত হুতাশনশিখায় শলভের ন্যায় আচরণ করিতে নিতান্তই ব্যগ্র হইয়া থাক, চল, তবে আমরা গমন করি। সেই পাশধারী সাক্ষাৎ কৃতান্ত-তুল্য রাম যদি আমাকে পুনর্ব্বার দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় কালগ্রাসে পতিত হইব। কেহ বিক্রম প্রকাশ করিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। তিনি সাক্ষাৎ কালান্তক, রাক্ষস কুল ধ্বংস করিবার জন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সহিত আর সংগ্রাম কি, রণক্ষেত্রে তাঁহার সেই প্রকাণ্ড ধনুষ্টঙ্কার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে, কাহার সাধ্য

যে মুহূর্ত্ত কালও তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে। রাবণ! তুমি নিতান্ত দুরাত্মা, আমি তোমাকে আর অধিক কি কহিব, তুমি কুশলে থাক, আমি মৃত্যুমুখে চলিলাম।

এই বলিয়া মারীচ বিরত হইলে, কালপ্রেরিত রাবণ অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল, এবং পুনঃ পুনঃ গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিল, মারীচ! তোমার প্রতি যে আমি কত দূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। এতক্ষণের পর তুমি আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কথা কহিলে, বলিতে কি, এতকালের পর তোমাকে যেন মারীচ বলিয়া বোধ হইল। এতক্ষণ তুমি যেন অন্য কোন হীনবল রাক্ষস ছিলে। তাত! তুমি আমার সহিত আমার এই বিমানগামী রত্নখচিত রথে আরোহণ কর, তুমি তথায় গিয়া সীতাকে কেবল প্রলোভমাত্র দেখাইবে, তাহার পর যেখানে ইচ্ছা, গমন করিও। এই অবকাশে নির্জ্জন পাইয়া আমিও সঙ্কল্প সিদ্ধ করিব।

এই বলিয়া দশানন মারীচের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে আশ্রম হইতে যাত্রা করিল, এবং নগর, জনপদ, নদ, নদী, ও পর্ব্বত সকল দর্শন করিতে করিতে ক্রমে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে রাবণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইল, পরে মারীচ অবতীর্ণ হইলে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, তাত! ঐ দেখ, রামের আশ্রমপদ কদলীপরিবৃত দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, যেকা-

রূপে আগমন করিয়াছি, সত্বর হইয়া তাহাই সম্পাদন করা যাক।

তখন মারীচ মায়াবলে ক্ষণকাল মধ্যে এক মনোহর মৃগরূপ ধারণ করিল। তাহার শৃঙ্গদ্বয় উৎকৃষ্ট রত্নের ন্যায়, কর্ণদ্বয় ইন্দ্রনীলমণি ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রক্তপদ্ম ও নীল পদ্মের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন হইয়া উঠিল। গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ত মণি-তুল্য; পার্শ্বভাগ মধূক পুষ্পসদৃশ; বর্ণ পদ্মপরাগের অনুরূপ, স্নিগ্ধ ও সুন্দর; খুর চতুষ্টয় বৈদুর্য্যাকার; জঙ্ঘা অতি সূক্ষ্ম; সর্ব্বাঙ্গ রৌপ্য বিন্দুতে চিত্র বিচিত্র ও নানা প্রকার ধাতুরাগরঞ্জিত, সন্ধিবন্ধ অতি নিবিড় এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধতুল্য ও ঊর্দ্ধে শোভিত। তৎকালে তাহার এই অপূর্ব্ব রূপে রমণীয় বন ও রামের আশ্রম যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর ঐ মৃগরূপী মারীচ সীতার প্রলোভনার্থ অগম্য মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল; এবং কখন তৃণ, কখন বা নূতন পত্র ভক্ষণ করত কদলী বাটিকার মধ্যে প্রবেশিল। আবার সীতার দৃষ্টিপথে পতিত হইবার অভিলাষে কর্ণিকার বনে গিয়া মৃদুপদে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। মারীচ একবার দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল, আব বার মৃদুবেগে আসিতে লাগিল। কখন মৃদুপদে গমন করিতে, লাগিল, আবার দ্রুতপদে ফিরিল। কখন ক্রীড়ায় মত্ত, কখন নিস্ক্রিয় হইয়া উপবিষ্ট, কখন রামের

আশ্রমদ্বারে আসিয়া মৃগযূথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, ও কখন অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরবার একদলের মধ্যগত হইয়া আসিতে লাগিল, এইরূপে মায়াচতুর মৃগ সীতার প্রতীক্ষায় নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আশ্রমের চারি দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। আশ্রমমৃগেরা সেই অভিনব মৃগ দেখিবামাত্র সন্নিহিত হইয়া দেহ আঘ্রাণ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে দশদিক ধাবমান হইল। মারীচ মৃগবধে বিলক্ষণ বিচক্ষণ ছিল, কিন্তু তৎকালে নিজ রাক্ষসোচিত স্বভাব গোপন রাখিবার জন্য সংস্পর্শেও তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল না।

এদিকে বিশাললোচনা জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়া কর্ণিকার অশোক, ও চ্যুতলতিকার সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে একবার এদিক্ একবার ওদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে সেই মুক্তামণিখচিত রজতবিন্দুবিচিত্র হিরণ্ময় মৃগ সহসা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব মায়ামৃগকে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সস্নেহে বারংবার দেখিতে লাগিলেন। মৃগও রামপ্রণয়িনীকে অবলোকন করত বনবিভাগ যেন অলঙ্কৃত করিয়াই ইতস্তত: বিচরণ করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর মদিরায়তলোচনা জানকী ঐ অপূর্ব্ব মৃগরূপ নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে রামকে আহ্বান করিলেন, আর্য্যপুত্র! আর্য্যপুত্র! একবার লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসুন। এই বলিয়া সীতা এক একবার উঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন; আবার সবিস্ময়ে ঐ মৃগের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। একবার দেখেন, আবারও দেখেন, পুনর্ব্বার সযত্নে নেত্রপাত করেন, তথাপি যেন পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। ফলতঃ তিনি ঐ মৃগরূপ দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইলেন, যে যতবার দেখেন, ততই যেন তাঁহার দর্শনপিপাসা বলবতী হইতে লাগিল। অনন্তর রাম আহূত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন করিয়া সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মৃগকে দেখিতে পাইলেন। লক্ষ্মণ দেখিবামাত্র নিতান্ত সংশয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! আমার বোধ হয়, নিশাচর মারীচ মায়াবলে এইরূপ অপরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া আমাদের আশ্রমে আসিয়াছে। যে সকল রাজা মৃগয়া করিবার লালসায় বিপিন মধ্যে আগমন করেন, দুরাত্মা দুরন্ত

রাক্ষসী মায়ার প্রভাবে এইরূপ মৃগকলেবর ধারণ পূর্ব্বক অনায়াসে তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়া ফেলে। মারীচ অতিশয় মায়াবী, তাহার মায়া বুঝা সহজ ব্যাপার নহে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মায়াবীই এ মায়া বিস্তার করিয়াছে। নতুবা জগতে এরূপ রত্নময় মৃগ থাকা নিতান্তই অসম্ভব। এ যে রাক্ষসী মায়া, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় হইতেছে না।

ভবিতব্যতার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য! যাহা ঘটিবে, বোধ হয় বিধাতাও তাহার অঘটনে সমর্থ নহেন। জানকী একান্ত মুগ্ধ স্বভাবা, মৃগরূপ বঞ্চনা জালে হতজ্ঞান হইয়া আছেন, লক্ষ্মণ অত্যন্ত সন্দিহান হইয়া এইরূপ কহিলে, তিনি তাঁহাকে নিবারণ করিয়া সকৌতুকে রামকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আহা! এমন অপরূপ মৃগ ত আমি কখন দেখি নাই, বনে আসিয়া আমি অনেক অনেক হরিণ দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব রূপ এ পর্য্যন্ত আমার নেত্রপথ অলঙ্কৃত করে নাই। বলিতে কি, আমি যতবার দেখি, ক্রমশই যেন আমার দর্শনপিপাসা বলবতী হইয়া উঠে। একবার দেখিলে, আরবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, পুনর্ব্বার দেখি, তথাপি যেন আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। ফলতঃ ঐ অপূর্ব্ব মৃগ আমার নয়ন মন সমুদায় হরণ করিয়াছে। আপনি উহাকে আনয়ন করুন। আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে অনেক অনেক মৃগ চমর সৃমর ভল্লূক বানর ও কিন্নর পরিভ্রমণ

করিয়া থাকে, দেখিতে তাহারাও সুন্দর সত্য, কিন্তু তেজ, শান্তভাব ও দীপ্তিতে এইটী যেমন, এ পর্য্যন্ত এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। ঐ নানাবর্ণ বিচিত্র শশাঙ্ক-নিন্দিত স্বর্ণময় মৃগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা! উহার কি রূপ! কেমন শোভা! কেমন কণ্ঠস্বর! কেমন পাদবিক্ষেপ! প্রতি পদেই যেন আমার মন আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। আর্য্যপুত্র! আপনি যদি উহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারেন, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, যখন আমরা পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিব, তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে, সময়ে সময়ে আমাদের সকলকেই যার পর নাই বিস্মিত করিবে। আর যদি মৃগ জীবিত থাকিতে আপনার হস্তগত না হয়; তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণময় চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। আর্য্যপুত্র! স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ, কিন্তু তথাপি আমি ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। ঐ মৃগ দেখিয়া অবধি, বলিতে কি, আমি যেন একেবারে জ্ঞানশূন্য ও যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছি। অতএব আর্য্যপুত্র! এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করিবেন।

এই বলিয়া জানকী বিরত হইলে, রাম সেই সুবর্ণময় মৃগরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়াবেশে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস। দেখ, সীতার মৃগলাভের স্পৃহা কি বলবতী হইয়া উঠিয়াছে! আজ বুঝি এই মৃগ অসামান্য রূপের জন্যই আমার হস্তে নিহত হইল। আহা! উহার যেমন মনোহর রূপ, পৃথিবীর কথা দূরে থাক্, বোধ করি, চৈত্ররথ কাননেও উহার অনুরূপ একটী নাই। উহার দেহে সুবর্ণবিন্দুখচিত অনুলোম ও বিলোম লোমরাজি কেমন শোভা পাইতেছে। মুখ বিকাশকালে অনলশিখা সঙ্কাশ উজ্জ্বল রসনা, কাদম্বিনী হইতে সৌদামিনীর শোভার ন্যায় কেমন নিঃসৃত হইতেছে। এই মৃগের আস্যদেশ ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় কেমন মনোহর এবং উদর শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় কেমন সুন্দর। জানি না, এই অপরূপ মৃগরূপ নয়নগোচর করিলে, কাহার মন বিস্ময়রসে অভিষিক্ত ও প্রলোভিত না হয়? লক্ষ্মণ! মাংসের জন্যই হউক, বা বিহারার্থই হউক, মহীপালেরা বনে আসিয়া মৃগবধ করিয়া থাকেন, এবং এই প্রসঙ্গে মণি রত্নাদিও বিস্তর সংগ্রহ করেন। ব্রহ্মলোকগত জীবের সঙ্কল্পমাত্র-সিদ্ধ ভোগ্য পদার্থের ন্যায় এই কোষবর্দ্ধন বন্য ধন যে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। বৎস! জানকী এই মৃগের উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া আমার সহিত একাসনে উপবেশন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। বোধ হয়, অন্যান্য মৃগচর্ম্ম, স্পর্শগুণে ইহার অনুরূপ নহে।

পৃথিবীচর এই মনোহর মৃগ এবং নক্ষত্ররূপ গগণচারী মৃগ এই উভয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যাহাহউক, লক্ষ্মণ! তুমি ইহাকে রাক্ষসী মায়া বলিয়া অনুমান করিতেছ, কিন্তু যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তথাচ ইহাকে বধ করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। পূর্ব্বে এই নৃশংস, নির্দ্দোষ তাপসদিগকে অকারণে বধ করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক মহাবিক্রমে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিত। যে সকল রাজা মৃগয়াবিহার-লালসায় এই বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন, তাহারাও দুরাত্মার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং ইহাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। বৎস! অনেক দিন হইল, এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি নামে এক অসুর উদরস্থ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিত, একদা সে মহর্ষি অগস্ত দেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ আপনার মাংস আহার করাইয়াছিল। অনন্তর আহারান্তে মহর্ষি উহাকে স্বরূপ আবিষ্কারে ইচ্ছুক দেখিয়া হাস্যমুখে কহিল, বাতাপে! এই জীবলোকে পাপের বিচার না করিয়া তুমি বহুসংখ্য নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণদিগের প্রাণসংহার করিয়াছ, আজ সেই অপরাধে তোমাকে আমার উদরমধ্যে জীর্ণ হইতে হইল। মহর্ষির এই অভিসম্পাতে সে তাঁহার উদরে নিজমূর্ত্তি আর ধারণ করিতে পারিল না। অমনি জীর্ণ হইয়া গেল। তদবধি সে স্থানও নির্ভয় হইল। বৎস! আমি তাপসকুলের কল্যাণার্থ দীক্ষিত, দুরাত্মা মারীচ আমাকেও

যখন অতিক্রম করিবার চেষ্টায় আছে, তখন সেই বাতাপির ন্যায় ইহাকেও মৃত্যুমুখ দেখাইতে হইবে। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম, শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অতি সাবধানে জানকীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হও। ইহাকে চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া [illegible] পদার্পণ করিও না। যদি এই মৃগ মারীচ হয়, নিশ্চয়ই বিনাশ করিব, আর যদি বস্তুতই মৃগ হয়, লইয়া আসিব। কিন্তু বৎস! সাবধান, দেখিও, যেন এই পূর্ণচন্দ্রনিভাননাকে একাকিনী রাখিয়া কোথাও গমন করিও না। যাবৎ আমি এক শরে উহার প্রাণসংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি আশ্রমমধ্যে সীতার সহিত সাবধানে থাকিও, আমি ইহাকে বিনাশ ও ইহার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যত শীঘ্র পারি আসিব। লক্ষ্মণ! মহাবল জটায়ু অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সুদক্ষ, তুমি ইহাঁর সহিত সতর্ক ও সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণ কর।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

বীরকুলচূড়ামণি রাম ভ্রাতাকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত এক সুতীক্ষ্ণ অসিলতা গ্রহণ করিলেন, এবং প্রকাণ্ড এক কোদণ্ড ধারণ ও দুই পার্শ্বে দুই তূণীর বন্ধন করিয়া বীরবিক্রমে চলিলেন। তখন ঐ মায়ামৃগ

শরাসন হস্তে রামকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে একবারে লুক্কায়িত হইল, তাহার পর ক্ষণেই আবার দর্শন দিল! যেখানে মৃগ, রাম দ্রুতপদে সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, সে যেন রূপের ছটা বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে। [illegible]কালে ঐ মায়ামৃগ এক এক বার রামের দিকে দৃষ্টিপাত করে, পর ক্ষণেই আবার একদিকে চলিয়া যায়। সে কখন শরপাতপথ অবরোধ করে, কখন বা "যেন হস্তগত হইল" এইরূপে লোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। ক্রমশঃ তাহার আত্মনাশের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। মনও উদ্ভ্রান্ত হইয়া গেল। মুখ ক্রমশ শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। এবং সে যেন তখন আকাশেই মহাবেগে যাইতে লাগিল। সে একবার দৃষ্ট, আবার অদৃষ্ট হয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে সন্নিহিত হইল, দেখিতে দেখিতে আবার দূরে গিয়া উপস্থিত হইল; যেমন ছিন্ন ভিন্ন মেঘে আচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রমা ক্ষণে ক্ষণে লক্ষিত হয়, তদ্রূপ মায়ামৃগ মায়াবেগে কখন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইয়া রামকে আশ্রম হইতে ক্রমশ বহু দূর লইয়া গেল।

তখন মৃগলোলুপ রাম মৃগের এই বিস্ময় কর ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত মুগ্ধ ও যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং একান্ত শ্রান্ত ও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া এক তৃণাচ্ছন্ন স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ঐ মায়াহরিণ হরিণকুলে পরিবৃত

হইয়া দূর হইতে আবার দৃষ্ট হইল। দর্শন মাত্র রামও তাহাকে ধরিবার আশয়ে পুনরায় ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মৃগ অতিশয় ভীত ও চমকিত হইয়া আবার লুক্কায়িত হইল, এবং কিয়ৎকাল পর পুনর্ব্বার অনতি দূরে এক বৃক্ষের অন্তরালে দেখা দিল। তখন রাম উহার বিনাশার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া রোষভরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ঐ অস্ত্র শরাসনে সুদৃঢ় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। নিতান্ত ভীষণ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র রামকর হইতে পরিত্যক্ত হইবামাত্র মৃগরূপী মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ প্রহার বেগে অধীর হইয়া তালবৃক্ষ প্রমাণ এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আর্ত্তস্বরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ তখন নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিল; মুখ হইতে অনবরত শোণিত ধারা উদগীর্ণ হইতে লাগিল! শরীর কম্পিত ও মৃত্যু যাতনায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িল এবং মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জন করিয়া রাবণের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল। এক্ষণে সীতা কোন্ উপায়ে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবেন এবং কিরূপেই বা রাবণ নির্জন পাইয়া নিজ সঙ্কল্প সাধনার্থ সত্বর হইবে। ভাবিতে ভাবিতে রাবণের নির্দ্দিষ্ট উপায়ই তখন তাহার সঙ্গত বোধ হইল, অমনি রামের অনুরূপ স্বরে "হা সীতে হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎকালে তাহার মৃগরূপ

তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, নিজ বিকট রাক্ষস মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে। তখন রাম তাহাকে মর্ম্মে আহত ও শোণিত-লিপ্তদেহে ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া লক্ষ্মণের কথা ভাবিতে লাগিলেন;—লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই কহিয়াছিলেন, যে এ রাক্ষসী মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়; এখন বস্তুতও তাহাই হইল। আমি মারীচকেই বিনাশ করিলাম। যাহাই হউক, দুরাত্মা অন্তিম সময়ে আমার অনুরূপ স্বরে "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া দেহ ত্যাগ করিল। জানকী এই শব্দ শুনিয়া না জানি কেমনই বা অধীর হইয়াছেন, এবং লক্ষ্মণের মনো-মধ্যেই বা কেমন ভাবের উদয় হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মন প্রাণ তখন যেন কাঁদিয়া উঠিল, নিদারুণ ভয়ও উপস্থিত হইল। ফলতঃ তৎকালে তিনি বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এবং কিয়ৎ-কাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে অন্যান্য মৃগ বধ ও তাহার মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে জানকী অরণ্যমধ্যে রামের অনুরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণে অতীব বিষণ্ণ হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন, লক্ষ্মণ! শুনিয়াছ, বুঝি আর্য্যপুত্রের কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে, তিনি নিতান্ত বিপদে পড়িয়া "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছেন, আমি সুস্পষ্ট সেই শব্দই শ্রবণ করিলাম। লক্ষ্মণ! আমার প্রাণ যে আকুল হইয়া উঠিল, মনও যে নিতান্ত চঞ্চল হইল। আমার মন প্রাণ কেন অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিতেছে? বৎস! হয়ত আর্য্যপুত্র কোন রাক্ষসের হস্তগত হইয়া এমন করুণস্বরে চীৎকার করিতেছেন। নতুবা এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? তিনি ত কখন কোথাও এত বিলম্ব করেন না। বৎস! বলি আর্য্য পুত্রের ত কোন অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। এ বনে নিশাচরেরা সর্ব্বদা আসিয়া থাকে, কেহ ত নাথের কোন প্রকার অত্যাহিত সম্পাদন করে নাই? দেখ লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্রের যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই যেন আমার চিত্ত চাঞ্চল্য ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ততই যেন আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, কিছুতেই সুখ বোধ হইতেছে না। ফলতঃ আমার প্রাণ যে কিরূপ করিতেছে, তাহা আর বলিতে পারি না। একবার ভাবিতেছি, আমি কেনই বা আর্য্যপুত্রকে মৃগ আনিতে বলিলাম, তিনি যদি আমার নিকটে থাকিতেন, তাহা হইলে ত আমার এত মনোবেদনা উপস্থিত হইত না; আবার মনে হইতেছে, বুঝি আর্য্যপুত্রের সহিত আমার আর দেখা হইবে না। অতএব লক্ষ্মণ! আমার দিব্য, তুমি ত্বরায় আর্য্যপুত্রের

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, এবং যত শীঘ্র পার তাঁহার শুভ সমাচার আনিয়া আমার কাতর চিত্তে অমৃত সেচন কর। আমি আর এ অবস্থায় থাকিতে পারি না। অধিক কি, আমি যেরূপ কাতর ভাবাপন্ন হইয়াছি, বোধ হয়, আর্য্যপুত্রকে আর মুহূর্ত্ত কাল না দেখিলেই আমার প্রাণ বিয়োগ হইয়া যাইবে।

সীতার তাদৃশী কাতরতা দেখিয়া পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া কহিলেন, আর্য্যে! ক্ষান্ত হউন, আর্য্য সামান্য নহেন, তুচ্ছ রাক্ষস কি, ত্রিলোকের লোক এক দিকে হইয়াও তাঁহার অশুভ সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব আর্য্যে! যাহা না হইবার, তাহাই আশঙ্কা করিয়া আপনি এত অধীর হইবেন না; নিষ্কারণ উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন।

শুনিবা মাত্র জানকী ঈষৎকোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! ভাল তুমি ত কখন আমার বাক্যের অন্যথাচরণ কর নাই, আজ আমার এমন চিত্তচাঞ্চল্য ও এমন কাতরতা দেখিয়াও কি তোমার মনে কিছুমাত্র কারুণ্যরসের উদ্রেক হইতেছে না, আমি এত করিয়া বলিলাম, এত বিলাপ করিয়া বারংবার তোমার অনুরোধ করিলাম, অরণ্যে রোদনের ন্যায় সমুদায়ই কি নিষ্ফল হইয়া গেল। বল দেখি তোমার আন্তরিক ইচ্ছা কি, তোমার পাপচিত্তে কি কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে? নতুবা এমন বিপদ সময়েও আর্য্যপুত্রের সন্নিহিত হইতেছ না কেন? তোমার ভ্রাতৃস্নেহ

কিছু মাত্র নাই। তুমি এতকাল যে চিরানুগত দাসের ন্যায় ভ্রাতৃভক্তি করিতে, এক্ষণে বুঝিলাম, সে সমুদায় সম্পূর্ণ অলিক ; ফলতঃ তুমি আর্য্যপুত্রের এক জন মিত্র-রূপী শত্রু। বিবেচনা করিয়াছ, তাঁহার কোনরূপ অশুভ সংঘটন হইলে, তুমি আমায় লইয়া সুখী হইবে। কিন্তু লক্ষ্মণ! সে দুরাশা তোমার কদাচ সফল হইবার নহে। তুমি নিশ্চয় জানিও, পতি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে, পতিপ্রাণা জানকীর জীবন পতির সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া যাইবে।

জনকাত্মজা চকিত কুরঙ্গীর ন্যায় নিতান্ত করুণস্বরে এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ প্রবোধ বচনে বারংবার সান্ত্বনা করত-আবার কহিলেন, দেবি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও সর্পেরাও যাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন, আপনি সেই বীরকুলধুরন্ধর আর্য্য রামচন্দ্রের বিপদ আশঙ্কা করিয়া এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? পরাভব কি, আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, বৈরনির্য্যাতন-মানসে ত্রিলোক এক-দিকে হইয়া আর্য্যের ছায়াস্পর্শও করিতে পারে না। তিনি ত্রিলোকের অবধ্য, প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহার সম্মুখে কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং আমার প্রতি এমন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কোন মতেই উচিত হইতেছে না। এক্ষণে আর্য্য এস্থানে নাই, এমন অবস্থায় আপনাকে এই অরণ্য মধ্যে একাকিনী অসহায়িনী রাখিয়া আমি কোনমতেই যাইতে পারিব না। দেখুন, আর্য্য রামের বল অতিবলবানেরাও প্রতিহত করিতে পারে না।

ইন্দ্রাদিলোক বা ত্রিলোকের লোক একত্র হইলেও তাঁহার সেই অতুল্য বিক্রমে পরাস্ত হইয়া থাকে। আর্য্যে! এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হউন, সন্তাপ দূর করুন। অনর্থক এত ব্যাকুল হইবেন না। মহাবীর রাম সেই স্বর্ণ মৃগ বিনাশ করিয়া অচিরাৎ প্রত্যাগত হইবেন। আপনি যাহা শুনিলেন, উহা তাঁহার স্বর নয়, এবং আর কোন দৈববাণীও নহে, সেই দুরাত্মা মারীচের মায়ামাত্র। দেবি! মহাত্মা রাম আপনাকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আপনাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমি কোন মতেই সাহস করি না। দেখুন, এই জনস্থানের উচ্ছেদ সাধন ও খরের নিধন, এতন্নিবন্ধন রাক্ষসগণের সহিত আমাদের ঘোরতর শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে; এজন্য সেই সকল হিংসাবিহারী পামরেরা আমাদের মোহ উৎপাদনার্থ বন মধ্যে বিবিধ রূপ কথা কহিয়া থাকে, আপনি তাহাতে কদাচ মুগ্ধ হইবেন না, অকারণ অশুভ চিন্তাও আর করিবেন না।

ভবিতব্যতার প্রভাব কি আশ্চর্য! লক্ষ্মণ এত প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন, কিন্তু জানকী, অবশ্যম্ভাবিনী বিপদের দুর্নিবার প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধে অধীর হইয়া আরক্তলোচনে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রে কুলাধম! আমার এত বিলাপ, এত বিনয়, এত অনুনয়, তোর নৃশংস চিত্তে কি কিছুই স্থান পাইল না? তুই কি

পাষাণ হৃদয়! তোর নৃশংস ব্যবহার দেখিয়া বোধহয় আমার জীবিতনাথের প্রাণ নাশ হইলে তুই বিশেষ প্রীতি-লাভ করিবি; নতুবা এমন সঙ্কটেও তাঁহার সন্নিহিত হইতেছিস্ না কেন? তোর দ্বারা যে ঘোরতর পাপ অনুষ্ঠিত হইবে; তাহা নিতান্তই বিচিত্র নহে। তুই অত্যন্ত ক্রুর, কপট ও যার পরনাই নির্দ্দয়। আমি এত দিনের পর বুঝিলাম, তুই ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবে আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্, কিন্তু রে ক্ষত্রিয়াধম! তোদের সে দুরভিসন্ধি কদাচ সফল হইবার নহে। আমি যে অঙ্গে সেই কমললোচনের কোমলাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়াছি, যে বদনে সেই সহাস্য বদনের সুন্দরাস্য চুম্বন করিয়াছি; আমার সেই অঙ্গ কি তোর উপভোগের উপযুক্ত? আমার সেই রামভুক্ত আস্যদেশ কি তোর বিলাসের সামগ্রী হইবে? যদি হয়, তাহা হইলে কি আমি আত্মহত্যা মহাপতকের ভয় করিব? কখনই না। দুরাত্মন্! নিশ্চয় কহিতেছি, দৈবগত্যা যদি জীবিতনাথের কোনরূপ অশুভ সংঘটন হয়, তবে এই মহীতলে মুহূর্ত্তকালও আমায় দেখিতে পাইবি না।

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ জানকীর এই লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, আর্য্যে! ছি ছি! আপনি আমার পরম দেবতা; আপনার এমন কটূক্তি করা কি উচিত? আমি চিরানুগত ভৃত্য; এ বাক্যের প্রত্যুত্তর করি, এমন ক্ষমতা আমার কি আছে? দেবি! আপনি

স্ত্রীলোক, অনুচিত কথা প্রয়োগ করা, স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় বিস্ময়ের নহে। উহাদের স্বভাব নিতান্ত নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও যারপর নাই ক্রুর। উহাদের প্রভাবেই গ্রহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। দেবি! উচিত কথা কহিতে কি, আপনি ক্রোধান্ধ হইয়া যেরূপ কটূক্তি করিলেন, উহা কোন মতেই আমার সহ্য হইতেছে না। কর্ণ মধ্যে উত্তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় নিতান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতা-গণ! আপনারা স্বাক্ষী, আমি আর্য্যা জানকীর হিতার্থে এত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ইনি অবলাজনোচিত হীন বুদ্ধির বশীভূত হইয়া আমায় নানা প্রকার কটূক্তি করিলেন। দেবি! ছি ছি! আমি চিরানুগত কিঙ্কর, আপনি আমাকেও এই রূপ আশঙ্কা করিলেন, আপনাকে ধিক! বুঝিলাম, মৃত্যু একান্তই আপনার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি আর্য্য রামের নিয়োগ প্রতিপালন করিতেছিলাম, আপনি কেবল স্ত্রীজনসুলভ দুষ্ট বুদ্ধির বশীভূত হইয়া আমাকে এমন কটূক্তি করিলেন; আপনার মঙ্গল হউক, যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছে, না জানি, অদৃষ্টে কি সর্ব্বনাশই বা ঘটে। এক্ষণে বনদেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন, আবার আর্য্যের সহিত প্রত্যাগত হইয়া যেন আপনার এই পাদপদ্ম সন্দর্শন করি।

তখন সেই আয়তলোচনা জানকী সজল নয়নে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অধিক কি, যদি সেই জীবিত নাথের দর্শন

না পাই তাহা হইলে, এই গোদাবরীর জলে বা জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করিব, নতুবা উদ্বন্ধনে বা তীক্ষ্ণ বিষপানে বিনষ্ট হইব; অথবা উচ্চস্থল হইতে পতিত হইয়া এ পাপ দেহ বিসর্জ্জন করিব। নিশ্চয় জানিও রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ স্পর্শ করিব না। পতিপ্রাণা সীতা এইরূপ কহিয়া বিলাপ করিতে করিতে দুঃখভরে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া প্রবোধ বাক্যে বারংবার বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু জানকী তখন কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না, দেখিয়া সাশ্রুনয়নে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। সীতাকে একাকিনী শূন্য কুটীরে রাখিয়া যাইতে তাঁহার কোনমতেই ইচ্ছা ছিল না, সত্য; কিন্তু কি করেন, না যাইলে জনকাত্মজার ক্রোধের আর পরিসীমা থাকিবে না, অসুখের একশেষ হইবে; এই কারণে অগত্যা তাঁহাকে পর্ণশালা পরিত্যাগ করিয়া রামান্বেষণে গমন করিতে হইল। গমনকালে পুরুষোত্তম সীতার প্রতি পুনঃ পুনঃ নেত্রপাত করিতে লাগিলেন; যেন অন্য মনস্ক হইয়া অনিচ্ছায় প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

লক্ষ্মণ রামান্বেষণে প্রস্থান করিলে, বৈদেহীর দক্ষিণ লোচন অনবরত স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি তখন বিষম ভীত হইয়া ম্লানবদনে ভাবিতে লাগিলেন; এ কি! আজ আমার অন্তঃকরণ কেন বিষাদ সাগরে মগ্ন হইতেছে, অকস্মাৎ প্রাণ কেন কাঁদিয়া উঠিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেন আজ কম্পিত হইতেছে? না জানি, এ অভাগিনীর বা আজ কি সর্ব্বনাশই ঘটে, লক্ষ্মণ কি অমঙ্গলের সংবাদই বা আনিয়া দেন; এই রূপ একাকিনী কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া অধোবদনে চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে রাবণ অবসর পাইয়া পরিব্রাজকের রূপ ধারণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে জানকীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পরিধান কাষায় বসন, মস্তকে শিখা দুলিতেছে, বামস্কন্ধে যষ্টি এবং কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা। দুরাত্মা মায়াবলে এই রূপ ভিক্ষুকরূপ ধাবণ করিয়া যখন সেই রামলক্ষ্মণ-বিরহিতা বৈদেহীর সন্নিহিত হইল, তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, সহসা প্রগাঢ় অন্ধকার আসিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-শূন্যা সন্ধ্যাকেই যেন আক্রমণ করিয়া ফেলিল। কেতুগ্রহ যেমন শশাঙ্কহীনা রোহিণীকে অবলোকন করে,

সেইরূপ রাবণও আশ্রম মধ্যে গিয়া একাকিনী জানকীরে দেখিতে পাইল। দুরাত্মা দশানন সীতার সেই অলোক সামান্য রূপ লাবণ্যে এক দৃষ্টে লোহিত নেত্র নিক্ষেপ করিয়া রহিল, দেখিয়া জনস্থানের পাদপশ্রেণী ভয়ে যেন অমনি নিস্পন্দ হইয়া গেল, বায়ুর গতিও রোধ হইল, এবং স্রোতস্বতী গোদাবরী বেগবতী হইয়াও মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ স্বীয় দুরভিসন্ধি সাধনার্থ তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ভব্যভিক্ষুক রূপে, শনি যেমন চিত্রার, তদ্রূপ সেই ভর্ত্তৃশোকার্ত্তা অসহায়িনী সীতার সন্নিহিত হইল, এবং তাঁহার সেই অলোক সামান্য যৌবন মাধুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্ময়াবেশে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তৎকালে সীতা পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া বাম করে কপোলদেশ স্থাপন পূর্ব্বক দীনমনে অনবরত নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিতে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য মাধুরী দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, দেবী কমলাই যেন কমলাসন পরিত্যাগ করিয়া বনবিহার-সুখ-লালসায় সামান্য পর্ণকুটীর আশ্রয় লইয়াছেন। রাবণ তাঁহার সেই পদ্মপলাস--নিন্দিত সুদীর্ঘ নয়ন দ্বয়, শশাঙ্ক তুল্য সুন্দর বদন মণ্ডল, বিম্বফলের ন্যায় মনোহর ওষ্ঠাধর ও ত্রিলোক দুর্ল্লভ যৌবনমাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া রতিপতির ভুবনবিজয়ী শরের লক্ষ্য হইয়া পড়িল, এবং বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া হাস্য মুখে

কহিতে লাগিল; অয়ি চারুহাসিনি! তুমি পদ্মমাল্য-ধারিণী পদ্মিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ, বোধ হয়, তুমিই হ্রী, তুমিই শ্রী, তুমিই কীর্ত্তি, এবং তুমিই ভাগ্যবান্-দিগের ভাগ্যলক্ষ্মী; অথবা তুমিই অপ্সরা, অষ্টসিদ্ধি বা স্বৈরচারিণী রতি হইবে। আহা! তোমার দন্তগুলি কুন্দমালার ন্যায় কেমন পাণ্ডুবর্ণ ও সমচিক্কণ; লোচন-যুগল পদ্মপলাসের ন্যায় কেমন রমণীয় ও আকর্ণ চুম্বিত! তারকা দুইটী কেমন নিবিড় নীলবর্ণ ও অপাঙ্গ আরক্ত; তোমার নিতম্ব অতীব মাংসল ও বিশাল। অয়ি কর-ভোরু! তোমার স্তনদ্বয় উচ্চ, সংশ্লিষ্ট, বর্ত্তুল অথচ কঠিন, উহার মুখ উন্নত স্থূল; তাহাতে আবার উৎকৃষ্ট রত্নহারে অলঙ্কৃত হইয়া দেখ দেখ, আলিঙ্গার্থই যেন উদ্যত রহিয়াছে। সুন্দরি! যেমন নদী প্রবাহবেগে কূলকে আকুল করিয়া ফেলে, তেমনি সৌন্দর্য্যবলে তুমিও আমার মনকে আলুলায়িত করিয়া ফেলিয়াছ। আহা! অয়ি চারুহাসিনি! তোমার কটিদেশ যেমন সূক্ষ্ম, কেশরাশি যেমন আগুলফ লম্বিত, বলিতে কি, ইহাতে বোধ হয়, কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি কিন্নরী, কেহই ও রূপের অনুরূপ নহেন; ফলতঃ আমি এ পর্য্যন্ত অনেক সুন্দরী নারী দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার তুল্য রূপবতী নবীনা পৃথিবীতলে আর দুইটী নাই। সুমধ্যমে! অধিক আর কি কহিব, তোমার এই মনোহিনী নিরুপমা মূর্ত্তি, শিরীষ পুষ্প-নিন্দিত সৌকুমার্য্য তরুণ বয়স ও নির্জ্জন

বাস আমার মনকে একান্তই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভদ্রে! যদি এই রূপযৌবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে অভিলাষ থাকে, আমার সঙ্গে চল, এমন নূতন বয়সে একাকিনী এখানে থাকা কোন মতেই উচিত বোধ হইতেছে না। এই বন, নিতান্ত ভীষণমূর্ত্তি নিশাচরদিগের বাসস্থান হইয়া কিরূপে এ সুকুমার অঙ্গলতিকার বিশ্রাম স্থান হইবে? তুমি আমার সঙ্গে আইস, আজি তোমাকে পাইয়া আমার সুরম্য হর্ম্ম্য, সুসমৃদ্ধ জনপদ ও সুবাসিত সরোবর যেন সনাথ হইয়া উঠিবে। সুন্দরি! বলি, তুমি কি বসুগণের কেহ হইবে? তুমি যে দেবতা, তাহা আমি বিলক্ষণ অনুমান করিয়াছি; কিন্তু এই ভয়াবহ কাননে কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, ঘৃণা করিয়া কেহই ত আগমন করেন না; ইহা কেবলমাত্র রাক্ষসদিগের উপভোগ্য; তুমি কিরূপে একাকিনী এখানে আসিলে? এই বনে সিংহ ব্যাঘ্র, ভল্লূক, বরাহ ও তীক্ষ্ণবিষাণ মহিষগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে, দেখিয়াও কি তোমার কোমল হৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হইতেছে না তুমি অসহায়িনী, ভীষণ মত্ত হস্তী হইতে কি তোমার ত্রাস জন্মাইতেছে না? যাহাই হউক, সুন্দরি! তোমার পরিচয় জানিতে বড় অভিলাষ হইয়াছে, বল, তুমি কে? জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছ? তোমাকে ক্রোড়ে পাইয়া কোন্ সৌভাগ্যশালী জন্ম সফল করিয়াছে? তুমি কোন্ প্রদেশ বিরহানলে দগ্ধ করিয়া কি

নিমিত্তই বা এই রাক্ষসসেবিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ ?

তখন জানকী, ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক যথাবিধি পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিলেন। সেই রক্তবসন-শোভিত কমণ্ডলুধারী সৌম্যদর্শন দশাননকে তিনি কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, অতি বিনীত-ভাবে কহিলেন ; ব্রহ্মন্ ! এই আসন, উপবেশন করুন ; এই পাদোদক, পদ প্রক্ষালন করুন এই সকল আরণ্য দ্রব্য আপনার জন্য সুসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, অন্নও প্রস্তুত, নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন।

এই বলিয়া জানকী, "রাম মৃগ আহরণার্থ যে দিকে গমন করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহার অন্বেষণার্থ যে দিকে প্রস্থান করিয়াছেন ;" পুনঃ পুনঃ সেই দিকে সাদর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেবলমাত্র শ্যামল বনই দেখিতে পাইলেন , তাঁহাদের আর কোন উদ্দেশ পাইলেন না।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর রাবণ বারংবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জানকী মনে করিলেন;——ইনি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ অতিথি; নিতান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যদি এখন পরিচয় না দেই, হয়ত অভিসম্পাত করিবেন; এই ভাবিয়া সাদরে কহিলেন;—ব্রহ্মন্! আমি মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের কন্যা, উত্তর কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের আত্মজ রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী, নাম সীতা। বিহাহের পর আমি স্বামিগৃহে দিব্য সুখ সম্ভোগে ক্রমে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করি, ত্রয়োদশ বৎসরের প্রারম্ভে বৃদ্ধ রাজা শান্তিসুখলালসায় মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সৎপুত্রের হস্তে সাম্রাজ্য ভার সমর্পণ করিতে অভিলাষ করেন। ক্রমশঃ অভিষেকের যাবতীয় সামগ্রীও আনীত হইল। এই অবসরে আর্য্যা কৈকেয়ী কুব্জার কুমন্ত্রণায় রাজাকে অঙ্গীকার করাইয়া রামের নির্ব্বাসন ও রাজ্যে ভরতের সংস্থাপন এই দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন, এবং নিতান্ত আগ্রহের সহিত কহিলেন; মহারাজ! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, যদি আজ রামকে অভিষেক কর, তাহা হইলে আমি পান ভোজন ও শয়ন কিছুই করিব না; অধিক কি, তাহা

হইলে আমি প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

বিনয়বধিরা কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ কহিলে, বৃদ্ধ রাজা কতরূপ অনুনয়বিনয় করিলেন, কিন্তু তাঁহারপাষাণ-চিত্ত কিছুতেই দ্রব হইল না। ব্রহ্মন্! তখন আর্য্য রামের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর, এবং আমার অষ্টা-দশ। রাম বাল্য কালাবধিই অতিশয় সত্যনিষ্ঠ সুধার্ম্মিক ও পবিত্র স্বভাব। তিনি সকলের প্রতিই সমধিক দয়া প্রকাশ করেন, তাঁহার ন্যায় পিতৃভক্ত ত্রিলোকেও আর দুইটী নাই। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা নিতান্তই স্ত্রৈণ ছিলেন, তিনি কেবল কামের অনুরোধেই এমন গুণভূষণ তনয়ের হস্তেও সাম্রাজ্য ভার অর্পণ করিলেন না। ভগবন্! কৈকেয়ীর হৃদয়ে যে করুণার লেশমাত্রও আছে এমনও বোধ হয় না, রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন বলিয়া আর্য্য পিতার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৈকেয়ী অকাতরে কহি-লেন, রাম! তোমার পিতা আমাকে কহিয়াছেন, আমি ভরতের হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিব, এবং চতুর্দ্দশ বৎস-রের জন্য রামকে বনবাস দিব। অতএব রাম! পিতৃসত্য পালনার্থ রাজা না হইয়া তুমি এখন বনবাসই আশ্রয় কর।

ব্রহ্মন্! কৈকেয়ী অকাতরে এই বজ্রসম বাক্য প্রয়োগ করিলেও রামের সহাস্য বদনের কিছুমাত্র মালিন্য লক্ষিত হইল না। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া অমনি সম্মত হই-লেন, এক্ষণে তদনুযায়ী কার্য্যও করিতেছেন। তিনি

প্রদান করেন, কিন্তু কদাচ প্রতিগ্রহ করেন না; সর্ব্বদা সত্য কথা প্রয়োগ করেন, কিন্তু মিথ্যা কথায় সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ। ফলতঃ কি আচার, কি ব্যবহার, তাঁহার সকলই বিশুদ্ধ। মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহার স্বভাব এমন পবিত্র, যে আমাদের উভয়ের বনগমন দর্শনে তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মচারীর বেশে সশরাসনে আমাদের অনুসরণ করিয়াছেন, অরণ্যে তিনিই রামের এক মাত্র সমর সহায়। ব্রহ্মন্! আর্য্য রাম হস্তগত সাম্রাজ্য সুখেও জলাঞ্জলি দিয়া জটাজূট ধারণ পূর্ব্বক মুনিবেশে এই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি ক্ষণকাল এই খানে বিশ্রাম করুন। তিনি পশুমাংস আহরণার্থ বনান্তরে গিয়াছেন, শীঘ্রই আসিবেন। ভগবন্! আমারও বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে, নাম ও গোত্রের যথার্থ পরিচয় দিয়া আপনি ও আমার ঔৎসুক্য দূর করুণ। এবং কি কারণেই বা এই ভয়াবহ দুর্গম দণ্ডকারণ্যে একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, তাহাও বলুন।

সরলহৃদয়া সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে; রাবণ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া নিতান্ত অকরুণ বাক্যে কহিল; জানকি! যদি কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, শুন, যাহার প্রতাপে দেবাসুর মনুষ্যেরা শঙ্কিত, যাহার বীরদর্পে সমস্ত মেদিনী মণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠে, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ। সুন্দরি! তোমার শরীরপ্রভা যাহার নেত্রপথ অলঙ্কৃত করিয়াছে; উত্তপ্ত সুবর্ণ দেখিয়াও তাহার নয়ন

মন যথোচিত প্রীতি লাভ করিতে পারে না। তুমি কৌশেয়বসনা, তোমার মনোমোহিণী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া স্বায় ভার্য্যাতেও আমার পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ নাই। আমি নানা স্থান হইতে বহু সংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি। শোভনে! যদি যৌবন সুখের অভিলাষ থাকে, যদি অনুরূপ স্বামীর ক্রোড়ে বসিয়া অনুপম রূপের সফলতা সম্পাদন করিতে বাসনা থাকে, তবে আর বিলম্ব করিও না; উঠ, শীঘ্র গিয়া তাহাদের মধ্যে প্রধানা মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, ঐ নগরী চতুর্দ্দিকে সমুদ্রে পরিবেষ্টিত এবং পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। ভদ্রে! যদি ঐ সুসমৃদ্ধ লঙ্কানগরীর উপবনে বিহার করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার ভার্য্যা হও। সুবেশা পাচ সহস্র দাসী দিবানিশি তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদের পরিচর্য্যায় তোমার বনবাসে আর ইচ্ছা হইবে না। ছি ছি! তোমার ন্যায় লাবণ্যময়ী কামিনী কি বন বাসের যোগ্য।

তখন সীতা রাবণের কথায় কুপিতা হইয়া বিশেষ অনাদর পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—রে পাষণ্ড! তুই শৃগাল হইয়া দুর্লভা সিংহীকে আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছিস্? যেমন সূর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, তেমনি তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। যিনি স্থৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায় গাম্ভীর্য্যে মহাসাগরের ন্যায়, সেই দেবরাজ তুল্য আর্য্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে

যাইব। যিনি বটবৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্য প্রতিজ্ঞ, কীর্ত্তিমান্‌ ও সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন সেই লোকাভিরাম আর্য্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, নয়নযুগল আকর্ণ চুম্বিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, বদনমণ্ডল পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য, সেই নবঘনশ্যাম আর্য্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি কেশরীর ন্যায় পরাক্রম শালী ও মৃগেন্দ্রবৎ মন্থরগামী সেই পুরুষ সিংহ আর্য্য রাম যথায় অমি সেই স্থানে যাইব! রে নির্ব্বোধ! যখন সেই ইন্দ্রতুল্য রামের পত্নীতে তোর অভিলাষ হইয়াছে, তখন তুই নিশ্চয় জ্বলন্ত হুতাশনে শলভের ন্যায় আচ-রণ করিতেছিস্‌, তখন তুই নিশ্চয় স্বচক্ষে বহুসংখ্য স্বর্ণ বৃক্ষ * দেখিতেছিস্‌, তখন তুই ক্ষুধাতুর ক্রুদ্ধ কেশরীর ও কালসর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করি-তেছিস্‌। অথবা দুই হস্তে মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ ও কালকূট পান করিয়া সুমঙ্গলে গমন সঙ্কল্প করিয়াছিস্‌। রে হতভাগ্য! সুচীমুখে চক্ষুমার্জ্জন ও জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করিতে কি বাসনা করিয়াছিস্‌? কণ্ঠে শিলা বন্ধন পূর্ব্বক সমুদ্র মধ্যে সন্তরণ, বামন হইয়া চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রহণ, প্রজ্বলিত অগ্নিকে শুষ্ক বস্ত্রে বন্ধন ও লৌহময় শূলের মধ্যে দিয়া সঞ্চরণ করিতেই কি অভিলাষ করি-য়াছিস্‌? রে নৃশংস! সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর,

---

* মৃত্যুলক্ষণ

ক্ষুদ্র নদী ও মহাসাগরের যে অন্তর, স্বর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, অমৃত ও কাঞ্জিকের যে অন্তর, চন্দন ও পঙ্কের যে অন্তর, হস্তী এবং বিড়ালের যে অন্তর, কাক ও গরুড়ের যে অন্তর, মদ্গু ও ময়ূরের যে অন্তর, হংস ও গৃধ্রের যে অন্তর, তোর ও আর্য্য রামেরও সেইরূপ প্রভেদ। সেই ধনুর্ব্বানধারী ইন্দ্রপ্রভাব আর্য্য রাম বিদ্যমানে যদি তুই আমাকে লইয়া যাস, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তাহা হইলেও তোর মনোরথ সফল হইবে না, ঘৃত ভোজনে মক্ষিকার ন্যায় তখন আমি অবশ্যই দেহত্যাগ করিব। সরলা ও একান্ত পতি প্রাণা জানকী রাবণকে এইরূপ ক্লেশের কথা কহিয়া বায়ুবেগে কদলীতরুর ন্যায় ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায়।

তখন রাবণ জানকীর এইরূপ কোপকঠোর বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক সীতার মনে ত্রাস ও লোভোৎপাদনের নিমিত্ত কহিতে লাগিল;—জানকি! তুমি অবলা, কোন্ পুরুষের কিরূপ ক্ষমতা, কোন্ পুরুষের দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধন হয়, তাহা তোমার জানিবার সাধ্য কি, কিন্তু আমি আমার বল বিক্রমের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া আর

থাকিতে পারিলাম না। আমি কুবেরের সাপত্ন ভ্রাতা, নাম ত্রিলোক বিখ্যাত রাবণ। লোকে মৃত্যুকে যেমন ভয় করে, কি দেবতা কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি পশুপক্ষী, কি সর্প, আমার ভয়ে তদ্রূপ সকলকেই শুষ্কমুখে পলায়ন করিতে হয়। কোন কারণ বশতঃ এক সময়ে কুবেরের সহিত আমার সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে আমি রোষপরবশ হইয়া স্ববীর্য্যে উহাকে পরাজয় করি, তদবধি সে পরাজিত হইয়া আমার ভয়ে লঙ্কাপুরী পরিহার পূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতেছে। পুষ্পক নামে উহার এক কামগামী বিমান ছিল, আমি ভুজবলে তাহাও অপ-হরণ করিয়া লইয়াছি। জানকি! আমি এখন সেই দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অকুতোভয়ে নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি। বীর পুরুষেরা স্ববীর্য্যের গৌরব করে না সত্য, কিন্তু অগত্যা আমাকে আজ সেই গৌরব প্রকাশ করিতে হইল। সুন্দরি! আমি যখন ক্রোধাবিষ্ট হই, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ কি, আমার মুখ দেখিয়া ত্রিলোকের সমস্ত লোকই ভয়ে পলায়ন করে। আমি যেখানে অবস্থান করি, এমন কি তথায় সমীরণও শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হয়, পাছে আমার কোপোদ্দীপন হয়, ঐ ভয়ে সূর্য্যদেব আকাশে শীতল মূর্ত্তি ধারণ করেন। বৃক্ষের পত্র আর কম্পিত হয় না, এবং নদী সকলও স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর ন্যায় সাগর পারে লঙ্কা নামে আমার এক সুসমৃদ্ধ নগরী

আছে। ঐ পুরী ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ এবং ধবল প্রাকারে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত। উহার পুরদ্বার বৈদূর্য্যময় ও কক্ষ্যা সকল সুবর্ণ রচিত। উহাতে হস্তী অশ্ব ও রথ প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে। স্থানে স্থানে রমণীয়উদ্যান ও অভীষ্ট ফলপূর্ণ পাদপ শ্রেণী পরিশোভিত। শোভনে! তুমি আমারসহিত সেই স্বর্ণময়ী লঙ্কা নগরীতে বাস করিলে, মানুষী সহচরী-দিগের কথাও আর তোমার স্মরণ হইবে না; এবং দিব্যভোগ উপভোগ করিয়া আমার ক্রোড়ে বসিলে অল্পায়ু মনুষ্য রামকে আর মনেও আসিবে না। সুন্দরি! ছি ছি! এখন পর্য্যন্তও যে তোমার বালসুলভ অনভিজ্ঞতা দূর হইল না; ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ। রাজা দশরথ প্রিয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দুর্ব্বল রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, বল দেখি, সেই রাজ্যভ্রষ্ট হীন-বল তাপসকে লইয়া এখন তোমার কি সুখ হইবে? আমি রাক্ষসনাথ, তুমি আমাকে আশ্রয় কর, আমি স্বয়ং উপস্থিত, তুমি আমাকেই কামনা কর। আমি কাম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত হয় না। উর্ব্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, আমাকে নিরাশ করিলে সেইরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। সুন্দরি! দেখ, রাম মনুষ্য, তাহাতে আবার নিতান্তই হীনবল, বলিতে কি, সংগ্রামে সে আমার এক অঙ্গুলীর

বলও সহিতে পারে না ; তুমি অনর্থক কেন তাহার জন্য এত বিলাপ করিয়া আপনা আপনি বঞ্চিত হইতেছ? বিবেচনা কর, এত কালের পর বিধাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আমি তোমার ভাগ্য ক্রমেই আজ উপস্থিত হইলাম। তুমি এখন স্ত্রীজন সুলভ চঞ্চলা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এক মনে আমাকেই কামনা কর, এবং যদি ভাবী সুখের অভিলাষ থাকে, সেই শক্তিহীন কা-পুরুষের মুখাবলোকন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ কর।

এই বলিয়া দশানন বিরত হইলে, কমলাক্ষীর কলেবর কোপাবেশে অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল। দুরাত্মার এই সকল পরুষ বাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পতিপ্রাণা সীতার শ্বেতোৎপল-নিন্দিত নেত্র যুগল ক্রোধানলে অমনি আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অসীম কোপ-ভরে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিতে লাগিলেন ;—রে রাক্ষসাধম! ছি ছি! যিনি সকল দেবতার পূজ্য, সেই মহাত্মা কুবেরকে ভ্রাতৃত্বে নির্দ্দেশ করিয়া, আবার কিরূপে নিতান্ত নীচ জনের ন্যায় অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছিস? তোর সমান ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কর্কশ ভূমণ্ডলেও আর দুইটী নাই। তুই যাহাদের রাজা, সেই সমুদায় নিশাচর তোর অত্যাচারেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, সুররাজ ইন্দ্রের নিরূপমরূপা শচীকে তাঁহার ক্রোড় হইতে হরণ করিয়াও কিছুকাল জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু পতিপ্রাণা রামপত্নীকে হরণ করিয়া তুই ক্ষণকালও

কুশলে থাকিতে পারিবি না। বলিতে কি, অমৃত পান করিয়া অমর হইলেও এ সর্ব্বনাশের কার্য্যে কুত্রাপি তোর পরিত্রাণ নাই।

একোন পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ হস্তে হস্ত নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তৎকালোচিত কঠোর বাক্যে পুনরায় কহিতে লাগিল; সুন্দরি! তুমি নিতান্ত উন্মত্তা, এতকাল কেবল মাতৃ গর্ভেই ছিলে, বোধ হয়, আমার বল বিক্রম কিছুই তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমাকে সামান্য বা রামের তুল্য বলিয়া মনে করিও না। আমি আকাশে থাকিয়া বাহুবলে সমস্ত মেদিনীমণ্ডলকে বহন করিতে পারি, নিঃশেষে মহাসাগরকে পান ও রণস্থলে সাক্ষাৎ কৃতান্তকেও অনায়াসে বিনাশ করিতে পারি, তীক্ষ্ণশরে চন্দ্র সূর্য্যকেও অবলীলা ক্রমে ভেদ ও ভূতলকেও বিদারণ করিতে পারি। সুন্দরি! তুমি কামবেগে উন্মত্তা, আমিও কামুক, তুমি সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা, আমিও কামরূপী, যখন যেরূপ তোমার অনুরূপ ও অভিলষিত; আমি তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিব, এক বার আমার প্রতি কটাক্ষ পাত কর।

এই বলিতে বলিতে রাবণের অনলসন্নাশ শ্যামরেখা-

লাঞ্ছিত বিংশতিনেত্র ক্রোধে একেবারে আরক্ত হইয়া উ-ঠিল। সে তদ্দণ্ডে কল্পিত সৌম্য পরিব্রাজক মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্ত তুল্য নিজ ভীষণ রূপ ধারণ করিল। তাহার বর্ণ নিবিড় নীরদ খণ্ডের ন্যায় নীল, মস্তক দশ, এবং হস্ত বিংশতি। তাহার পরিধাণ রক্তাম্বর, এবং সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার জ্বলিতেছে। দুরাত্মা এইরূপ ভয়াবহ নিজ রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রোষকষায়িত লোচনে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নিতান্ত কঠোর বাক্যে আবার কহিল; ভদ্রে! যদি তোমার ত্রিলোক বিখ্যাত পতি লাভ করিতে অভিলাষ থাকে, তবে এক মনে আমাকেই আশ্রয় কর, আমি সর্ব্বাংশেই তোমার অনু-রূপ। আমা হইতে কদাচ তোমার কোন অপকার হইবে না; তুমি চিরজীবন এক ভাবে যাপিত করিতে পারিবে। সামান্য মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া তুমি এখন আমাতেই অনুরক্ত হও। ভাল তোমার কি বিচার শক্তি মাত্রও নাই? তুমিই কেন বিবেচনা করিয়া দেখ না, যে নির্ব্বোধ নরাধম, সামান্যা কামিনীর কথায় আত্মীয় স্বজন রাজ্য সম্পদ সমুদায় বিসর্জন দিয়া কেবল মাত্র তাপসবেশে এই হিংস্র জন্তু পূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ সাহসে কোন্ গুণে তাহারই অনুসরণ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছ? তুমি কোন্ প্রাণেই বা সেই হীন শক্তি অল্পায়ু রামের প্রতি অনুরাগিণী হইতে এত অভিলাষ করিতেছ?

এই বলিয়া সেই কামোন্মত্তা দুরাত্মা রাবণ, বুধ যেমন গগণে রোহিণীকে আক্রমণ করেন, সেইরূপ গিয়া বাম-হস্তে সেই কৃষ্ণকেশীর কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে সেই প্রিয়বাদিনীর উরু যুগল ধারণ করিল। তখন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ঐ পর্ব্বতসঙ্কাশ ভীমদর্শন কালান্তক রাবণের সেই ভীম মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিক পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই এক মায়াময় সুবর্ণ রথ ঘর্ঘর শব্দে তথায় উপস্থিত হইল। দুরাত্মা দশানন সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া রাক্ষস সুলভ ঘোর তর কঠোর স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ রথোপরি আরোহণ করিল এবং অনায়াসে এই বিষম সাহসের কার্য্য সাধন করিয়া আকাশ পথে উঠিল।

তখন সেই অসূর্য্যম্পশ্যারূপা জনকাত্মজা অতিমাত্র ভীতা ও যারপরনাই অধীর হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রাণপতিকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, এবং দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পরিত্রাণ পাইলেন না। পরিশেষে নিতান্ত নিরাশ হইয়া "হা নাথ! এমন সময়ে কোথায় রহিলেন" এই বলিয়া মুহুর্ম্মুহু শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কখন মণি হারা ফণীর ন্যায় চকিত নয়নে কখন দাবদগ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় শুষ্কমুখে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কখন উন্মত্তার ন্যায় একান্ত শূন্যহৃদয়ে ভাবিলেন; একি! আমি কোথায় যাইতেছি;

রাবণ কি আমায় হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে? কেন? না, আমি না পতিপ্রাণা রমণী! আমি না পতিচরণে অনুরাগিনী! সে দুরাত্মা আমাকে কি স্পর্শ করিতে পারে? কখনই না। তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি! কৈ? আমি কি নিদ্রিত, না জাগরিত; এই বলিতে বলিতে সহসা কথঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হওয়ায় আবার অধীর হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীজাতি একেই ত ভীরু, তাহাতে আবার সীতা সহজশালিন্যভরে কাতরা; সুতরাং তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণে যে কি একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা আর বলিবার নহে। তিনি কখন সতৃষ্ণনয়নে প্রাণপতির আশা পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কখন "হা দেবর লক্ষ্মণ।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নির্ঝর বারি পাতের ন্যায় অনবরত অশ্রুধারা তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি সজলায়ত লোচনে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন; হা জীবিতেশ্বর! হা রঘুকুলপ্রদীপ! হা জগদেকবীর! আপনি এখন কোথায় রহিলেন, কি করিতেছেন, এ হতভাগিনীর দুরবস্থা একবার দেখিলেন না। এখানে এক পামর একাকিনী অনাথিনী পাইয়া কুলকামিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে! নাথ! এ আপনার উপেক্ষার সময় নয়, এ আপনার পরিহাসের সময় নয়। ত্বরায় আসিয়া এ অনাথিনীকে রক্ষা করুন। প্রাণবল্লভ! আপনি ভিন্ন আপনার জানকীর আর অন্য উপায় নাই।

আপনি দয়া না করিলে এ অভাগিনীকে আর কে দয়া করিবেন। ভাল নাথ! আপনি ত দুর্ব্বৃত্তদিগের শিক্ষক? কৈ? তবে এ দুরাত্মাকে শাসন করিতেছেন না কেন? রে দুষ্ট নিশাচর! তুই কি বিবেচনা করিয়াছিস্; আমি নির্ব্বিঘ্নে এমন সর্ব্বনাশের কার্য্য সাধন করিয়া চলিলাম, মনেও করিস্ না; দুষ্কর্ম্মের ফল সদ্যই ফলে না, শস্য সুপক্ক হইতে যেমন সময় অপেক্ষা করে, ইহাও তদ্রূপ। রাবণ! তুই মৃত্যুলোভে পড়িয়া যে ঘোরতর কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলি, রামের হস্তে ইহার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করিবি। কৈকেয়ি! বুঝিলাম, এত দিনে আপনার মনোরথ পূর্ণ হইল। অয়ি জনস্থাননিবাসিনী বনদেবতে! অয়ি মাত র্ব্বসুন্ধরে! এ জগতে আমাদের মুখ পানে চায়, এমন আর কাহাকেও দেখিনা, আমি মিনতি করি, এক্ষণে আপনারা কৃপা করিয়া আর্য্যপুত্রকে একবার আমার সমাচার প্রদান করুন। অয়ি জনস্থান—সুশোভিনী পুষ্পিত পাদপশ্রেণি! তোমরা ভিন্ন এখানে আমার আর কেহই নাই, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে সম্ভাষণ করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা ত্বরায় আর্য্যপুত্রকে এই সংবাদ প্রদান কর। অয়ি হংসকুল-কোলাহল-পূর্ণা গোদাবরি! আমি ভক্তিবিনম্রবদনে বন্দনা করি, রাবণ হতভাগিনীকে হরণ করিতেছে, আপনি শীঘ্র আর্য্যপুত্রকে এই সংবাদ প্রদান করুন। এই স্থানে যে কোন জীব জন্তু আছে, এ চির দুঃখিনী

সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছে, "আপনার প্রাণাধিকা প্রেয়সী সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গেল" তোমরা ত্বরায় আর্য্যপুত্রকে এই সংবাদ প্রদান কর। হায়! হায়! আর্য্যপুত্র এমন সময়ে কোথায় রহিলেন, জানিতে পারিলে তুচ্ছ রাবণ কি, যমের হস্ত হইতেও আমাকে উদ্ধার করিতেন। এইরূপ বহুবিধ বিলাপ পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে দরদরিত বারিধারায় জানকীর বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।তিনি কখন মূর্চ্ছিত ও কখন হা আর্য্যপুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তৎকালে তদীয় মর্ম্মভেদী বিলাপবাক্য শুনিয়া শুন্যচারী বিহঙ্গমেরাও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে বিনয়বধির দশাননের বজ্রলেপময় হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল না।

সীতা নিতান্ত অধীর হইয়া করুণ বচনে এইরূপ রোদন করিতে করিতে এক বৃক্ষের উপর পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য জটায়ূ! দেখুন, এই দুরাত্মা রাক্ষস, আমাকে একাকিনী অনাথিনী পাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু নিবেদন করি, এই দুর্ম্মতি নিতান্তনির্দ্দয় ও যারপরনাই ক্রুর, বিশেষতঃ ইহার হস্তেও নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র রহিয়াছে, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, ইহারে নিবারণ করা আপনার কর্ম্ম নহে। এক্ষণে

আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত সম্যক অবগত হইতে পারেন, আপনি তাহাই করিবেন, আমি চলিলাম।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

বিহগরাজ জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, এই করুণ বিলাপ শ্রবণ মাত্র জাগরিত হইলেন। সম্মুখে এই অদ্ভুত ব্যাপারও দেখিতে পাইলেন। তখন ঐ পর্ব্বতোপম প্রকাণ্ডতুণ্ড বিহঙ্গ বৃক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন; রাবণ! আমি পক্ষিদিগের রাজা, আমার নাম জটায়ু। আমি সত্যসঙ্কল্প ও সুধার্ম্মিক, এক্ষণে শেষ দশায় পদার্পণ করিয়াছি। ভ্রাতঃ! আমার সমক্ষে এইরূপ গর্হিত আচরণ করা তোমার কি উচিত? আহা! দেখ দেখি, রামের সমান স্বভাবসুন্দর ও সচ্চরিত্র আর কি দুইটী আছে? তিনি সকলেরই অধিপতি ও অদ্বিতীয় হিতকারী। বলিতে কি, কি ইন্দ্র, কি বরুণ, কেহই একাংশেও তাঁহার তুল্য নহেন। তুমি চপলের ন্যায় যাঁহাকে হরণ করিতে বাসনা করিয়াছ, ইনি সেই ত্রিলোকশরণ্য রামের সহধর্ম্মিনী, নাম সীতা। লঙ্কেশ্বর! পরস্ত্রী স্পর্শ করা ধর্ম্মপরায়ণ রাজার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ রাজপত্নীকে সর্ব্ব প্রযত্নেই রক্ষা করা উচিত। অতএব রাবণ! আমি

বারণ করি, আমার কথা রাখ, পরস্ত্রী সংক্রান্ত যে নিকৃষ্ট বুদ্ধি তোমার উপস্থিত হইয়াছে, ভাবী মঙ্গলের জন্য তাহা পরিত্যাগ কর। যে কার্য্যে অন্যের নিন্দাবাদ স্পর্শিতে পারে, বিচক্ষণ লোকে প্রাণান্তেও তাহার অনুষ্ঠান করেন না। দেখ, শিষ্ট ও সুধীর প্রজা লোকেরা রাজার দৃষ্টান্তেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সম্পাদন করিয়া থাকে। পৃথিবীতলে রাজাই সমুদায় উত্তম পদার্থের আকর, তিনিই সকলের ধর্ম্ম, তিনিই সকলের কাম, পাপ পুণ্য যা কিছু বল, তাঁহা হইতে সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু রাক্ষস-রাজ! তোমার হিতাহিত বিচার কিছুমাত্র নাই, তুমি নিতান্ত পাপশীল ও চপল; পাপীর দেবযান বিমান লাভের ন্যায় জানিনা, এই সমুদায় ঐশ্বর্য্য কিরূপে তোমার হস্তগত হইল। স্বভাব দূর করা অত্যন্ত দুষ্কর, সুতরাং অসতের গৃহে রাজলক্ষ্মী চিরকাল কখনই তিষ্ঠিতে পারেন না। ভাল বল দেখি, রাবণ! মহাবীর রাম তোমার গ্রামে কি নগরে গিয়া কখন কোন অপরাধ করেন নাই; তবে তুমি কেন তাঁহার মর্ম্মঘাতক অপকার করিতেছ। এই জনস্থানে প্রথমে খর শূর্পণখার জন্য গর্হিত ব্যবহার করে। তন্নিবন্ধন রামও তাহাকে সংহার করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ কি? তুমি নিরপরাধে কেন তাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইতেছ। যাহাই হউক, রাবণ! আমি বার বার তোমায় নিবারণ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে রামের সীতা রামের হস্তে অর্পণ কর। ইন্দ্রের

বজ্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, সেই মহাবীরের অনলকল্প ঘোরতর কোপদৃষ্টি যেন সেইরূপ তোমাকেও ভস্মসাৎ না করে। কি আশ্চর্য্য! তুমি বস্ত্র প্রান্তে তীক্ষ্ণ-বিষ বিষধরীকে বন্ধন করিয়াছ, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ তাহা আবার বুঝিতে পারিতেছ না, গলে কালপাশ সংলগ্ন করিয়াছ, অন্ধতা বশতঃ দেখিতেছ না। যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয়, সম্যক বিচার করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করা উচিত; যাহা নির্ব্বিঘ্নে জীর্ণ হইয়া থাকে, এইরূপ অন্নই ভোজন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাতে ধর্ম্ম যশ ও কীর্ত্তি কিছুই নাই, অথচ কেবল শারীরিক ক্লেশমাত্র ফল, এমন কার্যের অনুষ্ঠান করা কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে।

এই বলিতে বলিতে ক্রোধাবেগে পক্ষিরাজের চঞ্চু-পুট অজস্র কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, অমনি কঠোর বাক্যে কহিয়া উঠিলেন; রে দুষ্ট নিশাচর! দেখ্, আমি বহু-কাল পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতেছি, এক্ষণে আমার বয়ঃ-ক্রম ষষ্টিসহস্র বৎসর; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, জরা আমার দেহে আবির্ভূত হইয়া তৎসহাগত নিদ্রা তন্দ্রা আলস্য ও দৌর্ব্বল্যের সহিত অবস্থান করিতেছে। আর তুই এক্ষণে যুবা, তোব হস্তে শর ও শরাসন এবং সর্ব্বাঙ্গে বর্ম্ম রহিয়াছে, আবার রথোপরিও অবস্থান করিতেছিস্ কিন্তু তাহা হইলেও তুই আমার সমক্ষে

এমন শোকাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবি না। যেমন ন্যায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী শ্রুতিকে অন্যথা করিতে পারে না, তদ্রূপ তুইও আমার নিকট হইতে এই অযোনিসম্ভবাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবি না। যদি তোর বীরদর্প থাকে, ক্ষণেক অপেক্ষা কর্, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, খরের ন্যায় তোকেও অচিরাৎ সমরশায়ী হইতে হইবে! যিনি বারং বার দানবদল দলন করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের হস্তে কোন মতেই তোর রক্ষা হইবে না! অধিক কি, তুই তাঁহাকে দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করিবি। অথবা তুই নিতান্ত নীচাশয়, তোর সহিত অনর্থক বাগ্বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আমার এই বক্তব্য, আমি থাকিতে রামের প্রেয়-সীকে হরণ করা কোন মতেই তোর সহজ হইবে না। আমি প্রাণ পর্য্যন্তও পণ করিয়া সেই আজানুলম্বিতবাহু রাজীবলোচন রাম এবং রাজা দশরথের প্রিয় কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে তুই কিছুকাল অপেক্ষা কর্। বৃক্ষ হইতে যেমন সুপক্ক ফল, অনায়াসে পাতিত করে, সেই রূপ তোকেও রথ হইতে নিপাতিত করিব। তোর চিরস-ঞ্চিত গৌরব আজ আমার প্রতাপানলেই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে।

এক পঞ্চাশ অধ্যায়।

এই বলিয়া পক্ষিরাজ বিরত হইলে, রাবণ অসীম রোষা-বেশে অধীর হইয়া লোহিত লোচনে ক্রতবেগে জটায়ুর নিকট গমন করিল। নভোমণ্ডলে বায়ু প্রেরিত হইয়া দুইটী মেঘ যেমন পরস্পর মিলিত হয়, জটায়ু ও রাবণও তদ্রূপ ক্রোধবায়ুভরে মিলিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। উভয়ের এমন প্রকাণ্ড দেহ দেখিয়া, বোধ হইতে লাগিল, দুই সপক্ষ মাল্যবান্ পার্ব্বতই যেন রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া বৈরনির্য্যাতন মানসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনন্তর দশানন জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া নালীক, নারাচ ও সুতীক্ষ্ণ বিকর্ণি বর্ষণ করিতে লাগিল। বিহগরাজ তদীয় বাহু নির্ম্মুক্ত সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র অনায়াসে সহ্য করিয়া প্রখর নখ ও চরণ দ্বারা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে দশানন নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মৃত্যুদণ্ডোপম অতিভীষণ দশটী শর গ্রহণ করিল এবং আকর্ণ আকৃষ্ট শরাসনে তৎ-সমুদায় যোজনা করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। শরনিকর নির্ম্মুক্ত হইবা মাত্র প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল, দেখিয়া জানকী অনিবার বারি ধারা মোচন করিতে

লাগিলেন। তখন জটায়ু অতিশয় কাতর হইয়াও, রাবণের অস্ত্র জাল গণনা না করিয়াই সবেগে তদীয় অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং চরণ প্রহারে তাহার মুক্তামণি-খচিত শর ও শরাসন সমুদায় ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর দশানন, নিজের প্রয়াস সকল বিফল হইয়া গেল দেখিয়া ক্রোধে অতীব অধীর হইয়া উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ অপর এক কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত শর-ত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। পক্ষিরাজ তদীয় শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া কুলায়স্থিত বিহঙ্গের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পা-ইতে লাগিলেন এবং স্বীয় পক্ষপবনে ঐ সমস্ত বান সুদূরে অপসারিত করিয়া পদাঘাতে তদীয় অনলোপম প্রদীপ্ত প্রকাণ্ড কোদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন, পরি-শেষে পক্ষপবনে তাহাও বিদূরিত করিয়া সুবর্ণজালে জড়িত মণিসোপান-বিভূষিত কামগামী প্রকাণ্ড রথও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং বহনে নিযুক্ত নিশাচর দিগকে, বিনষ্ট পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ছিন্ন ভিন্ন এবং তুণ্ডের আঘাতে সারথির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে রাবণ ছিন্নধনু, শূন্যসারথি ও অশ্ব বিহীন হইয়া কটিতটে জানকীকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তখন অরণ্যবাসিরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে আ-হ্লাদিত হইয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক জটায়ুর যথেষ্ঠ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাবণের যুদ্ধোপকরণ সমুদায় বিনষ্ট, কেবল মাত্র খড়্গ অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু তথাচ সে পক্ষিরাজকে গণ্য না করিয়া সীতাসহ সগর্ব্বে গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে খগরাজ অতীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং উহাকে অবরোধ করিয়া কহিলেন! রে দুষ্ট! রে নির্ব্বোধ! যাঁহার কোপানলে বজ্রপাণিও ভীত হইয়া পলায়ন করেন, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহারই সহধর্ম্মিনীকে হরণ করিতেছিস? যে ব্যক্তি কার্য্য ফল বিবেচনা না করিয়া চপলের ন্যায় কার্য্য করে, সে নিতান্ত মুর্খ। তোর ন্যায় সে অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, এখনও তোর নিস্তার নাই; আমিষখণ্ডের সহিত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া মৎস্য কি কখন পলায়ন করিতে পারে? তুই বাহিরে কেবল বীরদর্প প্রকাশ করিয়া থাকিস্ বস্তুতঃ তোর সমান ভীরু আর দুইটি নাই। নতুবা রাম লক্ষ্মণের অসাক্ষাতে এমন চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবি কেন! এই পথ অবলম্বন করা কি বীরের কার্য্য? আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যেমন অধর্ম্মকে ভয় করে না, তুই আত্মনাশের জন্য সেইরূপ অকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছিস্। রে হতচেতন! যে কার্য্যের পাপই ফল, আত্মনাশই যাহার পরিণাম, নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও কি জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে? ভগবান্ ত্রিলোকনাথ স্বয়ং স্বয়ম্ভূও এমন

ভয়াবহ বিষম সাহসের কার্য্যে কোরূপেই সাহসী হইতে পারেন না।

বিহগরাজ এই বলিয়া অসীম রোষাবেশে সহসা রাবণের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইলেন, এবং সরথি যেমন দুষ্ট হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া সৎপথে আনিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশাঘাত করে, তদ্রূপ স্বীয় সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। খগ-রাজ মর্ম্মান্তিক ক্রোধের সহিত কখন দশাননের পৃষ্ঠে তুণ্ড সন্নিবেশ; কখন নখাঘাত ও কখন বা চঞ্চুপুটে তদীয় কেশরাশি উৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণ পক্ষিরাজের আঘাতে তখন যারপর নাই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। ক্রোধে তাহার অধর ওষ্ঠ স্পন্দিত এবং সর্ব্বাঙ্গ বিকম্পিত হইতে লাগিল। তখন সে সীতাকে বামাঙ্কে রাখিয়া মহাক্রোধে জটায়ুকে তলপ্রহার করিতে লাগিল; বিহগরাজ তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া তুণ্ডের আঘাতে দশাননের বাম ভাগের দশহস্ত চ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহার হস্ত ছিন্ন হইবামাত্র বল্মীক হইতে আশীবিষ বিষধরের ন্যায় তৎক্ষণাৎ আবার সমু-দায় প্রাদুর্ভূত হইল। তখন রাবণ সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধভরে জটায়ুকে কখন মুষ্টি প্রহার ও কখন পদাঘাত করিতে লাগিল। উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল রাবণ সহসা খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তহাঁর পক্ষ পদ ও পার্শ্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহাবীর

জটায়ু সেই সকল অসহ্য যাতনায় অধীর হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় অবনীতলে পতিত হইলেন।

এদিকে জনকাত্মজা জটায়ুকে শোণিতলিপ্ত দেহে ধরাসনে শয়ন করিতে দেখিয়া, শোকাকুলিত চিত্তে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং আত্মীয় স্বজনের কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে লোক যেমন তাহার সন্নিহিত হয়, সেইরূপ তাহাঁর সন্নিহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাবণ, প্রশান্ত দাবানলের ন্যায় পক্ষিরাজকে ধরাতলশায়ী দেখিয়া যারপর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর সেই নিশানাথ-নিভাননা সীতা, নিশাচর-বলমর্দ্দিত বিহগরাজ জটায়ুকে শোণিতলিপ্ত দেহে ধরাশায়ী দেখিয়া দুঃখিতমনে ও সজল নয়নে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; হায়! আর্য্যপুত্র! এখানে যে আপনার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কিছুই জানিতে পারিলেন না, আপনি রাজ্য সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া দীনবেশে বনবাস আশ্রয় করিলেন, কিন্তু এখানে আসিয়াও সুখী হইতে পারিলেন না। এই বিহগরাজ জটায়ু কৃপা করিয়া আমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন

কিন্তু ভাগ্যদোষে তিনিও নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

এই বলিতে বলিতে সীতার শোক সাগর ক্রমেই অধিকতর বেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি কখন হা প্রাণবল্লভ! হা জীবিতেশ্বর! এমন সময়ে কোথায় রহিলেন, এই বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কখন হা দেবর লক্ষ্মণ! এমন সময়ে তুমি কি, আমায় পরিত্যাগ করিলে, এই বলিয়া অনবরত বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মাল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। তিনি অনাথার ন্যায়, দাবদগ্ধ কুরঙ্গীর ন্যায় করুণ স্বরে বিলাপ পরিতাপ ও মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতেছিলেন। এই অবসরে অকরুণহৃদয় রাবণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। তখন জানকী "হা রাম! এমন সময়ে কোথায় রহিলেন" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে সহসা গিয়া দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক এক তরুবরকে আশ্রয় করিলেন। আহা! তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবী সঞ্চারিণী বিদ্যুল্লতাই যেন মেঘভ্রমে বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে। আহা! জনকাত্মজার তাৎকালিকী ত্রাসবিকম্পিত শারীরিক চেষ্টা দেখিয়া পশুপক্ষিরাও রোদন করিতে লাগিল; কিন্তু অকরুণহৃদয় দশাননের কঠোরান্তঃকরণে কিছু মাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না; সে, ক্রোধে বিরূপীকৃত আরক্ত লোচনে ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক মহাবেগেসীতার সন্নিহিত

হইল; তদ্দর্শনে জানকীর কোমল হৃদয় বন্ধনমুক্ত জল-রাশির ন্যায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি কখন "হা রাম বলিয়া চীৎকার ও কখন হা লক্ষ্মণ বলিয়া! বক্ষে করাঘাত কবিতে লাগিলেন। এই অবসরে দুর্ব্বৃত্ত রাবণ আত্মনাশের নিমিত্ত তাঁহার কেশ মুষ্টি গ্রহণ করিল।

এই লোমহর্ষণ ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্র চরাচর বিশ্বে নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। সহসা গাঢ়তর অন্ধকারে সমুদায় যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়ুর গতি রোধ ও সূর্য্যদেব প্রভা শূন্য হইলেন। এই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য চক্ষে জান-কীর পরাভব দর্শন করিয়া আপনা আপনিই কহিতে লাগি-লেন; অহো! এত দিনের পর বুঝি আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। পৃথিবি! এ পাপে পাপাত্মার কোন রূপেই নিস্তার নাই; আর রোদন করিও না; অচিরাৎ তোমার বিপদ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এখানে দণ্ডকারণ্য বাসী সাধুশীল তাপসেরা রাবণবধ অতিসন্নিহিত দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলেন; কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিয়া শোকাবেগ আর সংবরণ করিতে পারিলেন না।

সীতা রাবণধৃতা হইয়া হা লক্ষ্মণ! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, রাবণ তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশ পথে উত্থিত হইল। তখন ঐ হেমাঙ্গিনী পীতবসনা সীতা

আকাশ মণ্ডলে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার পীত বসন উড্ডীন হওয়াতে রাবণ অগ্নিপ্রদীপ্ত পর্ব্বতবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে সীতার সৌরভযুক্ত রক্তোৎপলের পত্র সকল রাবণের গাত্রে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, এবং তদীয় স্বর্ণ প্রভ বস্ত্র উদ্ধৃত হওয়াতে রাবণকে বোধ হইতে লাগিল, সন্ধ্যারাগ রাঞ্জিত মেঘই যেন আকাশতলে শোভা পাইতেছে। হায়! সীতার সেই নৈসর্গিক হাস্য মিশ্রিত বিমল বদন মণ্ডল আজ রাবণের অঙ্গদেশে মৃণাল শূন্য পদ্মের ন্যায় নিতান্তই শ্রীহীন হইয়া গেল। গাঢ় মেঘ ভেদ করিয়া ভগবান্ সুধাংশু মালী উদিত হইলে যেরূপ দেখায়, সীতার অকলঙ্ক চন্দ্রাননও আজ তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল! হায়! জানকীর মুখ অতি নির্ম্মল, উহা হইতে পদ্ম গর্ব্বের আভা নির্গত হইতেছে, ললাট দেশ অতি সুদৃশ্য, কেশের প্রান্তভাগ অতি সুন্দর, নাসিকা অতি মনোহর, দশনশ্রেণী কুন্দমালার ন্যায় অতিশয় রমণীয়, ওষ্ঠাধর বিম্বের ন্যায় আরক্ত ও নয়নযুগল আকর্ণ চুম্বিত। আহা! রামবিরহে ঐ সুমুখ হইতে অনবরত বারি ধারা নির্গত এবং উহা মুহুর্ম্মুহু মার্জ্জিত হইয়া গিয়াছে, দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতে লাগিল। রাবণ নীল বর্ণ; এবং সীতা সুবর্ণবর্ণা; তিনি করিকণ্ঠাবলম্বিনী স্বর্ণকাঞ্চির ন্যায় এবং নবীন মেঘে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ভূষণশব্দে দশানন

গর্জ্জনশীল সজলজলদের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাঁহার মস্তকস্থিত পুষ্প সকল ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুবেগে পুনরায় রাবণের চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, পর্ব্বতরাজ সুমেরু নির্ম্মল তারকাবলীতে অলঙ্কৃত হইয়াই যেন আকাশতলে শোভা পাইতেছে।

অনন্তর সীতার চরণযুগল হইতে তড়িৎপ্রভ রত্নময় নূপুর স্খলিত হইয়া পড়িল। আভরণ সকল আকাশ হইতে তারকাবলীর ন্যায় ঝন ঝন শব্দে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রত্নহার বক্ষঃস্থল হইতে স্খলিত হইয়া, গগণচ্যুত জাহ্নবীর ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইল। আহা! জানকীর তাৎকালিকী শোচনীয় দশা নিরীক্ষণ করিয়া পর্ব্বত সকলও শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক প্রস্রবণ রূপ অশ্রু মুখে যেন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। উপরিস্থ বায়ু সংযোগে শাখা পল্লব কম্পিত করিয়া পক্ষিগণের কোলাহলচ্ছলে বৃক্ষ সকলও যেন অভয় দান করিতে লাগিল। সরোবরের সরোজ সকল শোভাহীন, মৎস্যাদি জলচর সমুদায় সচকিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন সখীসম সীতাকে উদ্দেশ করিয়াই যেন শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সীতার ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক রোষভরে রাবণকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান হইল। সূর্য্যদেব নিজ নিষ্কলঙ্ক কুলে অভিনব কলঙ্ক দেখিয়াই যেন একে বারে নিষ্প্রভ, দীন ও পাণ্ডুবর্ণ

হইয়া গেলেন। জগতের আবাল বৃদ্ধ ও বনিতা সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেকরিতে কহিতে লাগিল, হায়! যিনি জগতের মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি, দয়ার একমাত্র আধার ও ধর্ম্মের অদ্বিতীয় অবতার; হতভাগ্য রাবণ তাঁহারই প্রেয়সী সীতাকে হরণ করিতেছে, ইহাতে বোধহয়, ত্রিলোকে আর ধর্ম্ম নাই, সত্য একেবারেই লোপ লইল, কি সরলতা কি দয়া সমুদায় তিরোহিত হইল; ইহার পর না জানি, আর কতই বা দেখিতে হয়; এই বলিয়া তাহারা অনিবার্য্যবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। হরিণ শিশুরা আতঙ্কে দীন বদনে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল বনদেবতারা ভয়নিষ্প্রভ নয়নে এক একবার দৃষ্টিপাত, পূর্ব্বক কম্পিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে জানকী নিম্নে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক অবিরল ধারায় বারিধারা বিসর্জন করিতেছেন। তাঁহার কেশ প্রান্ত দোলাইত হইতেছে, তাঁহার সুরোচিত তিলক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি রাম ও লক্ষ্মণের অদর্শনে বিবর্ণ এবং ভয়ে একেবারে নিপীড়িত হইয়া গিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্ত দশানন আত্মনাশের নিমিত্ত জ্ঞান শূন্য হইয়া আকাশ পথে তাঁহাকে লইয়া চলিল।
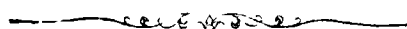
ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর জানকী রাবণকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া যারপর নাই ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং রোষ ও রোদন নিবন্ধন আরক্ত লোচন হইয়া করুণ বচনে কহিলেন ; রে নীচ ! এই কি তোর বীরাভিমান ? আমাকে যে একাকিনী অনাথিনী পাইয়া অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছিস্, ইহাতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না ? বীরপুরুষের কি এই কার্য্য ? রে নৃশংস ! এই দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্যই কি তুই মৃগরূপ ধারণ করিয়া আমার জীবিতনাথকে সুদূরে অপসারিত করিয়াছিস ? এই সর্ব্বনাশের ব্যাপার সাধনার্থই কি পক্ষিরাজ জটায়ুর প্রাণ নাশ করিলি ? ছি ছি ! তোর বলবীর্য্যে ধিক ! তুই মুখে বলিস, আমি বড় ধার্ম্মিক, আমি বড় পবিত্র স্বভাব। কিন্তু এ কার্য্যে তোর সমুদায় গুণই সর্ব্বথা প্রকাশ পাইল। তোর সমান পাপাত্মা ত্রিলোকেও আর দুইটী নাই। রক্ষক অসত্ত্বে পরস্ত্রী অপহরণ নিতান্তই গর্হিত, এমন পাপকার্য্যেও তোর কিছুমাত্র লজ্জা হইতেছে না। তুই বীরাভিমানী, এক্ষণে ত্রিলোকের লোক সকলেই মুক্ত কণ্ঠে, তোর এই পাপজনক ঘৃণিত কার্য্য ঘোষণা করিবে। তুই ইতি পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক যে সকল জুগুপ্সিত কার্য্যের অনু-

ষ্ঠান করিয়াছিস, তাহা কি বীরপুরুষের উচিত? না, এই কুলকলঙ্ক-জনক কুৎসিত চরিত্রই বীরপুরুষের কর্ত্তব্য? আমি পতিপ্রাণা, পতির পাদপদ্ম ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না, তুই যখন আমাকেও অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিস্, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, তখন আর তুই জীবিত থাকিতে কদাচ যাইতে পারিবি না। সেই জগদেকবীর আর্য্য রামচন্দ্রের কোপচক্ষে পড়িলে সসৈন্যেও তোর নিস্তার নাই। রাবণ! তুই যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিস্, তাহা অতি জঘন্য, সে পাপমনোরথ তোর কদাচ সফল হইবে না। জীবিতনাথের অদর্শনে শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া আমি আর বড় অধিক কাল বাঁচিব না। নির্ব্বোধ! মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মনুষ্যেরা যেমন সকলই বিপরীত করে, তুই সেইরূপই করিতেছিস্। কিন্তু মুমূর্ষুর যাহা পথ্য, তাহাতে তোর অভিরুচি নাই। তুই যখন ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয়, তখন তোর কণ্ঠে কালসর্পই দুলিতেছে, সন্দেহ নাই। তোরে অচিরাৎ স্বর্ণবৃক্ষ ও শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী দেখিতে হইবে। স্বর্ণপুষ্প, বৈদুর্য্যের পল্লব ও সুতীক্ষ্ণ লৌহকণ্টকে পূর্ণ শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়্গপত্রের বনও দর্শন করিতে হইবি। যেমন হলাহল বিষ পান করিলে লোকের প্রাণ নাশ হয়, সেইরূপ তুই সেই মহাত্মা রামের এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট

হইবি। তুই দুর্নিবার কালসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিস্, এক্ষণে কুত্রাপি সুখী হইতে পারিবি না। যিনি একাকী নিমেষ মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণ নাশ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্রবিৎ মহাবীর রাম, প্রিয়পত্নী হরণ অপরাধে তোরে অবশ্যই বিনাশ করিবেন।

জানকী রাবণের ক্রোড়গতা হইয়া এইরূপে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, এবং ভয় ও শোকে অভিভূত হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা রাবণ তাহাতে কর্ণপাতও করিল না; একমাত্র রাক্ষসসুলভ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সেই কম্পিতাঙ্গী অধীরা অযোনিসম্ভবাকে লইয়া আকাশ পথে যাইতে লাগিল।

চতুঃ পঞ্চাশ অধ্যায়।

ক্রমেই জানকীর মুখশ্রী অধিকতর মলিন হইতে লাগিল। তিনি তখন আর রক্ষক কাহাকেও না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, কখন হা নাথ! আপনার অনাথিনী জানকীর প্রতি একবারও কটাক্ষপাত করিলেন না এই বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কখন ভাবিলেন, না, আর্য্যপুত্রের দোষকি, তিনি স্বচক্ষে দেখিলে কখনই উপেক্ষা করিয়া থাকিতেন না, এই বলিয়া সাদর নয়নে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, গিরিশিখরে পাঁচটী বানর ক্রীড়া করিতেছে, তিনি ঐ বানরগণকে দর্শন করিয়া, "উহারা রামকে কহিবে,, এই প্রত্যাশায় আপনার সুবর্ণবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র, উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার উহাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু রাবণ গমনত্বরা নিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। এদিকে বসন ভূষণ নিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র পিঙ্গলনেত্র বানরেরা অনিমেষ নয়নে সেই বিশাল-লোচনা রোরুদ্যমানা জানকীর প্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

অনন্তর বিনয়বধির দশানন ক্রমশঃ সীতাকে লইয়া পম্পা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক লঙ্কানগরীর অভিমুখে চলিল। লোকে যেমন অজ্ঞানবশতঃ আশীবিষ বিষ-ধরীকে কণ্ঠহার করিয়া সানন্দমনে প্রস্থান করে, কামমদে উন্মত্ত হইয়া রাবণও তদ্রূপ জানকীরে ক্রোড়ে করিয়া মহাহর্ষে যাইতে লাগিল; কিন্তু সীতা যে রাক্ষসকুলের সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপিণী, রাক্ষসকুল সমূলে নির্ম্মূল করি-বার জন্যই যে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ চিন্তা আসন্নমৃত্যু দশাননের পাপচিত্তে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থান পাইল না। দুর্ব্বৃত্ত, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহা-বেগে নদী পর্ব্বত ও সরোবর সকল অতিক্রম করিয়া, তিমিনক্রপূর্ণ মহাসাগরের সমীপবর্ত্তী হইল; দেখিয়া সমুদ্রের তরঙ্গলহরী যেন মনঃক্ষোভেই আকুল হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। মৎস্য ও সর্প সকল সভয়ে

রুদ্ধ হইয়া রহিল। গগণে সিদ্ধচারণগণ এই অচিন্ত-নীয় ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল; আহো! বুঝি এই পর্য্যন্তই রাবণের সমুদায় দৌরাত্ম্যের অবসান হইল, এবং এতদিনে "অত্যুচ্চৈঃ পতনায়,, এই মহাজনের বাক্যটীও ফলে পরিণত হইল। আহা! জানকী সাক্ষাৎ কমলা, এই পূর্ণচন্দ্র-নিভাননাকে নিরপরাধে অপহরণ করিয়া নির্ব্বোধ নিশাচরের নরকেও কি স্থান হইবে? হা ধর্ম্ম! রাবণের ভয়ে তুমিও কি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছ? এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পর আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুর্ব্বৃত্ত দশানন পতিপ্রাণা জানকীরে অপহরণ পূর্ব্বক সেই বহুজনাকীর্ণ সুপ্রশস্ত মহানগরী লঙ্কায় উপনীত হইল, এবং ময়দানব যেমন আসুরী মায়াকে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তদ্রূপ সেই শোকবিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিতে লাগিল। দুরাচার, সেই অকলঙ্কচন্দ্রান-নাকে অন্তঃপুরে রাখিয়া ঘোরদর্শন রাক্ষসীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল; দেখ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, আমার আদেশ ব্যতীত কেহই যেন এই কোমলাঙ্গী কামিনীকে দেখিতে না পায়, আমার এই সুবর্ণময়ী লঙ্কায় মণি মুক্তা ও সুবর্ণবস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যের মধ্যে যে যে বস্তুতে ইহাঁর অভিলাষ হয়, আমার আদেশে তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিবে। সাবধান, অভিলষিত বস্তু লাভ

করিতে না পারিয়া ইহাঁকে যেন কদাচ অনুতাপ করিতে না হয়। আর জ্ঞানতই হউক, বা অজ্ঞানতই হউক, ইহাঁকে কেহ কোনরূপ অপ্রিয় কহিলে, আমি নিশ্চয়ই তাহার প্রাণদণ্ড করিব।

এই বলিয়া রাবণ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল, এবং অতঃপর কর্ত্তব্য কি, মনে মনে স্থির করিয়া আটজন মাংসাশী মহাবল নিশাচরকে বিস্তর প্রশংসা করত কহিল; রাক্ষসগণ! দেখ, পূর্ব্বে যেস্থানে মহাবীর খর অবস্থান করিত, তোমরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শীঘ্র সেই জনশূন্য জনস্থানে গমন কর। আমি তথায় বহু-সংখ্য রাক্ষসী সেনা রাখিয়াছিলাম, কিন্তু খর দূষণের সহিত রামশরে তাহারা সমরে দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তদবধি আমি অভূতপূর্ব্ব ক্রোধানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। রামের সহিত আমার দারুণ শত্রুভাব উপস্থিত, অতঃপর তাহাকে নির্য্যাতন করাই আমার একমাত্র কার্য্য। বলিতে কি সেই নরাধমকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত না করিয়া আমি আর নিদ্রিত হইতেছি না। অপহৃত অর্থ হস্ত গত হইলে দরিদ্রের অন্তঃকরণ যেমন প্রফুল্ল হয়, নিশ্চয় জানিও, উহার বিনাশে আমার অন্তঃকরণও তদ্রূপ সুখী হইবে। অতএব বীরগণ! আর বিলম্ব করিও না, তোমরা ত্বরায় তথায় গিয়া বলপৌরুষ আশ্রয় পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর, কিন্তু সাবধান, তথায় যখন যেরূপ ঘটনার সংঘটন হয়, আমায় প্রকৃত সংবাদ দিতে কদাচ

শৈথিল্য করিও না। তোমরা মহাবীর, আমি অনেক-বার যুদ্ধে তোমাদের বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি, এই জন্যই অন্যের অপেক্ষা না করিয়া প্রথমে তোমাদিগকেই তথায় নিয়োগ করিলাম; বোধ করি, সেই হীনবল মনুষ্য তোমাদের করাল বাহুদণ্ডেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

এই বলিয়া রাবণ বিরত হইলে, ঐ আট জন রাক্ষস তদীয় গুরুতর প্রিয় আজ্ঞা শ্রবণ ও তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে জনস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিল। এদিকে আসন্নমৃত্যু দশাননও পতিপ্রাণা জানকীকে গৃহে রাখিয়া রামের সহিত বৈরভাব উৎপাদন পূর্ব্বক মোহাবেশে যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায়।

রাবণ ঐ সমস্ত ঘোরদর্শন ভীমবল নিশাচরদিগকে জনস্থানে নিয়োগ করিয়া, বুদ্ধিবৈপরীত্যবশতঃ আপনাকে একেবারে কৃতকার্য্যই বোধ করিল, এবং কালপ্রেরিত ও নিরন্তর জানকী চিন্তায় কামশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, তাঁহার দর্শনার্থ অবিলম্বে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল, সীতা বামকরে বাম কপোল সংস্থাপন পূর্ব্বক দীনমনে অনবরত বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে-

ছেন। চতুর্দ্দিকে ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসীগণ যেন কৃতান্ত সহোদরীর ন্যায়, আশীবিষ বিষধরীর ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। তৎকালে জানকী সমুদ্রগর্ব্ভে বায়ুবেগে নিমগ্নপ্রায় তরণীর ন্যায়, এবং যূথপরিভ্রষ্ট কুক্কুরী পরিবৃত কুরঙ্গীর ন্যায়, নিতান্তই শোচনীয়া হইয়াছেন; তাঁহার সেই অকলঙ্ক চন্দ্রানন, ত্রাসে প্রভাত চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত হীনপ্রভ হইয়াগিয়াছে, অনবরত রোদন নিবন্ধন তাঁহার সেই শ্বেতোৎপলনিন্দিত বিশদ নেত্রযুগল ক্রোধে অরুণবর্ণ, শরীর অবসন্ন ও মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়াছে। ফলতঃ তাঁহার তৎকালিকী অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, যে দেখিবামাত্রই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত; কিন্তু রাবণ আসিয়া এইরূপ শোকপরীত ভাব স্বচক্ষে দেখিল, তাহার পাপান্তঃকরণে কণামাত্রও কারুণ্যরসের উদ্রেক হইল না, প্রত্যুত হাস্যমুখে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপনার গৃহ শ্রী দেখাইতে লাগিল, এবং হাসিতে হাসিতে কহিল, সুন্দরি! দেখ দেখ, আমার গৃহ সুরম্য হর্ম্ম্যে, প্রাসাদে ও বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া কেমন শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে হীরক ও বৈদূর্য্য খচিত গজদন্ত, সুবর্ণ ও রত্নের রমণীয় স্তম্ভ সকল দর্শকদিগের মনহরণ করিয়াই যেন সজ্জিত রহিয়াছে। গবাক্ষ সমুদায় গজদন্তময়, রৌপ্য নির্ম্মিত, সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। আহা! জানকি! আবার এ দিকে দেখ, সরোবর সকল

সরোজদলে আকীর্ণ হইয়া কেমন শোভা পাইতেছে কতশত বিলাসিনীরা উহার নির্ম্মলজলে জলক্রীড়া করিতেছে, এই বলিয়া রাবণ সীতা সমভিব্যাহারে সেই স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান পথ দ্বারা ঐ দিব্য গৃহে আরোহণ করিল, এবং অন্যান্য বিলাস সামগ্রী সমুদায় দেখাইতে লাগিল।

দুরাত্মা পরিশেষে সীতার মনে লোভ উৎপাদনের নিমিত্ত কহিতে লাগিল; ভদ্রে! তুমি যুবতি, আমি যুবা এবং বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটী রাক্ষসের অধিনায়ক। প্রিয়ে! অয়ি চারুশীলে! তুমি আমার প্রাণাধিক, আমার এই রাজ্য, এই সম্পদ, এই ঐশ্বর্য্য, অধিক কি, আমার এই জীবন পর্য্যন্তও তোমারই অধীন; আমি এত অনুনয় বিনয় করিতেছি, দেখিয়াও কি তোমার দয়া হয় না। প্রাণেশ্বরি! তুমি আমার পত্নী হইলে, লঙ্কায় যে সমস্ত সুবেশা রমণী আছে, সকলেরই অধীশ্বরী হইয়া থাকিবে। প্রেয়সি! ছি ছি! আর অন্য মত করিও না, আমার কথা রাখ। আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত তাপিত হইয়াছি, প্রসন্ন হইয়া লঙ্কেশ্বরের তাপিত প্রাণ শীতল কর। দেখ, এই নগরী শতযোজন বিস্তৃত ও সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। কি সুর, কি অসুর, অধিক কি, স্বয়ং সুররাজও ইহার ত্রিসিমায় আগমন করিতে পারে না। এবং আমার প্রতি হিংসা করে, যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও ঋষি মধ্যেও এমন কাহাকে দেখি না। জানকি! রাম মনুষ্য, অতিদীন, নিস্তেজ,

রাজ্যভ্রষ্ট, ও পাদচারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাকে লইয়া আর কি করিবে। একমনে আমাকেই কামনা কর, তোমার যেরূপ মনোহর রূপ, সর্ব্বাংশে আমিই তোমার অনুরূপ।

আর দেখ সুন্দরি! যৌবন চিরস্থায়ী নহে, অতএব সময় থাকিতে এই সময়ে লঙ্কেশ্বরের অঙ্কভূষণ হইয়া যৌবন সুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব কর। রামের কথা আর মনেও আনিও না। আকাশতলে বেগবান্ বায়ুকে পাশে বন্ধন এবং প্রদীপ্ত পাবকশিখা ধারণ উভয়ই সম্ভব, কিন্তু এখানে রামের আগমন কোনরূপেই সম্ভব নহে। জানকি! আমি স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করিতেছি, তুমি এই লঙ্কানগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় নির্ভয়ে যথা ইচ্ছা বিচরণ কর। এবং স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া নিরুদ্বেগে এই লঙ্কারাজ্য শাসন কর; আজ হইতে আমি তোমার দাস হইয়া থাকিলাম, অদ্যাবধি দেবতারাও তোমার দাস হইয়া থাকিবে। তুমি স্নানজলে আর্দ্র ও শ্রান্তি পরিহারে পরিতুষ্ট হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে মনের সুখে বিহার কর। তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত যে পাপ ছিল, বনবাসে তাহা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। এবং জন্মজন্মান্তরে যা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলে, বিবেচনা কর, এ তাহারই পরিণাম! ভদ্রে! অমত করিও না, এই স্থানে নানা প্রকার বিলাস-সামগ্রী আছে, আইস, আমরা উভয়ে বেশ রচনা করি। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক রথ ছিল, উহা

দেখিতে অতীব রমণীয় এবং মনের ন্যায় দ্রুতগামী ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি স্ববিক্রমেই অধিকার করিয়াছি, আইস আমরা উহাতে আরোহণ করিয়া যেমন ইচ্ছা, উভয়ে বিচরণ করি। আহা! প্রাণেশ্বরি! তোমার এমন সুহাস্য বদন, এমন সুকুমার শরীর, অনবরত রোদন করাতে একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া লঙ্কেশরের চিত্তে আর কণামাত্রও সুখ নাই।

দুর্ব্বৃত্ত দশানন মৃত্যুমোহে পড়িয়া এইরূপ কহিলে, পতিপ্রাণা জানকী, বসনে বদন আবৃত করিয়া অনবরত বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিন্তায় দীন, শোকে সাতিশয় অসুস্থ ও ধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া রাবণ পুনর্ব্বার কহিল; জানকি! ধর্ম্মলোপবিহিত লজ্জায় আর কি হইবে? আমরা উভয়ে যে প্রীতিসূত্রে নিবদ্ধ হইব, ইহা ধর্ম্ম বহির্ভূত নহে। ধর্ম্মের অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাই হউক, শোভনে! আমি তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হইয়া এ দাসের মনোরথ সফল কর। বিবেচনা কর, রাবণ তোমারই একজন বশম্বদ ভৃত্য, অনঙ্গতাপে তাপিত হইয়া যাহা কহিল, কদাচ যেন নিষ্ফল না হয়। আর দেখ, সুন্দরি! আমি এপর্য্যন্ত কখন কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করি নাই, এই বলিয়া রাবণ "ইনি আমারই হইলেন," মৃত্যুমোহে ঐরূপ অনুমান করিতে লাগিল।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর শোকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটী তৃণ স্থাপন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিলেন; রে ক্ষুদ্র নিশাচর! লজ্জা ভয়ে একেবারেই কি জলাঞ্জলি দিয়াছিস্‌? যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অটল সেতু, সেই মহাত্মা দশরথের আত্মজ রাম আমার স্বামী। সেই আজানুলম্বিতবাহু বিশালনেত্র মহাবীর আর্য্য দাশরথি, সুমিত্রা নন্দনকে সমভিব্যাহারে লইয়া তোরে অবশ্যই বিনাশ করিবেন। যৎকালে বীর্য্যমদে আমায় তুই পরাভব করিস, তোর নিতান্ত সৌভাগ্য, যে তৎকালে আর্য্য রাম কি লক্ষ্মণ আশ্রমে ছিলেন না; থাকিলে খরের ন্যায় তোকেও তৎক্ষণাৎ রণশায়ী হইতে হইত। তুই যে সকল ঘোরদর্শন রাক্ষসের কথা উল্লেখ করিলি, বিহগরাজ বিনতানন্দনের সমক্ষে ভুজঙ্গের ন্যায়, তাহারা রামের নিকট নিতান্ত নির্ব্বিষ ও হীনবল হইয়া পড়িবে। তাঁহার সেই স্বর্ণখচিত শাণিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তরঙ্গবেগ যেমন জাহ্নবীর কূলকে অকূল করে, তদ্রূপ তোকেও অধঃপাতে দিবে। যদিও তুই সমস্ত দেবাসুরের অবধ্য, তথাচ রামের সহিত বৈরাচরণ করিয়া কিছুতেই নিস্তার পাইবি না। রাম

সামান্য নহেন, যিনি আকাশ হইতে চন্দ্রকেও নিপাত করিতে পারেন, নিজ অপ্রতিহত শক্তি প্রভাবে যিনি সমুদ্রকেও শোষণ করিতে সমর্থ হন, সেই আজানুলম্বিত-বাহু আর্য্য রাম আসিয়া তাঁহার জানকীরে অবশ্যই উদ্ধার করিবেন। নিশ্চয় জানিবি, অতঃপর যূপগত পশুর ন্যায় তোর জীবন নিতান্তই দুর্লভ হইবে। যেমন রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে অনঙ্গদেব ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রামের কোপকষায়িত চক্ষের লক্ষিত হইলে, তোকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। তুই নিতান্ত হত-ভাগ্য, তোর একান্তই বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটিয়াছে। লঙ্কা নগরী অতঃপর তোর জন্যই অভিনব বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে। তুই যে পতিপ্রাণা জানকীরে পতির পার্শ্ব হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিস্, তোর এই পাপকার্য্যের পরিণাম কখনই ভাল হইবে না। কালবশে মৃত্যু সন্নিহিত হইলে লোকে সকল কার্য্যেই অসাবধান হইয়া উঠে। রাক্ষস! বিধাতা নিতান্তই তোর প্রতিকূল, দুর্ভাগ্যক্রমে তোর সেই কালই উপস্থিত হইয়াছে। তুই মৃত্যুলোভে পড়িয়া আমার অবমাননা করিয়াছিস, এ পাপে অবশ্যই সবংশে ধ্বংস হইবি। যজ্ঞমধ্যস্থ শ্রুক্‌ভাণ্ড-বিভূষিত মন্ত্রপূত হবিকে যেমন কখন চণ্ডাল স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ তুই পাপী হইয়া রামের পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবি না। যে হংসী দিবানিশি রাজহংসের সহিত সুখময় সরোজ-

কাননে সানন্দে কেলী করিয়া থাকে, তৃণমধ্যস্থ জল-বায়স কি তাহার সেই উদার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে? আমার এই দেহ এক্ষণে অন্তঃসার নিহীন হই-য়াছে, ইচ্ছা হয় বধ কর, না হয় বন্ধন কর। আমি আর কোন মতেই রক্ষা করিতে পারিব না, এবং জগতে "অসতী" এ অপবাদও আর সহিতে পারিব না।

এই বলিয়া সীতা নীরব হইলেন, আর অনবরত বারি ধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্ব্বৃত্ত রাবণ তাঁহাকে বশে আনিবার আর উপায়ান্তর না দেখিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল; জানকি! শুন, আমি আর দ্বাদশ মাসমাত্র প্রতীক্ষা করিব; ইহার মধ্যে যদি অনুকূল না হও, নিশ্চয় কহিতেছি, পাচকেরা প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। তখন আর অনুনয় করিলেও পরিত্রাণ পাইবে না।

এই বলিয়া রাবণ, রক্তমাংসাশী ঘোরদর্শন বিরূপা রাক্ষসীদিগকে কহিল; নিশাচরীগণ! আর কি দেখিতেছ, আমার আদেশে অচিরাৎ এই পামরীর দর্প চূর্ণ কর। আমি এত বিনয় করিয়া, এত অনুনয় করিয়া বশে আনি-বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ভস্মরাশিতে ঘৃত বর্ষণের ন্যায় আমার সমুদায় প্রয়াসই বিফল হইয়া গেল। এই বলিয়া মহাবীর পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন কএক পদ সঞ্চরণ করত মহাক্রোধে আবার কহিল; রাক্ষসীগণ! তোমরা সীতাকে লইয়া এক্ষণে অশোক

বনে গমন কর, এবং ইহাকে বেষ্টন করিয়া সতত সাবধানে রাখিও। আর কখন ঘোরতর গর্জ্জন ও কখন বা সান্ত্বনা বাক্যে আরণ্য করিনীর ন্যায় ইহাকে ক্রমশঃ বশে আনিবার চেষ্টা করিও।

তখন রাক্ষসীরা প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সীতা সহ অশোক বনে গমন করিল। ঐ বনে ফলপুষ্পপূর্ণ বহুল পাদপশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে। উন্মত্ত বিহঙ্গেরা নিরন্তর কোলাহল-পরায়ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে। রাজনন্দিনী রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া ব্যাঘ্রীমধ্যে কুরঙ্গীর ন্যায় কম্পিত কলেবরে কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং পাশবদ্ধ মৃগীর ন্যায় যারপর নাই অসুখী হইয়া নিরন্তর কেবল একমনে সেই আজানুলম্বিতবাহু, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন *। করালকেশী রাক্ষসীরাও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল।

---

* ত্রিলোকের হিতসাধন ও রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য জানকী লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! পতিপ্রাণা জানকী পতিদর্শন-লালসায় দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ ও চতুর্দ্দিকে কেবল মাত্র রাক্ষসীকুল নিরীক্ষণ করিয়া ত্রাসে তাঁহার অকলঙ্ক চন্দ্রানন ক্রমশঃ মলীন হইয়া যাইতেছে। * কিরূপে রাম এমন রহস্য স্থান

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

এদিকে মহাবীর রাম, সেই মৃগরূপী মারীচের প্রাণ সংহার করিয়া সীতাকে দেখিবার জন্য দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। গমনকালে শৃগালগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অতি ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। রাম,

অবগত হইবেন, কি রূপেই বা এ যন্ত্রণা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবেন" এই ভাবনায় তিনি এরূপ অধীর হইয়াছেন, যে আহার পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি কেবল হা নাথ! বলিয়াই অনিবার বারিধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন। দেবরাজ! এত দীর্ঘ কাল অনাহারে থাকিয়া জানকীর জীবন যাত্রা কি রূপে নির্ব্বাহ পাইবে, ভাবিয়া আমি যে কতদূর অসুখী হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। অতএব তুমি অবিলম্বে সেই বিশাললোচনা সীতার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে দিব্য অন্নপ্রদান কর।

তখন দেবরাজ পিতামহের এই হিত বাক্য শুনিয়া তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন এবং নিদ্রা দেবীর সহিত অবিলম্বে লঙ্কার প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন! দেবি! তুমি অগ্রে গিয়া রাক্ষসদিগকে মোহিত কর, আমি পশ্চাৎ সীতার সন্নিধানে যাইব। নিদ্রা শুনিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং দেবকার্য্য সাধনার্থ মহাহর্ষে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া সমুদায় রাক্ষসকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন। এই অবসরে শচীপতি সীতা সন্নিধানে উপনীত হইয়া মধুর বাক্যে

ঐ সমস্ত শৃগালগণের নিরতিশয় ভয়াবহ নিদারুণ নিনাদ কর্ণ গোচর করিবামাত্র অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া মনে করিলেন ; একি! এমন সময়ে এ আবার কি! কোথায় প্রিয়ার অভিলাষ পূর্ণ হইল, বলিয়া অন্তরে বিপুল

কহিলেন ; জানকি! আমি দেবরাজ, রাক্ষস নহি। তুমি যে এস্থানে আগমন করিয়াছ, ইহাতে ত্রিলোকের মহৎ উপকার সাধন হইবে। রাম কুশলে আছেন, আমার প্রসাদে অচিরকাল মধ্যেই সাগর পার হইয়া রাক্ষস কুল নির্ম্মূল করিবেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই তোমার এদুঃখেরও অবসান হইবে। জানকি! দেখ আমি মায়া দ্বারা সমুদায় রাক্ষস ও রাক্ষসীদিগকে বিমোহিত করিয়া রাখিযাছি, অতএব আমার হস্ত হইতে এই দিব্য অন্ন লইয়া ভক্ষণ কর, তাহা হইলে কি ক্ষুধা, কি তৃষ্ণা কিছুতেই তোমায় ক্লেশ দিতে পারিবে না।

দেবরাজ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে জানকী কিঞ্চিৎ শঙ্কিতা হইয়া মৃদুবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আমি রাক্ষস-পুরে অবস্থান করিতেছি, রাক্ষসেরা নিতান্ত মায়াবী, কখন কোন্ মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করে, কিছুই বলা যায় না, আমার বোধ হইতেছে, আপনিও রাক্ষস, ছল করিয়া আসিয়াছেন। আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিধানে দেব-রাজের যে সমুদায় দিব্য চিহ্ন দেখিয়াছিলাম, অনুগ্রহ করিয়া যদি দেখাইতে পারেন, বিশ্বস্ত হই। তখন ইন্দ্র সীতার বাক্যে পরম প্রীত হইয়া দিব্য লক্ষণাক্রান্ত নিজ সুকুমার মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সীতা স্বচক্ষে দেবরাজের সেই দিব্য মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া অপার আনন্দের সহিত কহিলেন, ভগবন্! অদ্য আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হই-

সুখসঞ্চার হইবে, না অকস্মাৎ আমার নয়ন যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিতেছে। অনবরত আমার বামাক্ষি স্পন্দিত হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া আমার মন প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিতেছে, এবং অন্তঃকরণে যে কত প্রকার অশিব ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, তাহা আর বলিতে পারি না। বিধাতার মনোরথ কি এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ হয় নাই, আমি রাজ্য, সম্পদ, সুহৃদ, পরিজন, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া, ঋষিবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, বনের কটুতিক্ত কষায় ফল মূল মাত্রে কায়-ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, ইহাও কি হত

লাম, তাহা আর বলিতে পারিনা; আজ আমার বোধ হইতেছে স্বর্গীয় মহারাজ দশরথই যেন আমায় দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার সন্নিহিত হইলেন, অথবা রাজর্ষি জনকই যেন জানকীর দুঃখ সহিতে না পারিয়া আগমন করিলেন। ফলত আপনাকে দেখিয়া আজ আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি! এই বলিয়া সীতা ইন্দ্র-দেবের হস্ত হইতে সেই দিব্য অন্ন গ্রহণ করিলেন, এবং উহার অধিকাংশ রাম ও লক্ষ্মণকে নিবেদন করিয়া অবশিষ্টাংশ আপনি ভক্ষণ করিলেন।

পতিপ্রাণা জানকী এইরূপে দেবরাজ কর্ত্তৃক আশ্বস্ত ও তাঁহার নিকট হইতে দিব্য অন্ন প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রদেবও রামের কার্য্য সাধনার্থ নিদ্রার সহিত প্রীত-মনে স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রস্তাবটী সকল পুস্তকে নাই, এজন্য মূলে সন্নিবেশিত না করিয়া টীকাকারে প্রকাশিত করিলাম।

বিধির প্রাণে সহিতেছে না, আমাকে ক্লেশ দিয়া কি তিনি এখন পর্য্যন্তও পরিতৃপ্ত হন নাই, আবার কি বিপদ্ ঘটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ কি! আমার মন প্রাণ ক্রমেই যে অধিকতর চঞ্চল হইতেছে, আমার জীবি-তেশ্বরী ত জীবিত আছেন? আমার প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ ত কুশলে আছেন? যখন আমার পশ্চাদ্ভাগে শিবাগণ এমন অশিব স্বরে চীৎকার করিতেছে, তখন না জানি, আজ কি সর্ব্বনাশই বা ঘটিয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত মারীচ মরণ সময়ে আমার কণ্ঠস্বর অনুকরণ পূর্ব্বক যে চীৎকার করিয়াছিল, যদি ঐ শব্দ লক্ষ্মণের কর্ণ গোচর হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াও আমার নিকট আসিবেন, আর জানকী শুনিলেও অবিলম্বে তাঁহাকে প্রেরণ করিবেন। যাহাই হউক, আমার মন প্রাণ আজ অকস্মাৎ যেরূপ অসুস্থ হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, আমার অবশ্যই কোন মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। সীতাকে বধ করা রাক্ষসদিগের আন্তরিক ইচ্ছা, এই নিমিত্তই মারীচ মায়াময় স্বুবর্ণ মৃগ হইয়া আমাকে এতদূরে আনিয়াছে, এবং মরণ কালে "হা লক্ষ্মণ! বলিয়া চীৎকার করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত জনস্থানে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তদবধি রাক্ষসদিগের সহিত ঘোরতর শত্রুতা উপস্থিত। যাহা হউক, অনেক ক্ষণ হইল, আমি আসিয়াছি, নানা প্রকার দুর্নিমিত্তও দেখিতেছি, জানি না অতঃপর আমাকে কতই বা দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

রাম, শৃগালগণের রব প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত দর্শনে এইরূপে সাতিশয় চিন্তিত হইলেন, এবং মারীচ মৃগরূপে তাঁহাকে সুদূরে অপসারিত করিয়াছে, ভাবিয়া সভয়ে, দীন মনে। শুষ্কবদনে ও দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে মৃগ পক্ষিগণ তাঁহার বামভাগে থাকিয়া ঘোর-রবে চীৎকার করিতে লাগিল। রাম এই সমস্ত দুর্নি-মিত্ত দর্শনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে দূর হইতে লক্ষ্মণকে দেখিয়া মনে করিলেন ;—এই যে, লক্ষ্মণ দ্রুতপদে এই দিকে আসিতেছেন, তবে বুঝি, প্রিয়ার কোন প্রকার অত্যাহিত ঘটিয়া থাকিবে। এই বলিতে বলিতে অর্দ্ধপথে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই বিষণ্ণ, বিবর্ণ ও দুঃখিত। দরদরিত বারিধারায় উভয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, মুখে কথা নাই, দুঃখাবেগে যেন উভয়ের বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া আসিল। রাম অনেক ক্ষণের পর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া লক্ষ্মণের বাম হস্ত ধারণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত কহিলেন ; লক্ষ্মণ! জানকীরে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আগমন করা তোমার নিতান্তই গর্হিত হইয়াছে। আমি আসিবার সময় তোমাকে ভূয়োভূয় নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি আমার কথা লঙ্ঘন করিয়া কেন এমন কর্ম্ম করিলে? না জানি, এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশই বা ঘটিয়াছে। তুমিও জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, এদিকে নানা প্রকার দুর্নিমিত্তও যখন দেখিতেছি, তখন নিঃসন্দেহ

আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বোধ হইতেছে, আমি আশ্রমে গিয়া আর জানকীরে দেখিতে পাইব না ; হয় অপহৃতা হইয়াছেন, না হয় কোন নিশাচর তাঁহার সুকুমার অঙ্গলতিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে।

এই বলিয়া রাম, যারপর নাই বিষণ্ণ ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রোদন করিতে করিতে আবার কহিলেন ; ভাই! দেখ পূর্ব্বদিকে মৃগ পক্ষিগণ যেরূপ রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতেছে, ইহাতে জানকী যে কুশলে আছেন, আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। মারীচ, মায়ায় প্রলোভিত করিয়া আমায় এতদূরে অপসারিত করিল ; কিন্তু করিলেও আমি তাহার প্রাণনাশ করিয়াছি, তবে আমার মনপ্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন? আমার সর্ব্বশরীর আজ অবসন্ন হইতেছে কেন? আজ অকস্মাৎ কেনইবা আমার বামচক্ষু অনবরত স্পন্দিত হইতেছে? ভাই! বলিতে কি, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যেন জানকী নাই। হয় কেহ হরণ করিয়াছে, না হয়, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, অথবা আমার অদর্শনে অধীর হইয়া জীবিতেশ্বরী পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন। এই বলিতে বলিতে রামের শোকসাগর ক্রমেই প্রবলবেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল, বাষ্পে বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া আসিল। তখন তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, অনিবার কেবল বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

রাম অনেককাল এইরূপ বিলাপ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, এবং লক্ষ্মণকে নিতান্ত বিষণ্ণ ও একান্ত অবসন্ন দেখিয়া সজল নয়নে জিজ্ঞাসিলেন, ভ্রাতঃ! যিনি সুখ-সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া দণ্ডকারণ্যে আমার অনুসরণ করিয়াছেন, তুমি যাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া এখানে আগমন করিলে, সেই নিশানাথ-নিভাননা সীতা ত কুশলে আছেন? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দীনমনে মুনিবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূলমাত্রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, আমার সেই দুঃখসহচরী জীবিতেশ্বরী জানকী কি জীবিত আছেন? যাঁহার সুধাংশু-নিন্দিত সুকুমার সহাস্য বদনমাধুরী না দেখিয়া আমি মুহূর্ত্তকালও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, আমার সেই জীবনসহায়া প্রাণেশ্বরীর ত কোন অত্যাহিত সংঘটন হয় নাই? ভাই! বলি আমার সেই প্রাণাধিক্ কি জীবিত নাই? আমার বনবাস ব্রত কি এই পর্য্যন্তই শেষ হইল? বৎস! জীবিতেশ্বরীর জন্য আমার জীবন নির্গত হইলে, এবং তুমি একাকী প্রতিগমন করিলে, আর্য্যা কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে কি কিয়ৎ পরিমাণেও করুণার উদ্রেক হইবে

না? মৃতবৎসা তপস্বিনী কৌশল্যার সহিত কি তিনি দাসীবৎ ব্যবহার করিবেন? বৎস! যদি সেই জীবিতেশ্বরী জীবিত থাকেন, আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব, আর যদি তাঁহার প্রাণান্ত হইয়া থাকে, নিশ্চয় আমিও প্রাণত্যাগ করিব। লক্ষ্মণ! সত্য করিয়া বল, আমার জানকী কি জীবিত আছেন, না তোমার অসাবধানতায় নিশাচরেরা আসিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? বৎস! মারীচ মায়াবনে মরণকালে "হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করাতে তোমারও মনে কি ভয় জন্মিল? না, বোধ হয় ঐ শব্দ শুনিয়া জানকীই তোমায় প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আসা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তুমি এই কার্য্যে নৃশংস নিশাচরদিগকে অপকার করিতে অবকাশ দিয়াছ। খরের নিধনে তাহারা যারপর নাই দুঃখিত আছে। সুতরাং সময় পাইলে তাহারাই যে সীতাকে সংহার করিবে, ইহাতে আমার অণুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

রাম এই প্রকার সীতা সংক্রান্ত চিন্তায় অতিমাত্র কাতর হইয়া অনুজের সহিত দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথপরিশ্রমে তাঁহার বদন শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি অতিশয় বিষণ্ণ অপ্রসন্ন ও ঘন ঘন সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

একোন ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর, রাম পুনরায় আন্তরিক দুঃখের সহিত জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি যখন তোমায় বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীরে একাকিনী রাখিয়া আসিলাম, তখন তুমি কি জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! অনেক ক্ষণ হইল, আপনি মৃগের অন্বেষণে আগমন করিয়াছেন, আপনার এত বিলম্ব দেখিয়া, এবং "হা লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" এই বাক্য সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পারিয়া আর্য্যা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার তাদৃশী কাতরতা আর দেখিতে পারিলাম না; বিশেষতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এজন্য আপনার সংবাদ লইতে এখানে আসিয়াছি। আর্য্য! আমি আর্য্যাকে কত প্রকার বুঝাইয়া কহিলাম; দেবি! রাম সামান্য মনুষ্য নহেন, তুচ্ছ রাক্ষস কি, তাঁহার মনে ভয় জন্মাইয়া দেয়, আমি ত্রিলোক মধ্যেও এমন লোক দেখি নাই। আপনি নিশ্চিত হউন, এ কণ্ঠস্বর আর্য্যের নহে, যিনি স্বীয় বাহু বলে সুরগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, "পরিত্রাণ কর" এই ঘৃণিত নীচ বাক্য তাঁহার মুখ হইতে কখনই বহির্গত হইবে না। বোধ হয়, অন্য কেহ কোন কারণ বশত; তাঁহার অনুরূপ স্বরে এইরূপ

আর্ত্তনাদ করিয়া থাকিবে। আপনি সামান্যা কামিনীর ন্যায় দুঃখিত হইবেন না, উৎকণ্ঠা দূর করুন, শান্ত হউন। তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, ত্রিলোক মধ্যেও এমন লোক জন্মে নাই। আর বোধ হয় জন্মিবেও না।

আর্য্য! আমি আর্য্যাকে এইরূপ নানা প্রকার বুঝাইলাম, কত প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না, প্রত্যুত আমার উপর বিষম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; রে হতভাগ্য ক্ষত্রিয়াধম! মনে করিয়াছিস্, রামের কোন প্রকার অত্যাহিত ঘটিলে, তুই আমাকে লইয়া সুখী হইতে পারিবি; এ দুরভিসন্ধি তোর কদাচ সিদ্ধ হইবে না। জানকীর জীবন সেই জীবিতনাথের অধীন, তাঁহার জীবনান্ত হইলে, এ জীবন কি আর জানকীর দেহে থাকিবে? মনেও করিস্ না। তোর ব্যবহার দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুই ভরতের সঙ্কেতেই আমাদের অনুসরণ করিতেছিস্, নতুবা, এ প্রকার আর্ত্তস্বর শুনিয়াও তাঁহার সন্নিহিত হইতে অমত করিবি কেন? তুই প্রচ্ছন্নচারী শত্রু, আমার নিমিত্তই তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছিস্।

আর্য্য! আর্য্যা জানকী আন্তরিক কোপের সহিত এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে, শুনিয়া আমার নিতান্তই ক্রোধ জন্মিল, নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। তখন আর আমি বিলম্ব করিতে পারিলাম না; অমনি আশ্রম হইতে

নিক্রান্ত হইলাম। অতএব আপনি আর অন্য কিছু মনে করিবেন না, গুরুজনের বিরাগ সংগ্রহ ভয়েই অগত্যা আমাকে আসিতে হইল। এক্ষণে শীঘ্র চলুন, আপনার অদর্শনে আর্য্যা যৎপরোনাস্তি কষ্টপাইতেছেন। যতই বিলম্ব করিবেন, আর্য্যা ক্রমেই অধিক কাতর হইয়া পড়িবেন।

রাম কহিলেন, বৎস! তুমি জানকীর কোপবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ, সত্য; কিন্তু তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া আগমন করা বড়ই কুকার্য্য হইয়াছে। তুচ্ছ মারীচ কি, ক্রুদ্ধ হইলে আমি ত্রিলোককেও গণনা করি না; ইহা জানিয়াও কেবলমাত্র জানকীর ক্রোধবাক্যে নির্গত হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, আমি আসিবার সময় তোমায় ভূয়ো ভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণই নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যে মায়াবী মায়ামৃগরূপে সুদূরে আমায় অপসারিত করিল, মরণ কালে সেই রাক্ষসই আমার অনুরূপ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তুমি কি ঐ শব্দেই আমার জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে? এই বলিয়া রাম রোদন করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর, পথিমধ্যে রামের বাম নেত্র অনবরত স্পন্দিত, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত ও পদ স্খলন হইতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে বারংবার জানকীর কুশল জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার দর্শনলালসায় একান্ত উৎসুক হইয়া সত্বর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। অদূরে আশ্রমপদ। তিনি লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া প্রথমে উহার সমীপদেশ শূন্য দেখিলেন; সেই সময়েই তাঁহার অন্তঃকরণে নানা প্রকার অশুভ কল্পনার আবির্ভাব হইতে লাগিল। পরে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, সীতাশূন্য পর্ণকুটীর, হেমন্ত কালীন সরোজশোভা-বিরহিত সরোবরের ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে। আশ্রম-পাদপ-শ্রেণী সখীসম সীতা বিরহে যেন রোদন করিতেছে। পুষ্প সমুদায় ম্লান, মৃগ পক্ষিগণ মৌন, আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও বিপর্য্যস্ত। বন দেবতারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে কুশচীর ও চর্ম্ম বিকীর্ণ, কাশনির্ম্মিত কট, চারি দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

রাম, কুটীর শূন্য দেখিয়া প্রথমে মনে করিলেন;

অনেক ক্ষণ হইল, আমি মৃগান্বেষণে গিয়াছি, বুঝি প্রিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া আমার মন পরীক্ষা করিবার জন্য কুটীরের কোন রহস্য স্থানে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে না ডাকিয়া স্বয়ংই অনুসন্ধান করিব, এই ভাবিয়া রাম গুপ্তভাবে কুটীরের সকল অংশই অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না, তখন আবার ভাবি-লেন; ন, প্রিয়া বুঝি কোন কার্য্যান্তরে কুটীরের বাহিরে গিয়া থাকিবেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি একে· বারে হতাশ হইয়া, "হা হতোস্মি" বলিয়া প্রবল-বাতাভিহত শালতরুর ন্যায় অমনি ধরাতলে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। নয়নযুগল হইতে দর-দরিতধারে বারিধারা পড়িতে লাগিল। দশ দিক্ যেন শূন্য ও জগৎ যেন অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে তিনি ধরাতলে কি পাতালতলে, সুখের অবস্থায় কি দুঃখের দশায়, স্বপ্নাবস্থায় কি জাগ্রৎ অবস্থায় আছেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না; কেবল ভূতাবিষ্টের ন্যায় একান্ত শূন্য নয়নে কখন "হা জীবিতেশ্বরি!" বলিয়া অনিবার বারিধারা বিসর্জ্জন করেন, কখন সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন;—হায়! আমা। সেই অরণ্যসহচারিণী প্রেয়-সীকে কি কেহ হরণ করিল, না তাঁহার মৃত্যু হইল? আমার সেই চিত্তসঞ্চারিণী চারুহাসিনী কি পরিহাস

করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, না তাঁহার অভিনব শোণিতে কেহ তৃপ্তিলাভ করিল? আমার সেই বিলাসচতুরা চিত্ত বিলাসিনী কি কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে আছেন? না নিবিড় অরণ্যে গিয়া কোন রাক্ষসের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন? আমার সেই সেবানুরাগিনী চন্দ্রমুখী কি পুষ্প চয়নের জন্য নির্গত, না জল আনয়নের জন্য কোন সরোবরে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন?

এই বলিতে বলিতে রামের শোকসিন্ধু প্রবলবেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল; তখন তিনি একবার এ দিকে "হা প্রেয়সি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন, আর বার অপরদিকে "হা জীবিতেশ্বরি!" বলিয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ করেন। এবং দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে বৃক্ষ পর্ব্বত এবং নদ নদী সমুদায় পর্য্যটন করিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; ওহে কদম্ব! আমার প্রিয়তমা তোমায় বড়ই ভাল বাসিতেন, জিজ্ঞাসা করি, বলিতে পার, সেই নিশানাথ নিভাননা, রামের হৃদয়াকাশ অন্ধকার করিয়া কোথায় লুক্কায়িত আছেন? ওহে বিল্ব! যাঁহার স্তনযুগল তোমার ফলের অনুরূপ, সর্ব্বাঙ্গ নব পল্লবের ন্যায় কোমল ও পরিধান পীত কৌশেয় বসন, বলিতে পার, সেই রামহৃদয়বিলাসিনী এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন? ওহে করবীর! তুমি কৃশাঙ্গ, কৃশাঙ্গী জান-

কীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, তিনি জীবিত আছেন কিনা বলিতে পার? মরুবক! তুমি পল্লবাকীর্ণ, লতাজড়িত ও কুসুমসমলঙ্কৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছ, জানকীর উরুদ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় সুদৃশ্য, এক্ষণে তিনি কোথায়, তাহা অবশ্যই জান। তিলক! তুমি বৃক্ষপ্রধান, অলিকুল মধুলোভে আকুল হইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে গান করিতেছে, তুমি সীতার অত্যন্ত আদরের বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়? তুমি তাহা অবশ্যই জান। অশোক! ওহে শোকনাশক! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, প্রার্থনা করি, তুমি জানকীরে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। তাল! প্রেয়সীর স্তনযুগল সুপক্ক তাল ফলের অনুরূপ, তুমি কি বলিতে পার? আমার সেই পূর্ণ চন্দ্রনিভাননা কোথায়? জম্বু! যদি তুমি আমার প্রিয়াকে দেখিয়া থাক, নির্ভয়ে বল। ওহে কর্ণিকার! তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, আমার প্রাণেশ্বরী তোমাতে একান্তই অনুরক্ত, যদি তাঁহাকে নেত্র গোচর করিয়া থাক, বলিয়া রামের তাপিত প্রাণ শীতল কর।

এইরূপে রাম, চূত, পনস, দাড়িম, কদম্ব, বকুল, কুরবক, কেতক, ও চন্দন প্রভৃতি পাদপের নিকট সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে একান্ত ভ্রান্ত ও নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি অপার দুঃখের সহিত আরণ্য

জন্তুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন ;--ওহে কুরঙ্গ! তুমি কুরঙ্গনয়না জানকীর নিতান্ত স্নেহের পাত্র, জিজ্ঞাসা করি? জানকী কি কুরঙ্গীগণের সঙ্গে আছেন? ওহে মাতঙ্গ! করিকরজঘনা জানকী বোধ হয় তোমার পরিচিত, বলিতে পার, আমার সেই মদালস গমনা এক্ষণে কোথায় আছেন? ব্যাঘ্র! আমার প্রিয়তমার মুখ পূর্ণ সুধাংশুর ন্যায় প্রিয়দর্শন, যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, কিছু মাত্র সঙ্কোচ করিও না, নিঃশঙ্কচিত্তে বলিয়া রামের প্রাণ শীতল কর।

এই বলিতে বলিতে রাম একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন, তখন আর তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর লক্ষ্মণ অতিযত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিলে, রাম উন্মত্তের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত চিত্তে প্রলাপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—অয়ি মহারণ্যবাস--প্রিয়-সখী বৈদেহি! অয়ি জীবিতেশ্বরী জানকি! দাড়াও দাড়াও, তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ, এই যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম। আমার বিলম্ব দেখিয়া তুমি কি ক্রোধ করিয়াছ, প্রেয়সী! এ ত ক্রোধের সময় নয়, আমার যে প্রাণ যায়, প্রাণান্তসময়েও কি একবার দেখা দিবে না? তোমার ক্রোধই বড়, না আমার প্রাণই বড়। আমি এত বিলাপ করিতেছি, এত রোদন করিতেছি, দেখিয়াও কি তোমার দয়া হইল না, ভাল, যদিও আমার কোন অপরাধ থাকে, এই ত তাহার প্রতিফল হইল,

তবে আর কিজন্য উপেক্ষা করিতেছ। জানকি। বলি তুমি ত এরূপ পরিহাস কখনই করিতে না, এত পরিহাসের সময় নয়, এ নূতন ব্যবসায় আবার কাহার নিকট শিক্ষা করিলে। প্রিয়ে! আর অপ্রকাশ থাকিল না, আমি তোমাকে পীতবর্ণ পট্ট বসনে চিনিয়াছি, তুমি ক্রোধ করিয়া দ্রুত পদে যাইতেছ, তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু, অয়ি চারুশীলে! পতিপ্রাণা রমণীদিগের এরূপ ধর্ম্ম নহে। পতি, শত সহস্র অপরাধ করিলেও পতিদেবতাদিগের স্নেহেব পাত্র ভিন্ন কদাচ ক্রোধ ভাজন হয় না।

না, না, ইনি জানকী নহেন; হইলে, আমার এত ক্লেশ দেখিয়া কখনই উপেক্ষা করিতেন না; অথবা বুঝি আমিই সে রাম নহি; নতুবা একমুহূর্ত্ত যাঁহাকে না দেখিলে, জগৎ বিষময় বোধ হয়, সেই আমি, আজ এতক্ষণ প্রিয়ার বিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিতেছি। হা প্রিয়ে জানকী! হা চারুহাসিনি সীতে! অয়ি সুধাংশুবদনে বৈদেহি! তুমি আমার হৃদয়াকাশ শূন্য করিয়া কোথায় গমন করিলে, এক বার দেখা দিয়া রামের জীবন রক্ষাকর। হায়! প্রিয়ার সুকুমার অঙ্গলতিকা সকল আমার অসমক্ষে রাক্ষসেরাই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। প্রেয়সীর সেই সুদৃশ্য নাসিকা, সেই সুন্দর দন্তমালা, সেই মোনহর ওষ্টাধর, সেই সুধাংশু নিন্দিত নির্ম্মল বদন মণ্ডল রাক্ষসের করাল গ্রাসে পড়িয়া একেবারে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। তিনি আর্ত্তরব করিতে

লাগিলেন, আর নিশাচরেরা তাঁহার স্বর্ণহার-শোভিত সুকোমল গ্রীবাদেশ ভক্ষণ করিল। তাঁহার পল্লব মৃদু অলঙ্কৃত হস্ত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অগ্রভাগে বিকম্পিত হইতে লাগিল, আর উহারা পরম আহ্লাদে ভক্ষণ করিল। হায়! নৃশংস নিশাচরেরা মহাআমোদে ভোজন করিবে, আমি এই জন্যই কি আমার জীবিতেশ্বরীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম? আমি এই জন্যই কি রাজ্য, সম্পদ, স্বজন, পরিজন সমুদায় বিসর্জন দিয়া ঋষিবেশে বনবাস-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। লক্ষ্মণ! তুমি কি আমার প্রেয়সীকে কোথাও দেখিয়াছ? হায়! হায়! অয়ি পতিপ্রাণা জানকি! তুমি কোথায় গমন করিলে, প্রাণান্ত সময়ে একবার দেখা দিয়া রামের প্রাণ রক্ষা কর।

এই বলিয়া রাম বহুবিধ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, তিনি কোথাও বেগে উত্থিত, কোথাও স্বতেজে ঘূর্ণ্যমান, এবং কোথাও একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অবিশ্রান্তে পর্ব্বত, বন নদ নদী ও প্রস্রবণ সমুদায় মহাবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন; নানা স্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইল না। তিনি সীতার অনুসন্ধানার্থ পুনরায় গাঢ়তর পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

রাম কুটীরের চারিদিকে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না; তখন তিনি একেবারে হতাশ হইয়া দুই বাহু ঊর্দ্ধ করিয়া হাহাকার পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন; ভাই! জানকী কোথায়? আমার হৃদয়াকাশ শূন্য করিয়া কোথায় গমন করিলেন। কোন্ দুরাত্মা একাকিনী পাইয়া তাঁহারে হরণ করিল? কোন্ নৃশংস তাঁহার কোমল অঙ্গলতিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভোজন করিল। হা! প্রিয়ে জানকি? বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া যদি আমাকে পরিহাস করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, ক্ষান্ত হও, এই অধিক হইয়াছে, আর ক্লেশ দিও না, শীঘ্র আমার নিকটে আসিয়া তাপিত প্রাণ শীতল কর। প্রিয়ে! তুমি যে সকল সরল মৃগশাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ দেখ, তাহারা তোমার বিরহে একান্ত চিন্তিত হইয়া অনিবার বারিধারা বিসর্জ্জন করিতেছে। ভাই! এত অনুসন্ধানেও যখন

দেখিলাম না, তখন বোধ হয়, আমার জানকী নাই, আমি আর বাঁচিব না। প্রিয়ার বিরহ যাতনা আমি আর কোন মতেই সহিতে পারিব না। হায়! হায়! সেই লাবণ্য-ময়ী হৃদয়হারিণী মূর্ত্তি, সেই মধুরালাপ, সেই বিলাস, সেই বিভ্রম, আমার চিত্তপটে যেন সমুদায় সজ্জিত রহি-য়াছে। বৎস! প্রিয়ার বিরহে আমি যে কালের আত্মসাৎ হইব, তাহাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছেনা, কিন্তু পিতৃদেব যখন কহিবেন, রাম! আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া তোমায় বনবাস দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নিয়মিত কাল পূর্ণ না হইতেই কেন আমার নিকট আগমন করিলে? ভাই! তখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া যে, কেহ স্পর্শ করিবে না, তখন যে আমায় সেচ্ছা চারি বলিয়া মহাজনেরা শত শত ধিক্কার দিবেন। তখন আমি কোথায় যাইব, কি সাহসে সাধু সমাজে এ মুখ দেখাইব। হা প্রিয়ে জানকি! আমি তোমারই; অন্যের নহি। কীর্ত্তি যেমন কপট ব্যক্তিকে ত্যাগ করে, সেই রূপ তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও। জানকি! ত্যাগ করিও না। করিলে, আমি নিশ্চয়ই মরিব।

রাম সীতার শোকে অধীর হইয়া এই রূপ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ, আর্য্যের তাদৃশী কাতরতা দর্শন করিয়া অতিমাত্র বিষাদ সহকারে বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন! আর্য্য! বিপদ সময়ে আপনার ন্যায় ধীর-প্রকৃতি লোকের এ প্রকার শোক

মোহে অভিভূত হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আপনিও যদি এ সময়ে শোকে এ রূপ অধীরতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জগতে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য কেবল কথামাত্রে পরিণত হইয়া পড়িবে। সকলে বলিয়া থাকে, আপনার ন্যায় ধীর-প্রকৃতি, ও আপনার তুল্য গম্ভীর-স্বভাব আর দ্বিতীয় নাই, অতএব সামান্য লোকের ন্যায় শোকে এরূপ কাতর হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ বিপদ্ কালে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে, তাহা হইতে কখনই উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। আপনাকে যেরূপ অধীর দেখিতেছি, তাহাতে যে আমরা সহজেই উপস্থিত বিপদের প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারিব, এরূপ সাহস করা যায় না। অতএব আর্য্য! প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় আর বিষণ্ণ হইবেন না, সুস্থ হউন। আসুন, অতপর আমরা দুইজনে যত্ন করিয়া দেখি, অদূরে ঐ কন্দর শোভিত গিরিবর। অরণ্য পর্য্যটন আর্য্যার একান্তই প্রিয়। আমার বোধ হয়, আর্য্যা কোন কাননে গিয়া থাকিবেন, অথবা কোন কুসুমিত সরোবর কি মৎস্য বহুল বেতস-সঙ্কুল নদীতে গমন করিয়াছেন; কিম্বা আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই কোথাও প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছেন। অতএব এক্ষণে শোক সংবরণ করুন, এই বন বিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক, রোদন করিলেই কিছু বিপদের প্রতিকার করা হয় না।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত সর্ব্বত্র সীতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে পর্ব্বত, কানন, সরিৎ সরোবর এবং শৈলের শিলা, শিখর সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার দর্শন পাইলেন না; তখন রাম শোকে মোহে একান্ত আকুল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে ক্ষণকাল নিমীলিত নেত্রে অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া গেল। বুদ্ধি ভ্রংশ হইল। তিনি শোক-জনিত সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে "হা জীবিতেশ্বরি!" কেবল এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিনীত লক্ষ্মণ একান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাজীবলোচনকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রামের কাতর চিত্ত কিছুতেই প্রবোধ মানিল না; প্রিয়ার বিরহে অজস্র কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

প্রিয়ার অদর্শনে রাম অনঙ্গ শরে নিপীড়িত ও একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তিনি ভ্রান্তি ক্রমে জানকীরে যেন একবার দেখিতে পাইলেন, বাষ্পকণ্ঠে কথঞ্চিৎ এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা প্রিয়ে! জানকি! কুসুমে তোমার বিশেষ অনুরাগ আছে, তুমি আমার শোকোদ্দীপন করিবার জন্যই কি অশোক শাখায় আবৃত হইয়া রহিয়াছ? তোমার উরুযুগল কদলীতরুর ন্যায় সুদৃশ্য, উহা কদলীতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছ, সত্য, কিন্তু কিছুতেই গোপন করিতে পারিলে না, আমি স্পষ্টই যেন দেখিতেছি। জানকি! তুমি কৌতূক চ্ছলে কর্ণিকার বনে লুকাইয়া আছ, কিন্তু একের উপহাস, অন্যের প্রাণ নাশ, ক্ষান্ত হও, ইহা আশ্রমের ধর্ম্ম নহে। তুমি যে কৌতূকপ্রিয়, আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম। প্রিয়ে! আর কেন? কুটীর শূন্য রহিয়াছে, আইস, আমরা এখন কুটীরে যাই।

বৎস! বোধ হয় জানকী নিশ্চয়ই অপহৃতা বা কোন রাক্ষসের করাল কবলে পতিতা হইয়াছেন, নতুবা আমি এত বিলাপ করিতেছি, দেখিয়া কখনই উপেক্ষা করিতে পরিতেন না। জানকি! অয়ি জীবিতেশ্বরি! কোথায় রহিলে, একবার দেখা দিয়া রামের তাপিত প্রাণ শীতল কর। ভাইরে! বুঝি এত দিনে কৈকেয়ীর মনোরথ সিদ্ধ হইল। তিনি এত দিনে সুখী হইলেন। হায়! আমি প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া বন বাসে আসিয়াছিলাম, এখন প্রিয়াবিরহে শূন্য অযোধ্যায় কিরূপে প্রবেশ করিব। আমার দুঃখিনী জননী জানকীর কথা জিজ্ঞাসিলে, আমি কি বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিব। বৎস! অতঃপর লোকে আমাকে নিতান্ত নির্দ্দয় ও নির্ব্বির্য্য বলিয়া বড়ই ঘৃণা করিবে। আমার কিছুমাত্র বীরত্ব নাই, জানকীর বিনাশে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল। হায়! বনবাস হইতে একাকী প্রতিগমন করিলে, রাজর্ষি জনক আসিয়া যখন আমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিব, কি বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিব। তিনি সীতার শোকে অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। হা পিতঃ! আপনিই ধন্য, আপনাকে আর এ যন্ত্রণা সহিতে হইল না। ভাই! বল দেখি, সীতা হারা হইয়া আমি এখন কিরূপে কোন্ প্রাণে ভরত পালিত অযোধ্যায় গমন করিব। সীতার বিরহে আমার নিশ্চয় প্রাণ বিয়োগ হইবে, প্রাণান্ত হইলে আমি স্বর্গে

গিয়াও সুখী হইতে পারিব না। বৎস! তুমি আমাকে এই রাক্ষস-সেবিত অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া একাকীই প্রতিগমন কর। আমি আর অযোধ্যায় যাইব না। লক্ষ্মণ! তুমি গিয়া প্রথমে ভরতকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিও, রাম অনুজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি সচ্ছন্দে রাজ্য পালন কর। পরে কৈকেয়ী, সুমিত্রা এবং আমার চিরদুঃখিনী মাতা কৌশল্যাকে আমার আদেশে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও। বৎস! আমার আজ্ঞা পালনে তোমার অমনোযোগ নাই। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে আমার জাননীকে রক্ষা করিও এবং আমার ও জানকীর বিনাশ বৃত্তান্ত তাঁহার সমক্ষে সবিস্তরে বলিও।

এইরূপে রাম বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, লক্ষ্মণ তখন কি করিবেন, কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল হত বুদ্ধির ন্যায় নীরব হইয়া রহিলেন এবংআকুল নয়নে মৌনবদনে অজস্র অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখবর্ণ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল এবং মনও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে রাম শোকে মোহে নিপীড়িত ও দুস্তর বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং শোকজনিত সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে অধিকতর দুঃখিত করিয়া সজল নয়নে, দীন মনে ও তৎকালোচিত করুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—ভাইরে! আমি কি কেবল দুঃখ ভার বহন করিবার জন্যই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? বিধাতা কি আমার ললাটে কণামাত্রও সুখভোগ লেখেন নাই? ভাই! দেখ দেখি জগতে আমার ন্যায় চির দুঃখী ও আমার তুল্য হতভাগ্য আর কে আছে? এরূপ অসহনীয় বিপদ্‌পরম্পরা আর কাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে? আমি যদি চির-দুঃখী না হইব, আমার দগ্ধ অদৃষ্টে যদি বিন্দুমাত্রও সুখ থাকিত, তাহা হইলে উপস্থিত রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া, আমাকে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবে কেন? রাজভোগ্য পরিত্যাগ করিয়া আরণ্য ফল মুল মাত্রেই বা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে কেন? আহা লক্ষ্মণ রে! আর বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বন বাসের এত দুঃখ, এত ক্লেশ, এত সন্তাপ, আমি এক দিনের জন্যও গণনা করি নাই, অধিক কি, সেই

প্রাণপ্রিয়া জানকীর সহাস্য বদন দেখিয়া আমি পিতৃশোক পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। এক্ষণে আবার প্রেয়সীর বিরহে সেই সকল ক্লেশ যেন নবীভূত হইয়া আমার অন্তঃকরণকে নিতান্তই আলুলায়িত করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! বোধ হয় আমার তুল্য হতভাগ্য পৃথিবীতলে আর দুইটী নাই। আমি জন্ম জন্মান্তরে কতই যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, জানকী হারাইয়া এখন তাহারই পরিণাম ভোগ করিতেছি। ভাই! পৃথিবীতে যত প্রকার ক্লেশ আছে, হত বিধি, সমুদায় কি আমার ললাটেই লিখিয়াছেন? আমার দুর্ভাগ্যে আর কি না ঘটিয়াছে, আমি উপস্থিত রাজ্য সুখে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দিবানিশি বনে বনে ভ্রমন করিতেছি, বনের কটু তিক্ত কষায় ফল মুল মাত্রে অতিকষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, স্বজন বিয়োগ ও পিতৃশোকও সহ্য করিয়া রহিয়াছি, আমায় এত ক্লেশ দিয়াও কি বিধাতার মনোরথ পূর্ণ হইল না? পরিশেষে চিরকালের জন্যে প্রাণপ্রিয়ার বিরহ যাতনাও কি আমায় সহিতে হইল? হা প্রিয়ে জানকি! আর সহিতে পারি না, আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে, এক বার প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া প্রণয়ী জনের প্রাণ রক্ষা কর। আমি তোমার কাছে কত দিন কতশত অপরাধ করিয়াছি, তুমি ভ্রান্তি ক্রমেও আমার অপমান কর নাই। প্রিয়ে! এখন কি অপরাধে এত নির্দ্দয় হইয়া আমায় পরিত্যাগ করিলে। হা পতিদেবতে! হা! অসা-

মান্য রূপ লাবণ্যবতি! হা প্রিয়ভাষিণি! এখন আমার প্রাণ যায়, প্রাণান্ত সময়ে একবার দর্শন দিয়া রামের প্রাণ রক্ষা কর! এই বলিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে চেতনা সঞ্চার হইলে রাম সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন; অয়ি মধুরভাষিণী- প্রেয়সি! আমি তোমার সহাস্য বদনের প্রিয় সম্ভাষণ না শুনিয়া এক দণ্ডও আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। আহা! প্রিয়ে! তোমার সেই মনোমোহিনী মূর্ত্তি, সেই অনন্যসাধারণ স্বামিভক্তি, সেই অলৌকিক স্নেহ, সেই মধুর ভাষিতা, দয়া, মমতা আমার অন্তরে সমুদায়ই নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। একবার দর্শন দিয়া রামের প্রাণ রক্ষা কর।

বৎস! বিবেচনা করি, বুঝি এই সকল অরণ্যচারিরাই আমার জীবিতেশ্বরীর লোকাতীত সৌন্দর্য্যরাশি অপহরণ করিয়া থাকিবে; নতুবা কেশরীর এমন সূক্ষ্ম কটিদেশ, কুসুমের এমন সুদৃশ্য হাস্যচ্ছটা, কুরঙ্গের এমন মনোমোহন নয়নযুগল, চম্পকাবলীর কান্তিসার, কোকিলের কলস্বর, কমলের সুষমা, মরালের মন্দগতি, এসব কোথা হইতে হইল। এসকল দেখিয়া আমার মনপ্রাণ যে আর কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না! প্রিয়ার বিরহে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হায়! হায় কি হইল। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাই ঘটিল। জানকী কোথায় গেলেন। কে আমার সর্ব্বনাশ করিল। আমিও

কখন কাহার অপকার করি নাই। এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণের গলায় ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নয়ন জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি কখন "হায় কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া মুহুর্ম্মুহ বক্ষে করাঘাত করেন, কখন "হা জীবিতেশ্বরি! জীবনান্ত সময়েও একবার দেখা দিলে না" এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

রাম কিছুকাল রোদন করিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন; বৎস; নির্দ্দয় নিশাচরেরা যখন আমার সেই নিশানাথ-নিভাননাকে অপহরণ করে, তখন তিনি ভীতা হইয়া আকাশ পথে নিরবচ্ছিন্ন বাষ্প গদ্গদ কণ্ঠে না জানি কতই বা রোদন করিয়াছেন, আমাকে উদ্দেশ করিয়া না জানি তখন কতই বা আর্ত্তনাদ করিয়াছেন। আহা! তাঁহার যে অঙ্গ সর্ব্বদা রমণীয় হরিচন্দন রাগে রঞ্জিত থাকিত, অধুনা রাক্ষসের করালগ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহার সেই অঙ্গ শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার যে মুখে কুটিল কুন্তলভার শোভা পাইত এবং মৃদু, কোমল, প্রিয় ও সুস্পষ্ট কথা নির্গত হইত, অধুনা তাহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। আহা! শোণিতলোলুপ নিশাচরেরা সেই পতিপ্রাণার সুন্দর গ্রীবাদেশ নির্জ্জনে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রুধির পান করিয়াছে। আমি আশ্রমে ছিলাম না, এই অবসরে

তাহারা আসিয়া আমার জীবন সর্ব্বস্বকে কতই বা যন্ত্রণা দিয়াছে। আহা! তৎকালে সেই আকর্ণলোচনা কুরঙ্গীর ন্যায় না জানি কতই বা আর্ত্তনাদ করিয়া থাকিবেন। বৎস! সেই সুশীলার স্বভাব কেমন পবিত্র; পূর্ব্বে তিনি এই সুধাময় শিলাতলে আমার পার্শ্বে বসিয়া মধুর হাস্যে তোমার কথা কতই কহিতেন, সময়ে সময়ে তোমার কতই প্রশংসা করিতেন, তাহা আর বলিবার নহে। ভাই! আইস, আমরা এই বনবিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া আবার প্রিয়ার অনুসন্ধান করি। এই সরিদ্বরা গোদাবরী প্রিয়ার একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত উপভোগ্য, তিনি কি এই গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন? আমার সেই পদ্মপলাসনয়না কি পদ্ম আনয়নার্থ কোন সরোবরে গিয়াছেন? আমার সেই বিলাসচতুরা কি বিহগকুল-নাদিত পুষ্পিত কোন কাননে প্রবেশ করিয়াছেন? না, না, লক্ষ্মণ! জানকী নিতান্ত ভীরু, তিনি একাকিনী কখন কোথাও যাইবেন না। সূর্য্যদেব! আপনিও কি অন্ধ হইয়া ছিলেন, আপনার নিষ্কলঙ্ক কুলে অভিনব কলঙ্ক রাশি নিক্ষেপ করিয়া কুলপালিনীকে অপহরণ করিল; আপনিও কি ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না? সমীরণ! তুমি জগজ্জীবন, নিরন্তর জগতের বৃত্তান্ত অবগত হইতেছ, বলিতে পার, আমার জীবিতেশ্বরী কি জীবিত আছেন? না কেহ দুরভিসন্ধি সাধনার্থ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইল।

এই বলিয়া রাম অনিবার বারিধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ অগ্রজের তাদৃশী কাতরতা দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! শোকে এরূপ অভিভূত হওয়া ভবাদৃশ বিচক্ষণের উচিত নহে। দেখুন, মহাপুরুষেরা কদাচ শোকের বশীভূত হন না, প্রাকৃত লোকেরাই শোকে মোহে বিচেতন হইয়া পড়ে। আপনি অতি গম্ভীর স্বভাব, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাবেগ সংবরণ করুন এবং আর্য্যার অন্বেষণার্থ সবিশেষ উৎসাহী হউন। দেখুন, যাঁহারা উৎসাহশীল, নিতান্ত সঙ্কটে পড়িলেও তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। অতএব আপনি এরূপ অধৈর্য্য হইবেন না, অনর্থক আর রোদন করিবেন না; রোদন করিলেই যদি পাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে না হয় দিবানিশি রোদনই করিতেন। আর্য্য! আসুন, আমরা পুনরায় প্রত্যেক কাননে, প্রতি কন্দরে, প্রতিপদে ও প্রতিপথে সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া আর্য্যার অনুসন্ধান করি।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলেন, কিন্তু রামের কাতর চিত্ত কিছু[illegible]ন [illegible] সেই অনন্যসুলভ ধৈ[illegible] শোকে সম্ বিলীন হইয়া গেল। তিনি কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন ক[illegible] না পারিয়া পুনরায় শোকের সহচরী মুর্চ্ছার শরণাপন্ন হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর সং[illegible] [illegible]িলে, রাম সাতিশয় ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া দীনমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই! এখন আর এ ভাবে থাকা হইবে না, তুমি শীঘ্র সরিদ্বরা গোদাবরীতে গমন কর এবং পদ্মমুখী পদ্মান্বেষণার্থ তথায় গিয়াছেন কি না, ত্বরায় জানিয়া আইস।

লক্ষ্মণ এই রূপ অভিহিত হইবামাত্র ত্বরিত পদে সেই সুরম্য গোদাবরীতটে উপনীত হইলেন, এবং উহার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বে অগ্রজের সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন; আর্য্য! আমি সেই আয়তলোচনা আর্য্যা জানকীরে গোদাবরীর কোন তীর্থেই দেখিলাম না; চারি দিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাইলাম না; পরিশেষে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, তথাপি উত্তর পাইলাম না, জানি না, সেই ক্লেশনাশিনী এক্ষণে কোথায় আছেন।

তখন রাম অপার বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বয়ংই গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তথাকার সকলকেই সীতার কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; কিন্তু গোদাবরী এবং তথা কার অন্যান্য প্রাণী "রাবণ হরণ করিয়াছে" এ কথা

ভয়ে কেহই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। রাম সীতার শোকে অধীর হইয়া বারংবার জিজ্ঞাসিলেন, তত্রত্য জীব জন্তুগণও পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু গোদাবরী কোনমতেই কিছু কহিলেন না। দুরাত্মা রাবণের সেই ভীষণ রূপ, সেই শোকাবহ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার অন্তঃকরণে এরূপ ভয় জন্মিয়াছিল, যে তন্নিবন্ধন তৎকালেও তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়া ছিলেন না, সুতরাং কিছুই কহিলেন না।

তখন রাম অপার শোকসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন; বৎস! সরিদ্বরা সীতাসংক্রান্ত কোন কথাই কহিলেন না; এখন আমি রাজর্ষি জনকের সন্নিধানে গিয়া কি কহিব এবং জানকীরে হারাইয়া আমার দুঃখিনী জননীকেই বা কি রূপে এই অপ্রিয় কথা শুনাইব। বৎস! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের ফলমূল মাত্রে প্রাণ রক্ষা করিতেছি, আমার সকল দুঃখ সকল সন্তাপ জানকীই অপসারিত করিয়াছিলেন; আমার হৃদয়াকাশ শূন্য করিয়া চন্দ্রাননী এখন কোথায় গমন করিলেন? আমি জ্ঞাতিহীন, স্বজনহীন, রাজ্যসুখেও বঞ্চিত হইয়াছি, সীতাকেও হারাইলাম। এক্ষণে নিদ্রাবিরহে রজনী নিশ্চয়ই আমার পক্ষে অতিদীর্ঘ বোধ হইবে। বৎস! যদি সীতালাভের কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে এখন মন্দাকিনী জনস্থান এবং এই প্রস্রবণ শৈল প্রভৃতি সমস্ত

স্থানেই পর্য্যটন করি। ঐ দেখ, মৃগেরা বারংবার সতৃষ্ণ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, আকার ইঙ্গিতে বোধ হয় যেন উহারা আমাকে কোন কথা বলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে।

এই বলিয়া রাম ঐ সমস্ত মৃগকে উদ্দেশ করিয়া বাষ্প গদ্‌গদ বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন; মৃগগণ! বলিতেপার, আমার জীবিতেশ্বরী জানকী কোথায়? মৃগেরা এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া পুনঃ পুনঃ আকাশ প্রদর্শন ও সীতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে, মুহুর্ম্মুহু তথায় গমনাগমন পূর্ব্বক সাদর নয়নে রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাম শোকে নিতান্তই অধৈর্য্য হইয়াছিলেন, সুতরাং মৃগগণের তৎকালোচিত আকার ইঙ্গিত কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু উহারা যে নিমিত্ত আকাশ দেখাইয়া দিতেছে, এবং যে কারণে নিনাদ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে, সুধীর লক্ষ্মণ তাহা সমুদায়ই লক্ষ্য করিলেন। তিনি উহাদের বাক্যস্থানীয় ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আর্য্যার কথা জিজ্ঞাসিলে, মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দক্ষিণ দিক ও তদভিমুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে; আসুন, আমরা ঐ দিকেই যাই। হয়ত এবারে আমরা আর্য্যার কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই দেখিতে পাইব।

রাম লক্ষ্মণের কথায় সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাকে

সমভিব্যাহারে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে চারি দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উভয়ে জানকীসংক্রান্ত কথার প্রসঙ্গ করিয়া গমন করিতেছেন, দেখিলেন; একস্থানে অনেক গুলি পুষ্প পতিত রহিয়াছে, তদ্দর্শনে রাম অমনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; কহিলেন, ভাই। আমি কাননে সেই ভূষণপ্রিয়া প্রেয়সীকে যে সকল পুষ্প দিয়াছিলাম, তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কবরীতে যাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, ভাই! চিনিয়াছি, এ গুলি সেই প্রিয়াভুক্তপুষ্প; বায়ু, সূর্য্য এবং যশস্বিনী পৃথিবী, বোধ হয়, আমার উপকারার্থই উহা সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

রাম, শোকাকুল লোচনে ভ্রাতাকে এই কথা বলিয়া পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসিলেন, ওহে শৈলরাজ! আমি জানকীশূন্য হইয়াছি, তোমার এই সুরম্য কাননে আমার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কি পুষ্পচয়নার্থ আসিয়াছিলেন? পর্ব্বতরাজ। নিরুত্তর হইয়া রহিলে কেন? আমি কি তোমার কোন অপকার করিয়াছি, যে সেই অপরাধে ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না। শৈলরাজ। বল বল, আর বিলম্ব করিও না; ভাল যদিও কোন অপরাধ থাকে, জীবিতেশ্বরীর কুশল সংবাদ দিয়া, না হয় পরেই তাহার প্রতিকার করিও।

এই বলিয়া রাম পুনঃ পুনঃ পর্ব্বতরাজকে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই উত্তর পাইলেন না। তখন

বীরকুলচূড়ামণি রাম, ক্ষুদ্রমৃগের প্রতি সিংহের ন্যায় অতীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন; রে ক্ষুদ্রাশয়! আমি এত রোদন করিলাম, তোর পাষাণচিত্ত কি কিছুতেই দ্রব হইল না; তোর কঠোর অন্তঃকরণে কি কণামাত্রও কারুণ্য রসের উদ্রেক হইল না। যাহাই হউক, রামের সহিত শত্রুতা করিয়া ত্রিলোক মধ্যে কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না। এক্ষণে তুই আমার সেই হেমাঙ্গিনীকে দেখাইয়া দে, নচেৎ তোর শৃঙ্গ আমি এই দণ্ডেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিব। তুই এখনই আমার শরাগ্নিতে ছার খার হইয়া যাইবি। তোর বৃক্ষ, পল্লব ও তৃণ কিছুই থাকিবে না, তুই সর্ব্বাংশে লোকের অসেব্য হইয়া থাকিবি। রাম পর্ব্বতের প্রতি এইরূপ কোপকঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া পরে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই সরিদ্বরা গোদাবরী যদি আজ সীতার কথা না বলে, তবে ইহাকেও শুষ্ক করিয়া ফেলিব।

রাম কোপাগ্নিতে ত্রিলোক দগ্ধ করিবার সঙ্কল্পেই যেন ভ্রাতাকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে রাক্ষসের সুবিস্তীর্ণ পদচিহ্নপরম্পরা তাঁহার নেত্রগোচর হইল। জানকী দুর্দ্দান্ত দশাননভয়ে ভীতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া প্রাণপতির প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়াছিলেন, রাম স্থানে স্থানে তাহার পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন, এবং ভগ্ন ধনু, তূণীর ও চূর্ণ রথও প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি সাদর নয়নে এই সমস্ত দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে

লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন; ভাই! দেখ এই স্থানে জানকীর অলঙ্কার সংক্রান্ত স্বর্ণবিন্দু ও কণ্ঠের বিচিত্র মাল্য বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং শোণিত রাগে ধরাতল যেন চিত্রিত হইয়াছে। বোধ হয়, কামরূপী নিশাচরেরা এই স্থানে আমার প্রাণপ্রিয়াকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। আর দেখ, আমার অনুমান হইতেছে; এই স্থলে দুই নিশাচর তাঁহার জন্য ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল। ঐ দেখ, মণি মুক্তা-মণ্ডিত মনোহর কোদণ্ড ভগ্ন ও পতিত আছে। এই তরুণ সূর্য্য-প্রকাশ বৈদূর্য্য গুটিকাযুক্ত কাঞ্চনকবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং শতশলাকা বিরাজিত মাল্য-সমলঙ্কৃত ভগ্ন ছত্র-দণ্ড বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সমুদায় হেমবর্ম্মজড়িত পিশাচমুখ ভীমমূর্ত্তি বৃহৎ গর্দ্দভ নিহত হইয়াছে। এ দিকে প্রদীপ্ত পাবক তুল্য উজ্জ্বল সমরধ্বজ, ওদিকে সাংগ্রামিক রথ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিপর্য্যস্তভাবে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কনক-শোভী ভীষণ শর, ঐ শরপূর্ণ তূণীর, এবং বল্গা ও কষাহস্তে সারথিও সমরাঙ্গণে শয়ান রহিয়াছে। বৎস! এ সকল কাহার? রাক্ষসের? না দেবতার? যে সকল পদচিহ্ন দেখিলাম, উহা কোন্ পুরুষের? নিশ্চয় কোন নিশাচরের হইবে। ঐ নৃশংসদিগের সহিত আমার আন্তরিক শত্রুতা উপস্থিত; আমার নিশ্চয় অনুমান হইতেছে, আমার প্রাণপ্রিয়াকে উহারাই ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া হয় হরণ করিয়াছে,

না হয় তাঁহার সুকোমল অঙ্গলতিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভোজন করিয়াছে। হায়! ধর্ম্ম স্বচক্ষে দেখিয়াও পতিব্রতা জানকীর জীবন রক্ষা করিলেন না, দেবতারাও কি আমার শুভ চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইলেন।

বৎস! যিনি ত্রিগুণাত্মক ও সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করিয়া থাকেন, যাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যে জীবগণ দুষ্পরিহার্য্য কালপাশ হইতেও অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন, লোকে মোহবশত তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে। অতএব লক্ষ্মণ! এখন আর মৃদুভাব অবলম্বন করিয়া থাকা হইবে না। পৌরুষ আশ্রয় না করিলে দেবতারা আমাকে নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন। সুতরাং মৃদুতা প্রভৃতি আমার যে সকল গুণ আছে, ঘটনাক্রমে সে গুলি আজ দোষে পরিণত হইল। এক্ষণে প্রলয়ের সূর্য্য যেমন জ্যোৎস্না লুপ্ত করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, সেই রূপ আজ আমার তেজঃ, গুণ সমুদায় ধ্বংস করিয়া প্রকাশ পাইবে। আজ যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও মনুষ্যেরা কেহই আমার বীরদর্পে সুখী হইতে পারিবে না। আজ আমি আকাশমণ্ডল শরপূর্ণ করিয়া ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিব। আজ সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতি বিনষ্ট করিয়া ঘোরতর অন্ধকারে জগৎ আবৃত করিব। আজ পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ ও জলাশয় শুষ্ক করিয়া তরু লতা গুল্ম ছিন্ন ভিন্ন ও মহাসাগরকেও আন্দোলিত করিয়া তুলিব। লক্ষ্মণ! বলিতে কি,

আজ দেবগণ যদি আমার জানকীরে অর্পণ না করেন, তাহা হইলে সমস্ত সংসারই ছার খার করিয়া ফেলিব। আজ সকলেই আমার বলবীর্য্যের পরিচয় পাইবে। আজ গগণতলে কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবেন না। আমার বীরদর্পে চরাচর বিশ্বসংসার আজ আকুল হইয়া পড়িবে। ভাই! বলিতে কি, আজ সুরগণও আমার সুদূরগামী শরজালের বল প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিবেন। আমার কোপানলে আজ ত্রিলোক দগ্ধ হইলে, দৈত্য, পিশাচ ও রাক্ষসের সহিত উঁহারা সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবেন। এবং আজ আমার দুর্নিবার শরে দেবলোক, ব্রহ্ম-লোক সমস্তই খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে।

এই বলিয়া রাম কোপকষায়িত ললাটপটে ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক কটিতটে বল্কল ও চর্ম্ম বেষ্টন করত জটা-বন্ধন করিলেন। তাঁহার শ্বেতোৎপল-নিন্দিত লোচনদ্বয় ক্রোধে সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। ওষ্ঠাধর নিরন্তর কম্পিত হইতে লাগিল। তৎকালে রামের মুর্ত্তি এরূপ ভয়া-বহ হইয়া উঠিল, বোধ হয়, ভগবান ত্রিপুরান্তকারীই যেন ত্রিপুর সংহার মানসে উগ্রমুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শোভা পাইতেছেন। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় মুষ্টি দ্বারা ধারণ করিয়া উহাতে ভুজঙ্গ-ভীষণ প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন এবং প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন; জরা, মরণকাল ও দৈবকে যেমন কেহই

নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ ত্রিলোকের লোক এক দিক হইয়াও আমাকে আজ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

রাম এই রূপে প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া কোপকষায়িত নেত্রে সগুণ শরাসন নিরীক্ষণ এবং প্রশস্ত ললাটপট্টে সুদীর্ঘ ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার সেই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, যুগান্তে বিশ্ববিনাশার্থী ভগবান্ পিনাকপাণির ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল, ইতি পূর্ব্বে লক্ষ্মণ তাঁহার এ প্রকার ভাব কদাচ প্রত্যক্ষ করেন নাই। তিনি অগ্রজের সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি আজ ক্রোধে বিরূপীকৃত দেখিয়া আকুল বচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন; আর্য্য! পূর্ব্বে আপনি মৃদুস্বভাব, কৃপাপরতন্ত্র, লোকহিতার্থী ও নির্দ্দোষী ছিলেন, এক্ষণে কোপপ্রভাবে সমুদায় প্রকৃতি বিসর্জন করা ভবাদৃশ বিচক্ষণ লোকের উচিত হইতেছে না। যেমন শশাঙ্কের শোভা, সূর্য্যের প্রভা সমীরণের গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা কদাচ বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ আপনার পবিত্র শরীরেও প্রতিনিয়ত প্রশান্ত ভাবই

লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব একের অপরাধে সমস্ত ত্রিলোক বিনষ্ট করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। ঐ দেখুন, সম্মুখে একখানি সুসজ্জিত সাংগ্রামিক রথ পতিত রহিয়াছে, আর এ স্থানটিও অশ্বখুরে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিত বিন্দুতে অভিষিক্ত; দেখিয়া বোধ হয়, যেন এখানে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। এস্থানে বহু-সংখ্য সৈন্যের পদচিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু সাংগ্রামিক রথ কেবল এক খানি মাত্র, বোধ হয়, এযুদ্ধে কেবল এক জন-মাত্র রথী ছিল। অতএব আর্য্য! বিবেচনা করিয়া দেখুন, একের অপরাধে বিশ্বসংহার করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা শান্তশীল, সুধার্ম্মিক ও সদ্বিবেচক, তাহাঁরা দোষানুরূপ দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্য! আপনি যখন নিরন্তর লোকের হিতসাধনে নিরত, তখন আপনার স্ত্রীবিনাশে কোন্ দুরাত্মা উৎসাহী হইবে? যেমন ঋত্বিকেরা প্রাণান্তেও কর্ম্মকুশল যজমানের অনিষ্ট চেষ্টা করেন না, তদ্রূপ দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কেহই আপনার অপ্রিয় আচরণ করিতে উৎসাহী হইবেন না। অতএব আর্য্য! একের অপরাধে অপরের অপমান করা মানী লোকের কর্ত্তব্য নহে। শান্ত হউন, এক্ষণে আমার ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া সশরাসনে প্রকৃত শত্রুর অনুসন্ধান করুন। যাবৎ সেই দুরাত্মাকে দেখিতে না পান, তাবৎ সাবধানে সমুদ্র, শৈল, সরোবর, কানন, দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্য-

বেক্ষণ করুন। যদি দেবতারা শান্তভাবে আর্য্যা জানকীরে অর্পণ না করেন, তখন আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই করিবেন। যদি সদ্ব্যবহার, সন্ধি, বিনয় বা নীতিবলে আপনি সেই নিশানাথ-নিভাননাকে না পান, আপনার শাণিত শরজাল তৎকালেই সমুদায় বিশ্ব বিনাশ করিয়া সমুচিত প্রীতিলাভ করিবে।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ এইরূপ নানাপ্রকার সদ্ভাবগর্ভ-বাক্যে রামকে পুনঃ পুনঃ প্রবোধ দিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রবোধ বাকে রামের ক্রোধানল কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু তাঁহার শোকানলের কিছুমাত্র শান্তি হইল না। হইবেই বা কেন? প্রদীপ্ত পাবক রাশিতে জলকণা প্রক্ষেপ কেবল উদ্দীপক মাত্র। রাম সীতার শোকে পুনরায় বিমোহিত, ক্ষীণ ও বিমনায়মান হইয়া অনাথের ন্যায় অনিবার অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ গ্রহণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! শান্ত হউন, অনর্থক আর শোক করিবেন না। অলীক শোক মোহে আপনিও যদি এরূপ কাতর হইয়া পড়েন, তবে সহিষ্ণুতা কি সামান্য অসার লোকে সম্ভবপর হইতে পারে? ভাল আপনিই কেন বিচার করিয়া দেখুন না,

বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে, উহা অগ্নিবৎ স্পর্শ করে, কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার তিরোহিত হয়। ফলতঃ শরীরিগণের পক্ষে উহা যে স্বাভাবিক, তাহা মুক্তকণ্ঠে কে না স্বীকার করিবেন? দেখুন, রাজা যযাতি স্বোপার্জ্জিত পুণ্যের ফলে স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার অধোগতি হইল। আমাদের কুলপুরোহিত ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ দেবের এক শত পুত্র জন্মে, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ এক দিবসেই সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। আর্য্য। দৈবশক্তির এত বড়ই প্রভাব। যিনি জগতের মাতা ও জগতের পূজনীয় নিয়তি প্রভাবে সেই বসুন্ধরা দেবীকেও সময়ে সময়ে কম্পিত হইতে হয়। যাঁহারা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বিশ্বের চক্ষু এবং সকলের আশ্রয়, সেই প্রত্যক্ষদেব, ভগবান্ চন্দ্র সূর্য্যও দৈবপ্রভাবে রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। কি দেব, কি মনুষ্য কি পশুপক্ষী, বিপদ সকলকেই সহ্য করিতে হয়। আমি মহাপুরুষের মুখে শুনিয়াছি, নিয়তি প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব আর্য্য! আপনি আর ব্যাকুল হইবেন না। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া আপনিই আপনাকে প্রবোধ দেন। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতি প্রভাবে আর্য্যা জানকী যদি হৃতা বা মৃতাই হইয়া থাকেন, তজ্জন্য শোকে এত অধীর হওয়া ভবাদৃশ বিজ্ঞগণের কর্ত্তব্য নহে! আর্য্য! বলি, সামান্য

লোকের ন্যায় আপনিও কি এরূপ অচেতন হইয়া পড়িলেন? আপনি ত সামান্য নহেন? সামান্য লোকের ন্যায় শোকে আকুল হওয়া কি আপনার কর্ত্তব্য? যাঁহারা আপনার ন্যায় সমদর্শী ও অনায়াসে তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন, তাঁহারা অতি বিপদ কালেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অজ্ঞানতিমির বিনষ্ট করুন এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যও এখন অবধারণ করুন। যাহা শুভ বা অশুভ, ধীমান্ মহাত্মারা বুদ্ধিবলে সমস্তই অবগত হইয়া থাকেন। যাহার গুণ বা দোষ কিছুই প্রত্যক্ষ নহে, ফলও অনির্ণেয়, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠাণ ব্যতীত সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয় না। আর্য্য! পূর্ব্বে কতবার আপনিই ত আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, আপনিই ত সকলের উপদেষ্টা; এখন আবার আপনাকে কে উপদেশ দিবে? সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও সমর্থ নহেন। আপনার বুদ্ধি অপরিমেয়, উহার ইয়ত্তা করা সহজ ব্যাপার নহে, দেবতারাও কুণ্ঠিত হন। কিন্তু আর্য্য! আপনার যে জ্ঞান, শোকপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, আমি কেবল তাহার উদ্বোধন জন্য কিঞ্চিৎ কহিলাম। আপনি লৌকিক ও অলৌকিক উভয় প্রকার শক্তিই অধিকার করিয়াছেন, প্রার্থনা করি, এক্ষণে তাহাই অবলোকন করিয়া প্রকৃত শত্রুবধে যত্নবান্ হউন। একের অপরাধে বিশ্বসংসার সংহার করা নিতান্ত অবিধেয়, প্রকৃত বৈরনির্য্যাতন করাই বীর পুরুষের কার্য্য।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ এইরূপ সদর্থ সঙ্গত যুক্তিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। সুধীর রামও তদীয় সদ্ভাবগর্ভ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সম্মত হইলেন, এবং ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিয়া বিচিত্র শরাসনে শরীর-ভার অর্পণ পূর্ব্বক কাতর বচনে কহিলেন ;—ভাই! তবে এখন আমরা কি করিব, কোথায় যাইব এবং কি উপায়েই বা জীবিতেশ্বরীর দর্শন পাইব? তাহার অবধারণ কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই স্থানের নাম জনস্থান, এস্থানে অসংখ্য নিশাচরেরা নৈসর্গিক হিংসা দ্বেষাদির প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া দিবানিশি অতিক্রূরভাবে ভ্রমণ করিতেছে। বহুল পাদপ লতায় সমাকীর্ণ থাকায় ইহা এরূপ নিবিড়, যে মাদৃশ লোকের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এস্থানে গিরি, দুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ ও মৃগসঙ্কুল ভয়াবহ গুহাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্থানে স্থানে কিন্নর গন্ধর্ব্বেরাও অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমরা এই সমস্ত স্থান বিশেষ যত্নে অনুসন্ধান করি, যত্ন করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিব। অতএব আর্য্য! আপনি আর অনর্থক শোক করিবেন না, অনর্থক এত অধৈর্য্য হই-

যেন না, ভবাদৃশ গম্ভীরপ্রকৃতি বুদ্ধিমান লোকেরা বিপদাপন্ন হইলেও, সামান্য সমীরণযোগে অচলের ন্যায়, অটলই থাকেন।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। রাম তাঁহার সহিত ঐ সমস্ত বনবিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পর্য্যটন করিয়া দেখিলেন, একস্থানে বিহগরাজ জটায়ু শোণিতলিপ্ত দেহে ধরাতলে পতিত আছেন। তদ্দর্শনে রাম অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বৎস! বুঝি এই দুরাত্মাই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে? এই নৃশংসই আমার জীবিতেশ্বরীর জীবনান্ত করিয়াছে? হা প্রাণেশ্বরি! তোমার কোমলাঙ্গ কি এই বিকটদর্শনের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে? হা কুরঙ্গনয়নে! তোমার সেই মোহিনী মুর্ত্তি, সেই ত্রিলোক বিখ্যাত রূপলাবণ্য, সেই অলোক সামান্য সৌন্দর্য্য রাশি, সেই বিলাস, সেই বিভ্রম, সব কোথায়? তুমি এতকাল একান্ত মনে যাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে, অধুনা সেই আমি, তোমার বিরহে হতচেতন হইয়া দিবানিশি দীন মনে বনে বনে ভ্রমন করিতেছি, একবার দর্শন দিয়া রামের জীবন রক্ষা কর।

এই বলিতে বলিতে রাম সহসা সম্ভূত রোষাবেশে অবশ হইয়া অনুজের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, মায়াবলে পক্ষিরূপে অরণ্যে

ভ্রমণ করিয়া থাকে, বোধ হইতেছে, এই দুরাত্মাই আমার জীবিতেশ্বরীর জীবনহন্তা। এক্ষণে আমি আর প্রতীক্ষা করিতে পারি না; আমি আমার এই প্রকাণ্ড কোদণ্ডে এই দণ্ডেই দুরাত্মাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। প্রাণেশ্বরীর প্রাণহন্তাকে মহাশয্যায় শয়ান দেখিয়া আজ আমার প্রিয়াবিরহ-কাতর চক্ষু কিঞ্চিন্মাত্র শান্তিলাভ করিবে। এই বলিয়া রাম এক বিশাল শরাসনে সুতীক্ষ্ণ শর সন্ধান পূর্ব্বক ক্রোধভরে সসাগরা ধরা প্রকম্পিত করিয়াই যেন দ্রুতপদে পক্ষিরাজের সন্নিধানে গমন করিলেন। তিনি সন্নিহিত হইলে, মুমূর্ষু জটায়ু উত্তপ্ত সফেণ-শোণিত উদ্গার পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে করুণ বচনে কহিতে লাগিলেন; আয়ুষ্মন্! আমি রাক্ষস নহি, আমার নাম জটায়ু। তুমি এই মহারণ্যে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় যাঁহার অনুসন্ধান করিতেছ, পাপৈকব্রত মহাবল রাবণ, আমার প্রাণের সহিত সেই দেবীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রাম! আর কি কহিব, আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না, জানকী একাকিনী ছিলেন, এই অবসরে ঐ দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া অকলঙ্ক কুলে অভিনব কলঙ্করাশি নিক্ষেপ করিয়া কুলপালিনীকে লইয়া যাইতে আমি বৃক্ষোপরি থাকিয়া দেখিতে পাইলাম। দেখিবা মাত্র তাঁহার রক্ষার্থ অমনি সন্নিহিত হইলাম, এবং নিজ শক্তি এভাবে রাবণকে ধরাতলেও ফেলিয়া দিলাম। রাম! এই তাহার শর ও শরাসন পতিত রহিয়াছে, ঐ

সাংগ্রামিক রথ ও ছত্রও চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এই সারথি, পদাঘাতে নিহত করিয়াছি। কিন্তু আয়ুষ্মন্! আমার এত উদ্যম, এত যত্ন, এত প্রয়াস সমুদায় নিষ্ফল হইয়া গেল। দুরাত্মার সহিত ক্রমেই আমার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, বার্দ্ধক্য বশতঃ আমি আর অধিক কাল যুদ্ধ করিতে পারিলাম না, ক্রমশঃ আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, দুরাত্মা এই অবকাশে আমার পক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। রাম! আমি মৃত্যুযাতনায় অধীর হইয়া এতকাল কেবল তোমার প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি, আমা দ্বারা তোমার হিত ভিন্ন অহিত সংঘটিত হয় নাই, অনর্থক আমাকে আর মারিও না।

এই বলিয়া পক্ষিরাজ বিরত হইলেন। জটায়ুমুখে জানকী সংক্রান্ত প্রিয় সংবাদ শুনিয়া রাম দ্বিগুণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং শরাসন বিসর্জন ও অবশ দেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সুধীর লক্ষ্মণও শোকে অধৈর্য্য হইয়া লতা কণ্টক সঙ্কুল পথের এক পার্শ্বে পড়িয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উভয়ের রোদন শব্দে বনবিভাগ যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে রাম উচ্ছলিত শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া করুণ বাক্যে কহিলেন; বৎস!

কেবল মাত্র দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই কি বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাবিয়োগ, পিতা ও পিতৃসখা জটায়ুর নিধন, ভাগ্যে সমস্তই ঘটিল। কিন্তু আমার মৃত্যু হইল না। হায়! আমার সমান পাষাণ হৃদয় আর কে আছে, আমার সমান হতভাগ্য আর কে আছে? এত যাতনা, এত মনোবেদনা ভোগ করিতেছি, কিছুতেই আমার প্রাণান্ত হইল না। আমার জীবিতেশ্বরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দগ্ধজীবন এখনও বহির্গত হইল না। কৈকেয়ি! আপনি এখন নিশ্চিন্ত হউন, সুখে রাজ্য শাসন করুন। প্রিয়াশূন্য অযোধ্যায় আমি আর প্রবেশ করিব না। আমি আজ সাগর সলিলে বা জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করিয়া সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ, সকল যাতনা ও সকল মনোবেদনা বিসর্জন করিব। কিন্তু জননি! আমার দুঃখিনী জননী রহিলেন, তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করে, আমি ভিন্ন তাঁহার আর কেহই নাই। আমিই তাঁহার এক মাত্র সন্তান, দেখিবেন, আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া জননী যেন আত্মঘাতিনী না হন। আর্য্যে! এই আমার শেষ ভিক্ষা, দিনান্তে দাসী বলিয়াও জননীকে একবার সম্বোধন করিবেন, দিনান্তে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে না হয়, ভুক্তাবশিষ্ট অন্নই প্রদান করিবেন, অনাহারে যেন দেহ ত্যাগ না করেন। হা জীবিতেশ্বরি! তুমি এতকাল জীবিতনাথ বলিয়া যাহাকে সম্বোধন করিতে, জীবনান্ত সময়ে

একবার দর্শন দিয়া তাহার জীবন রক্ষা-করা। এই বলিয়া রাম শোকাবেগে মোহিত ও মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অতিকষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাম কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন, ভাই। ভাগ্যে কি এতই দুঃখ ছিল, আমাদের পক্ষাবলম্বন হেতু পক্ষিরাজও ছিন্নপক্ষ হইয়া মুমূর্ষু দশায় ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। এই বলিয়া তিনি, পিতৃনির্ব্বিশেষে পিতৃবয়স্য বিহগরাজের শোণিতাভিষিক্ত সর্ব্বাঙ্গ সাদরে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। এবং "আমার প্রাণসমা প্রেয়সী কোথায় রহিয়াছেন," মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর রাম লোকবৎসল লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! বিহগরাজ আমার হিতার্থ উদ্যত হইয়া সমরে নিশাচর হস্তে নিহত হইলেন। দেখ, ইহাঁর স্বর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, দেহে প্রাণ অল্পমাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইনি মৃত্যুযাতনায় অধৈর্য্য হইয়া বিকল দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন।

এই বলিয়া রাম বিহগরাজকে সম্বোধন করিয়া কহি-

লেন, আর্য্য। যদি বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার শক্তি থাকে, বিশেষ কোন কষ্ট না হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কিরূপে আপনার এমন দুর্দ্দশা ঘটিল। আমি রাবণের এমন কি অপকার করিয়াছিলাম, যে সে আমার হৃদয়াকাশ শূন্য করিয়া নিশানাথ-নিভাননাকে নিতান্ত দুর্ব্বৃত্তের ন্যায় অপহরণ করিল। আহা! পক্ষিরাজ! আমার প্রাণপ্রতিমা জানকী নিশাচরের হস্তগত হইয়া তৎকালে কি কহিয়াছিলেন? তাঁহার সেই সুধাংশুনিন্দিত সুন্দর বদন-মাধুরীই বা তৎকালে কিরূপ ছিল? তাত! রাবণের বল কিরূপ? আকার কি প্রকার? তাহার কার্য্য কি এবং সে কোথায় বাস করে?

তখন ধর্ম্মশীল জটায়ু রাজকুমারকে অনাথবৎ এইরূপ জিজ্ঞাসিতে দেখিয়া অস্ফুট বাক্যে কহিলেন; বৎস! দুরাত্মা দশানন মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দ্দিন সংঘটিত করিয়া আকাশ পথে জানকীরে লইয়া গিয়াছে। আমি বৃদ্ধ হইলেও অনেক কাল তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলাম। চঞ্চুপুটে তাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিলাম, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই আমাকে অবসন্ন হইতে হইল। পরিশেষে আমি নিতান্তই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম; দুরাত্মা ঐ সময়ে আমার পক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাম! আমার প্রাণ এখন কণ্ঠাগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে, ক্রমেই আমার বাক্‌শক্তি অবরোধ হইয়া আসিতেছে। আমি মৃত্যুযাতনায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। আমি আর অধিক কিছু বলিতে পারি-

পায় না। বৎস! নৃশংস নিশাচর যে মুহূর্ত্তে জানকীরে হরণ করে, সেই সময় বিন্দ। উহার প্রভাবে নষ্টধন শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত হয় এবং বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অচিরাৎ শত্রুর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু রাবণ মৃত্যুমোহে পড়িয়া ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। অতএব রাম! জানকীর জন্য দুঃখিত হইও না। যুদ্ধে শত্রুকুল সংহার করিয়া শীঘ্রই তাঁহারে পাইবে। এক্ষণে শোক সংবরণ কর।

মৃতকল্প জটায়ু মৃত্যুযাতনায় কাতর হইয়া এইরূপ কহিতে ছিলেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার মুখ হইতে মাংসের সহিত অনবরত শোণিত উদ্গার হইতে লাগিল। রাবণ বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা, তাহার—এই কথা শেষ হইতে না হইতেই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে "আর্য্য! আর্য্য! তার পর, তার পর" এই বলিয়া অতিব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন। দুর্লভ প্রাণ তৎক্ষণাৎ জটায়ুর দেহ পরিত্যাগ করিল। মস্তক ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। চরণদ্বয় অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অঙ্গ প্রসারণ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন।

সেই পর্ব্বতাকার পক্ষিরাজ জটায়ু কাল ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলে, রাম যারপর নাই দুঃখিত হইয়া করুণ স্বরে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! বিহগরাজ জটায়ু বহুকাল হইতে এই রাক্ষসনিবাস দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া-

ছিলেন, আমার ভাগ্যদোষে আজ তিনিও দেহ ত্যাগ করিলেন।

যিনি অতি প্রাচীন ও সতত উৎসাহী ছিলেন, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ তিনিও কালের শরণাপন্ন হইলেন। লক্ষ্মণ! কাল একান্তই দুর্নিবার, কালসূত্রে সকলকেই আবদ্ধ হইতে হয়। অথবা সর্ব্বথা আমারই দুর্ভাগ্যের পরিণাম। আর্য্য জটায়ু আমার পক্ষাবলম্বী ও জানকীর রক্ষা বিধানার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মহাবল রাবণের দৌরাত্ম্যে তাঁহাকে ছিন্নপক্ষ হইয়া ভূতলশায়ী হইতে হইল। হায়! আমি কি হতভাগ্য, বিহগরাজ কেবল আমার জন্যই এত যাতনা, এত মনোবেদনা ভোগ করিলেন; কেবল আমার নিমিত্তই নিজ সুবিস্তীর্ণ পৈতৃক পক্ষিরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহপাত করিলেন। বৎস! বলিতে কি এই জটায়ুর বিনাশে যেমন আমার ক্লেশ হইতেছে, সীতা হরণেও তাদৃশ হয় নাই। ইনি মহারাজ দশরথের ন্যায় আমার মাননীয় ও পূজনীয়। ভাই! এক্ষণে কাষ্ঠ ভার আহরণ কর, যিনি আমার জন্য বিনষ্ট হইলেন, আমি স্বয়ং বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিব। তাত জটায়ু! যাজ্ঞিকদিগের যে গতি, অতিধার্ম্মিক আহিতাগ্নিদিগের যে গতি, অপরাঙ্মুখ যোদ্ধাদিগের যে গতি এবং ভূমিদাতাদিগের যে গতি, প্রার্থনা করি আপনি অবিলম্বে তাহাই অধিকার করুন। তাত! আমি স্বয়ং আপনার অগ্নিসংস্কার করিতেছি, আপনি উৎকৃষ্ট

লোকে গমন করুন। এই বলিয়া রাম স্বজনবৎ পক্ষিরাজ জটায়ূকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপণ পূর্ব্বক যথাবিধি দাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দাহান্তে তিনি অনুজের সহিত বনপ্রবেশ করিয়া স্থূলাকার মৃগ সকল সংহার পূর্ব্বক তৃণময় আস্তরণে জটায়ূর পিণ্ডদান করিলেন। এবং ঐ সমস্ত মৃগমাংস উদ্ধার ও তদ্দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তৃণশ্যামল রমণীয় ভূভাগে পক্ষিদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা প্রেতোদ্দেশে যে সকল মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, জটায়ূর নিমিত্ত সেই সমুদায় স্বর্গসাধনের মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত স্রোতস্বতী গোদাবরীতে স্নান করিয়া শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহার তর্পণও করিলেন। পক্ষিরাজ জটায়ু অতি দুষ্কর ও যশস্কর কার্য্য করিয়া রাক্ষস হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিকল্প সুধার্ম্মিক রাম যথাবিধি অগ্নিসংস্কার করাতে অতি পবিত্র গতি লাভ করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া শর, শরাসন ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণার্থ নৈঋত দিকে যাত্রা করিলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া,

এক জনসঞ্চার-শূন্য দুর্গম পথে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ স্থান তরু লতা গুল্ম আচ্ছন্ন, একান্ত গহন ও নিতান্ত ঘোরদর্শন। উভয় ভ্রাতা দ্রুতপদে সেই ভীষণ পথ অতিক্রম করিলেন। এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমন পূর্ব্বক দুর্গম ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ অরণ্য নিবিড় নীরদখণ্ডের ন্যায় নীলবর্ণ এবং বিবিধ পুষ্পিত পাদপে ও মৃগপক্ষিগণে পরিপূর্ণ। দেখিলে বোধ হয় বনবিভাগ যেন হর্ষভরে সম্যক্ বিকসিত হইয়া আছে। উভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরম যত্নে জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাঁর শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া শূন্য নয়নে ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তিন ক্রোশ গিয়া পথিমধ্যে ভীষণ মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে বিবিধ বর্ণের পাদপশ্রেণী নিবিড় ভাবে শোভা পাইতেছে এবং হিংস্র মৃগ ও পক্ষিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। উভয় ভ্রাতা সেই মতঙ্গাশ্রমে জানকীর অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক স্থানে পাতালবৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন সুগভীর একটী গিরিগহ্বর রহিয়াছে। উভয়ে সেই গিরিগহ্বরের সন্নিহিত হইয়া, অদূরে এক বিকটদর্শন বিকৃতবদন রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ নিশাচরীর আকার অতিশয় দীর্ঘ, উদর লম্বমান, কেশ আলুলায়িত, দন্ত নিতান্ত তীক্ষ্ণ ও ত্বক্ একান্ত কর্কশ। মূর্ত্তি এরূপ ভয়া-

হয়, যে দর্শনমাত্র ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বলেরা অতিমাত্র ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে। রাক্ষসী প্রমত্ত মৃগমাতঙ্গ আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে করিতে উঁহাদের সন্নিহিত হইল, এবং অগ্রবর্ত্তী লক্ষ্মণের রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া সহাস্য বদনে কহিতে লাগিল, পুরুষোত্তম! একি! তোমার এমন রূপ, এরূপে এরূপ ক্লেশকর কার্য্য কি তোমার সাজে? তুমি যুবা, আমি যুবতি; তুমি সুন্দর, আমি সুন্দরী; তুমি কামুক, আমি কামিনী; সুতরাং তোমার যেরূপ মনোহর রূপ, আমি সর্ব্বাংশেই তোমার অনুরূপ। অতএব আইস, আমরা এখন বিহার করি; এই বলিয়া রাক্ষসী লক্ষ্মণকে গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিল, কহিল; আমার নাম অয়োমুখী, আজ হইতে তুমি আমার প্রিয়তম পতি এবং আমিও তোমার প্রণয়ানুরাগিনী রমণী হইলাম। নাথ! এখন আমরা দুই জনে পরম সুখে চিরজীবন গিরিদুর্গে ও নদীতীরে বিহার করিব।

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই প্রগল্ভ বাক্য শুনিয়া যারপর নাই কুপিত হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ নিশাচরীর নাশা কর্ণ ও স্তন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নিশাচরী ছিন্ননাশা, ছিন্নকর্ণা ও ছিন্নস্তনা হইবামাত্র অতিমাত্র শঙ্কিতা হইয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতপদে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর উভয় ভ্রাতা তথা হইতে মহাসাহসে কিয়দ্দূর গিয়া এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ বনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র লক্ষ্মণ কহিলেন; আর্য্য। একি! আজ অকস্মাৎ আমার বাম বাহু আবার স্পন্দিত হইতেছে কেন? আমার মন প্রাণ আজ এত ব্যাকুল হইতেছে কেন? এ আবার কি। আমি চতুর্দ্দিক্ আজ সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিতেছি কেন? আর্য্য। সাবধান, সজ্জিত হউন আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। কুলক্ষণ দেখিলে অবশ্যই কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আর্য্য! ঐ দারুণ বঞ্জুলক পক্ষী ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, ইহাতে বোধ হয় যুদ্ধে আমরাই জয়শ্রী লাভ করিব।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন পূর্ব্বক সীতান্বেষণার্থ অরণ্যের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী ভয়াবহ নিনাদ উত্থিত হইল। ঐ ভীষণ শব্দে সমস্ত বনবিভাগ যেন ভগ্ন ও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন বনপ্রদেশ সর্ব্বথা বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিবামাত্র উভয় ভ্রাতা অসিলতা গ্রহণ পূর্ব্বক উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, দেখিলেন, সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড রাক্ষস; উহার বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই। উদরে মুখ, ললাটে একমাত্র চক্ষু। চক্ষের পক্ষগুলি অতি বৃহৎ, পিঙ্গল, স্থূল, ঘোর ও দীর্ঘ এবং উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। ঐ নিশাচরের বর্ণ নিবিড় নীরদখণ্ডের

ন্যায় নীল, দেহ ক্রোশ প্রমাণ, দংষ্ট্রা বিকট, জিহ্বা লোল পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। এবং সুতীক্ষ্ণ রোমরাজি দ্বারা পরিব্যাপ্ত; হস্ত এক যোজন বিস্তৃত ও অতিভীষণ। সেই মেঘসঙ্কাশ নিশাচর মেঘবৎ গর্জ্জন পূর্ব্বক উহা অনবরত নিক্ষেপ করিতেছে, কখন ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পূর্ব্বক সিংহ, ভল্লুক, মৃগ ও পক্ষী ভক্ষণ, কখন যুথপতিদিগকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ এবং কখন বা সুদূরে অপসারিত করিতেছে। রাক্ষস, রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া পথ অবরোধ করিয়া রহিল। রাম লক্ষ্মণও তাহার সেই ভীম মূর্ত্তি অবলোকন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দাড়াইলেন।

অনন্তর ঐ ভীমবল নিশাচর নৈসর্গিক হিংসা প্রভাবে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক উহাঁদিগকে উৎপীড়ন করিয়া ধরিল। তৎকালে ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে সুদৃঢ় অসি ও শরাসন ছিল; কিন্তু থাকিলেও রাক্ষসী শক্তিতে তাঁহারা বেগে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম ত্রিলোকবিজয়ী, সুতরাং সামান্য রাক্ষসের হস্তে কেনই বা ভীত হইবেন। লক্ষ্মণ অল্পবয়স্ক, তাঁহার ধৈর্য্যও অপেক্ষাকৃত ন্যূন; সুতরাং তিনি তৎকালে কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন, কহিলেন, আর্য্য! আমি রাক্ষসের হস্তে অতিশয় অবশ হইয়া পড়িয়াছি, দেখিয়াও আপনি ইহার প্রতীকার করিলেন না? ভাল নাই করিলেন, এক্ষণে আমাকে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন এবং আর্য্যা জানকী সহ সানন্দে রাজ-

ধানীতে প্রস্থান করুন। কিন্তু আর্য্য! এই আমার শেষ প্রার্থনা, পৈতৃক সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া যখন রাজাসনে আসীন হইবেন, তখন নিজ দাস বলিয়া এক এক বার আমায় স্মরণ করিবেন।

লক্ষ্মণ ভয়-বিলোপীকৃত তরুণ বুদ্ধির প্রভাবে এই রূপ কহিলে, রাম কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস! ছি ছি! সামান্য রাক্ষস হইতে এত ভীত হইতেছ কেন? তোমার ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি লোকেরাও যদি সামান্য বিপদে এরূপ অভিভূত হয়, তাহা হইলে, অবিচলিত মতিত্ব যে কেবল কথামাত্রেই পরিণত হয়। ধৈর্য্যাবলম্বন কর, বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই ভাবী প্রতিকারের অঙ্কুর।

এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণকে অভয় দিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ বলগর্ব্বিত কবন্ধ জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? কি কারণে এই জনশূন্য ভয়াবহ অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছ? তোমরা ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ দ্বারা যেন তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ, তোমাদের স্কন্ধও আবার বৃষের ন্যায়ই উন্নত। তোমাদের এখানে প্রয়োজন কি? আজ বুঝি দৈব আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। তোমরাও এই বন প্রদেশে আসিয়াছ, দৈবগত্যা আমারও চক্ষে পড়িয়াছ, তাহাতে আবার আমিও আজ ক্ষুধাতুর; সুতরাং আজ তোমাদের সর্ব্বথা বিপদ। বলিতে কি, আজ বুঝি তোমাদিগকে জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তখন রাম ঐ দুর্ব্বৃত্ত কবন্ধের এই প্রগল্‌ভ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস। বিধাতা কত ক্লেশই যে আমাদের দগ্ধ ললাটে লিখিয়াছেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। এই আমরা জানকীর জন্য বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি, আবার কি প্রাণ সঙ্কটে পড়িলাম। এখন কি প্রাণ পর্য্যন্তও এই রাক্ষসের হস্তে বিসর্জ্জন করিতে হইবে? হায়। দৈবের বল কি দুর্নিবার। উহার অসাধ্য আর কিছুই নাই। যখন আমরাও দুঃখে এই রূপ অভিভূত হইলাম, তখন উহার প্রভাবে মহাসাগরও শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে, চন্দ্র সূর্য্যেরও অধঃপতন সম্ভবে এবং রণপণ্ডিত বীর পুরুষেরাও, সাগরে সিকতাময় সেতুর ন্যায় সংগ্রামে সহজেই অবসন্ন হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। রাম এই বলিয়া নিজ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর ঐ মহাবল কবন্ধ, নিজ বাহুপাশ-বেষ্টিত রাজকুমারদিগের প্রতি আরক্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তোমরা কি আজ আমার ক্ষুধার শান্তি বিধান করিবে? আমি অনেক দিন নরশোণিত পান করি নাই। আজ কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইব। তোমরা দুটিই যুবা, যুবা পুরুষের মাংস পাইলে, বলিতে কি আমি সুধাকেও তিরস্কার করিয়া থাকি।

এই বলিয়া কবন্ধ কিছুকাল অট্টহাস্য করিয়া আবার কহিল, অহো! আজ বড় সুখের দিন! আজ বিধাতা অনুকূল হইয়া আমার আহারার্থই তোমাদিগকে আনিয়া দিয়াছেন। আজ আমি সুখে নরমাংস ভোজন করিব এবং তোমাদের উভয়কে আহার করিলে, বোধ হয়, আজ কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তও হইতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ ভীত হইয়াও বিক্রম প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া বীরোচিত বাক্যে রামকে কহিতে লাগিলেন; আর্য্য! তবে আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? দেখুন, এই ক্ষুদ্র নিশাচর সমস্ত লোক নিরস্ত করিয়াই যেন আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব আসুন, আমরা আর শৈথিল্য না করিয়া খড়্গাঘাতে শীঘ্রই ইহার প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলি। কিন্তু ইহাকে সর্ব্বথা বিনাশ করা হইবে না, কারণ দেখিতেছি, ইহার বাহুবলই বল। অস্ত্রপ্রয়োগে যাহার সামর্থ্য নাই, যজ্ঞার্থোপনীত পশুবৎ তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত গর্হিত। সুতরাং ইহাকে একেবারে মৃতুমুখে না ফেলিয়া বরং মৃত্যুবৎ উৎপীড়ন করা যাউক।

তখন ঐ মহাবল কবন্ধ উঁহাদের এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উঁহাদিগকে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিল। ঐ সময় মহাবীর রাম উহার দক্ষিণে এবং লক্ষ্মণ উহার বাম দিকে ছিলেন। রাক্ষস দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আক্রমণ করিবার উপক্রম করিবামাত্র উভয়ে খড়্গ দ্বারা

উহার উভয় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কবন্ধ ছিন্নবাহু হইবামাত্র মেঘবৎ গভীর গর্জ্জনে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া শোণিতলিপ্ত দেহে ধরাতলে পতিত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে জিজ্ঞাসিল; অহো! তোমরা কে? তোমাদের বীরতা দেখিয়া আমি যে কতদূর বিস্ময়াপন্ন হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আমি কতশত বীর দেখিয়াছি, কিন্তু তোমাদের ন্যায় বীর্য্যবান্ পুরুষ আর নেত্রগোচর করি নাই। শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষস। ইনি ইক্ষাকুবংশীয় রাম; আমি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। বিমাতা কৈকেয়ীর হিতার্থ এই দেবপ্রভাব সাম্রাজ্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনবাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি নির্জ্জন বাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে এক দুষ্ট নিশাচর আসিয়া ইঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। রাক্ষস! আমরা তাঁহারই অন্বেষণার্থ এ স্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ বক্ষে নিহত, জঙ্ঘাও ভগ্ন। তুমি কি জন্য কবন্ধবৎ বনে ভ্রমণ করিতেছ? আনুপূর্ব্বিক কহিয়া আমাদের কৌতূহল দূর কর।

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করিয়া অতিমাত্র প্রীতি সহকারে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিল; অহো! আজ আমি ভাগ্যবলে আপনাদের শুভ দর্শন পাইলাম, আজ ভাগ্যবলেই আমার বাহুদ্বয় ছিন্ন হইয়া পড়িল।

রাজকুমার! নিজের অবিনয়ে আমি রূপকে যে রূপে বিকৃত করিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

একোসপ্ততিতম অধ্যায়।

রাম। যেমন ইন্দ্র চন্দ্র ও সূর্য্যের রূপ অতিশয় বিখ্যাত, পূর্ব্বে আমিও ঐ রূপ ত্রিলোক প্রসিদ্ধ অচিন্তনীয় রূপ লাবণ্যে বিভূষিত ছিলাম। কিন্তু নিজ ঔদ্ধত্য বশতঃ আমি রাক্ষসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঋষিদিগের কোমলান্তঃকরণে ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতাম। একদা স্থূলশিরা নামে এক মহর্ষি আরণ্য ফলমূল আহরণ করিতেছিলেন, ঐ সময়ে আমি নিশাচরী মূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তথায় গিয়া ফলমূল সমস্তই কাড়িয়া লইলাম। তদ্দর্শনে মুনি যারপর নাই কুপিত হইলেন, এবং আমাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন; রে দুর্ব্বৃত্ত! কেবল বন্য ফলমূল মাত্র আহরণ করিয়া আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, যখন তুই আমাদেরও ভক্ষ্য কাড়িয়া লইলি, তখন তোর এই আকার এই রূপেই ঘৃণিত ও ক্রূর হইয়া থাকিবে। এই বলিয়া মহর্ষি মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর আমি, অপরাধকৃত পাপের শান্তি জন্য বারংবার প্রার্থনা করিলে, মুনিবর কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আমাকে

কহিলেন; আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কোন মতেই অন্যথাভূত হইবে না। কিন্তু আমি এই মাত্র অনুগ্রহ করিলাম; ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথাত্মজ রাম, তোমার এই বিশাল বাহুদ্বয় ছিন্ন করিয়া নির্জন বনে যখন তোমাকে দগ্ধ করিবেন, তখনই তুমি নিজ রমণীয় মূর্ত্তি অধিকার করিবে। লক্ষ্মণ! আমি শ্রীনামক দানবের আত্মজ, আমার নাম দনু! এক্ষণে আমার যে আকার নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইহা সংগ্রামে ইন্দ্রের শাপ প্রভাবে ঘটিয়াছে। আনুপূর্ব্বিক তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

আমি এক সময়ে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা যথোচিত পরিতোষ লাভ করিয়া আমাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। তন্নিবন্ধন আমিও গর্ব্বিত হইয়া উঠিলাম। মনে করিলাম, আমার যখন দীর্ঘায়ু লাভ হইল, তখন আর ইন্দ্রকেই বা আমার ভয় কি? অনন্তর আমি এইরূপ অবধারণ করিয়া এক দিন ইন্দ্রদেবকে যুদ্ধে আক্রমণ করিলাম; কিন্তু আক্রমণ করিবামাত্র তিনি শত বার বজ্র দ্বারা আমার ঊরু ও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তখন আমি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম, তিনি কথঞ্চিৎ প্রীত হইয়া আমায় বধ করিলেন না, কহিলেন, পিতামহ যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়াই থাকিবে। তখন আমি কহিলাম, দেবরাজ! আপনি বজ্র দ্বারা আমার ঊরু ও মস্তক ভগ্ন

করিয়া দিলেন, আমি অনাহারে থাকিয়া কিরূপে দীর্ঘ-কাল জীবন ধারণ করিব।

অনন্তর ইন্দ্রদেব আমার অনুনয়ে প্রসন্ন হইয়া আমার যোজন প্রমাণ দুই বাহু ও উদরে তীক্ষ্ণদশন বদন সংযোজিত করিয়া দিলেন; কহিলেন, যখন রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে তোমার বাহুচ্ছেদন করিবেন, তখনই তুমি পুনরায় স্বর্গলাভ করিতে পারিবে। রাজকুমার! আমি সেই হইতে এই স্থানে বাস করিতেছি। আমি আমার এই বিশাল বাহু দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রভৃতি বনচারী জীবজন্তুগণকে চতুর্দ্দিক হইতে আহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তাত! এখন আমি এই দেহে এই কানন মধ্যে যাহা দেখি, পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া তাহাই গ্রহণ করি। ভাবিয়াছি, মহাজনের বাক্য কখন নিষ্ফল হইবে না, রাম এক সময়ে অবশ্যই আমার হস্তে পড়িবেন, এবং আমার এই পাপ দেহও বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। বীর! আপনি সেই আশ্রিতবৎসল রাম, আমি সেই ঘৃণিতকর্ম্মা দনু। মহর্ষি স্থূলশিরা আমায় কহিয়াছিলেন, রাম ব্যতীত আর কেহই তোমার বিনাশে সমর্থ হইবেন না। বস্তুতঃ তাহাই সত্য হইল। আমি এক্ষণে শরণাগত, আপনি শরণাগতবৎসল, কৃপা করিয়া আমার অগ্নিসংস্কার করিলে, আমি পূর্ব্বতন শরীর লাভ করিতে পারি। রাম আমা হইতেই বিপৎপ্রতিকারী মিত্রও লাভ করিবেন। আমার মনোরথ সফল করুন।

অনন্তর রাম দস্যুর মুখে এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া ভ্রাতৃসমক্ষে সকরুণে কহিতে লাগিলেন; কবন্ধ। আমি কোন কারণ বশতঃ জানকীরে একাকিনী রাখিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলাম, লক্ষ্মণও আমার অনুসরণার্থ নিক্রান্ত হইয়াছিলেন। ঐ অবকাশে রাবণ অক্লেশে আমার জীবনসর্ব্বস্ব জানকীরে হরণ করিয়াছে। আমি জটায়ু মুখে দুরাত্মার নামমাত্র কেবল শ্রুত আছি। এতদ্ভিন্ন তাহার রূপ, বয়স, নিবাস ও প্রভাব কিছুমাত্র জানি না। রূপে কি সেই পামরের অনুসন্ধান পাইব, কিরূপেই বা জীবিতেশ্বরীর উদ্ধার সাধন করিব, ভাবিয়া আমরা দিবানিশি কেবল নয়নজলে ভাসিতেছি এবং নিরাশ্রয় ও নিতান্ত কাতর হইয়া বনে বনে এইরূপে পর্য্যটন করিতেছি। কবন্ধ। আমরা পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত, জানি না সেই ব্রতবিদ্বেষী আমাদের সহিত শত্রুতা স্থাপন করিয়া কতই আনন্দ লাভ করিয়াছে। বীর! আমরা নিরাশ্রয়, এই নির্জন কাননে আমাদের আর আশ্রয় কে আছে? এক্ষণে তুমিই আমাদের প্রতি যথোচিত কৃপা কর, আমরা এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া, করিশুণ্ড-ভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক তোমায় দগ্ধ করিব। অনুগ্রহ করিয়া বল, কোন্ ব্যক্তি কোথায় আমার জীবিতেশ্বরীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল? যদি যথার্থই জান, তবে আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বলিয়া আমার জীবন রক্ষা কর।

তখন বচনচতুর দনু বক্তা রামকে কহিল, রাজকুমার!

আমি জানকীরে জানি না, আমার আর সে দিব্য জ্ঞান নাই। দেহান্তে আমি যখন পবিত্র শরীর অধিকার করিব এবং আমার সেই শাপবিনষ্ট দিব্য জ্ঞান যখন আমি পুনর্ব্বার লাভ করিব। জানকী সংক্রান্ত হিতাহিত কর্ত্তব্য তখনই আপনার নিকট কহিব। রাম! শাপবলে আমি জ্ঞানশূন্য হইয়াছি, আমি নিজের দোষেই এই ঘৃণিত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নীচবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বনে পর্য্যটন করিতেছি। সুতরাং কোন্ মহাবীর্য্য নীচাশয় নিশাচর নিতান্ত ঘৃণিত বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক যে আপনার জানকীরে অপহরণ করিয়াছে, আমার এই পাপদেহ দগ্ধ না হইলে, আমি কোন মতেই তাহার অবধারণ করিতে পারিব না। অতএব হে শরণাগতবৎসল দয়াময় রাম! সূর্য্যদেব শ্রান্তবাহনে যাবৎ অস্তাচল-শিখরে অধিরোহণ না করিতেছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অবসরেই আমার এই পাপশরীর বিবরে নিক্ষেপ করিয়া বিধিপূর্ব্বক দগ্ধ করুন। রাজকুমার! যিনি সেই ব্রতবিদ্বেষী রাক্ষসের পরিচয় অবগত আছেন, দেহান্তে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া, আমি তাঁহার উল্লেখ করিয়া দিব। আপনি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবেন। তিনি ন্যায়পর, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহা হইতেই বিশেষ সাহায্য পাইবেন। তিনি ত্রিলোকজ্ঞ, ত্রিলোকে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। এক সময়ে কোন কারণ বশতঃ তিনি সমস্ত লোকই পর্য্যটন করিয়াছিলেন। পুরু-

ষোত্তম! আর বিলম্ব করিবেন না, এই পাপ শরীর-ভার বহন করিয়া আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অতিশীঘ্র আমায় পরিত্রাণ করুন। আমা হইতে আপনার কদাচ অনিষ্ট হইবে না। এই বলিয়া কবন্ধ মৌনাবলম্বন করিল, রামও তথাস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর পর্ব্বতোপরি একটী গর্ত্তে চিতা প্রস্তুত হইল। মহাবীর লক্ষ্মণ জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া দিলে, ঐ চিতা চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিল। কবন্ধের মেদপূর্ণ প্রকাণ্ড দেহ তন্মধ্যে দগ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে ঐ জ্বলন্ত চিতা হইতে দ্বিতীয় বহ্নিবৎ প্রদীপ্তদেহ মহাবল কবন্ধ উত্থিত হইল। তাহার পরিধান নির্ম্মল বস্ত্র, গলে উৎকৃষ্ট দিব্য মাল্য দুলিতেছে এবং সর্ব্বাঙ্গে মহামুল্য অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। কবন্ধ ঐ প্রজ্ব-লিত চিতা হইতে উত্থিত হইয়া হংসযোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেহপ্রভায় দশদিক সুশোভিত করিয়া তুলিল এবং অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া মৃদুবাক্যে রামকে কহিতে লাগিল, পুরুষোত্তম! আপনি যেরূপে জানকীরে প্রাপ্ত হইবেন, কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ

করুন। এই জীবলোকে সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টীমাত্র কার্য্যসাধনের উপায় নির্দ্ধারিত আছে। লোকে এই ছয়টী উপায় অবলম্বন করিয়া যথাযোগ্য প্রয়োগ দ্বারা আপনার শুভাশুভ বিচার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুঃস্থ, দুঃস্থের সংসর্গ করা তাহার নিতান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে আপনিও অনুজের সহিত দুর্দ্দশাপন্ন; সুতরাং নিতান্ত হীন হইয়াছেন। এজন্য ভার্য্যাহরণ-রূপ অসহনীয় ক্লেশ পরম্পরাও সহিতেছেন। অতএব এমন সময়ে কোন বিপন্ন লোকের সহিত আপনার মিত্রতা স্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন আপনার কার্য্য সিদ্ধির অন্য উপায় আর দেখিতেছি না। রাজকুমার। যে লোকের সহিত মিত্রতা করিবেন, আমি তাহাও কহিতেছি, মনোযোগ করুন।

সুগ্রীব নামে কোন এক নীতিপরায়ণ মহাবীর বানর আছেন। ইন্দ্রতনয় মহাবল বালি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ঐ বালি রাজ্যের জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সুগ্রীব পম্পার উপকূলবর্ত্তী ঋষ্যমূক পর্ব্বতে চারিটী বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি অতি বিনীত, বুদ্ধিমান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুধীর ও দক্ষ। তাঁহার কান্তি অপরিচ্ছিন্ন। এক্ষণে সেই মহাবল সুগ্রীবই সীতার অন্বেষণে আপনার সহায় ও মিত্র হইবেন। আর্য্য! আর শোক করিবেন না; কাল নিতান্তই দুর্নি-বার। যাহা হইবার, হইয়াছে, তজ্জন্য অনর্থক শোকাভি-

ভূত হওয়া ভবাদৃশ বিচক্ষণের কার্য্য নহে। রোদন করিলেই যদি বিপদের প্রতীকার করা হইত, তবে না হয় উভয় ভ্রাতা নির্জ্জনে বসিয়া দিবানিশি রোদনই করিতেন।

রাম! বিপদের প্রতীকার চিন্তা না করিয়া শোকাভিভূত হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। বুদ্ধিমান্ লোকেরা শোকে এরূপ অবসন্ন হইয়া প্রকৃত কার্য্যে কদাচ ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন না। আপনি বুদ্ধিমান্ ও সুবোধ হইয়াও যে শোকে এরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, দূরদর্শী হইয়াও যে অদূরদর্শীর ন্যায় নিজ প্রজ্ঞাশক্তিকে শোকান্ধকারে এইরূপ মলিন করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে আমি নিতান্তই বিস্ময়াপন্ন হইলাম! যাহা হউক, রঘুবর! এখন শোক সংবরণ করুন, প্রকৃত কার্য্যের অনুসরণার্থ অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করুন এবং অনিষ্ট পরিহারার্থ অগ্নিসাক্ষী করিয়া অবিলম্বে সেই কপীশ্বরের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করুন। বানর বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা অনাদর করিবেন না। তিনি কৃতজ্ঞ, কামরূপী ও সহায়ার্থী। আপনা হইতে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য হইবে; না হইলেও তিনি আপনার কার্য্যে কদাচ উদাসীন থাকিবেন না। রঘুবীর! এক্ষণে বালির সহিত সুগ্রীবের বিলক্ষণ শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সেই বালির ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পম্পাতটে পর্য্যটন করিতেছেন। আপনাকে মিত্ররূপে লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা থাকিবে না।

আর্য্য! তবে আর বিলম্ব করিবেন না, ত্বরায় গিয়া অগ্নি সমক্ষে অস্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক সত্যবন্ধনে সেই সত্যপরায়ণ বনচরের সহিত সখ্যভাব করুন। তিনি বহুদর্শিতা বলে রাক্ষস নিবাস সমস্তই অবগত আছেন। ত্রিলোকে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। যাবৎ সূর্য্যদেব উত্তাপ দান করেন, ততদূর পর্য্যন্ত তিনি বানরগণের সহিত নদী, পর্ব্বত, গিরিদুর্গ ও গহ্বরে আর্য্যা জানকীর সন্ধান করিবেন। সীতা আপনার বিরহে রাক্ষসগৃহে দিবানিশি নয়নজলে ভাসিতেছেন, সুগ্রীব প্রাণপণে তাঁহার উদ্ধার সাধনে যত্ন পাইবেন এবং এই উপলক্ষে অনেকানেক বানরদিগকেও নানাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন। জানকী সুমেরু-শিখরে বা পাতালতলেই থাকুন, সেই কৃতজ্ঞ কপীশ্বর, রাক্ষসকুল বিনাশ করিয়া তাহাকে অবশ্যই আপনার হস্তে অর্পণ করিবেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

কবন্ধ এইরূপে সীতার অন্বেষণোপায় নির্দ্ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল; রাম! যথায় জম্বু, প্রিয়াল, পনস, তিন্দুক, অশ্বত্থ, বট, কর্ণিকার ও রসাল চ্যূতলতিকা প্রভৃতি পুষ্পিত পাদপশ্রেণী পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই সুরম্য ঋষ্যমুক পর্ব্বতে যাইবার এই

এক উৎকৃষ্ট পথ। ঐ পথের উভয় পার্শ্বে কুসুমিত কদম্ব, করবীর, নাগকেশর, নক্তমাল্য, নীল, অশোক, তিলক, রক্তচন্দন, অগ্নিমুখ্য, ধব ও মন্দার বৃক্ষ সকল শোভা পাইছে। আপনারা ঐ সমস্ত পরম রমণীয় পাদপে আরোহণ অথবা তাহাদের শাখা ভূমিতে বেগে আনমিত করিয়া সুধারসাঞ্চিত সুভক্ষ্য ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক সুখে গমন করিবেন। পরে ঐ সুরম্য কানন অতিক্রম করিয়া নন্দন কাননের ন্যায় অতিশয় রমণীয় অন্য এক অরণ্যে প্রবেশ করিবেন। যেমন যক্ষরাজ কুবেরের চৈত্ররথ কাননে সর্ব্বদা সকল ঋতুই সমভাবে বিরাজ করিতেছে, সে বনের শোভাও অবিকল সেইরূপ। তত্রত্য পাদপ শ্রেণী সজল জলদাবলী ও দূরস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় নীলিমায় ঘনীভূত, শাখা প্রশাখায় পরিশোভিত ও ফলভরে নিরন্ত আনমিত রহিয়াছে। অনুজ লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা তাহাদের শাখা ভূমিতে আনমিত করিয়া আপনাকে উপাদেয় ফল প্রদান করিবেন। আপনারা এইরূপে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত, বন হইতে উপবন পর্য্যটন পূর্ব্বক পম্পা সরোবরে উপনীত হইবেন। ঐ সরোবর কর্করশূন্য, বালুকাকীর্ণ, অপিচ্ছল ও শৈবালবিহীন। উহার সোপান অতিশয় সমান। উহাতে রক্ত ও শ্বেত শতদল সকল অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। চতুঃপার্শ্বে মণ্ডূক, ক্রৌঞ্চ ও কুরঙ্গগণ মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। ঐ জলমধ্যে হংসগণ হংসী সহ

সাদরে জলকেলী করিতেছে; সমস্ত বিহঙ্গ, বধ কাহাকে বলে জানে না এবং মনুষ্য দেখিলেও ভীত হয় না। আপনারা গিয়া সেই পম্পাবিহারী ঘৃতপিণ্ডাকার স্থূল পক্ষিগণকে পরম সুখে ভক্ষণ করিবেন। ঐ সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পুষ্প ও উৎকৃষ্ট রোহিত এবং চক্রতুণ্ড মৎস্য আছে। আপনার সেবানুরাগী লক্ষ্মণ বাণাঘাতে তৎসমুদায় সংহার করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক শূল্যপক্ব করিয়া আহারার্থ আপনাকে আনিয়া দিবেন। পম্পার জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, পদ্মগন্ধ, নির্ম্মল, সুখসেব্য, শীতল ও পথ্য; আপনি মৎস্য ভক্ষণ করিলে, লক্ষ্মণ পানার্থ সাদরে পদ্মদলে সেই জল আনয়ন করিবেন। ঐ স্থানে গিরিগহ্বরশায়ী বনচারী অনেকানেক বন্য বরাহ জল লোভে উপস্থিত হয়, এবং তথায় পরম সুখে পিপাসা শান্তি করিয়া, বৃষের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। সায়াহ্নে বিচরণ কালে লক্ষ্মণ তৎসমুদায়ও আপনাকে দেখাইবেন। রাজকুমার! সেই সমুদায় পুষ্পিত পাদপ শ্রেণী ও সরোজদল-সমলঙ্কৃত পম্পার সেই নির্ম্মল জল দেখিয়া আপনি অবশ্যই বীতশোক হইবেন। তথায় তিলক ও নক্তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পভরে আনমিত হইয়া শোভা পাইতেছে এবং রক্ত ও শ্বেত শতদল সকল বিকশিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুগন্ধ কুসুমরাজি চয়ন করে, তথায় এমন লোক আর কেহই নাই এবং তাপসগণের তাপসী শক্তি প্রভাবে ঐ সমুদায় কখন ম্লান বা বিশীর্ণও

হয় না। মহর্ষি মতঙ্গের শিষ্যেরা ঐ বনে বাস করিতেন, তাঁহারা গুরুর জন্য নিত্য নিত্য বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া দিতেন। ঐ ফলমূল বহনশ্রমে তৎকালে তাঁহাদের দেহ হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু ভূমিতে পড়িত, তাপসী শক্তি প্রভাবে তাহাও পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল, ঐ সকল তাপসেরা যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু শবরী নামে এক সাধুশীলা তাপসী এখন পর্য্যন্তও তথায় অবস্থান করিতেছেন, ঐ ধর্ম্মানুরাগিণী শবরী চিরজীবিনী, উঁহাদের পরিচারিকা ছিলেন। রঘুবর! আপনি ত্রিলোক পূজ্য ও দেবপ্রভাব; তথায় গমন করিলে, তাপসী আপনার শুভ দর্শন লাভ করিয়া নিঃসন্দেহ স্বর্গারোহণ করিবেন।

রাজকুমার। আপনি সেই সুখময়ী পম্পার পশ্চিমতীর ধরিয়া মহর্ষি মতঙ্গের তপোবনে গমন করিবেন। ঐ তপোবন দেখিতে অতিশয় রমণীয় ও অনির্ব্বচনীয়সুখপ্রদ। মহর্ষির তপঃপ্রভাবে মাতঙ্গেরা এখন পর্য্যন্তও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। রঘুবীর! ঋষিবর মতঙ্গ বহুকাল তপঃসাধন করিয়া ঐ বনবিভাগ স্বনামে প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাবধিও মতঙ্গবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। আপনি তথায় গিয়া মধুরকণ্ঠ পক্ষিকুলের কলনিনাদ কর্ণগোচর করিলে এবং আশ্রমের অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিলে, যারপর নাই প্রীত ও পরিতৃপ্ত হইবেন। আর তথায় গিয়া তৎসমুদায়

দেখিলে শুনিলে, উপস্থিত শোকাবেগেরও অপেক্ষাকৃত লাঘব হইবার সম্ভাবনা। ঐ পম্পার অদূরেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। তথায় বহুবিধ পুষ্পিত পাদপশ্রেণী অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। শিশুসর্পে সর্ব্বদা সমাকীর্ণ থাকায় ঐ সকল বৃক্ষে কেহ আরোহণ করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে, সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করেন। পুরুষোত্তম! উহার দানশক্তি শুনিলে নিতান্তই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন। কেহ উহার শিখরে শয়ন করিয়া স্বপ্নযোগে যত ধন পায়, জাগ্রৎ অবস্থায়ও তত গুলিই অধিকার করে। আর যদি কোন দুরাচার ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করে, নিদ্রিত হইলে, রাক্ষসেরা আসিয়া সেই স্থানেই তাহাকে লইয়া প্রহার করিয়া থাকে। মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রমবিহারী যে সকল শিশু-মাতঙ্গ পম্পায় বিহার করে, তাহাদের তুমুল কলরব ঐ শৈল হইতে শ্রুতিগোচর হয়। তথায় কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড মাতঙ্গ রক্তবর্ণ মদধারায় অভিষিক্ত হইয়া দলে দলে সঞ্চরণ করিতেছে। কখন পম্পা সরোবরের সুখস্পর্শ সুগন্ধি সলিল পান করিয়া সানন্দে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লূক বরাহ মহিষ এবং নীলকান্তপ্রভ শান্তস্বভাব রুরু আছে; আপনি তথায় গিয়া তাহাদের নৈসর্গিক ভাব ভঙ্গি দেখিলে নিশ্চয় শোকশূন্য হইবেন। সেই পর্ব্বতে শিলাচ্ছন্ন অতি বিস্তীর্ণ এক গুহাও রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা সহজ

ব্যাপার নহে। ঐ গুহার সম্মুখে অতি সুদৃশ্য একটী হ্রদ দেখিতে পাইবেন। ঐ হ্রদের জল সাতিশয় স্নিগ্ধ এবং উহার তীরভূমিতে বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে শোভিত হই-তেছে। হে রঘুকুলপ্রদীপ! ধর্ম্মশীল মহাত্মা সুগ্রীব বানরগণের সহিত ঐ গুহামধ্যে বাস করেন এবং কখন শৈলশিখরেও অবস্থান করিয়া থাকেন।

সূর্য্যসঙ্কাশ কবন্ধ করযোড়ে এই-রূপ উপদেশ করিয়া আকাশতলে শোভা পাইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণও গমনার্থ উদ্যোগী হইয়া মধুর সম্ভাষণে কহিল; কবন্ধ! তুমি এখন সুখে দিব্যলোক অধিকার কর। শুনিয়া ভাগ্যবান্ কবন্ধও কৃতাঞ্জলি করে কহিল, তবে আপনারাও এক্ষণে স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে সুখে প্রস্থান করুন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

সাধুশীল কবন্ধ এইরূপে শাপসম্ভূত পাপদেহ বিসর্জন করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিলে, শোকাকুল রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব-দর্শনার্থ তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ আশ্রয় করি-লেন এবং পর্ব্বতোপরি পরম রমণীয় বিবিধ পাদপ-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে পশ্চিমাস্য হইয়া পম্পাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরে অধিরোহণ করিলেন। উভয় ভ্রাতা সায়ংকালীন

সন্ধ্যাবন্দনাদি যথাবিধি সমাপন করিয়া পর্ব্বতোপরি রজনী যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে পম্পার পশ্চিম তটে উপনীত হইয়া তথায় তাপসী শবরীর আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তাপসী সেই দেবপ্রভাব রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইয়া যথাবিধি পাদ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন।

পরে রাম, তাপসীপ্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে কহিলেন, অয়ি চারুচরিত্রে! কেমন, তুমি ত এখন তপোবিঘ্ন জয় করিয়াছ? ক্রমে তপস্যা ত বর্দ্ধিত হইতেছে? কামাদি ছয় রিপু ত সর্ব্বদা বশীভূত আছে? কেমন তোমার মন ত সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে? তপস্যার নিয়ত ত যথানিয়মে প্রতিপালন করিয়া থাক? গুরু সেবা ত সফল হইয়াছে?

তখন সেই বৃদ্ধতাপসী শবরী সম্মুখীন হইয়া বিনাম্রাবনত্র বদনে কহিলেন; রাজকুমার! অদ্য তোমার দর্শনেই আমার তপস্যা সফল, জন্ম সার্থক ও গুরু সেবাও ফলবতী হইল। আজ স্বহস্তে তোমার পূজা করিয়া আমার চিরসঞ্চিত আশা সফল হইল। অন্তরে যে কতই সুখসঞ্চার হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না; বোধ হইতেছে, স্বর্গবাসীরা সর্ব্বসুখাকর স্বর্গ রাজ্যে থাকিয়াও সুখসম্ভোগে আজ আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। রাম! তুমি যখন সৌম্য দৃষ্টিতে আমায় পবিত্র করিলে,

তখন তোমার কৃপাবলে আমি অক্ষয় লোক লাভ করিব, সন্দেহ নাই। আমি যে সকল সাধুশীল তাপসের পরিচর্য্যা করিতাম, তুমি চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইবা মাত্র, তাঁহারা এই আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য বিমানারোহণে স্বর্গধামে প্রস্থান করিয়াছেন, গমন কালে কহিয়াছিলেন, ভদ্রে। রাম তোমার এই পুণ্যাশ্রমে আসিবেন, তুমি তাঁহাকে যথোচিত আতিথ্য করিও তদীয় পবিত্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে, তোমার উৎকৃষ্ট অক্ষয় লোক লাভ হইবে। দয়াময়। আমি মুনিগণের মুখে এই কথা শুনিয়া তোমার জন্য পম্পাতীর হইতে এই বন্য ফল মূল আহরণ করিয়া রাখিয়াছি, গ্রহণ করিয়া তাপসীর তপস্যা সফল কর।

তখন রাম, অতি সমাদরে তাঁহার সৎকার করিলেন, এবং প্রীতিভরে কহিলেন; অয়ি চারুভাষিণি। আমি দনুর মুখে তাপসগণের মাহাত্ম্য শুনিয়াছি, যদি কোন কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মে, তবে একবার স্বচক্ষে দেখাইয়া রামের কৌতূহল দূর কর।

শুনিয়া শবরী হাস্য মুখে কহিলেন; রাম সেকি এ যে অনুগ্রহ! ঐ দেখ, মহর্ষি মতঙ্গের তপোবন। ঐ স্থানে বরাহ, মহিষ ও মৃগ প্রভৃতি বন্যজন্তু সকল এখন পর্য্যন্তও নৈসর্গিক হিংসা দ্বেষাদি পরিহার পূর্ব্বক পরস্পর সখ্যভাবে সঞ্চরণ করিতেছে, অতি বিচিত্র পাদপশ্রেণী রসাল ফলপুষ্পভরে আনমিত হইয়া অধুনাও যেন শিক্ষি-

তের ন্যায় সৌজন্য প্রকাশ করিতেছে। আর ঐ সমস্ত বৃক্ষ-রাজি এরূপ নিবিড় ভাবে সজ্জিত, যে দূর হইতে বোধ হয়, সজল জলদ খণ্ডই যেন কোন দৈব কারণ বশতঃ গগণচ্যুত হইয়া পৃথিবীতল স্পর্শ করিয়াছে। ঐ তপো-বনে পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণ বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জলন্ত হুতাশনে পবিত্র দেহ পিঞ্জর আহুতি প্রদান করিয়াছেন। এই প্রত্যক্স্থলী নাম্নী বেদী, সেই সমস্ত ত্রিলোকদর্শী অতি তেজস্বী মহর্ষিরা শ্রমকম্পিত করে দৃঢ়তর ভক্তি-যোগ সহকারে ইহাতেই পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। আহা। তাঁহাদের সেই অতুল্য তপঃপ্রভাবে এই বিদ্যুৎ প্রভা বেদী শ্রীসৌন্দর্য্যে আজ পর্য্যন্তও চতুর্দ্দিক সুশো-ভিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাস জনিত আলস্যে বা তপঃক্লেশে পর্য্যটন করিতে পারিতেন না, ঐ দেখ, এজন্য সপ্ত সমুদ্র স্মৃতিমাত্র এই স্থানে আসিয়া অধুনাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন। রাম! আবার এদিকে দেখ, তাঁহারা স্নানান্তে যে সকল বল্কল বৃক্ষে রাখিয়াছিলেন, তাপসী শক্তি প্রভাবে আজিও সে গুলি শুষ্ক হয় নাই। সুবাসিত অমল কমলদলে যথাবিধি দেবপূজা করিয়া-ছিলেন, এখনও সে সকল ম্লান হয় নাই। রাজকুমার! আর কি দেখাইব, এই ত সমস্ত বনই দেখিলে যাহা শুনিবার এই ত তাহাও শুনিলে, এক্ষণে অনুজ্ঞা করিলে, আমি এই বিনশ্বর মানবদেহ পরিহার করিতে পারি। যাঁহাদের এই আশ্রম, আমি এতকাল যাঁহাদের পরিচর্য্যা

করিতাম, প্রার্থনা করি, আমি এখন তাঁহাদেরই সন্নিহিত হইব।

এই বলিয়া তাপসী বিরত হইলেন। রাম তদীয় মুখ-নির্গলিত সুধাময়ীকথা শুনিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন, কহিলেন, ভদ্রে। তাপসী শক্তির প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। দেখিয়া আমি যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। তাপসি। তুমি আমাকে যথোচিত পূজা করিয়াছ, ত্বৎকৃত আতিথ্য ভাল করিয়া আমি আজ পরিতৃপ্ত হইলাম। এক্ষণে অভিলষিত স্থানে সুখে প্রস্থান কর।

তখন সেই চিরবস্ত্রধারিনী ধর্ম্মশীলা তাপসী রামের অনুজ্ঞাক্রমে অগ্নিকুণ্ডে নরদেহ আহুতি প্রদান করিলেন। কিয়ৎ কাল পরেই শবরী দিব্যমুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার দেহপ্রভা প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে দিব্য আভরণ, দিব্যমাল্য দিব্যগন্ধ ও শোভা পাইতে লাগিল। তাপসী দিব্য বসনে যারপর নাই প্রিয় দর্শন হইয়া পৃথিবীসঞ্চারিনী বিদ্যুল্লতার ন্যায় ঐ স্থান আলোকময় করিয়া তুলিলেন এবং যেখানে সেই সকল সাধুশীল তাপসেরা বিহার করিতেছেন, সমাধিবলে সুখে সেই পবিত্র লোকে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর তাপসী শবরী এইরূপে তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে, রাম কিয়ৎকাল তাপসদিগের তপঃপ্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস। এই পুণ্যাশ্রমে বহুসংখ্য মৃগ ও ব্যাঘ্র নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে। তপঃপ্রভাবে ইহারা নৈসর্গিক হিংসা দ্বেষাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত বিশস্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার কলকণ্ঠ বিহঙ্গমেরা কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে বিবিধ অদ্ভুত পদার্থও রহিয়াছে। আমি স্বচক্ষে সমুদায় প্রত্যক্ষ করিলাম। সপ্ত সমুদ্রতীর্থে যথাবিধি স্নান ও বিধানানুসারে পিতৃতর্পণও করিলাম। তন্নিবন্ধন আমার সকল প্রকার অশুভ বিনষ্ট ও মনও পুলকিত হইল। তবে এখন আইস, আমরা প্রিয়দর্শনা পম্পাতে গমন করি। পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত। সূর্য্যতনয় সুগ্রীব বালির ভয়ে চারিটীমাত্র বানরের সহিত তথায় বাস করিতেছেন। কবন্ধ মুখে শুনিলাম, জানকীর অনুসন্ধান তাঁহারই আয়ত্ত! তবে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, চল, শীঘ্র যাই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! পম্পা দর্শনে আমারও একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। চলুন, অবিলম্বেই যাওয়া যাউক। এই বলিয়া পুরুষোত্তম মহাত্মা রামচন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যেখানে সুদীর্ঘ মহীরুহ সকল শ্রেণীবদ্ধ ও কোযষ্টি, কীচক, শতপত্র ও অর্জুন প্রভৃতি পক্ষি সকল কলরব করিয়া বেড়াইতেছে, সেই সমস্ত সুবিস্তীর্ণ বনবিভাগ ও বিবিধ সুরম্য সরোবর দেখিতে দেখিতে পম্পাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। মতঙ্গসরোবর উহারই একটী প্রদেশমাত্র। উভয় ভ্রাতা তথায় উপস্থিত হইয়া পম্পা দর্শন করিলেন। ঐ সরোবর অতিশয় রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সলিলে সরোজদল বিকশিত হইয়া ভাসিতেছে। সর্ব্বত্র কোমল বালুকা কণা, মৎস্য কচ্ছপেরা নিবিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ সরোবরের কোন স্থান কহ্লারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে ধবল বর্ণ এবং কোন কোন স্থান কুবলয় সমূহে নীলবর্ণবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ সরোবরের তীরভূমিতে তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালক প্রভৃতি পাদপরাজি বিরাজ করিতেছে। কোথাও সুরম্য উপবন শোভা পাইতেছে, কোথাও লতা সকল সহচরী সখীর ন্যায় বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে; কোন স্থান ময়ূরগণের কেকারবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; কোথাও যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও কিন্নরেরা সুখে বিচরণ করিতেছে এবং কোথাও বা কলকণ্ঠ কোকিলেরা

কুলায়ে বসিয়া কুহুরবে গান করিতেছে। রাম ঐ পম্পা-সরোবর দেখিয়া সীতাবিরহে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; কহিলেন, বৎস! এই সুখময়ী পম্পা, কুসুমিত করবীর, বীজপূরক, তিলক, লোধ্র, পুন্নাগ, মালতী, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক, কুন্দ ও অতিমুক্ত প্রভৃতি বিবিধ পাদপ লতা সমূহে অলঙ্কৃত প্রমদার ন্যায় শোভিত হইতেছে। কবন্ধ যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, তাহা যথার্থই হইল। ইহারই তীরে সেই ধাতুরাগরঞ্জিত বিচিত্র ঋষ্যমূক পর্ব্বত। মহাত্মা ঋক্ষরজের পুত্র মহাবীর সুগ্রীব ঐ পর্ব্বতে বাস করিয়া আছেন। এক্ষণে তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর। এই বলিয়া রাম জানকীর জন্য উৎকণ্ঠিত মনে শোক করিতে করিতে রমণীয় পম্পা দর্শন করিতে লাগিলেন।

আরণ্যকাণ্ড

সম্পূর্ণ।

রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সংশোধিত

এবং

৺ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুক্ত

বাবু গুরুচরণ দত্ত ও জানকীনাথ

দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শিবাদহ দত্ত-যন্ত্রে

শ্রীঅভয়গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য দ্বারা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

রামায়ণ।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

রাম, ভ্রাতার সহিত সেই সরোজদল-সমলঙ্কৃত মৎস্য-বহুল পম্পা সরোবরে গিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে কখন "হা প্রেয়সি।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, কখন শোকজনিত সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দরদরিত বারি ধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার সেই শ্বেতোৎপল-নিন্দিত লোচনদ্বয় শোকানলে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সজলায়ত লোচনে অনেক ক্ষণ পম্পার শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ হর্ষের উদ্রেক হইল, ইন্দ্রিয়বিকারও সমুপস্থিত হইল। তিনি কামশরে নিপীড়িত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস। আহা! দেখ দেখি, এই পম্পার জল বৈদুর্য্য মণির ন্যায় কেমন নির্ম্মল, ইহাতে সমস্ত সরোজদল বিকশিত হইয়াছে;

বোধ হয়, পম্পা সহস্র চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বাসন্তী শোভা দেখিয়া আহ্লাদে যেন হাস্যই করিতেছে এবং তীরস্থ পাদপশ্রেণী শাখাসমূহে অলঙ্কৃত হইয়াই যেন সশৃঙ্গ পর্ব্বতবৎ প্রকাশ পাইতেছে। লক্ষ্মণ। যদিও আমি সীতাহরণে ও ভরতের দুঃখ স্মরণে নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি, তথাপি যেন এই পদ্মপূর্ণা প্রিয়দর্শনা পম্পা দেখিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলাম। ভাই! একবার এদিকে চাহিয়া দেখ, এই নীলপীত বর্ণ তৃণময় স্থানটী কেমন সুরম্য ও সুদৃশ্য, বৃক্ষ হইতে বিবিধ পুষ্পরাজি পতিত হওয়ায় উহা যেন বিচিত্র কম্বলে আস্তীর্ণবৎ প্রকাশ পাইতেছে। লক্ষ্মণ। এক্ষণে কামোদ্দীপক সুখময় বসন্তকাল উপস্থিত। বসন্তাগমে পুষ্পস্তবকে পরিশোভিত বাসন্তী লতা আহ্লাদে অধীর হইয়াই যেন নির্লজ্জা কামুকী কামিনীর ন্যায় তরুবরের অগ্রশাখা আলিঙ্গন করিতেছে। সর্ব্বত্র সুখস্পর্শ সমীরণ সুগন্ধ পুষ্পপরাগ সহ মৃদুমন্দ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, সজল জলদাবলী যেমন অবিরল ধারে জলধারা বর্ষণ করে, বসন্তাগমে পুষ্পিত পাদপ শ্রেণীও তদ্রূপ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষ সকল সমীরণ সহযোগে কম্পিত হওয়াতে সুরম্য শিলাতল পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেক পুষ্প পড়িয়াছে. অনেক পুষ্প পড়িতেছে এবং অনেক পুষ্প বৃক্ষে রহিয়াছে, দেখিলে বোধ হয়, বায়ু যেন পুষ্প গুলিকে লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। শাখা সমুদায় বিকশিত কুসুমে সমাকীর্ণ, মৃদুমন্দ সমীরণ

তৎসমস্ত বিকম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অলিকুল মধুগন্ধে আকুল হইয়া গুণ গুণ রবে উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বৎস! উহা গিরিগুহা হইতে সুগভীর রবে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, বোধ হয় যেন স্বয়ং সঙ্গীত করিতেছে; এবং মদকল কোকিলকুলের কণ্ঠস্বর দ্বারা বৃক্ষ গুলিকে যেন নৃত্যই শিখাইতেছে। ঐ সমীরণ চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সুগন্ধি ও শ্রান্তিহারক; উহার বেগে পাদপ-শ্রেণী নীত হইয়া শাখাসংযোগে যেন পরস্পর গ্রথিত হইয়া যাইতেছে। সমস্ত বনবিভাগ মধুগন্ধে সুবাসিত, উহাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতেছে। শিখরোপরি রমণীয় পাদপে পুষ্পবিকাশ নিবন্ধন পর্ব্বতরাজ যেন শিরোভূষণ ধারণ করিয়াছে। কর্ণিকার সকল পুষ্পিত হইয়াছে এবং স্বর্ণালঙ্কার-বিরাজিত পীতাম্বরধারী মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমি জানকীবিহীন, বসন্ত একাকী পাইয়া আমার শোক উদ্দীপন এবং অনঙ্গও আমায় যারপর নাই সন্তপ্ত করিতেছেন। বৎস! ঐ শুন, কলকণ্ঠ কোকিলেরা হর্ষভরে কুহুরব করিয়া যেন আমাকে ডাকিতেছে। হায়! জানকী আশ্রম মধ্যে এই দাত্যুহ পক্ষীর সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ ভরে আমায় আহ্বান পূর্ব্বক মনোগত কতই ভাব প্রকাশ করিতেন, আমিও কত প্রকার আহ্লাদ প্রকাশ করিতাম, অধুনা সীতাবিরহে সেই দাত্যুহ পক্ষীর সেই সুমধুর ধ্বনি শুনিয়া আমি যার পর

নাই শোকাকুল হইতেছি। যে চন্দন প্রিয়ার অঙ্গভূষণ হইয়া গন্ধে আমার মন হরণ করিত, অধুনাও সেই চন্দন, সেই গন্ধ, আত্রাণ করিয়া আমার মন প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত কাতর ভাব প্রকাশ করিতেছে।

ভাই! আর দেখ, এই সুরম্য কানন মধ্যে বিহঙ্গকুল বিভিন্ন স্বরে কোলাহল করিয়া চারিদিক্ হইতে বৃক্ষে গিয়া বসিতেছে। এই পম্পাতীরে বিহগমিথুন স্ব স্ব জাতিতে সন্নিবিষ্ট, হৃষ্ট ও দলে দলে বদ্ধ হইয়া ভৃঙ্গবৎ সুমধুর ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। এই সমস্ত সুদৃশ্য পাদপ-শ্রেণী, পক্ষীদিগের রতি জন্য রবে এবং পুংস্কোকি-লের কল নিনাদে যেন স্বয়ং শব্দ করিয়া আমার চিত্তকে নিতান্ত বিকৃত করিয়া তুলিতেছে। লক্ষ্মণ! আমার চিত্ত ক্রমেই যেরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বোধ হয়, আমি আর অধিক কাল বাঁচিব না, এই বসন্ত রূপ অনলে শীঘ্রই আমার দেহ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অশোক বৃক্ষের স্তবক এই প্রদীপ্ত বহ্নির কাষ্ঠ, অলিকুলের গুণ গুণ রব উহার শব্দ এবং অভি-নব চ্যুতপল্লবই উহার প্রদীপ্ত শিখা। কিন্তু ভাই! প্রাণান্ত সময়েও সেই সূক্ষ্মপক্ষযুক্ত নয়না সুকেশী মৃদু-ভাষিণীকে একবার দেখিতে পাইলাম না, এ মনোবেদনা কি আমি দেহান্তেও আর ভুলিতে পারিব? আহা! প্রেয়সি! যে ঋতু তোমার অত্যন্ত প্রীতিকর ছিল, অধুনা সেই সুখময় বসন্ত উপস্থিত, তুমি কোথায়? দিবাবসানে

যে সুগন্ধ মৃদুমন্দ সমীরণ সাদরে সেবন করিতে, সম্প্রতি সেই সুখসেব্য সমীরণ পুষ্পপরাগ সহ প্রবাহিত হইতেছে, তুমি কোথায়? যে কোকিলের কলনিনাদ শুনিলে তোমার আনন্দের আর পরিসীমা থাকিত না, অধুনা সেই কোকিলেরা কলকণ্ঠে অনবরত কুহুরব করিতেছে, তুমি কোথায়? আহা অয়ি চারুশীলে! তোমার সেই সুধাংশুনিন্দিত সুহাস্য বদন-মাধুরী কি আর দেখিতে পাইব? তোমার সেই মদালস পবিত্র গমন নিরীক্ষণ করিয়া আমার চক্ষু কি আর পরিতৃপ্ত হইবে? তোমার সেই সুস্নিগ্ধ অঙ্গলতিকা আলিঙ্গন করিয়া আর কি আমি তাপিত প্রাণ শীতল করিব? এই সুখময় বসন্ত কাল, তোমার বিরহ সম্বর্দ্ধিত যেন শোকানল, বোধ হয়, শীঘ্রই আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ভাই লক্ষ্মণ! আমি চতুর্দ্দিকে অনেকানেক সুরম্য পাদপশ্রেণী নিরীক্ষণ করিতেছি, কিন্তু কোথাও আমার জীবিতেশ্বরীর দর্শন পাইতেছি না। হায়! বিধাতা বিপরীত হইতে, সুখের সামগ্রী সকলও কি বিপরীত ভাব ধারণ করে? প্রিয়া-সন্নিহিত থাকিতে যে বসন্তকাল নিতান্তই প্রীতিকর বোধ হইত, অধুনা প্রিয়াবিরহে সেই প্রিয় বসন্ত ঋতুই কি আমার শোকানল প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল? আমি প্রিয়া সহ সাদরে যে মলয়সমীরণ সেবন করিতাম, অধুনা প্রিয়ার অদর্শনে সেই সুখ সেব্য মলয়ানীল কি প্রদীপ্ত অনল-বৎ আমায় উত্তাপিত করিয়া ফেলিল? বুঝিলাম,

জগতে সমুদায় সুখসেব্য সামগ্রীই প্রিয়ার অনুসঙ্গী, একমাত্র প্রিয়ার বিরহে সমুদায় নিষ্ফল নির্গুণ ও নিতান্ত ক্লেশদায়ক।

বৎস! আহা দেখদেখি, এই সমস্ত উন্মত্ত ময়ূরেরা পবনকম্পিত পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ময়ূরী সহ সাদরে ইতস্ততঃ কেমন মনোহর নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, আমি কামার্ত্ত, ইহাদের এই রমণীয় ভাব দেখিয়া আরও যে আমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। কি আশ্চর্য্য! ঐ ময়ূরটী গিরিশিখরে ঐ ময়ূরটীকে নৃত্য করিতে দেখিয়া, মন্মথাবেগে সাদরে সঙ্গে সঙ্গেই নাচিতেছে; আর ঐ ময়ূরটীও সুরুচির পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক কেকারবে পরিহাস করিয়াই যেন অনন্যমনে উহার সন্নিহিত হইতেছে। বোধ হয়, রাবণ এ কাননে আমার জানকীরে হরণ করিয়া আনে নাই। আনিলে, ইহারা কদাচ এমন সুখে ক্রীড়া করিতে পারিত না, স্বচক্ষে সেই শোকাবহ ব্যাপার দেখিলে, ইহাদের চিত্তও শোকানলে কথঞ্চিৎ পরিতপ্ত হইত। যাহাই হউক, বৎস। জীবিতেশ্বরীর অদর্শনে আমি আর কোন রূপেই জীবন ধারণ করিতে পারি না। আমার মন প্রাণ ক্রমেই অধিকতর কাতর হইতেছে। এখন আমি কি করি, কোথায় যাই, কোথায় গিয়াই বা প্রাণেশ্বরীর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; একবার ভবি, একমাত্র আত্মহত্যার শরণ

লইয়া আমি সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ, ও সকল যাতনা বিসর্জন করি; আরবার ভাবি; না, আমি আত্মহত্যা করিলে, প্রেয়সীর মনোবেদনার আর পরিসীমা থাকিবে না। তিনি একেইত রাবণহৃতা হইয়া চকিত কুরঙ্গীর ন্যায় অনবরত নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন, ইহার পর আমার অত্যাহিতের কথা শুনিলে আর ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। দেখ বৎস! পক্ষিজাতির মধ্যেও কেমন প্রগাঢ় অনুরাগ দৃষ্ট হয়, ঐ ময়ূরী কামবশে পড়িয়া ময়ূরের অনুসরণ করিতেছে। আহা! যদি সেই বিশাললোচনা জানকীরে কেহ অপহরণ না করিত, তাহা হইলে, তিনিও এসময়ে অনঙ্গবশবর্ত্তিনী হইয়া আমার সঙ্গে নানারঙ্গে কত প্রকার অনঙ্গবিলাস প্রকাশ করিতেন।

ভাই লক্ষ্মণ! বলিতে কি, এই সুখময় বসন্ত সময়ে প্রিয়ার অদর্শনে বনকুসুম আমার পক্ষে নিতান্তই নিষ্ফল হইল। বৃক্ষের যে সকল পুষ্প অত্যন্ত সুন্দর ঐ দেখ, সে গুলি অলিকুলের সহিত নিরর্থক ভূতলে পড়িতেছে। আমার কামোদ্দীপক বিহঙ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া সানন্দে পরস্পরকে আহ্বান করতই যেন মধুর রবে কোলাহল করিতেছে। আহা! এই প্রমোদকর সময়ে আমার জীবিতেশ্বরী পরবশা হইয়া পরগৃহে কতই রোদন করিতেছেন, তাহা আর বলিতে পারি না। বসন্ত যদি তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, এই মৃদুমন্দ সুস্নিগ্ধ মলয়মারুত সুগন্ধি-পুষ্পপরাগ সহ যদি তথায় প্রবাহিত হইয়া থাকেন,

তবে তাঁহাকেও আমার ন্যায় শোকানলে পরিতপ্ত হইতে হইবে। আর যদিও তথায় বসন্তের প্রভাব না থাকে, তাহা হইলেও তিনি আমার বিরহে জীবিত থাকিতে পারিবেন না। অথবা ইহাতে আর সন্দেহ কি? বিধাতা যখন দুঃখভাগী করিবার জন্যই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম, বসন্ত সে স্থানেও প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি তথায় গিয়া আমার জানকীরে আর কি করিবেন, জানকী শত্রুকর-নিপীড়িতা হইয়া তাহার প্রতি কটাক্ষপাতও করিবেন না।

বৎস! না না, জানকী আমোদ প্রমোদ বড়ই প্রিয়জ্ঞান করেন, এমন প্রমোদকর সময়ে আমার বিরহে সেই মৃদু-ভাষিণী অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, সেই পদ্মপলাসলোচনা সাধ্বী ধরিত্রী-সুতা আমার অদর্শনে কোন মতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না। অনুরক্ত প্রণয়ী জনের অদর্শনে প্রাণ ধারণ করা, অনুরাগিণী প্রণয়িনীর পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। লক্ষ্মণ! বলিতে কি, আমি জানকী বিরহে এরূপ অধীর হইয়াছি, যে আমার অন্য চিন্তা সমুদায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, দিবানিশি কেবল জানকী চিন্তাই আমার বল-বতী হইয়া উঠিয়াছে। কি আশ্চর্য্য। ইতিপূর্ব্বে প্রিয়া-সহ যে কুসুম-সুবাসিত শীতল বায়ুকে নিতান্তই সুখকর বোধ করিতাম, অধুনা বিরহদশায় সেই বায়ু অগ্নিবৎ অতিশয় ক্লেশকর হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ পক্ষী আকাশে

উত্থিত হইয়া কঠোর স্বরে বিরাব করিত, কিন্তু এক্ষণে বৃক্ষোপরি উপবেশন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কূজন করিতেছে, সুতরাং এক সময়ে উহা হইতেই সীতাবিয়োগ ব্যক্ত হইয়াছিল, এখন আবার উহা দ্বারাই সীতাসংযোগ প্রকাশ পাইতেছে। বৎস। ঐ দেখ, পুষ্পিতপাদপে বিহঙ্গকুল বসন্তাগমে আনন্দে আকুল হইয়া কোলাহল পূর্ব্বক সকলকে পুলকিত করিতেছে। এই তিলকমঞ্জরী সমীরণ সহযোগে ঈষৎ-চালিত হইয়া, মদস্খলিতগতি কামুকী কামিনীর ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতেছে, এবং মধুকরেরা মধুগন্ধে উন্মত্ত হইয়া উদ্ভ্রান্তচিত্ত কামুকের ন্যায় অতিবেগে উহার সন্নিধানে ধাবমান হইতেছে। লক্ষ্মণ! এদিকে দেখ, এই মুকুলিত চ্যুতলতিকা, উহা অঙ্গরাগশোভিতা কামুকী কামিনীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এই অশোক, বিরহিগণের একান্তই শোকবর্দ্ধক, উহা বায়ুভরে আলোড়িত স্তবক সমূহে যেন আমাকে তর্জ্জন করিতেছে। এই রমণীয় অরণ্য, এখানে কিন্নরেরা বিবিধ বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া নানা রঙ্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই স্বচ্ছসলিলা পম্পা, ইহাতে রাজহংসেরা রাজহংসী সহ সুখে জলকেলি করিতেছে, মৃগ ও হস্তী সকল পিপাসার্ত্ত হইয়া আসিতেছে, সুগন্ধি রক্তোৎপল সমুদায় বিকশিত হইয়া তরুণ সূর্য্যবৎ শোভা পাইতেছে এবং উহা ভ্রমর নিক্ষিপ্ত পরাগ সমূহে নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

বৎস! পম্পা সরোবরের শোভা অতি আশ্চর্য্য। উহার তীরস্থ বনপ্রদেশের কোন কোন স্থান আবার এরূপ রমণীয়, যে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ দেখ, উহার নির্ম্মল জলে সরোজ সকল পবনাঘাতজনিত তরঙ্গবেগে বারংবার আহত হইতেছে। লক্ষ্মণ! আমি সেই সরোজ-দল-লোচনা সরোজপ্রিয়া জানকী বিরহে আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। হায়! অনঙ্গের কি কুটিলতা, কি অপরিসহনীয় প্রভাব, এক্ষণে আমার জীবিতেশ্বরী নাই, এবং শীঘ্র যে তাঁহার দর্শন পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই; এ সময়ে অনঙ্গের প্রভাবেই ত সেই মধুরভাষিণী অনবরত আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছেন। যদি এই পাদপ-শোভী ঋতুরাজ বসন্ত আমাকে অধিকতর নিপীড়িত না করিত, তাহা হইলে কি আমি এই উপস্থিত কামবিকার কথঞ্চিৎ সংবরণ করিতে পারিতাম না? কি আশ্চর্য্য! সংযোগাবস্থায় যে গুলি চক্ষে রমণীয় বোধ হইত, অধুনা বিরহদশায় তৎসমুদায়ই যেন নিতান্ত কদর্য্য বোধ হই-তেছে। এই সকল পদ্মপত্র সীতার নেত্রকোষ সদৃশ এবং পদ্ম-পরাগবাহী মলয়বায়ু সীতার নিশ্বাসানুরূপ হইয়াও আমাকে যারপর নাই ক্লেশ দিতেছে।

লক্ষ্মণ! এই পম্পার দক্ষিণতীরে গিরিশিখরোপরি কর্ণিকার বৃক্ষ সকল বিকশিত হইয়া অপরিসীম শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতস্থ বিচিত্র ধাতু সকল বায়ুবেগে বিঘট্টিত হইয়া এক্ষণে উড্ডীন হইতেছে। ঐ সকল

পার্ব্বতীয় সমতল স্থান, পত্রশুন্য পুষ্পিত রমণীয় পলাস পাদপে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেখ; মালতী, মল্লিকা, পদ্ম, করবীর প্রভৃতি মধুগন্ধি বৃক্ষ সকল এই পম্পার জলসেকে বর্দ্ধিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ঐ কেতকী, কুন্দগুল্ম, কুরণ্ট, কোবিদার, কিংশুক, কুরবক, পূর্ণ, পদ্মক, পরিভদ্রক, পাটল মাতলিঙ্গ, মধূক, মুচুকুন্দ, নক্তমাল, নাগকেশর, নীল, অশোক, বাসন্তী, বকুল, সিন্ধুবার, স্থলবেতস, চম্পক, অঙ্কোল, লোধ্র, অর্জ্জুন, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, শার্দ্দূলী তিনিশ, চন্দন, চূতলতিকা, শাল, তাল, তমাল ও হিন্তাল প্রভৃতি সুরম্য পাদপ-শ্রেণী রসাল ফল পুষ্পভরে অবনত হইয়া আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ করিতেছে। উহারা পুষ্পিত লতাজালে জড়িত ও উহাদের শাখা সকল সমীরণ সহযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। লতা সকল মদালসগমনা রমণীর ন্যায় উহাদিগকে বারংবার আলিঙ্গন করিতেছে।

বৎস! এক্ষণে বায়ু বিবিধ রসাস্বাদনে পুলকিত হইয়া যেন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে এবং বন হইতে বনান্তরে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, কোন বৃক্ষে মধুগন্ধি পুষ্প সুপ্রচুর ও কোন কোন বৃক্ষে বা মুকুলের শ্যামরাগে সুশোভিত হইতেছে। "এইটী অতি মধুর, এইটী অতি সুস্বাদ এবং এইটী বিলক্ষণ প্রস্ফুটিত," এই বলিয়াই যেন মধুলোলুপ মধুকরেরা

গুণ গুণ রবে অতি বেগে এক পুষ্পে লীন হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উত্থিত হইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। ঐ ভূভাগ যদৃচ্ছা ক্রমে নিপতিত কুসুম সমূহ দ্বারা যেন আস্তরণে আস্তীর্ণ হইয়াছে। শৈলশিখরে নীল পুষ্প পতিত হইয়া নানাবর্ণের বিচিত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। লক্ষ্মণ। দেখ, বসন্তাগমে কত প্রকার সুখসেব্য পুষ্পই যে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পাদপ সকল পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন পুষ্পপ্রসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। শাখা সমূহ পুষ্পস্তবকে শোভিত, অলিকুল মধুগন্ধে আকুল হইয়া গুণ গুণ রবে গান করায় বোধ হইতেছে, যেন বৃক্ষেরাই পরস্পরকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। বৎস! আবার এদিকে দেখ, এই হংসটী পম্পার স্বচ্ছ সলিলে আমার মনোবিকার বর্দ্ধিত করিয়া হংসী সহ সাদরে জলকেলী করিতেছে। আহা! এই সরোবরটী কি সুদৃশ্য! জগতে ইহার যে সমস্ত মনোজ্ঞ গুণ প্রচার আছে, তাহা অলীক বোধ হয় না। এক্ষণে যদি আমি সেই চারুবিলাসিনী সাধ্বী ধরিত্রীসুতাকে দেখিতে পাই, যদি এই সুখময়ী পম্পাতটে তাঁহার সহবাসে সময় ক্ষেপ করিতে পারি, তাহা হইলে তুচ্ছ অযোধ্যা কি, আমি ইন্দ্রত্বও প্রার্থনা করি না। বলিতে কি এই রমণীয় তৃণশ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত বিহার করিলে, আমি নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত ও নিস্পৃহ হইব। বৎস। আমি একেই ত কান্তাবিরহী, তাহাতে

আবার এই বিচিত্রপত্র পাদপশ্রেণী পুষ্পশ্রী বিস্তার পূর্ব্বক আমায় যারপর নাই চিন্তাকুল ও কাতর করিতেছে।

আহা! পম্পার কি অপূর্ব্ব শোভা! ইহার জল অতি শীতল, সর্ব্বত্র সরোজনিকর বিকশিত রহিয়াছে, চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, হংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা কলরব করিয়া বেড়াইতেছে এবং তীরভূমিতে নানা রূপ মৃগযূথ দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত হর্ষোন্মত্ত বিহঙ্গমেরা সেই পদ্মপলাস-লোচনা নিশানাথ-নিভাননা সীতাকে স্মরণ করাইয়া আমায় অতিমাত্র অধীর করিতেছে। ঐ সুরম্য শৈলশৃঙ্গে মৃগী সহ বহুসংখ্য মৃগ, আমার সেই মৃগলোচনার বিরহানল দ্বিগুণ করিয়া দিতেছে। এক্ষণে যদি আমি এই উন্মত্ত পক্ষিসঙ্কুল শৈলশিখরোপরি সেই পূর্ণচন্দ্র-নিভাননাকে দেখিতে পাই, তবেই আমি সুখী হইব, সেই ক্ষীণ-মধ্যা যদি আমার সহিত এই সুখময়ী পম্পার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তবেই আমি বাঁচিব। দেখ, বৎস! আমি অতি নরাধম, নতুবা এমন প্রমোদকর স্থানে আসিয়াও এমন ক্লেশ ভোগ করিব কেন? এ স্থানে কৃতপুণ্যেরাই এই পদ্মগন্ধী প্রফুল্লকর নির্ম্মল সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে সুখে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

বৎস! আমি পিতৃনিদেশে বনবাসব্রতে দীক্ষিত হইলে যিনি একমাত্র ধর্ম্মের অনুরোধ করিয়া, এই হতভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন, জানি না, এখন সেই চন্দ্রমুখী কোথায় কি ভাবে নয়ন জলে ভাসিতেছেন? আমি

রাজ্যচ্যুত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম, তথাচ যিনি আমার সহচরী হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাঁহার বিরহে নিতান্ত দীনবেশে কি রূপে দেহ ধারণ করিব? আহা! লক্ষ্মণরে! আমার জীবিতেশ্বরী পরবসা হইয়া এতকাল কি জীবিত আছেন? রাজর্ষি জনক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসিলে আমি সকলের সন্নিধানে কি বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিব? আহা! বৎস! তাঁহার সেই আকর্ণবিশ্রান্ত পদ্মপলাসনিন্দিত লোচনদ্বয়, সেই অস্ফুট হাস্য-মিশ্রিত অকলঙ্ক বদনমাধুরী না দেখিয়া আমার বুদ্ধি নিতান্তই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। সেই প্রিয়ভাষিণীর সুধা-নিঃস্যন্দিনী কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া কবে আমার তাপিত প্রাণ সুশীতল করিবে? কবে সেই লাবণ্যময়ীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আমি সকল দুঃখ, সকল ক্লেশ ও সকল যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইব? আহা! সেই সাধুশীলা অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইলেও যেন সুখী ও সন্তুষ্টার ন্যায় আমায় প্রিয় বাক্যেই সম্ভাষণ করিতেন, আমি সেই জীবিতেশ্বরীকে হারাইয়া এতকালও জীবিত আছি। এখন পর্য্যন্তও কি আমার পাপদেহে প্রাণ আছে? হায়! হায়! জননী যখন জিজ্ঞাসিবেন; রাম! যিনি অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া বনেচরবধূর ন্যায় বনে বনে তোমার অনুসরণ করিয়াছিলেন, যিনি রাজর্ষি জনকের কন্যা ও রাজাধিরাজ মহাত্মা দশরথের পুত্রবধূ, তিনি কোথায় কি প্রকারে

আছেন? তাঁহার ত কুশল? ভাই! তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব? "আপনার অঙ্কভূষণাকে রাক্ষসের করাল গ্রাসে নিপাতিত করিয়া আসিলাম" আমি কোন্ প্রাণে এমন নিষ্ঠুর কথা জননীর কর্ণগোচর করিব? বৎস! কলঙ্কিত দেহভার লইয়া আমি আর শূণ্য অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিব না, তুমি গৃহে যাও, গিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে আমার স্নেহসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিও, আমি জানকী বিরহে এ প্রাণ আর রাখিতে পারিব না।

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ মহাত্মা রামচন্দ্রকে এইরূপ অনাথবৎ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া সদর্থসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত প্রিয় বাক্যে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন ; আর্য্য! ছিছি! আপনার ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি লোকেরাও যদি অলিক শোক মোহে এরূপ অভিভূত হন, তাহা হইলে, বলুন দেখি, জগতে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সদ্গুণগ্রাম আর কাহার আশ্রয় লইয়া থাকিবে? উপস্থিত বিপদের প্রতিকার না করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অধৈর্য্য হওয়া ভবাদৃশ বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে, এক্ষণে শোক সংবরণ করুন, বিপৎ প্রতিকারের চেষ্টা দেখুন, পাপস্পর্শ না থাকিলেও শোকার্ত্ত লোকের বুদ্ধি হ্রাস হইয়া থাকে, এক্ষণে বিচ্ছেদ ভয় মনে অঙ্কিত না করিয়া প্রিয়জনের স্নেহে বিরত হউন, দেখুন, দীপবর্ত্তী, আর্দ্র' হইলেও অতিমাত্র তৈল সংযোগে অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইয়া থাকে? আর্য্য! যদি রাবণ পাতালে বা তদপেক্ষাও কোন নিভৃতস্থানে প্রবেশ করে, তথাচ

তাহার নিস্তার নাই। আপনি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সেই পাপিষ্ঠের বৃত্তান্ত বিদিত হইবার চেষ্টা করুন। সে, হয় জানকীকে, না হয় জীবনকে অবশ্যই ত্যাগ করিবে। বলিতে কি, সে যদি অসুরজননী দিতির গর্ব্ভেও সেই অযোনিসম্ভবাকে লইয়া লুকাইত হয়, তাহা হইলেও তাহার পরিত্রাণ নাই; আমি তন্মধ্যেই তাহার কোমল প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। আর্য্য! আপনি দীনভাব পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। অর্থ নষ্ট হইলে, অযত্নে কখনই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখুন, উৎসাহই কার্য্য সাধনের প্রধান উপায়, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বল আর নাই। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা উৎসাহী, জীবলোকে সকল বস্তুই তাঁহার সুলভ, কোন বিষয়েই তাঁহাকে আর অবসন্ন হইতে হয় না। আর্য্য! আমরা এক্ষণে উৎসাহ মাত্র আশ্রয় করিয়া আর্য্যা জানকীরে উদ্ধার করিব। আপনি শোক দূরে ফেলুন, কামুকতাও পরিত্যাগ করুন। চপলতা পরিহার পূর্ব্বক অনন্য সুলভ স্বীয় ধৈর্য্যগুণের আশ্রয় লউন। আপনার সেই অসামান্য গাম্ভীর্য্য, সেই ঔদার্য্যগুণগুম্ফিত লোকাতীত বিনয়, সেই অদ্বিতীয় স্থৈর্য্য, সব কোথায়? সামান্য শোকপ্রভাবে সমুদায়ই কি বিস্মৃত হইয়াছেন?

এই বলিয়া সুধীর লক্ষ্মণ বিরত হইলে, রাম তদীয় কথা সঙ্গত জানিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন, এবং তাঁহার সহিত উদ্বিগ্ন মনে মৃদুগমনে সেই বহুল বিচিত্র পাদপ-

শোভিত রমণীয় পম্পা অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে না না প্রকার সুরম্য-কানন, প্রস্রবণ ও গিরিগুহা সকল দেখিতে পাইলেন। রাম কিরূপে প্রবোধ লাভ করিবেন, কিরূপেই বা তাঁহার অন্তরে সীতার শোক অপেক্ষাকৃত তিরোহিত থাকিবে, পুরুষোত্তম লক্ষ্মণের এই চিন্তাই অণুক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি নিরাকুল মনে মাতঙ্গ গমনে রামের অনু-গমন পূর্ব্বক নীতি ও বীরতা প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজরাজগতি কপিরাজ সুগ্রীব, ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিধানে যদৃচ্ছা ক্রমে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ দুই অপূর্ব্বরূপ অপরিসীমতেজস্বী রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন। সুগ্রীব ঐ দুই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র ভীত, নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। তৎকালে তদীয় নিস্পন্দভাব অবলোকন করিয়া অন্যান্য বানরেরা যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হইল, এবং দ্রুত পাদবিক্ষেপে কপিকুলপূর্ণ সুগসেব্য এক প্রমোদকর আশ্রমে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুগ্রীব সেই সশস্ত্র বীরযুগলকে দর্শন করিয়া অপার বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং নিতান্ত আকুল মনে

সভয়ে চারি দিক্ চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কোন স্থানেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মন, প্রাণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুলান্তঃকরণে অনিবার অশুভচিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং কর্ত্তব্যাবধারণার্থ মন্ত্রিগণকে কহিলেন; কপিগণ! আজ অদৃষ্টপূর্ব্ব এই দুই বীরকে দেখিয়া, আমার মনে নানাপ্রকার অশুভ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহারা বালীর প্রেরিত, বিশ্বাস উৎপাদন ছলে চীরবসন পরিধান পূর্ব্বক তাপসবেশে বৈরনির্য্যাতন মানসে এখানে আসিয়াছে। ঐ দেখ, উহারা বন পর্য্যটন প্রসঙ্গে এই দুর্গম অরণ্য মধ্যেই প্রবেশ করিল। না জানি, আজ কি সর্ব্বনাশই বা ঘটে। হায়! রাজ্য সম্পদ সমুদায় বিসর্জন দিয়া অরণ্যমাত্র আশ্রয় করিলাম, কিন্তু বিধাতা বুঝি, ইহাতেও পরিতৃপ্ত হন নাই, দুর্ভাগ্যে না জানি আবার বা কি ঘটে?

এই বলিয়া সুগ্রীব, মন্ত্রিগণসহ শশব্যস্তে শিখরান্তরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে মন্ত্রিগণেরা সভয়ে যূথপতি সুগ্রীবকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে অন্যান্য বলবান্ বানরেরা গতিবশাৎ শৈলশিখর কম্পিত এবং মৃগ মার্জার ও ব্যাঘ্রগণকে শঙ্কিত করিয়া শৈল হইতে শৈলে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল, এবং গহন কাননে পুষ্পিত তরুলতা সকল গতিবেগে ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সুগ্রীব সমুদায় মন্ত্রিবর্গে

পরিবেষ্টিত ছিলেন; তন্মধ্যে বক্তা হনুমান, যুথনাথকে বালীর পাপাচরণে শঙ্কিত দেখিয়া কহিলেন, বীর! আপনি অকারণে এত ভীত হইতেছেন কেন? এ পর্ব্বতের নাম ঋষ্যমূক, এখানে বালী হইতে কোন রূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই আপনি যাহার ভয়ে ভীরুলোকের ন্যায় পলায়ন করিয়া আসিলেন, আমি ত তাহার কোন ছন্দাংশই দেখিতেছি না। যে দুরাচার হইতে আপনার এত কাতরতা উপস্থিত হইয়াছে, সে কাপুরুষের এখানে আসিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আপনার অনর্থক এত ভীরুতা দেখিয়া আমি নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। কপিরাজ! ইহাতে আপনার বানরত্বই সর্ব্বথা প্রকাশ পাইতেছে। আপনি চিত্তের অস্থৈর্য্য বশত এখনও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। এক্ষণে ইঙ্গিত দ্বারা নিশ্চয় পরকীয় আশয় বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করুন। দেখুন, নির্ব্বোধ রাজা কদাচ রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। তাঁহাকে অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট ও অবসন্ন হইতে হয়।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব, মন্ত্রিবর হনূমানের এই শ্রেয়স্কর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া হিত বচনে কহিতে লাগিলেন; মন্ত্রিন্! ঐ দুই শরকার্ম্মুকধারী আজানুলম্বিত-বাহু বিশালনেত্র বীরপুরুষকে নেত্রগোচর করিলে, কাহার অন্তরে ভয়ের উদ্রেক না হয়? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহারা বালীর প্রেরিত, ছদ্মবেশে আমার

সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। দেখ, সম্ভ্রান্ত, ধনী ও ভূপতিদিগের সহিত অনেক লোকের মিত্রতা থাকে, উহারা হয়ত, বন্ধুর হিতার্থ সেই সূত্রেই এখানে আসিয়াছে। সুতরাং উহাদিগকে সহসা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হইতেছে না। বিপক্ষেরা নানা কৌশলে বিশ্বাসের ভাণ করিয়া সুযোগ ক্রমে অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব আদৌ উহাদের অভিপ্রায় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। বালী সকল কার্য্যে সুপটু, বঞ্চনাচতুর ও শত্রুঘাতক। ছদ্মবেশী চর নিয়োগ করিয়া, সে যে আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাতে আর সংশয় কি? অতএব মন্ত্রিবর! তুমি সামান্য ভাবে গিয়া, আকার ইঙ্গিত, কথোপকথন ও নানা প্রকার ভাব ভঙ্গি দ্বারা প্রথমে ঐ দুই ব্যক্তিকে জান; যদি উহাদের চিত্ত নির্ম্মল দেখিতে পাও, অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্মুখীন হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার প্রশংসা পূর্ব্বক উহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইবে। এবং বাক্যালাপ বা আকার প্রকার দ্বারা দুরভিসন্ধি কিছু বুঝিতে না পারিলে, উহারা কি কারণে বনে আসিয়াছে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে।

তখন হনুমান্ প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ঋষ্যমূক হইতে রাম লক্ষ্মণের সন্নিধানে গমন করিলেন। তিনি গমনকালে দুষ্ট বুদ্ধি নিবন্ধন পথিমধ্যে বানররূপ পরিহার পূর্ব্বক ভিক্ষুক রূপ ধারণ করিলেন, এবং অতি-বিনীতের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি স্তুতিবাদ

পূর্ব্বক মধুর বাক্যে স্বেচ্ছামত কহিতে লাগিলেন; বীর-যুগল! তোমরা কে? জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন্ মহাত্মার কুল অলঙ্কৃত করিয়াছ? আহা! তোমাদের বর্ণ অতিশয় সুকুমার ও কান্তিও নিরতিশয় কমনীয়। আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমরা কোন রাজর্ষির কুল পবিত্র করিয়াছ। তোমাদের মুখশ্রী, যেমন লোকোত্তরীণ দয়া দাক্ষিণ্যে অলঙ্কৃত, তেমনি অসাধারণ সাহসে পরিপূর্ণ। পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড কোদণ্ড ও হস্তে বীরপুরুষোচিত অসিলতা দুলিতেছে। তোমাদের শরীর অতিশয় সুকুমার হইয়াও যেন অনন্যসুলভ সংগ্রাম-পারদর্শিতা প্রকাশ করিতেছে। এক্ষণে বল, তোমরা তাপসবেশে কি কারণে বন বাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছ? তোমরা চীরধারী ও ব্রহ্মচারী হইলেও তোমাদের দেহ প্রভায় বনবিভাগ যারপর নাই শোভিত হইতেছে। তোমরা বন্যজীব জন্তুগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া পম্পাতীরস্থ তরুলতা সকল সাদরে নিরীক্ষণ করিতেছ। বলিতে কি, তোমাদের অঙ্গসৌন্দর্য্য দেখিয়া বোধ হয়, যেন তোমরা রাজ্যে বিহার করিবারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তোমাদের মস্তকে ঋষিজনোচিত জটাভার, এবং নেত্র-দ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। তোমরা পরস্পর পরস্পরেরই অনুরূপ, তোমাদের প্রতিরূপ পৃথিবীতলে আর নাই। তোমাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তোমরা দেবলোক হইতে এখানে আবির্ভূত হইয়াছ,

অথবা চন্দ্র ও সূর্য্যই যেন যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমাদের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, স্কন্ধ সিংহ স্কন্ধের ন্যায় প্রশস্ত। তোমরা বিলক্ষণ উৎসাহসম্পন্ন, হৃষ্ট পুষ্ট ও একান্ত প্রিয়দর্শন। তোমাদের ভুজদণ্ড করিশুণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ, বর্ত্তুল ও অর্গলতুল্য। এই সুন্দর হস্তে অলঙ্কার ধারণ করা কর্ত্তব্য; জানি না, উহা কিজন্য ভূষণে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। বোধ হয়, তোমরা মনে করিলে এই সসাগরা সদ্বীপা ধরায় একাধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিতে পার। তোমাদের শরাসন সুবর্ণরঞ্জিত ও সুচিক্কণ, উহা স্বর্ণ খচিত ও বজ্রের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই সকল সুদৃশ্য তূণীর, প্রাণান্তকর জলন্ত সর্পসদৃশ ও সুশাণিত ভীষণ শরে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই দুই সুপ্রশস্ত অসিলতা সুবর্ণজড়িত ও সুদীর্ঘ। বলিতে কি, উহা যেন নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। বীর! আমি এতরূপ অনুনয় বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কিজন্য প্রত্যুত্তর দিতেছ না। দেখ, এই ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে সুগ্রীব নামে এক অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিনায়ক ও পরম ধার্ম্মিক। বলবান্ বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বলিয়া তিনি দুঃখিত মনে দীনবেশে সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন। আমি তাঁহার নিয়োগেই তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছি।

আমি পবনতনয়, জাতিতে বানর, নাম হনূমান্। সেই ধর্ম্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন্ত্রী। কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল, কি রসাতল, আমার গতি কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। আমি অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারি। আমার বল অসাধারণ, মনে করিলে, ত্রিলোক আলুলায়িত করিয়া সাগরে ভাসাইতে পারি। আমি, কপিরাজ সুগ্রীবের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুকরূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে ঋষ্যমূক হইতে এস্থানে আসিয়াছি। এই বলিয়া বক্তা হনূমান্ মৌনাবলম্বন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর রাজকুমার রাম, শ্রীমান্ হনূমানের এইরূপ বিনীতিগর্ভ অমৃতায়মান বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লমনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতাকে কহিতে লাগিলেন ; বৎস ! আমি, কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম, ইনি অতি বীর ও বক্তা। তুমি সস্নেহে সমাদরে ও মধুর বাক্যে ইহাঁর সহিত আলাপ কর। ইনি যেরূপে

আলাপ করিলেন, বোধ হয়, নিখিল শাস্ত্রে ও সমস্ত বেদেই ইহাঁর বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। সমুদায় শাস্ত্রের মূল বেদে যাঁহার প্রবেশ নাই, তিনি কদাচ এমন সদ্ভাবগর্ভ বাক্যাবলী প্রয়োগ করিতে পারেন না। ইনি অনেক বার সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্র শুনিয়া বা অধ্যয়ন করিয়াই থাকি-বেন। লক্ষ্মণ! বলিতে কি, ইনি বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু একটীও অপশব্দ ইহাঁর ওষ্ঠের বহির্গত হয় নাই। এবং বলিবার সময় ইহাঁর মুখ, নেত্র, ভ্রূ, ললাট প্রভৃতি অঙ্গবিশেষে কোনরূপ দোষও লক্ষিত হইল না। ইহাঁর বাক্যগুলি কেমন স্বল্পাক্ষর, সুস্পষ্ট, সরল ও মনোহর। দন্ত ওষ্ঠ তালু প্রভৃতি যে যে স্থান যে যে বর্ণের উচ্চারণ স্থান বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সেই বর্ণ অবিকল সেই সেই স্থান হইতেই কেমন সুস্পষ্টভাবে নিঃসৃত হইল। যে পদ প্রথমে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, ইহাতে তাহাও উপেক্ষিত হয় নাই। এবং ইহা প্রত্যেক পদের অর্থ হৃদ্বোধ করাইয়া বিষয় জ্ঞানেও সমর্থ করিল। এইবাক্য মনঃপ্রফুল্লকর ও অতীব আশ্চর্য্য। অন্যের কথা দূরে থাক, ইহা অসিপ্রহারোদ্যত প্রবল শত্রুকেও সুপ্রসন্ন করিতে পারে। যে রাজার এতাদৃশ সুশীল সচ্চরিত্র, সদ্বক্তা ও সুপণ্ডিত মন্ত্রী না থাকেন, জানি না, তাঁহার রাজকার্য্য কি প্রকারে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ফলতঃ এইরূপ সদ্গুণসম্পন্ন সচিব যাঁহার উত্তর সাধক, তাঁহার সকল কার্য্যই ইহাঁর বাক্যবলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলেন। তাঁহার বাক্যাবসানে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ সুগ্রীবসচিব হনূমান্‌কে আহ্বান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বিদ্বন্‌! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণগ্রাম আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি তাঁহার আদেশে আমাদিগকে যাহা কহিলে, আমরা অবিচারিত মনে তৎ-সম্পাদনে প্রস্তুত আছি।

তখন বক্তা হনূমান্‌ লক্ষ্মণের এই সদ্ভাবগর্ভ বাক্য শ্রবণ এবং সুগ্রীবের শুভকামনায় মনঃসাধন পূর্ব্বক রামের সহিত তাঁহার সখ্যভাব স্থাপনে সমুৎসুক হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আদেশে হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক সমস্ত আত্ম পরিচয় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, কহি-লেন; বীর! দশরথ নামে এক অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন সুধার্ম্মিক মহীপাল ছিলেন, অযোধ্যা নাম্নী মহানগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি অসামান্য গুণপ্রভাবে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সৎপুরুষদিগকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র সদাচার, সৎস্বভাব, সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ ছিলেন, তাঁহার তুল্য গুণবান্‌ অবনীতলে কেহই ছিলেন না। তিনি প্রজাগণের সুখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধিকৌশলে বৃহস্পতির

ন্যায় এবং বলবীর্য্যে বজ্রপাণি পুরন্দরের ন্যায় অভিহিত হইতেন। কেহ শোকাকুল হইলে, মহাত্মা নানাপ্রকার সুমিষ্ট বাক্যে তাহার শোকাপনোদন করিতেন। তিনি মঙ্গলের জন্মভূমি, জ্ঞানের বাসভুমি, বিদ্যার আধার, গুণের আকর ও অতিশয় স্বভাব সুন্দর ছিলেন। অঙ্গের সহিত সমুদায় বেদ, সঙ্গীত শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় প্রতিদিন প্রজাবর্গের পুত্র, কলত্র, প্রেষ্য শিষ্য, ও অগ্নি-সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ তাঁহার দ্বেষ্টা ছিল না। তিনিও কাহাকে দ্বেষ করিতেন না। এমন কি, তিনি ত্রিলোকমধ্যে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজ করিতেন এবং যথাযোগ্য দক্ষিণা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নানাবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ সজলনেত্রে হস্তনির্দ্দেশ পূর্ব্বক আবার কহিলেন, বীর! এই মহাত্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান, নাম রাম। কি সৌজন্যে, কি সৌহৃদ্যে, কি দাক্ষিণ্যে, এই সমদর্শী সকল অংশেই সকলের শ্রেষ্ঠ। ইনি পিতার ন্যায় গুণবান্, ইহাঁর তুল্য উদার চিত্ত, শান্ত স্বভাব, অসূয়া শূন্য ও প্রিয়দর্শন দুইটী অতি বিরল। ইনি মৃদুবচনে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা, নৈসর্গিক হাস্য-মিশ্রিত সুমিষ্ট বাক্য ভিন্ন তাদৃশ নিষ্ঠুর কথা কখন ওষ্ঠের বাহির

করেন না । ইনি তরুণ, অথচ জগতে একমাত্র সাধু ও অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক ; প্রিয়বাদী অথচ সত্যভাষী ; বলবান্ কিন্তু বীর্য্যমদে কখন উন্মত্ত হন না ; দয়াবান্, কিন্তু অপক্ষপাতি ; বিদ্বান্, কিন্তু ইহাঁর শরীরে গর্ব্বের লেশমাত্র নাই। ইনি দীনশরণ, ভক্তিপরায়ণ, দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্ম্মের প্রতিপালক ও দেশকালজ্ঞ ; ইহাঁর চরিত্র পরম পবিত্র, ইহাঁর বুদ্ধি ইক্ষ্মাকু-কুলোচিত দয়া, দাক্ষিণ্য, ও শরণাগত-বৎসলতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুগত। নিষিদ্ধ কার্য্যে বা বিরুদ্ধ কথায় কখন ইহাঁর অভিরুচি হয় না। বাদানুবাদ ঘটিত কোন কথা উপস্থিত হইলে, ইনি সুরগুরু বৃহস্পাতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন । ইনি অতি বিনয়ী ও ইহাঁর চরিত্র সাধুসমাজে অগ্রে উত্থাপিত হইয়া থাকে। ইনি জ্ঞানবান্, ইহাঁর তুল্য সাধু পুরুষ, বোধ হয়, সুরসমাজেও সুলভ নহে। ইনি বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অধিকার করিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়াছেন। সমন্ত্রক ও অমন্ত্রক অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগে ইনিই একমাত্র কুশল। ইনি কল্যাণের জন্ম ভূমি, দয়ার আধার ও সন্তোষের আকর। সঙ্কটে পড়িলেও ইহাঁর মুখ হইতে কখন মিথ্যা কথা নির্গত হয় না। ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা ইহাঁর আচার্য্য গুরু। ইনি ত্রিবর্গ তত্ত্বজ্ঞ, স্মৃতিমান্ ও প্রতিভাসম্পন্ন। ইনি লৌকিকার্থ কুশল, গম্ভীর ও বিনীতস্বভাব। ইহাঁর ক্রোধ বা হর্ষ কখন নিষ্ফল হয় না, ইহাঁর ভক্তি গুরু-

জনের প্রতি অচলা, বুদ্ধি তরুণ সুলভ চঞ্চলা নহে। ইনি আলস্যশূন্য, সাবধান, স্বদোষদর্শী, কৃতজ্ঞ ও লোকের অন্তরজ্ঞ। কর্ত্তব্য ভার বহনে ইহাঁর অণুমাত্রও শৈথিল্য বা আলস্য নাই। ইনি বিপক্ষের অভিমুখ গমনে সুদক্ষ, শত্রু বিনাশে সুপটু, ও ব্যূহরচনায় সুপারগ; ধনুর্ব্বেদজ্ঞগণের মধ্যে ইনিই অগ্রগণ্য ও অতিরথ। ইনি কোন অংশেই লোকের অবজ্ঞাভাজন নহেন। দেবাসুরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও ইহাঁকে সমরে পরাজয় করিতে পারেন না। ইনি ত্রিলোক পূজিত ও প্রাকৃত লোকের ন্যায় কালের আয়ত্ত নহেন। ইনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাবান্, সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ও সুরপতি বজ্র-পাণির ন্যায় বলবান্। ইহাঁ হইতেই পিতৃদেবের আদেশ প্রায় পূর্ণ হইল। মহারাজের পুত্রগণ মধ্যে ইনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ। ইহাঁর শরীরে সমস্ত রাজচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনি জ্যেষ্ঠত্ব ও গুণবত্তা নিবন্ধন রাজ্যপদ গ্রহণ করিতে ছিলেন, এই অবসরে রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া আমার সহিত অরণ্য বাসে আসিয়াছেন। সায়ং সময়ে কিরণ মালা যেমন ময়ূখমালীর অনুসরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আর্য্যা জানকীও ইহাঁর অনুগমন করিয়াছেন। আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম লক্ষ্মণ। এই সমদর্শীর সদ্‌গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া, অমি দাসত্ব স্বীকার করিয়া আছি। ইনি ভোগ সুখ লাভের যোগ্য, পূজনীয় ও পরোপকারী; রাজ্য সুখে

বঞ্চিত হইয়া দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন? ইত্যবসরে কোন এক কামরূপী পাপাত্মা রাক্ষস, আমাদের অসন্নিধানে ইহাঁর পত্নী জানকীরে আশ্রম হইতে হরণ করিয়াছে। আমরা ঐ রাক্ষসের সম্পর্কে কিছুই জানি না, দিতির পুত্র দানব দনু, শাপ প্রভাবে রাক্ষস হইয়া ছিল, সে মাত্র এই কহিল; কপিরাজ সুগ্রীব অতি বিচক্ষণ, সেই বীর্য্যবান্ তোমাদের বিপক্ষের বিশেষ অবগত আছেন; এই বলিয়া দনু, তেজঃপুঞ্জ কলেবরে স্বর্গারোহণ করিল।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ, রোদন করিতে করিতে আবার কহিলেন; হনূমান্! এই আমি, রাম সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্তই তোমার নিকট কহিলাম। এক্ষণে আমি এবং আর্য্য রাম আমরা উভয়েই মহাত্মা সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলাম। আহা! কালের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইতি পূর্ব্বে যিনি অর্থীদিগকে প্রচুর ধন দান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়া সকলের প্রতি একাধিপত্য বিস্তার করিতেন, সেই ত্রিলোকশরণ্য এক্ষণে সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলেন। যাঁহার প্রসাদে সমস্তলোক অপরিসীম পরিতোষ লাভ করিত, সেই লোকাভিরাম আর্য্য রাম এখন সামান্য লোকের ন্যায় সুগ্রীবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন। যিনি উত্তর কোশলের অধীশ্বর, জনকাত্মজা জানকী যাঁহার বধূ; কালপ্রভাবে আজ তাঁহারই আত্মজ রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন। যে ধর্ম্মশীল অন্যের প্রতি পালক

ছিলেন, মদীয় গুরু সেই রাম আজ সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলেন। যে দশরথ পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণকে সর্ব্বদা সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারই জগদ্বিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্র আজ সুগ্রীবের অনুগ্রহ কামনা করিতেছেন। ইনি শোকার্ত্ত ও নিরাশ্রয় হইয়া যখন আশ্রয় লইলেন, তখন যূথপতি গণের সহিত সুগ্রীব ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ বাষ্পাকুল লোচনে ও কাতর বচনে এইরূপ কহিলে, বক্তা হনূমান্ বিনয় মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন; রাজকুমার! তোমাদের স্বভাব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আমি যারপর নাই প্রীতিলাভ করিলাম। মহাত্মা সুগ্রীব তোমাদের সহিত অবশ্যই সখ্যভাব স্থাপন করিবেন। তোমরা তাঁহারই ভাগ্যক্রমে এই স্থানে আসিয়াছ, বালীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে. বলগর্ব্বিত বালী বল পূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যা ও রাজ্য অপহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি সুগ্রীব যারপর নাই ভীত ও অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বনেচরের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। তিনি অবশ্যই বানরগণকে সহায় করিয়া জনকাত্মজার অন্বেষণ কার্য্যে তোমাদের সাহায্য করিবেন, সন্দেহ নাই। পুরুষোত্তম! তবে এখানে আর বিলম্ব করা উচিত নহে, চল, এক্ষণে আমরা ত্বরায় সুগ্রীবের সন্নিধানেই গমন করি।

এই বলিয়া হনূমান্ বিরত হইলে, লক্ষ্মণ পরম প্রীত হইয়া হনূমান্‌কে যথাবিধি সৎকার করিয়া রামচন্দ্রকে কহি-

লেন, আর্য্য! এই পবনতনয় মহাত্মা হনূমান্ আহ্লাদভরে যেরূপ কহিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, আপনার সাহায্যে সুগ্রীবেরও কোন মহৎ কার্য্য নিষ্পাদিত হইবে। আর বোধ করি, তাঁহার সাহায্যে অমারাও কৃতকার্য্য হইব। এই বীরের স্বভাব যেমন নির্ম্মল দেখিলাম, তাহাতে ইনি যে মিথ্যা কহিবেন, এরূপ বোধ হয় না। আর্য্য! চলুন, এখন আমরা সুগ্রীবের সন্নিধানেই গমন করি। এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। অনন্তর হনূমান, রামের অনুমতি গ্রহণ, ভিক্ষুকরূপ পরিহার ও বানররূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিচক্ষণ হনূমান্, ঋষ্যমূক হইতে মলয় পর্ব্বতে উপনীত হইয়া সুগ্রীবকে কহিলেন; কপিরাজ! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়, উত্তরকোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের আত্মজ, নাম রাম। পিতৃ সত্য পালনার্থ বনবাস ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অগ্নির তৃপ্তি সাধন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুসংখ্য গো দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন, যিনি সাধুতা ও সত্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পৃথিবী শাসন করিতেন, তাঁহারই মধ্যমা মহিষীর জন্য রাম বনবাসী। এই মহাত্মা রাজ্য সম্পদ সমু-

দায় বিসর্জন করিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনেবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন. ইত্যবসরে দুরাত্মা দশানন, স্বীয় বংশোচিত হিংসা দ্বেষাদির প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া ইহাঁর প্রাণসমা পত্নীকে হরণ করিয়াছে। এক্ষণে এই উভয় ভ্রাতা আপনার শরণাপন্ন হইলেন, এবং আপনার সহিত ইহাঁরা উভয়েই অকৃত্রিম বন্ধুতা সংস্থাপনের অভিলাষ করিয়াছেন। ইহাঁরা অতিশয় পূজনীয় ও জগদ্বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রার্থনা করি, আপনি ইহাঁদিগকে সস্নেহে গ্রহণ ও যথোচিত সম্মান করুন এই বলিয়া হনূমান্ মৌনাবলম্বন করিলেন।

সুগ্রীব তদীয় বাক্য কর্ণগোচর করিয়া প্রিয়দর্শন রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রীতিভরে রামকে কহিলেন; রাজকুমার! আমি হনূমানের মুখে তোমার গুণগ্রাম সমস্তই শ্রবণ করিলাম। তুমি তপোনিষ্ঠ, সুধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ। সকলের উপর তোমার বিলক্ষণ বাৎসল্যভাব প্রকাশ আছে। আমি বানর, তুমি স্বয়ং আসিয়া আমার সহিত যে সখ্যভাব স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছ, এই আমার বহুভাগ্য, এই আমার বহু সম্মান, বুঝিলাম, এত দিনের পর আমাদের বানরবংশ পবিত্র হইবে। পুরুষোত্তম! আমার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, আমি অকৃত্রিম প্রণয়সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া এই বাহু প্রসারণ করিয়া দিলাম, বানর জ্ঞানে ঘৃণা বোধ না করিয়া গ্রহণ কর, এবং অটল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও।

তখন রাম প্রীতিপ্রসন্ন নেত্রে সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তদীয় হস্ত গ্রহণ ও মিত্রতাস্থাপন পূর্ব্বক সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হনূমান্ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক প্রীতিভরে পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করত উহাঁদের মধ্য স্থলে রাখিলেন। রাম ও সুগ্রীব উভয়ে ঐ প্রদীপ্ত হুতাশন প্রদক্ষিণ করিয়া সানন্দ মনে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিয়া দর্শনপিপাসা কেহই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। যতই দেখেন, অভিনব বস্তু দর্শনের ন্যায় উভয়ের দর্শন-পিপাসা ক্রমশই বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল। অকৃত্রিম প্রণয়সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া উভয়ের মনোমধ্যে এতঅধিক হর্ষের উদ্রেক হইয়া উঠিল যে, তাঁহারা তৎকালে যেন কি করি-বেন, কিছুই স্থিরতর করিতে না পারিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ প্রায় হইয়া রহিলেন। অনন্তর সুগ্রীব পরম আহ্লা-দিত হইয়া কহিলেন, সখে! অদ্যাবধি তুমি আমার বন্ধু হইলে, অদ্যাবধি তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র বিভিন্নতা রহিল না। আজ হইতে আমাদের সুখ দুঃখ একই হইল। কি সম্পদ, কি বিপদ, আজ হইতে সকল অবস্থাতেই তুমি আমার এবং আমি তোমার সহায় হইলাম। এই বলিয়া সুগ্রীব একশাল বৃক্ষের পত্রবহুল কুসুমিত শাখা ভগ্ন করিয়া তদুপরি বয়স্যের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। তখন হনূমান লক্ষ্মণের উপবেশনার্থ প্রীত মনে এক পুষ্পিত চন্দন শাখা আনিয়া দিলেন।

অনন্তর কপীশ্বর সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, মিত্রবর! আমার দুঃখের কথা আর কি কহিব; আমি রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া দিবানিশি দীনবেশে অরণ্যে অরণ্যে পর্ব্বতে পর্ব্বতে পর্য্যটন করিতেছি। বালীর সহিত আমার আন্তরিক শত্রুতা উপস্থিত। সে আমার প্রাণ-প্রতিমা প্রিয় পত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। আমি তাহার ভয়ে ভীত ও উদ্ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া এই দুর্গম অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি। সখে! অতঃপর যাহাতে আমার ভয় দূর হয় তুমি তাহাই কর।

বান্ধবের কথা শুনিয়া রাম ঈষৎহাস্য করিতে করিতে কহিলেন, কপিরাজ! উপকারই যে মিত্রতার ফল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আমি তোমার সেই ভার্য্যা-পহারক বলগর্ব্বিত বালীকে অবশ্যই বিনাশ করিব। আমার কঙ্কপত্রশোভী সরলগ্রন্থি বজ্রসদৃশ সূর্য্যপ্রকাশ সুশাণিত অমোঘ শর, ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সেই দুর্ব্বির্ত্তের বক্ষস্থলে পতিত হইবে। তুমি অবশ্যই তাহাকে নিহত ও পর্ব্বতবৎ ভূতলে শয়ান দেখিয়া, সকল মনস্তাপ বিদূ-রিত করিবে। সুগ্রীব কহিলেন, পুরুষোত্তম! আমি আজ আশ্বাসবাক্যে সুস্থ হইলাম, তোমার প্রসাদে আমি রাজ্য ও ভার্য্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইব। তুমি আমার সেই পরম শত্রু বালীকে এইরূপ করিবে, যেন সে, আমার আর কোন অপকার করিতে না পারে। তাহার কোপানলে পড়িয়া আমাকে যেন আর বনে বনে বিচরণ করিতে না হয়।

এদিকে সুগ্রীব ও রামের প্রণয় সংঘটন হইলে, জানকী, বালী ও লঙ্কেশ্বরের বামনেত্র অনবরত নৃত্য করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর সুগ্রীব প্রীত হইয়া পুনরায় কহিলেন; সখে! তুমি অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া যে নিমিত্ত নির্জন বনে আসিয়াছ, আমার এই মন্ত্রিপ্রধান সুধীর হনূমান্ সমস্তই কহিয়াছেন। তুমি পিতৃসত্য পালনার্থ ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনবাসে কালযাপন করিতেছিলে, এই অবসরে এক রাক্ষস তোমার ভার্য্যা জনকাত্মজা জানকীরে অপহরণ করে। তুমি এবং লক্ষ্মণ, জানকীরে একাকিনী রাখিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলে, ছিদ্রান্বেষী এই অবকাশে পক্ষীরাজ জটায়ুর প্রাণ সংহার করিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। দুর্দ্দান্ত নিশাচর তোমায় স্ত্রীবিচ্ছেদ দুঃখে ফেলিয়াছে, তুমি অচিরাৎ মুক্তি লাভ করিবে। দানবহৃতা দেবশ্রুতির ন্যায়, আমি সেই নিশানাথ-নিভাননাকে আনিয়া পুনরায় তোমার হৃদয়াকাশ সুশোভিত করিব। তিনি আকাশেই থাকুন, বা রসাতলেই থাকুন, অবশ্যই তাঁহাকে আনিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। পুরুষোত্তম! জানকী সামান্য নহেন; তিনি সাক্ষাৎ কমলা,

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সুর ও অসুর, যেই কেন না হউন, বিষাক্ত খাদ্যবৎ কেহই তাঁহাকে জীর্ন করিতে পারিবেন না। শোক পরিত্যাগ কর। আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও যদি তোমার প্রিয়তমাকে উদ্ধার করিতে পারি, তাহাও করিব। সখে! আমার অনুমান হইতেছে, তিনিই জানকী। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; দুর্দ্দান্ত নিশাচর তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে। ঐ সময় তিনি "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিলেন, এবং রাবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি আমাদের পাঁচ জনকে পর্ব্বতোপরি দেখিয়া, উত্তরীয় ও অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়াছেন। আমরা সেই গুলি লইয়া সযত্নে গহ্বরে রাখিয়াছি। সখে! এক্ষণে তৎসমুদায় আনয়ন করি, দেখ, তোমার প্রিয়তমার অঙ্গভূষণ কি না।

তখন রাম প্রিয়বাদী বান্ধবকে কহিলেন, মিত্রবর! শীঘ্র আনয়ন কর। যদি সযত্নে রাখিয়া থাক, তবে আর বিলম্ব করিও না, আমি সেই সমস্ত প্রিয়াভুক্ত অলঙ্কার হৃদয়ে রাখিয়া, প্রিয়াদর্শন লালসায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিব। শুনিয়া সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ বান্ধবের প্রিয়োদ্দেশে এক নিবিড় গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সীতাভুক্ত সেই সমস্ত অলঙ্কার ও উত্তরীয় আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এই দেখ।

রাম প্রেয়সীর সেই সমুদায় অলঙ্কার পাইয়া, হিমজালে চন্দ্রমা যেমন আবৃত হন, নেত্রজলে তদ্রূপ

আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি কখন "হা প্রেয়সি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন, কখন সেই আভরণ গুলি হৃদয়ে রাখিয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করেন। তৎকালে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ মৌন বদনে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাম তাহাঁকে নিরীক্ষণ করিয়া, জলধারাকুল লোচনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, হরণকালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে এই সমস্ত আভরণ ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃনাচ্ছন্ন কোন ভূমির উপর এই সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নতুবা উহা পূর্ব্বের ন্যায় কদাচ অবিকৃত থাকিত না।

শুনিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আমি তাঁহার কেয়ূরের বিষয় কিছুই জানি না, কুণ্ডলও কখন দেখি নাই, প্রতিদিন পদ সেবা করিতাম, এই জন্য নূপুরকেই জানি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! আমার প্রাণপ্রতিমা জানকীরে হরণ করিয়া সেই ভীষণাকার দুর্দ্দান্ত নিশাচর কোথায় গমন করিল? যে আমার হৃদয়াকাশ শূন্য করিয়া আমাকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, সে দুরাত্মা কোথায় থাকে? যে পামর, বঞ্চনা করিয়া বন হইতে আমার প্রাণপ্রিয়া প্রেয়সীকে অপহরণ করিল, সে ব্যক্তি কে? যে নীচাশয়, আমার প্রাণাধিক জানকীরে অপহরণ করিয়া আমার ক্রোধানল জ্বালিয়া দিল, মিত্র! সে দুরাত্মার কি আর নিস্তার আছে? সে পাপাশয়, আত্ম

নাশের জন্য অবশ্যই মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সখে! বল, আমি অচিরাৎ তাহাকে সবংশে বিনাশ করিব। রামের বিপক্ষতা করিয়া ত্রিলোক-মধ্যে কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না। বলিতে কি, স্বয়ং দেবরাজ কেন না হউন, আমার কোপানলে তাঁহাকেও উত্তাপিত হইতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

তখন সুগ্রীব, সখার এইরূপ করুণ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ও বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন; বয়স্য! * আমি সেই পাপ রাক্ষসের গুপ্ত নিবাস কোথায়, অবগত নহি, কিন্তু তাহার বল, বিক্রম, এবং সেই দুষ্কুলের কুল, সমস্তই অবগত আছি। সখে! এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর। প্রতিজ্ঞা করিলাম, জানকী যেরূপেই তোমার হস্তগত হন, আমি তাহাই করিব। আমি বানর সেনামাত্র সহায় করিয়া নিজ পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক রাবণকে সবংশে বিনাশ করিব। যাহাতে তুমি

---

* রাবণ এতাদৃশ দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় কখন প্রবেশ করে নাই, সীতাকে অবশ্যই কোন গুপ্ত স্থানে রাখিয়া থাকিবে; এই ভাবিয়া সুগ্রীব কহিলেন;— আমি সেই পাপ রাক্ষসের গুপ্ত নিবাস কোথায়? অবগত নহি ইত্যাদি। রাবণের প্রকাশ্য বাসস্থান লঙ্কা নগরী সুগ্রীবের অবিদিত ছিল না।

প্রীত হইতে পার, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও তৎসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না। এক্ষণে তুমি আর অলিক শোক মোহে বিহ্বল হইও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। সামান্য জন সুলভ বুদ্ধি লাঘব ভবাদৃশ বিচক্ষণ লোকের নিতান্তই শোভা পায় না। মিত্র ! দেখ আমি সামান্য বানর, আমিও স্ত্রী-বিরহ জনিত শোক সাগরে পড়িয়াছি, কিন্তু পড়িলেও প্রজ্ঞাশক্তি আশ্রয় করিয়া তাহাতে নিমগ্ন হই নাই, ধৈর্য্যও ধারণ করিতেছি। রাম ! তুমি মহাত্মা, বিনীত ও সুধীর ; প্রাকৃত জনের ন্যায় তোমার চিত্তও যে শোকান্ধকারে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহাতে আমি যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। সখে ! তোমার নয়ন যুগল হইতে দরদরিত ধারে যে বারি ধারা পড়িতেছে, এক্ষণে ধৈর্য্যবলে তাহা সংবরণ কর। ধৈর্য্যই সাত্বিকের মর্য্যাদা স্বরূপ : উহা ত্যাগ করিও না। বিপদ, অর্থকষ্ট, বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও সুধীর ব্যক্তিরা বুদ্ধি কৌশলে কদাচ অবসন্ন হন না। আর যেব্যক্তি নির্ব্বোধ ও কোন কার্য্যেই বুদ্ধি-চাতুর্য্য দেখাইতে পারে না, নদী প্রবাহে ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় শোকে অবশ হইয়া তাহাকে অচিরাৎ নিমগ্ন হইতে হয়। সখে ! আমি এই তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইতেছি, প্রণয়ের অনুরোধে প্রসন্নও করিতেছি, তুমি পৌরুষ আশ্রয় কর, আর অনর্থক শোক করিও না। শোকার্ত্ত লোক সর্ব্বদা অসুখী, ক্রমশ তাহার তেজও বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, শোকাবেশে প্রাণ সংশয় হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

এই কারণেই নিবারণ করি, তুমি আর শোক করিও না, শোককে আর প্রশ্রয় দিও না। আমি প্রণয়ের অনুরোধে সখ্য ভাবে তোমার হিতই কহিলাম, ইহা উপদেশ নহে। এক্ষণে সখ্যভাবের গৌরব রাখিয়া শোক দূর কর।

এইরূপ সদ্ভাবগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়া সুগ্রীব বিরত হইলেন। রাম তদীয় মধুর বাক্যে প্রবোধ লাভ করিয়া বস্ত্রান্তে নেত্রজল মার্জনা করিলেন, এবং কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; সখে! শুভানুধ্যায়ী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুরূপ ও কর্ত্তব্য, তুমি তাহাই করিলে। তোমার অনুনয়ে ও শিষ্ঠাচারানুমোদিত বহুল উপদেশগর্ত্ত বাক্যপ্রয়োগে এই আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ বিপদ সময়ে এই প্রকার মিত্রলাভ, সকলের ভাগ্যে সহজ নহে। সখে! এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ এবং সেই দুরাচাব দশাননের বধ সাধন এই দুইটী বিষয়ে তোমাকে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর আমিই বা তোমার কোন্ প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, অকপটে তাহাও প্রকাশ কর। মিত্র! বর্ষাসময়ে সুক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, যেমন সুফল জন্মিয়া থাকে, আমার প্রযত্নে তোমার সকল কার্য্যও তদ্রূপ অচিরকাল মধ্যেই সফল হইবে। আর অধিকিকি কহিব, শপথ করিলাম, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব। এই বলিয়া রাম মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন সুগ্রীব, বান্ধবের এই অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক

বানরগণের সহিত যারপর নাই পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে উভয়ে একান্তে উপবেশন করিয়া উভয়ের অনুরূপ নানারূপ সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। তৎকালে কপিরাজ, মহানুভব রামের আশ্বাস বাক্যে স্বকার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর বহুল শিষ্টাচারানুমোদিত সৎকথার পর্য্যবসানে সুগ্রীব পরম আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, সখে! তোমার তুল্য গুণভূষণ সদাশয় প্রিয়বন্ধু যখন আমার সহায়কারী, তখন আমি যে দেবগণেরও অনুগ্রহের পাত্র হইব. তাহাতে আর সংশয় নাই। তুচ্ছ বানররাজ্যের কথা আর কি কহিব, তোমার সাহায্যে বোধ করি, দেবরাজ্যও আমার দুর্লভ থাকিবে না। অগ্নি সমক্ষে ভবাদৃশ বিচক্ষণ মহাত্মাকে সখ্যভাবে লাভ করিয়া আমি আজ হইতে স্বজনেরও পূজনীয় হইলাম। এতদিনের পর আমাদের বানরবংশ পবিত্র হইল। এতদিনের পর আমি আজ ধন্য ও কৃতপুণ্য হইলাম, আমার জীবনও সার্থক হইল। রাজকুমার! আমিও যে তোমার অনুরূপ বয়স্য, তুমি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, তজ্জন্য তোমার নিকট গুণগৌরব প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। সখে! তোমার তুল্য সুশিক্ষিত লোকের

প্রীতি প্রায়ই অটল থাকে। বয়স্যেরা কহেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রভৃতি পদার্থ সকল বয়স্যগণের সাধারণ ধর্ম্ম। ধনী বা দরিদ্রই হউন, সুখ বা দুঃখই ভোগ করুন, নির্দ্দোষ বা দোষীই থাকুন, বয়স্যই বয়স্যের গতি; বয়স্যের অনির্ব্বচনীয় স্নেহ দর্শনে ধনত্যাগ, সুখ ত্যাগ বা দেশ ত্যাগও ক্লেশকর নহে। রাম কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে সমুদায় সত্য, কিছুই অলিক নহে। বিপদকালে যিনি সহকারী হইয়া প্রাণপণে বিপদের প্রতিকার করেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। উভয়ে এইরূপ শিষ্টাচারানুমোদিত বহুল সৎকথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাও অবসান হইয়া আসিল, রজনীর প্রারম্ভে রাম অনুজের সহিত যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

অনন্তর পরদিন সুগ্রীব, ঐ বীরদ্বয়কে শৈলতলে আসীন দেখিয়া বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং অদূরে পত্র বহুল ভ্রমরশোভিত পুষ্পিত এক শালবৃক্ষের শাখা দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি তাহা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হনূমান্‌ও এক শালশাখা উৎপাটন পূর্ব্বক বিনীত লক্ষ্মণকে বসাইলেন। অনন্তর অসামান্য গম্ভীরপ্রকৃতি রাম বিনীতভাবে উপবেশন করিলে, সুগ্রীব অপার আহ্লাদ ও বিষাদের সহিত কহিতে লাগিলেন; সখে! মহাবল বালী আমায় রাজ্য হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছে। আমি দূরে অপসারিত, আমার প্রাণসমা পত্নী অপহৃত। আমি

অতিমাত্র ভীত হইয়া অপার দুঃখের সহিত এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছি। বালী আমার পরম শত্রু, আমি তাহার ভয়ে দিবানিশি নিতান্ত ক্লেশে কালক্ষেপ করিতেছি। বলিতে কি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার চিত্তে সুখ নাই। বয়স্য! তুমি ভয়নাশন ও শত্রুবিনাশন। আমি ভীত ও শত্রুভয়ে নিরন্তর নিপীড়িত; প্রার্থনা করি, প্রসন্ন হইয়া অনাথ সুগ্রীবের অধিনাথ হও।

তখন আশ্রিতবৎসল রাম, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন সখে! লোকে অপকার করিলেই শত্রু ও উপকার করিলেই মিত্ররূপে পরিণত হয়, বালী তোমার আত্মীয় হইয়াও কার্য্যদোষে তোমার শত্রু হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই তাহার প্রাণ বিনাশ করিব। আমার এই সুবর্ণখচিত সুতীক্ষ্ণ শর কঙ্কপত্রে অলঙ্কৃত, সুপর্ব্ব ও বজ্রসদৃশ; ইহা শরবনে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি অচিরাৎ এই ক্রোধ প্রদীপ্ত উরগবৎ শরে সেই দুরাচার বালীকে নিহত ও পর্ব্বতবৎ পৃথিবীতলে নিপতিত দেখিবে।

তখন সুগ্রীব, রামের এই আশ্বাস জনক বাক্যে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন; মিত্র! আমি শোকে আক্রান্ত হইয়াছি, তুমি শোকার্ত্তের গতি এবং প্রাণাধিক বন্ধু, এই জন্যই আমি তোমার নিকট মনোবেদনা সমস্ত ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া পাণি প্রদান পূর্ব্বক আমার মিত্র হইয়াছ, শপথ করিয়া কহিতেছি, আমিও তোমায় প্রাণাধিক

বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আন্তরিক ক্লেশ নিয়তই আমার মনকে ক্ষীণ ও যারপর নাই দুর্ব্বল করিয়া ফেলি-তেছে। তুমি আমার সখা, যদি সখাকে সুখী করিতে পার, তবে আর বিলম্ব করিও না।

এই মাত্র বলিয়া সুগ্রীব কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাষ্প-ভরে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। তৎকালে তিনি উচ্চৈঃস্বরে আর কিছুই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি, নদীবেগবৎ আগত অশ্রুবেগ, রাম সমক্ষে সহসা ধৈর্য্যবলে নিরোধ করিয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভার পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক নেত্রজল মার্জনা করিতে করিতে পুন-র্ব্বার কহিলেন সখে! মহাবীর বালী নিরপরাধে আমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, এবং নানা প্রকার কঠোর কথা শুনা-ইয়া আমায় আবাস হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। ঐ দুরাচার আমার প্রাণাধিক পত্নীকে অপহরণ পূর্ব্বক আমার মিত্রবর্গকে কারাগারে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আমাকে বিনাশ করিতে তাহার কতই যত্ন, কতই চেষ্টা, তাহার আর পরিসীমা নাই। এমন কি, এই দুরভিসন্ধি সাধনার্থ সে অনেক বার এখানেও অনেক বানর পাঠাইয়াছিল। কিন্তু আমি অনেক কৌশলে সে সকলকে বিনাশ করিয়াছি। সখে! কখন কোন্ বানর ছদ্মবেশে আসিয়া আমার জীবনান্ত করে, এ ভয় আমার অন্তরে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে, এমন কি, তুমি যখন আইস, তখন তোমায় দেখিয়াও শঙ্কাক্রমে আমি অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছি-

লাম না, ভাবিয়া ছিলাম, দুরাচারের মনোরথ কি এখন পর্য্যন্তও সিদ্ধ হইল না! আমায় রাজ্য সম্পদে বঞ্চিত করিয়া দীনবেশে দূরে অপসারিত করিল, প্রাণসমা পত্নীকে অপহরণ করিয়া লইল, ইহাতেও কি তাহার ক্রোধ শাম্য হইল না। এক মাত্র প্রাণ লইয়া আমি পলায়ন করিয়াছি, ইহাও কি তাহার প্রাণে সহিল না। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি যে তখন কিরূপ অস্থির হইয়া পড়িলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। কিন্তু সখে! আমি কেবল এই হনূমানদিগের সহায়তা ক্রমেই এতকাল জীবিত রহিয়াছি। আমি অতিকষ্টে পড়িয়াও ইহাঁদের গুণে এতকাল প্রাণধারণ করিয়া আছি। এই স্নেহার্দ্র মহানুভব বানরগণ প্রাণ পণে আমার প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। আমি গমন করিলে, ইহাঁরা আমার অনুগমন করেন, আমি উপবেশন করিলে, ইহাঁরা উপবেশন করেন। ফলতঃ ইহাঁদের সাহায্যেই আমি এতকাল জীবিত রহিয়াছি। সখে! এক্ষণে তোমায় আর অধিক কি কহিব। সংক্ষেপে এই মাত্র জানিও, সেই প্রখ্যাতপৌরুষ বালীকে বধ না করিলে কোনরূপেই আমার বর্ত্তমান দুঃখের তিরোহিত হইবে না। তাহার নিধনে আমার জীবন, ও তাহার বিনাশেই আমার সুখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রাম! আমি শোকার্ত্ত, শোকনাশের উপায়ও তোমাকে কহিলাম, এক্ষণে তুমি সুখী বা শোকার্ত্তই হও, আমাকে আশ্রয় দিতেই হইবে।

শুনিয়া রাম কহিলেন, সুগ্রীব! বালীর সহিত তোমার এমন শত্রুতা জন্মিবার কারণ কি? যথার্থত জানিতে ইচ্ছা করি, আমি শুনিয়া উভয়ের বলাবল ও কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক যাহাতে তুমি সুখী হও, করিব। তোমার অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিয়াছে। এবং বর্ষাকাল যেমন জলবেগকে আবর্ত্তিত করিয়া ফেলে, তোমার অবমাননাও সেইরূপ আমার হৃৎপিণ্ডকে-স্পন্দিত ও আলুলায়িত করিতেছে। এক্ষণে যাবৎ আমি শরাসনে জ্যা রোপণ না করি, তাবৎ তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্ত মনে সমস্ত বল। আমার শর মুক্ত হইবামাত্র তোমার শত্রু নষ্ট হইবে।

নবম অধ্যায়।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, সুগ্রীব শত্রুতার প্রসঙ্গ করিয়া কহিতে লাগিলেন; সখে! শত্রুনাশন মহাবল বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বাল্য কালাবধিই পিতার বহু মানের পাত্র ছিলেন, আমিও তাঁহাকে সবিশেষ গৌরব করিতাম। পরে তাঁহার পিতা কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলে, জ্যেষ্ঠ বলিয়াই হউক, বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিভাজন বলিয়াই হউক মন্ত্রিবর্গেরা একবাক্য হইয়া মহাবল বালীকেই বানররাজ্যের একাধিপত্য প্রদান করিলেন।

অনন্তর বালী, পিতৃ পরম্পরাগত সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ও সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠত্ব ও বীরত্ব নিবন্ধন, আমি দাসের ন্যায় তাঁহার পদানত থাকিলাম। যখন যাহা আদেশ করিতেন, অবিচারিত মনে তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পাদন করিতাম।

মায়াবী নামে মহাবীর এক অসুর ছিল, সে দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্বে উহার সহিত বালীর স্ত্রী-সংক্রান্ত শত্রুতা ছিল। এক সময়ে ঐ অসুর কিষ্কিন্ধার দ্বারে আসিয়া ক্রোধভরে ঘোরতর সিংহনাদ ও সংগ্রামার্থ বালীকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। বালী নিদ্রিত ছিলেন, ঐ ভৈরব রবে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজকুমার! প্রখ্যাতবীর্য্য বীর পুরুষেরা প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু শত্রুকৃত অবমাননা কদাচ সহিতে পারেন না। বালী ঐ ভৈরব নিনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ সজ্জিতবেশে সংগ্রামার্থ মহাবেগে নির্গত হইলেন। তৎকালে আমি প্রণত হইয়া নিবারণার্থ তাঁহাকে কতরূপ অনুনয় বিনয় করিলাম, তাঁহার পত্নীরাও তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল দর্শিল না। তিনি আমাদের সকলকেই অপসারণ পূর্ব্বক অসুর সংহারার্থ নির্গত হইলেন। তখন অপরিহার্য্য ভ্রাতৃ স্নেহ বশত আমিও ভ্রাতার অনুসরণ করিলাম।

অনন্তর ঐ মায়াবী দূর হইতে আমাদের বল বিক্রম ও আস্ফালন দেখিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিল। আমরা দ্রুতবেগে ধাবমান হইলাম। ঐ সময় চন্দ্রোদয় হইতেছিল, চন্দ্রোদয়ে পথ ক্রমে সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ঐ অবসরে মায়াবী মহাবেগে এক বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন দুর্গম ভূবিবরে প্রবেশ করিল। আমরাও গিয়া দ্বার অবরোধ করিলাম। বালী অসুরকে গর্ত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, ক্ষুব্ধমনে আমাকে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি সাবধান হইয়া আমার আগমন পর্য্যন্ত এই দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক, আমি একাকীই এই বিবরে প্রবেশ করিয়া শত্রু নাশ করিব। সখে! আমি এই শুনিয়া বারম্বার তাঁহার সহিত প্রবেশ প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু তিনি দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত আমাকে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্রজের আদেশে আমিও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

অনন্তর ক্রমে এক বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি বিলদ্বারে দণ্ডায়মান, একচিত্তে তাঁহার আসাপথ নিরীক্ষণ করিতেছি, ভাবিলাম, এত দীর্ঘকাল যখন অতিবাহিত হইল, তখন বালী নিহতই হইয়া থাকিবেন। স্নেহ বশত অন্তঃকরণে বড় ভয় উপস্থিত হইল। এবং নানা প্রাকর অনিষ্ট আশঙ্কাও হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতিত হইলে দেখিলাম, সেই বিবর

হইতে প্রবলবেগে সফেণ উষ্ণ রুধির নির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে ভয়ে আমার মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল। সকল শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। আমি যারপর নাই দুঃখিত ও বিমনায়মান হইলাম। ইতি মধ্যে পাতাল হইতে অসুরগণের বীর নিনাদ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাবীর বালীর সাংগ্রামিক বীরনাদ আমি কিছুমাত্র শুনিতে পাইলাম না, ইহাতে আমি যে কতদূর শঙ্কাকুল হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। এমন কি, তৎকালে শোকে মোহে আমি একেবারেই হতচেতন হইয়া পড়িলাম এবং সুস্পষ্ট ভাবে ঐ সকল চিহ্ন দর্শনে তাঁহার মৃত্যুই অবধারণ করিলাম।

সখে! তখন আমি ভ্রাতৃশোকে আকুল হইয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, ভ্রাতৃবধে লব্ধসাহস হইয়া দুরাত্মা মায়াবী হয়ত কিষ্কিন্ধা নগরীও নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। আমি এই ভয়ে অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া শৈলপ্রামাণ শিলাখণ্ড দ্বারা বিলদ্বার রোধ করিয়া ফেলিলাম এবং প্রেতোদ্দেশে যথাবিধি তর্পণ করিয়া শোকাক্রান্ত মনে রোদন করিতে করিতে কিষ্কিন্ধায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। সখে! আমি বহুযত্নে বালীর বৃত্তান্ত গোপন করিয়াছিলাম, কিন্তু অশুভ কার্য্য গোপন রাখা নিতান্ত সুকঠিন; মন্ত্রিগণ ক্রমশ সমস্তই অবগত হইলেন, এবং বানররাজ্য অরাজক দেখিয়া পরিশেষে একবাক্যে আমাকেই রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অনন্তর আমি রাজাসনে আসীন হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিতেছি, ইত্যবসরে মহাবল বালী শত্রু সংহার করিয়া বীরদর্পে আগমন করিলেন, এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া ক্রোধাবেগে ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক স্বহস্তে মন্ত্রিগণকে বন্ধন করত কত প্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলেন। সখে! বলিতে কি, আমি তৎকালে তাঁহাকে সমুচিত কটূক্তিই করিতে পারিতাম, কিন্তু কেবলমাত্র ভ্রাতৃগৌরবে সঙ্কুচিত হইয়াই নিরস্ত ছিলাম। বালী শত্রু নাশ করিয়া পুরী প্রবেশ করিয়াছেন, দেখিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম; কিন্তু তিনি প্রসন্ন মনে আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন না। আমি ভক্তিভাবে তাঁহার পাদপদ্মে কিরীট স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণত হইলাম; কিন্তু তিনি ক্রোধ নিবন্ধন সস্নেহে আমার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না।

দশম অধ্যায়

সখে! অনন্তর আমি আপনার হিত সঙ্কল্পে বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলাম, রাজন্! আপনি ভাগ্যক্রমে শত্রুসংহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়াছেন, আমি অনাথ, আপনিই আমার অধিনাথ।

আমি আপনার এই বহুশলাকাযুক্ত পূর্ণ সুধাংশুনিন্দিত শিতাতপত্র ও চামর স্বহস্তে ধারণ করিতেছি, গ্রহণ করিয়া প্রণত জনের প্রাণ রক্ষা করুন। ভ্রাতঃ! আমি নিতান্ত কাতর হইয়া সংবৎসর কাল সেই বিল-দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলাম, দেখিলাম, সেই গর্ত্ত হইতে দ্বার-দেশ পর্য্যন্ত প্রবল বেগে সফেণ উষ্ণ শোণিত উত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, ভ্রাতৃস্নেহে আমার মনও বিলক্ষণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, শৈলশৃঙ্গ দ্বারা বিলদ্বার অবরুদ্ধ করিলাম এবং নিতান্ত বিষণ্ণ মনে তথা হইতে পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। রাজন্! রাজ্য শাসনে আমার কিছুমাত্র লালসা ছিল না, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গেরা রাজ্য অরাজকদেখিয়া অগত্যা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমায় ক্ষমা করুন। আপনি মাননীয় রাজা, পূর্ব্বে আমি যেরূপ আপনার পদানত ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি। আপ-নার অদর্শনই আমার এই পাপ নিয়োগের কারণ। এক্ষণে এই নগরী, এই অমাত্য, এই প্রজা, সমুদায় নিষ্কণ্টক রহিয়াছে। ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। আপনার এই সাম্রাজ্য এতকাল আমার হস্তে স্থাপিত ছিল, আমি কেবলমাত্র প্রতিনিধির ন্যায় ইহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিতেছিলাম। বীর! আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি, ক্রোধ সংবরণ করুন।

অরাজক রাজ্যে শত শত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এবং তাহাতে অন্যেরও বিলক্ষণ জিগীষা হইয়া থাকে, এই আশঙ্কা ক্রমেই প্রজা ও মন্ত্রিবর্গেরা একমত হইয়া, ইচ্ছা না করিলেও বলপূর্ব্বক আমার হস্তেই রাজ্য ভার অর্পণ করিয়াছেন। অতএব ভ্রাতঃ! আমার কিছু মাত্র অপরাধ নাই, আপনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রণত জনের প্রাণ রক্ষা করুন।

রাজকুমার! আমি কত প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া এই-রূপ আর্ত্তনাদ করিলাম, গললগ্নী কৃতবাসে পদানত হইয়া কত প্রকার বিলাপ করিলাম; কিন্তু আমার সকল প্রয়াস, সকল যত্ন, অরণ্যে রোদনবৎ সমুদায় নিষ্ফল হইয়া গেল। বালী ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া আমার বাক্যে কর্ণপাতও করি-লেন না; প্রত্যুত তিনি আমাকে শত শত ধিক্কার পূর্ব্বক ভৎর্সনা করিয়া নানাপ্রকার কটূক্তি করিলেন; এবং অভি-মত মন্ত্রী ও প্রজাবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক সভামধ্যে নিতান্ত কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন; ওহে পৌরগণ! ওহে প্রজাবর্গ! তোমরা সকলেই জান; একদা নিশীথ সময়ে মায়াবী নামে এক অসুর সংগ্রামার্থী হইয়া রোষাবেশে আমায় আহ্বান করিয়াছিল, আমি সেই বীরদর্প-মিশ্রিত আহ্বানবাক্য শুনিয়া সক্রোধে অমনি রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তৎকালে এই বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা স্নেহ বশতই হউক, বা অন্যরূপ দুরভিসন্ধি সাধনার্থই হউক, আমার সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে। অনন্তর আমরা

সিংনাদ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলাম, মায়াবী, রাত্রি-কালেও আমাদের সেই ভয়াবহ সংগ্রামিক আস্ফালন দেখিয়া প্রাণভয়ে দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিল। আমরাও মহাবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পরে সে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক ভীষণ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আমি সেই বিলদ্বারে গিয়া এই ক্রূর-দর্শনকে কহিলাম, সুগ্রীব! দেখ, শত্রু নিপাত না করিয়া গৃহে কদাচ প্রত্যাগমন করা হইবে না। অতএব যাবৎ এই কার্য্য সম্পাদন না হইতেছে, তুমি তাবৎকাল এই বিল-দ্বারে থাকিয়া আমাব প্রতীক্ষা কর। এই বলিয়া আমি সেই দুর্গম গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সুগ্রীব দ্বারে থাকিল, এই বিশ্বাসে আমি সাহসী হইয়া নির্ভয়ে পাতালতলে শত্রুর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে সংবৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর আমি বহু পরিশ্রমের পর তাহার দর্শন পাইলাম, এবং তদ্দণ্ডেই সবান্ধবে তাহার প্রাণসংহার করিলাম। তখন সেই মায়াবী ভূতলে পতিত হইয়া অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহরক্তে ঐ গর্ত্তও পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর আমি সেই পরাক্রান্ত অসুরের প্রাণ সংহার করিয়া ঐ গর্ত্ত দিয়া বহির্গত হইবার মানসে আসিতে ছিলাম, দেখিলাম. গর্ত্ত অবরুদ্ধ, দ্বার পাইলাম না। তখন আমি “সুগ্রীব! সুগ্রীব!” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলাম। উত্তর পাইলাম না। পুন-

র্ব্বার ডাকিলাম, তথাপি প্রত্যুত্তর না পাইয়া বড় ব্যাকুল হইলাম। অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ ভয় ও ক্রোধেরও উদ্রেক হইল। পরে কোন ক্রমেই যখন সুগ্রীবের উত্তর পাইলাম না, তখন আমি পুনঃ পুনঃ দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলাম। কিছুকাল আঘাত করাতেই সমস্ত প্রস্তর ভগ্ন হইয়া পড়িল। আমি সেই পথ দিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক পুনরায় পুরপ্রবেশ করিলাম। অতএব পৌরগণ! দেখ, আমি বিশ্বাস করিয়া সুগ্রীবকে দ্বারে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু দুরাচার বিশ্বাসে এবং ভ্রাতৃ স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া এই সাম্রাজ্য অধিকার করিতে অভিলাষ করিয়াছিল। এই ক্রূরাশয় দূরাত্মাই আমাকে গর্ত্তমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অতএব আমি আর উহার মুখাবলোকন করিব না। আমি এই উহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।

এই বলিয়া বালী আমাকে এক বস্ত্রে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। সখে! সে বল পূর্ব্বক আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্যাকে অপহরণ করিয়াছে। আমি তাহার ভয়ে ভীত হইয়া বনগহনা সসাগরা সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। এবং ভার্য্যা হরণে নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পরিশেষে এই ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছি। মহাবল বালী অপ্রতিহত প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীই পরিভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এখানে আর অগ্রসর হইতে পারে না। রাম! যে কারণে বালির সহিত আমার বৈরভাব উপস্থিত হইয়াছে, এই

আমি তাহার আদ্যন্ত তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। দেখ, নিরপরাধে আমাকে এতই মনোবেদনা সহ্য করিতে হইতেছে। দুর্দ্দান্ত বালীর ভয়ে দিবানিশি যে আমার কি ভাবে অতিবাহিত হইতেছে, তাহা আর বলিতে পারি না। সখে! আমি শুনিয়াছি, তুমি অগতির গতি, আমি গতিহীন; তুমি শোকনাশন, আমি শোকাকুল; তুমি বিপদ্ভঞ্জন, আমি বিপদাপন্ন; আমি এভাবে আর কতকাল থাকিব, আমায় রক্ষা কর, এবং বালীর প্রাণ বিনাশ করিয়া বান্ধবের দীনদশা দূর কর।

এই বলিয়া সুগ্রীব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তদীয় করুণ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া হাস্য মুখে ও তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন; মিত্রবর! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। আমার এই সকল অমোঘ শর রোষে উন্মুক্ত হইয়া নিশ্চয় সেই দুর্ব্বৃত্ত বালীর বক্ষস্থলে পতিত হইবে। আমি অচিরাৎ তোমার মনোবেদনা বিদূরিত করিব। আমি যাবৎ তোমার সেই ভার্য্যাপহারক দুশ্চরিত্র পাপীকে না দেখিতেছি, বলিতে কি, তাবৎকাল মাত্রই তাহার জীবন, তুমি যে অপার শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছ, আমি স্বদৃষ্টান্তেই তাহা বুঝিতেছি। আমি অবশ্যই তোমাকে উদ্ধার করিব! তুমি অচিরাৎ ভার্য্যার সহিত রাজ্যলক্ষ্মী অধিকার করিবে।

একাদশ অধ্যায়।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলেন। তখন সুগ্রীব তদীয় প্রতাপোদ্দীপক সুমধুর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, সখে! তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রতাপবলে যুগান্ত কালীন সূর্য্যকেও পরাভব করিতে পার। তোমার এই সুতীক্ষ্ণ শর ক্রোধ নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল; ত্রিলোক মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভস্মসাৎ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। সংগ্রামক্ষেত্রে তোমার বীরদর্প-মিশ্রিত তেজঃপ্রদীপ্ত অমল মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া, ভয়ে কোন্ বীর পুরুষের পুরুষকার বিলুপ্ত না হইয়া যায়। তোমার শর মর্ম্মভেদী ও সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি। তোমার বীর্য্য, বিখ্যাত বীর পুরুষেরাও সহ্য করিতে পারেন না। এক্ষণে বালীর বলবীর্য্য ও পৌরুষের কথা উল্লেখ করিয়া কিছু কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ কর; সখে! বালীও সামান্য নহেন। তাঁহার শক্তির পরিসীমা করাও সহজ ব্যাপার নহে। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রথমে পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব্ব সাগরে, তৎপরে দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে অবিশ্রান্ত গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার বলবীর্য্য অপরি-

চ্ছেদ্য। সেই বিখ্যাতকীর্ত্তি মহাবীর অত্যুচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার শিখর সকল কন্দুকবৎ মহাবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ ও পুনরায় অবলীলাক্রমে উর্দ্ধহস্তে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় অসীম বলবীর্য্য প্রদর্শনের নিমিত্ত বনের অন্তঃসারযুক্ত প্রকাণ্ড পাদপ সকল অনায়াসে ভগ্ন করিয়া ফেলেন। সখে! রণক্ষেত্রে সেই বীরকে পরাভব করে, এমন বীর এপর্য্যন্ত আমার চক্ষু কি কর্ণগোচর হয় নাই। তাঁহার ভয়ে দেবদানব সকলকেই নিজ নিজ পৌরুষের প্রতি পুনঃ পুনঃ ধিক্কার করিতে করিতে পলায়ন করিতে হয়।

রাজকুমার! অনেক দিন হইল, দুন্দুভি নামে পর্ব্বতবৎ-প্রকাণ্ডদেহ মহিষরূপী এক অসুর ছিল। তাহার বীর্য্য অপরিসীম, ও তেজ নিতান্ত দুঃসহ। এমন কি, সে সহস্র মত্ত হস্তীর তেজ ধারণ করিত, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদা সে বরলাভে গর্ব্বিত ও বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অনাদর পূর্ব্বক কহিল; ওহে সমুদ্র! তোমাকে আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সমুদ্রদেব এই কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া স্খলিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীর! দেখ, আমি তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দী হইয়া যুদ্ধ করি, এমন শক্তি আমার কি আছে। যিনি সমর্থ হইবেন, কহিতেছি শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমালয় নামে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত আছেন, তিনি ভগবান্ পিনাকপাণির শ্বশুর, এবং

অনেকানেক তাপসগণের আশ্রয়। কি বলবীর্য্যে, কি বিক্রমে, তিনি তোমারই অনুরূপ; তাঁহা হইতেই তুমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিবে। আমি দুর্ব্বল, আমার সহিত যুদ্ধ করা তোমার ন্যায় বীরপুরুষের কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। এই বলিয়া সমুদ্র ভয়ে অনবরত কম্পিত হইতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাবল দুন্দুভি মহাসাগরকে ভীত দেখিয়া প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় মহাবেগে হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইল, এবং তদীয় অতিপ্রকাণ্ড শ্বেতবর্ণ শালা সকল ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সেই ধবল মেঘাকার প্রশান্তমূর্ত্তি অচলরাজ হিমাচল আর সহিতে না পারিয়া স্বশিখরে উপবেশন পূর্ব্বক মৃদুবচনে কহিলেন; ধর্ম্মবৎসল। আমি যুদ্ধে সুপটু নহি, আমাকে ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত হইতেছে না। বিশেষতঃ আমি বহুসংখ্য তাপসগণের আশ্রয়, যুদ্ধে আমি বিনষ্ট হইলে, নিরাশ্রয়ে তাঁহাদের তপস্যার বড় বিঘ্ন ঘটিবে। এই বলিয়া হিমালয় বারংবার তাহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে অকরুণহৃদয় দুন্দুভি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কাল ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে কহিল; দেখ, হিমাচল! যদি তুমি নিতান্তই যুদ্ধে অসমর্থ হও, অথবা ভয়বশতই যদি ভগ্নোৎসাহ হইয়া থাক, আমি কোন্ বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ করিব, তবে তাহারই নির্দ্দেশ

করিয়া দেও। আমি সংগ্রামার্থী, সংগ্রাম ভিন্ন আমার এ পিপাসা আর কিছুতেই নিবৃত্তি হইবে না।

তখন অচলরাজ হিমাচল কহিলেন; বীর! রমণীয় কিষ্কিন্ধা নগরীতে বালী নামে এক মহাপ্রতাপ বানর আছে। সে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। সুরপতি শচীপতি যেমন নমুচির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই রণপণ্ডিত বালীও তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবে। অতএব যদি অভিলাষ থাকে, তবে তাহার নিকটেই গমন কর। সেই যুদ্ধবিশারদ মহাবীর বালীই তোমার প্রীতি জন্মাইবে এবং তাহা হইতেই তোমার রণপিপাসা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইবে। তখন মহাসুর দুন্দুভি হিমালয়ের কথা শুনিয়া যারপর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং অতিভীষণ তীক্ষ্ণবিষাণ মহিষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বর্ষাকালীন সজল জলদখণ্ডের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে কিষ্কিন্ধাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কিষ্কিন্ধার পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ভূভাগ প্রকম্পিত করত দুন্দুভীর ন্যায় অতিভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল, কখন মহাবেগে সন্নিহিত বৃক্ষরাজি উৎপাঠন, কখন খুরপ্রহারে ধরাতল বিদীর্ণ এবং কখন বা প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সদর্পে তীক্ষ্ণ বিষাণ দ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার বীরদর্পমিশ্রিত ভয়াবহ আস্ফালন দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, ভগবান্ পিনাকপাণিই যেন জগৎ সংহার মানসে মহিষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ফলতঃ তদীয় তাৎকালিক বল বিক্রম দেখিয়া নগরীস্থ সমস্ত বানরগণের মনেই অভূত পূর্ব্ব ভয়ের উদ্রেক হইয়া উঠিল।

এদিকে মহাবল বালী অন্তঃপুরে বিলাসিনী ললনাগণের সহিত বিহার সুখ অনুভব করিতেছিলেন, উহার বীরনাদ সহিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ, তারাগণের সহিত তারাপতির ন্যায় তারা প্রভৃতি বনিতাগণ সমাভব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হই-লেন. কহিলেন ; ওহে মহাবল ! তুমি কি নিমিত্ত পুরদ্বার রোধ করিয়া সিংহনাদ করিতেছ ? আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তোমার বলবীর্য্যও বিলক্ষণ অবগত আছি, যদি কিছুকাল জীবিত থাকিতে অভিলাষ থাকে, শীঘ্র পলায়ন কর। বালীর নিকট বলের আর কি পরিচয় দিবে ?

দুন্দুভি, এই কথা শুনিয়া রোষবিস্ফারিত নেত্রে কহি-তে লাগিল ; বীর ! তুমি স্ত্রীলোকের সমক্ষে কিছু কহিও না, তোমার সহিত বাক্য ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন, তুমি অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পরে তোমার বলবীর্য্য সকলই বুঝিতে পারিব। অথবা আমি আজকার এই রাত্রি ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখি, তোমার ভোগ সাধনের জন্য সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিব। তুমি কপিকুলের অধিপতি ; এক্ষণে তাহাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতির উপহারে তৃপ্ত কর, মনের সুখে কিস্কিন্ধা নগরী দেখিয়া লও, এবং সুহৃৎগণকে আমন্ত্রণ ও আত্মীয় কোন ব্যক্তির উপর রাজ্যভার অর্পণ কর। আমি

কল্য প্রভাতে নিশ্চয়ই তোমার দর্প চূর্ণ করিব। অথবা আমি তোমার সহিত আর যুদ্ধ করিব না। শুনিয়াছি, নিরস্ত্র, অসাবধান, দুর্ব্বল, কৃশ ও তোমার ন্যায় মদোন্মত্ত ব্যক্তিকে বধ করিলে ভ্রূণ হত্যার পাতক জন্মে; সুতরাং আমি নিরস্ত থাকিলাম। তুমি সচ্ছন্দে গিয়া স্ত্রী সম্ভোগ কর।

সখে! দুন্দুভি বীরদর্পে গর্ব্বিত হইয়া এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাবল বালী ক্রোধে যেন জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। এবং তারা প্রভৃতি বনিতাদিগকে বিদায় করিয়া অট্টহাস্যে ঐ মূর্খকে কহিলেন; রে বীরাভিমানিন্ হতভাগ্য! মৃত্যু মোহে পড়িলে কি বুদ্ধিবৃত্তি একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তুই নিতান্ত মূর্খ যে আমার সহিত যুদ্ধেও নির্ব্বোধ বালকের ন্যায় নির্ভয়তা প্রকাশ করিতেছিস্, যদি সংগ্রামে নির্ভয় হইয়া থাকিস, তবে আর আমায় মত্ত বোধ করিস্ না, আমার এই মত্ততা, উপস্থিত যুদ্ধের বীরবীনাশক বলিয়া অনুমান করিস্। রে মূর্খ! ত্রিলোক মধ্যে এমন বীর কে আছে, যে বীরদর্পে বা সংগ্রাম কৌশলে এ বীরকে পরাভব করিতে পারে?

এই বলিয়া বালী, পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ডদেহ অসুরকে গ্রহণ ও বেগে উৎক্ষেপন পূর্ব্বক বীরনাদ করিতে লাগিলেন। তখন দুন্দুভির কর্ণকুহর হইতে

শোণিতধারা বহিতে লাগিল। উভয়ে জিগীষার বশবর্ত্তী, তুমূল সংগ্রাম উপস্থিত। ইন্দ্রবিক্রম মহাবীর বালী, দুন্দুভিকে অনবরত মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা ও বৃক্ষ প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুন্দুভিও প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহার বলবীর্য্য হ্রাস হইয়া পড়িল। তখন আর তদীয় আসুরী শক্তি কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না।

এদিকে বালী বলবিক্রমে বর্দ্ধিত ও গর্ব্বিত হইয়া এক ভীষণ আস্ফান সহকারে উহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক অতিবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দুন্দুভি যেমন পড়িল, অমনি চূর্ণ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তৎকালে তাহার নাসা ও কর্ণবিবর হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমরজয়ী বালী, ঐ মৃত অসুরকে তুলিয়া একবেগে যোজনান্তরে ফেলিয়া দিলেন। রাম! যৎকালে বালী ঐ অসুরকে নিক্ষেপ করেন, তৎকালে উহার মুখ হইতে শোণিতবিন্দু, বায়ুবশাৎ মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রমে পতিত হয়। তদ্দর্শনে ঋষি, সহসা রোষাবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, একি! এ কোন্ দুরাচারের কার্য্য? যে দুরাত্মা অকারণে শোণিতস্পর্শে আমায় কলুষিত করিল, যে দুরাচার দর্ব্বুদ্ধিতা বশত আমায় অপবিত্র করিল, সে নির্ব্বোধ কে?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুনিবর আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কিয়দ্দূর গিয়াই, ভূতলে পতিত এক পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড মৃত মহিষকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিবামাত্র যোগাবলম্বনে বসিয়া যোগবলে

জানিতে পারিলেন ;— বানর এই দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তদনন্তর তিনি বানরের অনবধানতা বুঝিয়া এই রূপ অভিসম্পাত করিলেন ; যে বানর নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এমন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সে আমার তপোবনে কদাচ আসিতে পারিবে না, আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে। যে দুরাচার শোণিতস্পর্শে আমার আশ্রমপদ দূষিত করিয়াছে, যে দুষ্ট এই অসুরদেহ দ্বারা আমার আশ্রমস্থ তরুলতা সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কেবল আমার তপোবন বলিয়া কি, সেই নির্ব্বোধ যদি আমার তপোবনের একযোজনের মধ্যেও আইসে, তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে। এই বলিয়া ঋষিবর উচ্চৈঃস্বরে আবার কহিলেন ;— আমার এই তপোবনে সেই ক্লেশদায়ক বানরের যে কেহ সহচর আছে, অদ্যাবধি তাহাদেরও আর এখানে বাস করিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা যেখানে ইচ্ছা গমন করুক, নচেৎ আমার অভিসম্পাতে কাহারও নিস্তার থাকিবে না। এই তপোবনস্থ তরুলতাদিগকে আমি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছি, অসভ্য বানরেরা ফল মূল পত্র ও অঙ্কুর সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। অতএব আমি আজিকার দিন ক্ষমা করিলাম, পরদিন প্রভাতে যদি কাহাকেও দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমার অব্যর্থ অভিসম্পাতে তাহাকে বহুকাল পাষাণ হইয়া থাকিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

সখে! মহর্ষি মতঙ্গ এই বলিয়া স্বকার্য্যের অনুসরণ করি-

লেন। এদিকে তত্রত্য বানরগণ ঋষির রোষপূর্ণ কথা শ্রবণে ভয়ে তথা হইতে বহির্গত হইয়া অধিনাথের নিকট উপস্থিত হইল। বালী উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসিলেন, কেন, বানরগণ! তোমরা আজ কি জন্য মতঙ্গবন ত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন করিলে? তোমাদের ত কুশল? মুনিবর কোপাগ্নি জ্বালিয়া তোমাদিগকে ত উত্তাপিত করেন নাই? তোমরা কি তাঁহার কোন অপকার করিয়াছ?

তখন বানরেরা, মহর্ষি যে কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন, বালীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিস্তার করিয়া কহিল। তৎশ্রবণে বালী অতিমাত্র ভীত হইয়া শাপশান্তির উদ্দেশে অবিলম্বে মতঙ্গের নিকট গমন করিলেন, এবং সবিনয়ে কহিলেন, তপোধন! অজ্ঞান বশতই হউক, বা অনবধান বশতই হউক, যাহা হইবার, হইয়াছে, এক্ষণে নতশিরে প্রার্থনা করি, ক্রোধ সংবরণ করুন, এবং প্রসাদসলিলে শাপাগ্নি নির্ব্বাণ করুন। এই বলিয়া মুহুর্ম্মুহু মুনির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহর্ষি কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। “আমার বাক্য কদাচ নিষ্ফল হইবে না,” এই বলিয়া তিনি উহাঁকে অনাদর পূর্ব্বক আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমার! বালী তদবধি শাপপ্রভাবে একান্ত ভীত ও নিতান্ত বিহ্বল। সেই অবধি তিনি এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে প্রবেশ করিতে বা ইহা দেখিতেও আর ইচ্ছা করেন না।

সখে! শাপপ্রভাবে এখানে বালীর প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া, আমি সবান্ধবে নিঃসংশয়ে এই অরণ্যে বিচরণ করিতেছি। সখে! ঐ দেখ, বালীর বলদর্পে নিহত দৈত্য দুন্দুভির পর্ব্বতাকার কঙ্কাল সকল পতিত রহিয়াছে। আর এই দেখ, শাখা প্রশাখা-শোভিত সুদীর্ঘ সাতটি তালতরু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! মহাবল বালী সমকালেই ইহাদিগকে প্রকম্পিত করিয়া পত্রশূণ্য করিতে পারেন। পৃথিবীতলে তাঁহার তুল্য বীর এপর্য্যন্ত আমার নেত্রগোচর হয় নাই। সখে! সামান্য মনুষ্যের কথা আর-কি কহিব, রণক্ষেত্রে তদীয় বীরদর্প-মিশ্রিত গগণস্পর্শী ভীষণ আস্ফালন দেখিলে, বোধ হয়, স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দরকেই ভয়ে পলায়ন করিতে হয়। তিনি মনে করিলে, ক্ষণকাল মধ্যে ত্রিলোক আলুলায়িত ও মহাসাগরকেও শুষ্ক করিতে পারেন। রাম! এই আমি তাঁহার বলবিক্রমের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এক্ষণে এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়াও যদি বালীবধে সমর্থ হও, তবে সত্বর হইয়া তাহার অনুষ্ঠান কর; কিন্তু সখে! বালীবধ নিতান্ত প্রিয় বলিয়াই হউক, বা তদীয় অপ্রাকৃত বলবিক্রম নিবন্ধনই হউক, আমার কোনরূপেই বিশ্বাস হইতেছে না, যে সেই দুরাত্মা তোমার শরে সমরশায়ী হইবে। এই বলিয়া সুগ্রীব মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ তদীয় ভীরুতা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, কপীশ্বর? ভাল, কি হইলে বালী-

বধে তোমার বিশ্বাস জন্মে? শুনিয়া সুগ্রীব কহিলেন, পুরুষোত্তম! পূর্ব্বে এক এক সময়ে বালি অনেকবার এই সাতটী তালবৃক্ষ ভেদ করিয়াছিল। এক্ষণে যদি রাম এক শরে ইহার একটীকে বিদ্ধ করিতে পারেন, আর এই মৃত মহিষের অস্থি যদি এক পদে উত্তোলন পূর্ব্বক বেগে দুই শত ধনু নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন, বালিবধে আমি তবেই বিশ্বস্ত হই।

এই বলিয়া সুগ্রীব সজলায়ত লোচনে বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিয়া আবার কহিলেন; দেখ, লক্ষ্মণ! বালির বল-বীর্য্য অতীব দুর্দ্ধর্ষ ও নিতান্ত দুঃসহ। তাহার পরাক্রম ত্রিলোকবিখ্যাত। তিনি মনে করিলে, বোধ হয়, দৈবকেও লঙ্ঘন করিতে পারেন। এক্ষণে আমি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, রাজ্য, সম্পদ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র হনুমান প্রভৃতি অনুরক্ত মন্ত্রিগণের সহিত দীনভাবে এই নিবিড় অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছি। রাম! তুমি নিতান্ত মিত্রবৎসল, তোমার ন্যায় গুণভূষণ স্বভাবসুন্দর সখাকে লাভ করিয়া, বলিতে কি, আমি যেন অচলরাজ হিমাচলের আশ্রয়ে রহিয়াছি। কিন্তু সেই রণপণ্ডিত মহাবীর বালীর বল-বিক্রমের কথা মনে হইলে, সখে! সত্য বলিতে কি, আমার বলবুদ্ধি যেন একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। তোমার সাংগ্রামিক বিক্রম, ও সামর্থ্য কিরূপ, আমি কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। এবং বালীর সহিত তোমাকে

তুলনা বা অবমাননা অথবা ভয়ও প্রদর্শন করিতেছি না। কিন্তু তাঁহার সেই সেই লোমহর্ষণ কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া আমি স্বয়ং যারপর নাই ভীত হইয়াছি। যাহা হউক, সখে! এক্ষণে তোমার কথাই আমার প্রমাণ, তোমার এই আকৃতি ও সাহস ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অপূর্ব্ব তেজঃপ্রকাশ করিতেছে।

তখন রাম সুগ্রীবের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন; মিত্র! যদি বলবিক্রমে আমরা তোমার বিশ্বাস জন্মাইতে না পারি, তবেই তুমি যুদ্ধে বালীর শ্লাঘা করিতে পার। কিন্তু আমি এখনই যদি তোমার মনে প্রত্যয়োৎপাদন করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই ত তুমি নিশ্চিন্ত হও?

বীরকুলচূড়ামণি রাম সুগ্রীবকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা অবলীলাক্রমে দুন্দুভির সেই পর্ব্বতাকার কঙ্কাল সকল দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে সেই বিখ্যাতকীর্ত্তি মহাবীর রামকে পুনর্ব্বার কহিলেন; সখে! ইহাতেও আমার বিশ্বাস হইল না; কারণ যৎকালে বালী এই দৈত্য দুন্দুভির দেহ দূরে অপসারিত করেন, তৎকালে তিনি নিতান্ত মদবিহ্বল ও একান্ত ক্লান্ত ছিলেন। আর সে সময়ে দুন্দুভির দেহটাও রসার্দ্র, মাংসল ও অভিনব ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা শুষ্ক, সুতরাং লঘু ও তৃণতুল্য হইয়াছে। কাজে কাজেই তুমি অক্লেশে হাসিতে হাসিতে উহা সুদূরে

অপসারিত করিলে; ইহাতে তোমার বলই অধিক, কি বালীর বলই অধিক, তাহা কিছুই নির্ণয় হইল না। দেখ, আর্দ্র ও শুষ্ক এই উভয়ের বিলক্ষণ প্রভেদ, এই কারণে আমারও মনে নিতান্ত সংশয় হইতেছে। যাহা হউক, সখে! তুমি এক্ষণে এই শাল বৃক্ষটী ভেদ কর, ইহাতেই উভয়ের বলাবল নিশ্চয় করিতে পারিব। তুমি এই করিশুণ্ডাকার প্রকাণ্ড কোদণ্ডে জ্যাগুণ যোজনা করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শর মোচন কর, তোমার এই সুশাণিত শর অতিবেগে উন্মুক্ত হইবামাত্র নিশ্চয়ই শালবৃক্ষকে ভেদ করিবে। অথবা রাম! আর বিবেচনায় প্রয়োজন কি, আর সন্দেহ করিয়াই বা ফল কি, আমি দিব্য দিয়া কহিতেছি, তুমি আমার পক্ষে যাহাই প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাক, অচিরাৎ তাহাই সম্পাদন কর। যেমন তেজস্বীর মধ্যে সূর্য্য, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, এবং চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, সেইরূপ মনুষ্যমধ্যে বলবিক্রমে তুমিই শ্রেষ্ঠ; তোমাকে আর অধিক কি কহিব। আমি তোমার শরণাগত, তুমিও শরণাগতবৎসল, যেরূপেই হউক, অচিরাৎ বান্ধবের দীনদশা দূর কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনন্তর এই বলিয়া সুগ্রীব বিরত হইলে, রাম তদীয় বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বীয় ভীষণ শরাসনে সুশাণিত

এক শর যোজনা করিলেন, এবং তালবৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া হুঙ্কার শব্দে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত মহাবেগে শর ত্যাগ করিলেন। ঐ সুবর্ণ খচিত সুতীক্ষ্ণ শর তদীয় বাহু-নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র প্রথমে সপ্ততাল, তৎপরে পর্ব্বত পর্য্যন্তও ভেদ করিয়া পরিশেষে রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে আবার তূণীরে উপস্থিত হইল। তখন সুগ্রীব সেই বিখ্যাতকীর্ত্তি মহাবীর রামচন্দ্রের শরবেগে সপ্ততাল বিদীর্ণ দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন, এবং গল-লগ্নীকৃত বাসে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে শত শত প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রীত মনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন; রাম! বালীর কথা দূরে থাক, বুঝিলাম, তুমি শরজালে সংগ্রামে সুর-রাজকেও বিনাশ কবিতে পার। তুমি একমাত্র শরে সপ্ত-তাল, পর্ব্বত, পরিশেষে রসাতল পর্য্যন্তও ভেদ করিলে, সমরে তোমার সম্মুখে আর কে তিষ্ঠিতে পারিবে? তো-মার প্রভাব দেবরাজ বজ্রপাণি ও বরুণ অপেক্ষাও অনন্ত গুণে অধিক, তোমার তেজ শারদীয় সূর্য্যমণ্ডল অপে-ক্ষাও সমধিক প্রখর। সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে মিত্রভাবে পাইয়া এতদিনের পর আজ আমি বীতশোক হইলাম। আজ আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এত দিনের পর আজ অমি বালিবধেও কৃতনিশ্চয় হইলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে অচিরাৎ সংহার করিয়া শরণাগত বান্ধ-বের হিতসাধন কর। তখন রাম প্রিয়বন্ধু সুগ্রীবকে

গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রিয়বাক্যে কহিলেন, সখে! তবে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি, চল, আমারা সত্বর সেই বালির বাহুবল-পালিত কিস্কিন্ধায় যাত্রা করি। তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন কর, গিয়া সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে সমরে আহ্বান কর।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, সকলে সমবেত হইয়া বালির বাহুবলপালিত সেই কিস্কিন্ধায় গমন করিলেন, এবং কোন এক নিভৃত বনে প্রবেশ পূর্ব্বক তরুলতার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিলেন। অনন্তর সুগ্রীব বস্ত্র দ্বারা কটিতট দৃঢ়তর বন্ধন পূর্ব্বক কিস্কিন্ধা নগরীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া গগণতল ভেদ করিয়াই যেন ঘোররবে বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বালী সুগ্রীবের সেই ভয়াবহ সিংহনাদ শ্রবণে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে বহির্গমন করিলেন, তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, ভগবান্ ময়ূখমালীই যেন অস্তাচল হইতে উদয়াচলে গমন করিতেছেন। অনন্তর গগণতলে যেমন বুধ ও শুক্রের সংগ্রাম হইয়াছিল, পৃথিবীতলে তদ্রূপ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ে ক্রোধে অধীর হইয়া ললাট পট্টে ভ্রূকুটি বন্ধন পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে কখন বজ্রতুল্য মুষ্টি, কখন তল প্রহার ও কখন বা বিষম পদাঘাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাম ধনুর্ব্বান হস্তে বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে বালী ও সুগ্রীবকে অশ্বিনীকুমার

দ্বয়ের ন্যায় তুল্যরূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্দিহান হইলেন,এবং পাছে হিতে কোন বিপরীত হয়, এই ভয়ে সাহসা প্রাণান্তকর শর নিক্ষেপ করিতেও আর সাহসী হইলেন না।

এদিকে মহাবীর বালী অবলীলাক্রমে বলে সুগ্রীবকে পরাস্ত করিলেন। হীনবল সুগ্রীব বালীর বাহুবলে পরাভূত হইয়া এবং রামের কেবল কথামাত্র, রক্ষা করিলেন না বুঝিয়া প্রাণ ভয়ে ঋষ্যমূকাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বালীও বৈর-নির্য্যাতন মানসে মহাবেগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। সুগ্রীব প্রহারবেগে নিতান্ত ব্যথিত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার দেহ হইতে দরদরিত ধারে শোণিতধারা বহিতেছে; নয়নযুগল হইতে নদীবেগবৎ অশ্রুধারা বহির্গত হইতেছে। তিনি রোদন করিতে করিতে প্রাণভয়ে দ্রুতপদে এক গহন-কাননে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল বালী "রে হতভাগ্য! আজ তোর বড়ই সৌভাগ্য, যে সাক্ষাৎ কৃতান্তের হস্তে পড়িয়াও নিস্তার পাইলি," এই বলিয়া শাপ ভয়ে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও হনূমানের সহিত সমবেত হইয়া সুগ্রীব সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তৎকালে সুগ্রীব নিতান্ত বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছিলেন, রামকে নিরীক্ষণ করিয়া অতি কাতর বচনে কহিলেন, সখে! তুমি আমায় বিক্রম দেখাইলে, বালীকে সমরে আহ্বান করিতে

কহিলে, পরিশেষে শত্রুর প্রহারও সহ্য করাইলে। মিত্রতার কি এই ধর্ম্ম? পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ অনাস্থা প্রদর্শন করাই কি সাধুজনের কর্ত্তব্য কার্য্য? ভাল, "আমি অন্যের হিতের জন্য বালীকে বধ করিব না" পূর্ব্বে এ বিষয়ের উল্লেখ করিলেই ত হইত; তাহা হইলে ত আমাকে আর এ যন্ত্রণা সহিতে হইত না। অথবা রাম! তোমাকে আর কি দোষ দিব, আমার অদৃষ্টের দোষ, আমার ললাটে যদি সুখ ভোগ থাকিত, ভ্রাতা রাজ্য হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন কেন? আমিই বা তাঁহার কোপচক্ষে পড়িয়া এত মনোবেদনা উপভোগ করিব কেন?

তখন রাম সুগ্রীবকে প্রবোধ বাক্যে কহিলেন; সখে! অকারণে ক্রোধ করিও না। আমি যে কারণে শর নিক্ষেপ করি নাই, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এবং বালী, রূপে তোমরা উভয়ে উভয়ের অনুরূপ। আমি তৎকালে গতি, কান্তি, স্বর, দৃষ্টি ও বিক্রমে তোমাদের কিছুমাত্র প্রভেদ পাইলাম না এবং উভয়ের নিতান্ত সৌসাদৃশ্যে একান্ত মোহিত ও অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াই প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করি নাই। পাছে আমাদের মূলে আঘাত হয়. তৎকালে আমার মনে এই সন্দেহই নিতান্ত বলবৎ হইয়া উঠিল। বিশেষ, আমি না জানিয়া চপলতা বশত তোমাকে বিনাশ করিলে লোকে আমাকেই মূর্খ বলিত, এবং শরণাগতহন্তা বলিয়া জগতে

আমার আর অপযশের সীমা থাকিত না। মিত্র! তোমাকে আর অধিক কি কহিব, দেখ, আমি নিরাশ্রয় হইয়া একমাত্র তোমারই স্মরণ লইয়াছি, এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়; সত্য কহিতে কি, তোমার অশুভ সম্পাদন, আর নিরপরাধে জানকী পরিত্যাগ দুইই আমার তুল্য। সখে! আর ক্রোধ করিও না, পুনর্ব্বার গিয়া নির্ভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি এই মুহূর্ত্তেই বালীকে আমার শরে সমরে নিরস্ত ও ভূতলে পতিত দেখিবে। অতঃপর তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমি যাহাতে তোমায় চিনিতে পারি, এরূপ কোন চিহ্ন ধারণ করিবে। লক্ষ্মণ! তুমি ঐ বিকসিত নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন পূর্ব্বক সুগ্রীবের কণ্ঠে সযত্নে সংলগ্ন করিয়া দেও।

তখন লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশে শৈলতট হইতে কুসুমিত নাগপুষ্পী লতা উৎপাঠন করিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠে বন্ধন করিলেন। তৎকালে কণ্ঠসংলগ্ন লতা প্রভাবে তাঁহাকে বোধ হইতে লাগিল, সন্ধ্যারাগ--রঞ্জিত সজল জলদ খণ্ডই যেন বলাকা দ্বারা শোভা পাইতেছে। সুগ্রীব রামের বাক্যে পুনরায় উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধা গমনে মনঃ সমাধান করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনন্তর, রাম. অনুজের সহিত সমরবিজয়ী শাণিত শর ও শরাসন লইয়া বালীর বাহুবল-পালিত কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগে সুগ্রীব গ্রীবা বন্ধন পূর্ব্বক চলিলেন, পশ্চাৎ রাম এবং তৎপশ্চাৎ মহাবীর হনূমান্, নল, নীল ও যূথপতিগণের অধিনায়ক তেজস্বী তার গমন করিতে লাগিলেন! তাঁহারা গমন কালে পথিমধ্যে দেখিলেন, কোন স্থানে হরিণেরা সুকোমল শ্যামল দূর্ব্বাদল আহার করিয়া অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে, কোন স্থানে শুভ্রদন্ত প্রকাণ্ড মাতঙ্গগণ মত্ত হইয়া ভীষণ চীৎকার করত জঙ্গম শৈলের ন্যায় গিরিতটে ভ্রমণ করিতেছে। কোথাও পুষ্পভারাবনমিত সুদৃশ্য তরু-লতা, স্নিগ্ধসলিল সরোবর, সাগরবাহিনী নদী, রমণীয় গহ্বর ও সুরম্য শৈলশিখর শোভা পাইতেছে। কোথাও সরোজদল-সমলঙ্কৃত সুবাসিত সরোবর-সলিলে কেলি-পরায়ণ মরালকুল সানন্দ মনে জলকেলী করিতেছে। এবং কোন স্থানে ক্ষুদ্রতর শাখামৃগ সকল তরুশাখায় বসিয়া প্রিয়া সহ বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছে। সুগ্রীব ও তৎ-সহচরেরা এই সমস্ত বন্যজীব জন্তু ও খেচর পক্ষিদিগের ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে দেখিতে দ্রুত পাদ বিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম কিয়দ্দূর গিয়া এক নিবিড় অরণ্য দর্শনে সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! গগণমণ্ডলে যেমন সজল জলদাবলী দৃষ্ট হয়, সম্মুখে তদ্রূপ একটী বনবিভাগ দেখা যাইতেছে; উহার প্রান্তভাগ কদলীদলে সমলঙ্কৃত ও দেখিতেও অতি রমণীয়। ঐ বনের নাম কি? কোন্ সিদ্ধ পুরুষ এখানে তপঃসাধন করিয়াছিলেন?

বান্ধবের সাতিশয় কৌতূহল দেখিয়া সুগ্রীব গমন করিতে করিতেই কহিতে লাগিলেন, সখে! এই আশ্রম অতীব রমণীয় শ্রান্তিনাশক ও সুবিস্তীর্ণ। ইহারমধ্যে নানাবিধ বিচিত্র উদ্যান ও হংস সারস-বিরাজিত বিবিধ সরোবর সকল শোভা পাইতেছে। এই স্থানে সপ্তজন নামে সংশিতব্রত সাত জন ঋষি অবস্থান করিতেন। তাঁহারা তাপসী শক্তি প্রভাবে অধঃশিরা হইয়া তপঃসাধন করিতেন এবং প্রতি নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাত দিন পর বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া থাকিতেন। ঐ সমস্ত অচলবাসী অমিততেজা সাত জন ঋষি, সাত শত বৎসর তপস্যান্তে তপঃপ্রভাবে পরিণামে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই অপ্রতিম তাপসী শক্তি, সেই প্রদীপ্ত পাবকতুল্য দেহপ্রভা, স্মরণ করিয়া এখন পর্য্যন্তও বনের পশু পক্ষীরা এখানে প্রবেশ করিতে পারে না. অধিক কি, এই তরুগহন আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেবরাজ ইন্দ্রকেও সঙ্কুচিত হইতে হয়। যাহারা মোহবশত এখানে প্রবেশ করে, তাহাদের আর নিস্তার নাই। এই স্থানে অপ্সরাদিগের ভূষণরব, সুমধুর

কণ্ঠস্বর, তূর্য্যধ্বনি ও সঙ্গীতের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এবং দিব্য গন্ধও সর্ব্বদা অনুভূত হয়। এই নিবিড় অরণ্যে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি জ্বলিতেছে। ঐ দেখ, তাহার কপোত কণ্ঠবৎ ধূম্র বর্ণ ধূমরাশি উত্থিত হইয়া তরুলতার অগ্রভাগ যেন আবৃত করিতেছে এবং ঐ সমস্ত তরুলতাও যেন মেঘাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাম! তুমি লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিভাবে ঐ সমস্ত মহর্ষিদিগকে প্রণাম কর। তাঁহাদের প্রসন্নতা, কায়িক ও মানসিক বেদনা নিবারণ করিবার মহৌষধি স্বরূপ।

তখন রাম, লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ সমস্ত তাপসদিগকে প্রণিপাত করিলেন, এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া সানন্দ মনে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহারা দ্রুত পাদবিক্ষেপে বহুদূর অতিক্রম করিয়া বালীর বাহুবল-পালিত দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং এক গহন কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐসময় কানন-প্রিয় বিশালগ্রীব সুগ্রীব মর্ম্মান্তিক মনোবেদনায় ব্যথিত

ও নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্ত লোচনে বনের চতু-র্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং বানরগণে পরিবৃত হইয়া ভৈরব রবে গগণতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সংগ্রা-মার্থ অনবরত বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তৎ-কালে তিনি মহাবীর রামচন্দ্রের সাহায্যে ভয়াবহ সিংনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, বোধ হইল, বর্ষাকালীন সজল জলদখণ্ডই যেন প্রবল বায়ুবেগ সহায় করিয়া গভীর-গর্জন করিতেছে। ঐ ভীম নিনাদ শুনিয়া, মহাবল বালীর অঙ্কস্থিতা স্বভাবচঞ্চলা রাজ্যলক্ষ্মী নিতান্ত চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব প্রাণপ্রতিম রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এই ত আমরা বালীনগরী কিষ্কি-ন্ধ্যায় উপস্থিত হইলাম। এই মহানগরী অসংখ্য ভীমবল বানরগণে পরিপূরিত ও সুবর্ণবিরাজিত বিবিধ পতাকা সমূহে সুশোভিত। মিত্র! পূর্ব্বে বালিবধার্থ তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, উপস্থিত ঋতু যেমন লতাকে ফলবতী করে, তদ্রূপ তাহা সফল কর। দেখিও, আবার যেন আমাকে মনোবেদনা ভোগ করিতে না হয়।

রাম কহিলেন, সখে! এই নাগপুষ্পীলতা তোমার কণ্ঠে দুলিতেছে, নভোমণ্ডলে তারকামণ্ডিত ভগবান্ ভাস্করের যেমন শোভা হয়, ইহা দ্বারা তোমাকেও তদ্রূপ দেখা-ইতেছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে দেখাইয়া দেও, আমি একমাত্র শরে আজ তাহার

প্রাণ নাশ করিব। সে আমার কোপকটাক্ষে পড়িবা-মাত্র বিনষ্ট হইয়া এই অরণ্যের ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইবে। সখে! বালী যদি আমার নেত্রগোচর হইয়াও আজ জীবিত থাকে, তুমি আমাকে দোষী করিও, এবং তদ্দণ্ডেই আমাকে নিন্দা করিও। দেখ, আমি তোমার সমক্ষে যে সপ্ততাল ভেদ করিয়াছিলাম, বালীবধে সেই কার্য্যই তোমাকে নিঃসংশয় করিয়াছে, তবে আবার ভীরুলোকের ন্যায় ভয় প্রকাশ করিতেছ কেন? বিশেষতঃ আমি প্রাণ সংকটেও কখন মিথ্যা কথা প্রয়োগ করি না, এবং ধর্ম্মলাভ লোভেও কখন কহিব না, আমি যাহা কহিয়াছি, প্রাণান্তেও তাহার অন্যথা হইবে না; ভয় দূর কর। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বর্ষণ দ্বারা অঙ্কুরিত ধান্যকে ফলবান্ করেন, তদ্রূপ আমি অবশ্যই প্রতিজ্ঞা সফল করিব। এক্ষণে বালী যাহাতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তুমি এইরূপ গর্জ্জন কর। বালী নিতান্ত নির্ভয় ও একান্ত সমরপ্রিয়, তোমার আস্পর্দ্ধা বাক্য শুনিলে, বলিতে কি, সে স্ত্রীর অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়াও অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবে। দেখ, বীর পুরুষেরা সকলই সহিতে পারে, কিন্তু শত্রুকৃত পরাভব প্রাণা-ন্তেও সহ্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ যে বীর আপ-নাকে প্রকৃত বীর বলিয়া জ্ঞান করে, স্ত্রীর নিকট সে কদাচ পরের অবমাননা সহিতে পারিবে না।

তখন মহাবীর সুগ্রীব রামের বাক্যে পরমউৎসাহিত হইয়া কঠোর শব্দে গগণতল ভেদ করতই যেন বীরদর্প-

মিশ্রিত গগনস্পর্শী ভয়াবহ আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কুলকামিনীরা রাজদোষে কামুক পুরুষের কলুষ কটাক্ষে কলুষিত হইলে, যেমন আকুল হইয়া পড়ে, ধেনুগণ তৎকালে তদীয় মর্ম্মস্পর্শী আস্ফালন দেখিয়াও তদ্রূপ নিষ্প্রভ হইয়া এদিক্ ওদিক্ পলায়ন করিতে লাগিল। মৃগেরা সমর-পরাঙ্মুখ অশ্বের ন্যায় প্রাণভয়ে দ্রুত বেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল, এবং বিহঙ্গমেরা ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় প্রভাশূণ্য হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রামের প্রতি সুগ্রীবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং বিক্রম প্রকাশেও তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ, দেখিয়া তিনি বায়ুবিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় মেঘগম্ভীর রবে অনবরত গর্জ্জন করিতে লালিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

এদিকে বালী, গগণতলে তারাপতির ন্যায়, অন্তঃপুরে তারার সহিত বিহার করিতেছিলেন, ভ্রাতার সেই মর্ম্মভেদী ভীষণ সিংহনাদ শুনিবামাত্র তাঁহার সেই অনন্যসুলভ বীরগর্ব্ব, সেই অপ্রতিম প্রতাপ, মন্ত্রবলে হতবীর্য্য ফণীর ন্যায়, সমুদায় যেন খর্ব্ব হইয়া গেল। রোষভরে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের

ন্যায়, জলাভিষিক্ত বহ্নির ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দন্ত বিকট ও ক্রোধে নেত্রযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ আরক্ত, সুতরাং পদ্মশ্রীবিরহিত, কেবল-মাত্র মৃণাল-লাঞ্ছিত সরোবরের ন্যায় তৎকালে তাঁহার শোভা হইয়া উঠিল। তিনি পদভরে বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করিয়াই যেন মহাবেগে বহির্গমন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে তদীয় সহধর্ম্মিণী তারা, তাঁহাকে আলিঙ্গন ও স্নেহাবেশে প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ভয়বিকম্পিত কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন, নাথ! তোমার সমরযাত্রা দেখিয়া আমার মন প্রাণ অকারণে যেন কাঁদিয়া উঠিতেছে। আজ তুমি কদাচ অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিও না ক্রোধ সংবরণ কর। না হয়, কল্যই সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিবে। দেখ, যদিও তোমার বিপক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রবল নহে, যদিও তোমার কোন অংশে লঘুতা নাই, তথাচ তোমাকে সহসা নির্গত হইতে নিবারণ করি। বীর! যে কারণে বারং বারং নিষেধ করিতেছি, তাহাও শুন: পূর্ব্বে সুগ্রীব আসিয়া কত দর্প ও কত বল প্রকাশ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ তোমায় আহ্বান করিয়াছিল, তুমি নিষ্ক্রান্ত হইয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে নিরস্ত কর। সেও নিদারুণ প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে। নাথ! যে একবার পরাজিত ও নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, সেই আসিয়া আবার ভয়াবহ সিংহনাদ করিয়া তোমায় আহ্বান করিতেছে, এই আমার বল-

বতী আশঙ্কা। আজ সুগ্রীবের যেরূপ মর্ম্মভেদী দর্প, যেরূপ সমরোৎসাহ ও যেরূপ গর্জনের বৃদ্ধি, ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। বোধ হয়, আজ সুগ্রীব নিঃসহায় হইয়া আইসে নাই। আজ অবশ্যই কোন বীর পুরুষের আশ্রয় লইয়াছে, নতুবা আজ এত নির্ভয়ে কদাচ সংগ্রাম করিতে সাহসী হইত না। সুগ্রীব অতি বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর সে যাহার শক্তির পরীক্ষা লয় নাই, তাহার সহিত কদাচ সখ্যতা করিবে না, এবং তাহার বলে কদাচ এরূপ ভয়াবহ সিংহনাদ করিতেছে না।

নাথ! পূর্ব্বে কুমার অঙ্গদের মুখে আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর; একদা অঙ্গদ ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিহিত কোন অরণ্যে গমন করিয়াছিল, তথা হইতে দূতপ্রমুখাৎ একটী আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়া আসিয়া আমায় কহিল; জননি! আজ কোন দূতের মুখে বড় আশ্চর্য্যের কথা শুনিলাম; উত্তরকোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের পুত্র রাম, অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইয়া এক্ষণে সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়াছেন। শুনিলাম, এক্ষণে সেই বীরকুলচূড়ামণি মহাবল রামই তোমার ভ্রাতাকে সংগ্রামে উৎসাহ প্রদান করিবেন। নাথ! কেবল কুমার অঙ্গদের মুখে কেন, আমি পূর্ব্বেও শুনিয়াছি; তিনি সাক্ষাৎ প্রলয়ের অগ্নি স্বরূপ পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সাধুর আশ্রয়, বিপন্নের গতি ও মিত্রবৎসল। তাঁহার কীর্ত্তি

ত্রিলোকবিখ্যাত, ও যশঃ একমাত্র তাঁহাতেই বিরাজ করিতেছে। তিনি জ্ঞানবান্‌, বিদ্বান, বিজ্ঞ ও পিতার আজ্ঞাবহ। অচলরাজ হিমাচল যেমন সমস্ত ধাতুর আকর, তদ্রূপ তিনিও সমুদায় গুণের আকর। জগতে তাঁহার তুল্য বীর পুরুষ আর দুইটী নাই। ত্রিলোকে তিনিই অদ্বিতীয় সাধু। নাথ! আমি তোমায় এই কারণেই নিবারণ করি, সুগ্রীবের সহিত আর যুদ্ধ করিও না, করিলে, ফলে ফলে, রামেরও সহিত শত্রুতা করিতে হইবে। কপিরাজ! বলদেখি, রামের সহিত বিরোধ করিয়া কি তুমি আর বাঁচিবে? সেই মহাত্মার সহিত শত্রুতা করাই কি তোমার উচিত?

বীর! আমি তোমার ক্রোধ উদ্দীপন করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার আরও কিছু বলিবার আছে। ভাল নাথ! সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও স্নেহের পাত্র, তাহাকে প্রতিপালন করা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়? অনবধান বা দুর্ব্বুদ্ধিতা বশত কোন দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই কি সে তোমার চির শত্রু হইল? তাহার প্রতি তোমার দয়া, মায়া, মমতা কি একেবারেই তিরোহিত হইয়া গেল? নাথ! ভাবিয়া দেখিলে, তাহার তুল্য পরম বন্ধু পৃথিবীতে তোমার আর দুইটী নাই। অতএব এক্ষণে শত্রুতা দূর করিয়া দানে মানে তাহাকে আপনার করিয়া রাখ। কদাচ তাহার সহিত বিরোধ করিও না। সুগ্রীব এখন নির্ভয় হইয়া তোমার পার্শ্বে বসুক। তুমি ভ্রাতৃ-

সৌহার্দ্দে পরম সুখে কিষ্কিন্ধা নগরী শাসন কর, ইহা ভিন্ন তোমার আর ভদ্রতা দেখিতেছি না। নাথ! সত্য বলিতে কি, যদি তুমি আমার কোন প্রিয় সাধন করিতে অভিলাষ কর, যদি আমাকে অসহ্য বৈধব্য বেদনায় ব্যথিত করিতে তোমার অভিপ্রায় না থাকে, যদি আমাকে যথার্থ হিতকারিণী বলিয়া তুমি জানিয়া থাক, তবে আমার কথা রাখ, প্রসন্ন হও, আমি তোমার হিতের জন্যই কহিতেছি, রাম ইন্দ্রপ্রভাব, সাক্ষাৎ কালান্তক, ও অদ্বিতীয় বীর, তাঁহার সহিত বিবাদ করিও না, করিলে কদাচ ভদ্রতা নাই।

ষোড়শ অধ্যায়

এই বলিয়া তারা বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আসন্নমৃত্যু বালীর প্রমত্ত চিত্তে এই সকল সারগর্ভ উপদেশ কিছুমাত্র স্থান পাইল না। প্রত্যুত তিনি তারাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি ভীরু! ভাল, স্ত্রীজন সুলভ ভীরুতা কি সর্ব্বথা তোমাকেই অধিকার করিয়াছে? আমি বালী, আমার বীরদর্পে কোন্ বীরপুরুষের বনিতারা বৈধব্য বেদনায় অনিবার নয়নবারি বিসর্জ্জন না করে? সমরক্ষেত্রে আমার গগণস্পর্শী ভীষণ আস্ফালন দেখিয়া ভয়ে কোন্

সাংগ্রামিক পুরুষের শোণিত রাশি শুষ্ক হইয়া না যায়? সেই আমি, অনর্থক আমার অশুভ আশঙ্কা করিয়া তুমি এত ভীত হইতেছ কেন? দেখ, বিখ্যাতবীর্য্য বীর পুরুষেরা প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু শত্রুকৃত পরাভব কোনরূপেই সহিতে পারে না। আমি বীর পুরুষ, সুগ্রীব আমার জ্ঞাতিশত্রু, আমি জীবিত থাকিতে উহার অবমাননা কোন ক্রমেই সহিতে পারিব না। আর পারিবই বা কেন, যে বীর সমরভূমি হইতে কখন পলায়ন করে নাই, যে সাংগ্রামিক পুরুষ বাল্যকাল হইতেই বৈর নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছে, শত্রুকৃত অপমান সহ্য করা তাহার পক্ষে মৃত্যু তুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ আমার জ্ঞাতিশত্রু সুগ্রীব দ্বারে আসিয়া যখন এতবড় আস্ফালন ও এতবড় আস্পর্দ্ধাসূচক বীর নাদ করিতেছে, তখন বল, আমি কিরূপে উহা সহ্য করিয়া থাকিব।

প্রিয়ে আর দেখ, তুমি রামের ভয়ে আমার জন্য বিষণ্ণ হইও না। আমি শুনিয়াছি, তিনি অতি ধার্ম্মিক ও কৃতজ্ঞ। বিশেষত আমি ত তাঁহার কোন অপকার করি নাই। অনর্থক জীব হিংসায় তিনি অগ্রসর হইবেন কেন? অতএব প্রিয়ে! তুমি সহচরীগণের সহিত এখন প্রতিনিবৃত্ত হও, গৃহে যাও, আর কেন আমার সঙ্গে আসিতেছ! আমি তোমার প্রীতি ও ভক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। তুমি কিছুতেই ভীত হইও না। আমি গিয়া

সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাঁহাকে প্রাণে বিনাশ না করিয়া কেবলমাত্র তাহার দর্প চূর্ণ করিব। তোমার যেরূপ সংকল্প আমি কদাচ তাহার ব্যতিক্রম করিব না। সুগ্রীব আমার প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিবে, আমি তোমার সহিত রাজ্যলক্ষ্মীকে ক্রোড়ে লইয়া নিরুপদ্রবে পুনরায় কিষ্কিন্ধা নগরী শাসন করিব। প্রিয়ে! তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দিলে, এবং আমার প্রতি যথোচিত স্নেহও দেখাইলে। এক্ষণে আমার দিব্য, আমার অনুরোধ, তুমি এই সকল অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রতিনিবৃত্ত হও। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি সুগ্রীবকে প্রাণে বিনাশ করিব না, কেবলমাত্র পরাস্ত করিয়া আসিব।

এইরূপে তারাকে আশ্বস্ত করিয়া তারাপতি প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করত প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া একাগ্র চিত্তে স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। পরে শোকে মোহে একান্ত কলুষিত হইয়া সভয়ান্তঃকরণে সহচরীদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে তারা প্রতিনিবৃত্ত হইলে, মহাবল বালী কাল ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে অন্তঃপুর হইতে বেগে বহির্গমন করিলেন, এবং সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবের দর্শনার্থ সর্ব্বত্র

চকিত দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সুগ্রীব সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক কখন ঘোতর সিংহনাদ করিতেছেন, কখন গগণস্পর্শী ভীষণ আস্ফালন দ্বারা পৃথিবীকে যেন রসাতল-শায়িনী করিতেই উদ্যত হইতেছেন। তৎদ্দর্শনে বালী দৃঢ়তর বন্ধনে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মুষ্টি উৎত্তোলন করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সুগ্রীবও ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া আরক্ত লোচনে মহাসাহসে তাহাঁর অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বালী সুগ্রীবকে সবেগে আসিতে দেখিয়া রোষভরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রে মূর্খ! দেখ্, আমি এই অঙ্গুলি সংশ্লিষ্ট করিয়া সুদৃঢ় মুষ্টি বন্ধন করিয়াছি, বেগে প্রহার করিয়া আজ তোর কোমল প্রাণ বিনষ্ট করিব। শুনিয়া রোষাবেগে সুগ্রীবও কহিলেন। রে বলগর্ব্বিত বালি! আজ আমিও এই দৃঢ়তর মুষ্টি-দ্বারা তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া এইদণ্ডেই তোকে মৃত্যু-মখে ফেলিব। আজ দেবরাজ স্বয়ং আসিয়াও যদি সমরে তোর সাহায্য করেন, বলিতে কি, তাহা হইলেও আর নিস্তার নাই।

এইরূপে কিছুকাল উভয়ের ক্রোধবিকম্পিত বাগ্বিতণ্ডার পর বালী সুগ্রীবকে মহাবেগে আক্রমণ পূর্ব্বক উপর্য্যুপরি প্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ প্রহার বেগে সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত ধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তদীয় সমরোৎসাহের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না।

তিনি নির্ভয়ে ও মহাবেগে তৎক্ষণাৎ এক বিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক, পর্ব্বতের উপর যেমন বজ্র নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ বালীর মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালী ঐ বৃক্ষ প্রহারে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া সাগরমধ্যে ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও অপরিসীম পরাক্রমশালী, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ের পরাক্রম কেশরীর ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ এবং উভয়ে ভীমমূর্ত্তি, রণপণ্ডিত ও রণোৎসাহী, রন্ধ্রান্বেষণে সুপটু। তৎকালে উভয়ে গগণতল--বিহারী চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় লক্ষিত ও তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, অশনিতুল্য প্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ ও হস্ত দ্বারা পরস্পরকে উপর্য্যুপরি প্রহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, ভগবান্ বজ্রপাণি ও বজ্রবৎ কঠিন কলেবর মহাবীর বৃত্রাসুরই যেন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে দুই বীরের দেহই ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতধারায় অভিষিক্ত হইযাগেল। তথাচ মহামেঘবৎ গভীর গর্জ্জন করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে তর্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমশ মহাবীর বালীর বৃদ্ধি ও সুগ্রীবের হীনতা দৃষ্ট হইতে লাগিল, তাঁহার দর্পও চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি পরাস্ত হইয়া বালীর প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, ইঙ্গিতে রামকে আপনার হীনতা দেখাইতে

লাগিলেন, এবং হীনবল হইয়া প্রাণভয়ে চারি দিক্ চকিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

রাম তখন আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি সমরস্থলে বান্ধবকে একান্ত কাতর দেখিয়া বালিবধার্থ তৎক্ষণাৎ ভুজঙ্গভীষণ এক সুতীক্ষ্ণ শর শরাসনে সন্ধান করিলেন, এবং কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ সেই প্রকাণ্ড কোদণ্ড আকর্ণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পক্ষিকুল ঐ মর্ম্মভেদী ভয়ঙ্কর জ্যাশব্দে একান্ত আকুল হইয়া প্রলয়মোহে মোহিত হইয়াই যেন ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ প্রদীপ্ত পাবকতুল্য অশণিসদৃশ শর রামবাহু হইতে অশণির ন্যায় ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবামাত্র বালীর বিশাল বক্ষঃস্থলে গিয়া পতিত হইল। মহাবীর বালী সমরে রামশরে আহত ও হতচেতন হইয়া, অশ্বিনী পূর্ণিমায় উত্থিত শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠ অবরোধ হইয়া গেল, ক্রমশ স্বরও কাতর হইয়া আসিল। তিনি সেই দারুণ প্রহার বেগে অধীর হইয়া ধরাতলে বলবতী মৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

মহাবীর বালী রামশরে আহত, শোণিতধারায় অভিষিক্ত ও পর্ব্বতজাত পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় দেহ প্রসারণ

পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলে, কিষ্কিন্ধা নগরী শশাঙ্কবিহীন আকাশের ন্যায় মলিন হইয়া উঠিল। তাঁহার কণ্ঠে ইন্দ্রদত্ত সুবর্ণ হার জ্বলিতেছে, উহার প্রভাবে তখনও তাঁহার দেহ কান্তি, প্রাণ, তেজ ও পরাক্রম পরিত্যাগ করে নাই। যে মেঘের প্রান্তভাগ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে, ঐ মহাবীর কণ্ঠস্থিত স্বর্ণহার দ্বারা তাহার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মালা, দেহ ও মর্ম্মঘাতী শর এই তিন স্থানে শ্রী যেন বিভক্ত হইয়া রহিল। রামবাহু নির্ম্মুক্ত স্বর্গসাধন শর প্রহারে বালীর বানর জন্ম সার্থক ও পরমগতি লাভ হইল। তৎকালে তিনি নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নির ন্যায় সমরাঙ্গনে পতিত, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন রাজা যযাতিই যেন দেবলোক হইতে অবনীতলে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। অথবা কালই যেন প্রলয়বিনশ্বর সূর্য্যদেবকে ভূতলশায়ী করিয়াছেন। বালীর বিক্রম দেবরাজের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহার বক্ষঃস্থল অতি বিশাল বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, মুখ কান্তি অতি নির্ম্মল, এবং নেত্রদ্বয় আকর্ণলম্বিত ও হরিদ্বর্ণ। রাজকুমার রাম অনুজ লক্ষ্মণের সহিত সাদর নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, এবং বহুমান পূর্ব্বক মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন।

তখন আসন্নমৃত্যু বালী, রণগর্ব্বিত মহাবীর রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে, মৃত্যুযাতনা-পূর্ণ চকিত নেত্রে অবলোকন করিয়া ধর্ম্মানুকূল সুসঙ্গত ও শ্রুতিকঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন;— রাম! পূর্ব্ব বৈরভাব নিবন্ধন ক্রোধান্ধ

হইয়া আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, অকারণে আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আমি জানিতাম. তুমি সদ্বংশীয়, মহাবীর, তেজস্বী ও পরম দয়ালু, ব্রতপালনেও তোমার দৃঢ়তর নিষ্ঠা আছে, তুমি উৎসাহশীল, সুধার্ম্মিক, সুধীর এবং প্রজাবর্গের হিতসাধনেও সমধিক যত্ন করিয়া থাক; কাল ও অকাল তোমার অবিদিত নাই, পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকই এই বলিয়া তোমার নির্ম্মল যশঃ ও চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া থাকে। রাম! নিরপরাধে আমাকে বিনাশ করিয়া এখন কি বলিয়া জনসমাজে মুখ দেখাইবে? কি রূপেই বা সাধুসভায় এই সকল সদ্‌গুণের পরিচয় দিবে? আর দেখ, জিতেন্দ্রিয়তা, প্রিয়বাদিতা, বীর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম ও দোষী ব্যক্তির সমুচিত দণ্ডবিধান, মহাপুরুষেরা এই সমস্ত গুণ রাজগুণ বলিয়া গণনা কবিয়াছেন, তোমার এই সমস্ত গুণ ও উৎকৃষ্ট আভিজাত্য আছে, বলিয়াই আমি তারার নিবারণ না শুনিয়া নিঃসংশয়ে সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বিশেষ আমি রণক্ষেত্রে আসিয়াও যখন তোমাকে দেখিলাম না, তখন মনে করিলাম, আমি অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছি, রাম অকারণে এখানে আসিবেন কেন? নিরপরাধে কেনই বা আমাকে বিনাশ করিবেন? কিন্তু রাম' এখন বুঝিলাম, জগদ্বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুল তোমা হইতেই আজ অভিনব কলঙ্কস্পর্শে দূষিত হইল। তোমার ব্যবহার দেখিয়াই বোধ হইতেছে,

তুমি বনবাসেরই যোগ্য, দেবী কৈকেয়ীর এবিষয়ে কিছু-মাত্র অপরাধ নাই। তুমি অতি দুরাত্মা, কেবলমাত্র ধর্ম্মের ভান করিয়া লোক সমাজে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতেছ, বস্তুত তোমার সমান অধার্ম্মিক ও তোমার ন্যায় পরহিংসা-পরায়ণ জগতীতলে আর দুইটী নাই। তুমি ধর্ম্মের আবরণ ধারণ করিয়া তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বিরাজ করিতেছ। তুমি নিতান্ত দুরাচার, কিন্তু সাধুর আকার পরিগ্রহ করিতেছ, তুমি নিতান্ত পাপী, কিন্তু পুণ্যাত্মার ন্যায় আত্মগৌরব প্রকাশ করিতেছ, তুমি যে ধর্ম্মকপটে আবৃত রহিয়াছ, আমি তাহা জানিতাম না, আজ সর্ব্বথা অবগত হইলাম। ভাল, রাম! আমি তোমার গ্রামে বা নগরে গিয়া কখন ত কোন অপকার করি নাই, তোমাকে কখন কোন অবজ্ঞাও ত করি নাই, আমি বনের বানর, বনের ফলমূলমাত্রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, বল দেখি, তুমি কি কারণে আমাকে বধ করিলে? আমি কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিলাম, আমি কি তোমার সহিত কোন অপ্রিয় আচরণ করিয়াছিলাম, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম; তুমি বিপক্ষের পক্ষাবলম্বী হইয়া কি কারণে আমার প্রাণনাশ করিলে? তুমি রাজপুত্র, তোমার অঙ্গেও সমস্ত রাজচিহ্ন দেখিতেছি, বল দেখি, কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন ও জ্ঞানী হইয়া ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক নিঃসংশয়ে এইরূপ ক্রূরাচরণ করিতে

পারে ? রাম ! তুমি নির্ম্মল ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি অতি ধার্ম্মিক, তুমি অতি দয়াশীল, কার্য্যেতে তোমার যে কিছুই দেখি না, তুমি সাধুর বেশ ধরিয়া কি জন্য বনে বনে বিচরণ করিতেছ, পিতৃসত্য পালনার্থ আসিয়া কি কারণে এত জীবহিংসা করিতেছ ? আমরা বনের বানর, বনেবনে ভ্রমণ ও বন্য ফলমূল ভক্ষণ করাই আমাদের স্বভাব, তুমি বিখ্যাতকীর্ত্তি বীরপুরুষ হইয়া কি কারণে আমাকে বিনাশ করিলে ? যাঁহারা যথার্থ রাজা, সাম, দান প্রভৃতি অনেক গুলি প্রয়োজনীয় গুণ তাঁহারা অধিকার করিয়া থাকেন, কৈ তোমাতে ত তাহার কিছুই দেখি না ? জগতে রাজা বলিয়া তোমাকে আর কে সম্বোধন করিবে।

রাম ! আর দেখ, ভূমি ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লোভনীয় পদার্থই জীবহিংসার মূল কারণ, আমাকে বিনাশ করিয়া কি তোমার সে উদ্দিশ্যের কিছু সাধন হইল ? আমরা বানর. বন্য ফলমূলে কিরূপে তোমার লোভ সম্ভবিতে পারে ? নীতি, বিনয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে রাজার অসঙ্কোচ ব্যবহার আবশ্যক, স্বেচ্ছাচার তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু রাম ! তুমি উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিত, উগ্র এবং রাজ কার্য্যেও নিতান্ত অপটু, তোমার নিকট ধর্ম্মের গৌরব নাই, তোমার শরীরে দয়ার লেশমাত্র নাই, তুমি সাধুসভায় বসিবার নিতান্ত অযোগ্য, তুমি অকার্য্যে অ-গ্রসর, ও প্রকৃত কার্য্যে পরাঙ্মুখ। তুমি অর্থকেও তুচ্ছ কর,

এবং কামপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরন্তর আকৃষ্ট হইতেছ, তুমি নিরপরাধে আমাকে বিনাশ করিয়া এখন সাধু সভায় কি বলিয়া মুখ দেখাইবে। যে দুরাচার পুরুষেরা অকারণে রাজ হিংসা করে, বা যাহারা ব্রহ্মঘাতক, মিত্রহন্তা, গোঘ্ন, লোকহিংসক, নাস্তিক, চৌর, পরিবেত্তা, * গুরুদারাপহারক, খল ও সর্ব্বদা সাধুবিগর্হিত পথে পদার্পণ করে, মহাপুরুষেরা কহিয়াছেন, পরিণামে তাহাদিগকে দুর্নিবার নরকানলে তাপিত হইয়া দিবানিশি অসীম ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। রাম! আমিও ত বানরগণের রাজা, অকারণে আমাকে বধ করিয়া তুমি কি আর সে যন্ত্রণা ভোগ করিবে না। বুঝিলাম, তোমার তুল্য ক্ষুদ্রাশয় ও ধূর্ত্ত জগতীতলে আর দুইটী নাই। তুমি সাধুসেবিত পবিত্র পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। তোমার চরিত্র অতি দূষিত। চিরবিশুদ্ধ ইক্ষ্বাকুকুলে তোমার ন্যায় নরাধম পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। পতিপ্রাণা প্রমদা যেমন বিধর্ম্মী পতি বিদ্যমানেও আপনাকে অনাথা জ্ঞান করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি বিদ্যমানেও বসুমতী দেবী অনাথা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

রাম! আমার অনেক বলিবার আছে, কিন্তু তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে আর ইচ্ছা হয় না, আবার কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিলাম না। ভাল জিজ্ঞাসা করি; আমার চর্ম্ম, লোম, অস্থি, বা মাংস, কি তোমার

* অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কৃতদার কনিষ্ঠের নাম।

তুল্য লোকের ব্যবহার্য্য হইতে পারে? শল্যক, শ্বাবিৎ, গোধা, শশ, ও কুর্ম্ম; শাস্ত্রকারেরা এই পাঁচটী জন্তুকেই পঞ্চনখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা শাস্ত্রানুসারে ইহাদিগকেই ভক্ষণ করিতে পারেন; কিন্তু আমার নখ পাঁচটী হইলেও ত আমি পঞ্চনখীর মধ্যে পরিগণিত নহি এবং আমার মাংসভোজনও ত শাস্ত্র সম্মত নহে। বল দেখি তবে নিষ্কারণে কেন আমাকে বধ করিলে। আমরা তোমার কোন সংশ্রবে ছিলাম না, তুমি নিরপরাধে আমাদের উপরেই এইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলে। কিন্তু যাহারা তোমার প্রকৃত অপকারী, কৈ তাহাদের উপর ত তোমার কিছুই দেখিতেছি না, প্রকৃত অপকারীর প্রতি বৈরভাব প্রকাশ না করিয়া নিরপরাধীকে বধ করাই কি তোমার কার্য্য? হায়! আমি তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠের হস্তেই বিনষ্ট হইলাম। হায়! সর্ব্বজ্ঞা তারা আমাকে ভূয় ভূয়ঃ নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মোহাবেগে তাহা অবহেলা করিয়া এক্ষণে কালের বশবর্ত্তী হইলাম।

রাম! সম্মুখ যুদ্ধে আমাকে আক্রমণ করা তোমার পক্ষে সহজ হইত না। তুমি নিতান্ত ঘৃণিত পথ অবলম্বন করিয়া কপট যুদ্ধে আমার প্রাণ সংহার করিলে, ইহাতে অবশ্যই তোমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। তুমি স্বার্থের জন্য সুগ্রীবের প্রিয় কামনায় আমাকে বিনাশ করিলে, কিন্তু যদি পূর্ব্বে জানকীর উদ্ধারার্থ আমায় কহিতে, তাহা হইলে

আমি এক দিবসেই তাঁহাকে আনিয়া দিতাম। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারী দুরাত্মাকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক অবশ্যই তোমার হস্তে অর্পণ করিতে পারিতাম। হয়গ্রীব যেমন শ্বেতাশ্বতরী রূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন, তোমার আদেশে আমিও সেইরূপ তোমার সীতাকে আনিতে পারিতাম। রাম! আমি লোকান্তরিত হইলে, আমার ভ্রাতা সুগ্রীব যে রাজ্য শাসন করিবে, ইহাতে আমার আর আক্ষেপ কি, কিন্তু তুমি যে অধর্ম্মত আমাকে বিনাশ করিলে, এই আমার একমাত্র আক্ষেপের স্থল, কারণ, দেখ, অদ্যই হউক, বা শতবৎসর পরেই হউক, প্রাণি মাত্রকেই এক সময়ে মৃত্যুর বশীভূত হইতে হইবে; সুতরাং মৃত্যুতে আমার কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই; কিন্তু রাম! তুমি যে কি কারণে আমাকে বধ করিলে, ইহার প্রকৃত উত্তর তুমিই স্থির কর। এই বলিয়া বালি শুষ্ক মুখে রামচন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মহাবল বালী রামশরে নিপীড়িত হইয়া নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায়, জলশূন্য মেঘের ন্যায় এবং নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের ন্যায় ধরাতলে নিদারুণ মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছেন!

রাম তদীয় ধর্ম্মার্থপূর্ণ কঠোর বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া রোষভরে কহিতে লাগিলেন ; বালি! তুমি নিতান্ত মূর্খ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও লৌকিক আচার না জানিয়া তুমি বালকের ন্যায় আমার নিন্দা করিতেছ। বুদ্ধিবান্ বৃদ্ধগণের নিকট কিছু শিক্ষা না করিয়া তুমি অজ্ঞের ন্যায় আমাকে এত তিরস্কার ও এত ভৎর্সনা করিতে সাহসী হইয়াছ। দেখ, এই শৈলকাননপূর্ণা বসুন্ধরা ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজগণের অধিকৃত। এই স্থানের মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড এবং পুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন। এক্ষণে সরলস্বভাব সুধার্ম্মিক রাজা ভরত স্বয়ং এই পিতৃপরম্পরাগত সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতেছেন। তিনি নীতিনিপুন, বিনয়ী, দুষ্ট-দমন ও শিষ্টপালনেও সুপটু। দেশ, কাল, পাত্র, তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই। তিনি, ধর্ম্ম কাম ও অর্থের যাথার্থ্য বুঝিযাছেন। এক্ষণে সেই মহাত্মাই এই পৃথিবীর রাজা, আমরা এবং অন্যান্য সাধুশীল মহীপালেরা তাঁহার আদেশে ধর্ম্ম বৃদ্ধির অভিলাষে সমগ্র অবনীমণ্ডল পর্য্যবে-ক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছি। যখন সেই রাজাধিরাজ মহারাজ ধর্ম্মবৎসল ভরত ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীকে প্রতিপালন করিতেছেন, তখন আর ধর্ম্ম বিপ্লব কে করিবে? আমরা ধর্ম্ম নিষ্ঠ. সুতরাং রাজনিয়োগে ধর্ম্ম ভ্রষ্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধর্ম্মী, দুরাচার ও কামপরতন্ত্র, তোমা হইতেই রাজধর্ম্মের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জন্মদাতা ও অধ্যাপক, মহাপুরুষেরা এই তিনজনকে পিতা বলিয়া, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আত্মজ ও গুণবান্ শিষ্য এই তিন জনকে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মই এইরূপ ব্যবস্থার মূল কারণ; সাধুদিগের ধর্ম্ম একান্ত সূক্ষ্ম, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু একমাত্র পরমাত্মা সকলের হৃদয়েই অবস্থান করিতেছেন, এবং তাহাদের কৃত শুভাশুভ সম্যক অবগত হইতেছেন। তুমি নিতান্ত অস্থির, তোমার সহচর বানরেরাও অত্যন্ত চপল ও মূর্খ; সুতরাং এক জন্মান্ধ যেমন অপর জন্মান্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, তদ্রূপ তুমি তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিলেও কি প্রকারে ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। তুমি ক্রোধভরে আমার নিন্দা করিও না, আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিলাম, কহিতেছি, শুনিয়া অসঙ্গত বোধ হইলে যাহা ইচ্ছা হয়, কহিও।

বালি! বলিতে কি, তোমার পাপের কথা উল্লেখ করিলেও পাপগ্রস্ত হইতে হয়, কিন্তু কার্য্যবশাৎ তাহাও আবার উল্লেখ করিতে হইল। তুমি সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তোমার ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, তাহার পত্নী শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্র বধূ। তাহাকে গ্রহণ করায় তোমার পাপের আর পরিসীমা নাই। তুমি নিতান্ত পামর, ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী; আমি এই জন্যই তোমাকে দণ্ড

প্রদান করিলাম। যে ব্যক্তি লোকমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লোক বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করে, বধ দণ্ড ব্যতীত তাহার অন্য কোনরূপ নিগ্রহ আর দেখিতে পাই না। আমি সদ্বংশীয়, ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ রাজনিয়োগে ধর্ম্মানুশাসনার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি, এমন গুরুতর পাপ দেখিয়া আমি কোনরূপেই উপেক্ষা করিতে পারি না। যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া, ঔরসী কন্যা, ভগিনী অথবা ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহাকে বধ করা ধর্ম্ম সঙ্গত। মহাত্মা ভরত ধর্ম্মতঃ রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে ব্যক্তি বিধর্ম্মী, তাহাকেও সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। তিনি, কামপরায়ণ পামরদিগের নিগ্রহে উদ্যত, আমারাও তাঁহার আদেশে পাপীদিগের দণ্ডার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া তোমাকে আর কি রূপে উপেক্ষা করিব।

বালি! আমারও অনেক বলিবার আছে, ক্রমে কহিতেছি; — যেমন লক্ষ্মণের সহিত আমার সৌহার্দ্দ আছে, মহাত্মা সুগ্রীবের সহিতও আমার তদ্রূপ। তিনি ভার্য্যা ও রাজ্যলাভার্থ আমার কার্য্যসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বানরগণের সমক্ষে আমিও তদীয় সঙ্কল্প সাধনার্থ প্রতিশ্রুত হইয়াছি। সুতরাং প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আবার কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিব। অকারণে ক্রোধ করিও না, নিশ্চয় জানিও, আমি এই সমস্ত ধর্ম্মানুগত মহৎ

কারণেই তোমায় সমুচিত শাসন করিলাম। দেখ, যাহারা ধার্ম্মিক, বয়স্যের উপকার করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পাপী, পাপিকে নিগ্রহ করাই ধর্ম্ম। বালি! আর বলিব কি, তুমি নিতান্তইঅধার্ম্মিক, তুমি যদি কিছুমাত্র ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখিতে, তাহা হইলে তোমাকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই এই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। মহর্ষি মনু চরিত্রশোধক এই দুইটী শ্লোক কহিয়াছেন ;"মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে, বীতপাপ হইয়া পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। নিগ্রহ বা মুক্তি উভয় প্রকারেই পাপী নিষ্পাপ হয়, কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শ করে"। কপিরাজ! এই ধর্ম্মে ধার্ম্মিকেরা বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন এবং আমিও এই ব্যবস্থাক্রমেই তোমায় এইরূপ করিলাম। বালি! এই সনাতন ধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে; কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমারই অনুরূপ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্য মান্ধাতা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড করেন, এবং অন্যান্য মহীপালেরাও ধর্ম্মানুশাসনার্থ অসৎকে এইরূপ শাসন করিয়াছিলেন। রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে, তদ্দ্বারাও পাপের শান্তি হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে তুমি আর অনুতাপ করিওনা, আমি ধর্ম্মানুরোধেই তোমার প্রতি এত অত্যাচার করিলাম। আমরা স্বাধীন নহি।

ধর্ম্মের অধীন, প্রতি নিয়ত ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া থাকি।

কপিরাজ! আমার আরও কিছু বলিবার আছে, ক্রোধ করিও না, মনোযোগ করিয়া শুন;— আমি প্রচ্ছন্ন-ভাবে থাকিয়া যে তোমায় বধ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি কিছু মাত্র ক্ষুন্ন বা শোকাকুল নহি। লোকে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরাপাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মৃগকে ধরিয়া থাকে, মৃগ ভীতই হউক, বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্তই থাকুক, অন্যের সহিত বিবাদই করুক, বা ধাবমানই হইক, সতর্কই হউক বা অসাবধানেই থাকুক, মাংসাশী মনু-ষ্যেরা যে তাহাকে বধ করে, তাহাতে কি অনুমাত্রও দোষ আছে? আর দেখ, অতিধার্ম্মিক মহীপালেরাও অরণ্যে আসিয়া নানাবিধ উপায় দ্বারা মৃগয়া করিয়া থাকেন; আমি রাজকুমার, তুমিও শাখামৃগ, সুতরাং মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। অকারণে ক্রোধ করিও না। কপিরাজ! আর দেখ রাজা, প্রজা-গণের দুর্লভ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, শুভ সম্পাদন করেন এবং জীবনও সম্যক রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার নিন্দা হিংসা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলা নিতান্ত অযুক্ত। আমি সর্ব্বথা কুলধর্ম্মই প্রতিপালন করিলাম; কিন্তু তুমি ধর্ম্ম না বুঝিয়া অকারণে আমাকে দোষী করিতেছ।

অনন্তর রামবাক্য শ্রবণে বালির দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। তিনি পূর্ব্বকৃত কটূক্তি সকল স্মরণ করিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন, ভাবিলেন; রাম যথার্থ ধার্ম্মিক, ইহাঁর পবিত্র শরীরে পাপের লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না। আমাকে বধ করিয়া ইনি প্রকৃত ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া বালি কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন; — রাম! তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় সত্য, কিছুই অপ্রামাণিক নহে। সর্ব্বথা তুমিই উৎকৃষ্ট, আমি অপকৃষ্ট হইয়া কিরূপে তোমার কথার প্রত্যুত্তর দিব। যাহা হউক, আমি, প্রমাদ বা অনবধান বশতঃ তোমায় যে সমস্ত অসঙ্গত কহিয়াছি, প্রার্থনা করি, তৎ সমুদায় স্বায় ঔদার্য্যগুণে মার্জনা কর। দেখ, ধর্ম্মতত্ত্ব তোমার পরীক্ষাসিদ্ধ, তুমি নিরন্তর প্রজাগণের হিত সাধনে নিরত রহিয়াছ, পাপ, প্রমাণ ও দণ্ডবিধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বুদ্ধি নিয়তই চক্ষু উন্মীলন করিয়া আছে, কিন্তু আমি নিতান্তই অধার্ম্মিক; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! প্রার্থনা করি, এক্ষণে ধর্ম্মসঙ্গত যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া আমায় রক্ষা কর।

এই বলিয়া বালি মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিলেন, কিছু কাল পরেই বাষ্পভরে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, ক্রমে স্বরও কাতর হইতে লাগিল, তিনি পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় মৃতপ্রায় হইয়া সাদর নয়নে রামকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন; রাম! আমি আমার জন্য

কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, অনাথা তারার নিমিত্তও শোকা-কুল নহি, এবং বান্ধবগণের জন্যও ভাবিত নহি; কেবলমাত্র বৎস অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। আমি বাল্যকালাবধি কত যত্নে তাহাকে লালন পালন করিয়াছি, এখন আমায় না দেখিলে, বৎসের শরীর শোকানলে গ্রীষ্মকালীন জলাশয়ের ন্যায় নিতান্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে। আহা! রাম! সবেমাত্র বাছা অঙ্গদই আমার, পুত্র, আমার আর সন্তান নাই। আমার অঙ্গদ নিতান্ত বালক, আজ পর্য্যন্তও তাহার বাল্যকালোচিত চাঞ্চল্য ভাব যায় নাই। দেখিও, এখন যেন সেই অঙ্গদকে পান ভোজনের জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে না হয়। রাম! এই আমার আসন্ন সময়ের প্রার্থনা, আমি যেমন তোমার হস্তে স্বকার্য্যের পরিণাম ভোগ করিলাম, বাছা অঙ্গদ অনবধানবশতঃ কোন অপরাধ করিলেও যেন আমার ন্যায় তাহাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। তুমিই তাহার কার্য্যরক্ষক ও অকার্য্যের প্রতিষেধক হইলে। ভরত ও লক্ষ্মণকে যেরূপ দেখ, বাছা অঙ্গদকেও তদ্রূপ দেখিও। আহা! তপস্বিনী তারা আমার জন্য সুগ্রীবের নিকট অপ-রাধিনী আছেন, সেই অপরাধ মনে করিয়া সুগ্রীব যেন তাঁহার অবমাননা না করেন। রাম! তুমি যাহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত কর, সে তোমার প্রসাদে অনায়াসে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, অবলীলাক্রমে সমগ্র পৃথিবীও শাসন করিতে পারে, অধিক কি তাহার পক্ষে স্বর্গ

রাজ্যও দুর্লভ থাকে না। অতঃপর সুগ্রীব সুখে বানর সাম্রাজ্য ভোগ করুন। আমার এই অন্তিম সময়; প্রার্থনা করি, রাজকুমার! তুমি, যে ক্রোধভরে আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলে, সে ক্রোধ এখন সংবরণ কর, প্রসন্ন হও। বালি এই বলিয়া তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন রাম মহাত্মা বালিকে ছিন্নসংশয় বুঝিয়া সাধু সম্মত ধর্ম্মানুগত বাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; কপিরাজ! দেখ, তুমি আমাদিগকে অকারণে দোষী বোধ করিও না, এবং নিষ্কারণে আপনাকেও আর অপরাধী মনে করিও না। আমরা তোমার অপেক্ষা ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা কহিতেছি, অনন্যমনে তাহাই শ্রবন কর; — যে ব্যক্তি দণ্ডার্হকে দণ্ড করে, এবং যে ব্যক্তি দণ্ডিত হয়, কার্য্য-কারণ গুণে উভয়েই সিদ্ধসংকল্প হইয়া আর অবসন্ন হয় না। এক্ষণে তুমি এই দণ্ড সম্পর্কে নিষ্পাপ হইয়াছ, এবং দণ্ড শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উদ্বোধ হওয়াতে স্বীয় ধর্ম্মানুগত প্রকৃতিও অধিকার করিয়াছ। অতএব এক্ষণে তুমি ভয়, শোক ও মোহ সমুদায় দূর কর, কর্ম্ম ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; অঙ্গদ তোমার নিকট যেমন স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে, আমিও তাহাকে সেই রূপ দেখিব, এবং সুগ্রীবও তাহাকে কখন অনাদর করিবেন না।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, বালি তদীয় সুমধুর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া মৃদুবচনে কহিতে লাগিলেন; রাম! তোমার শরপ্রহারে হতজ্ঞান হইয়াই হউক, বা বন্যপশূচিত অল্পবুদ্ধি প্রভাবেই হউক, তোমাকে না জানিয়া আমি যাহা কহিয়া ছিলাম, প্রার্থনা করি, এখন আর সে সকল কথা মনে করিও না। এক্ষণে আমার অন্তিম সময়, আমি কৃতাঞ্জলি পুটে ভিক্ষা করি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। এই বলিয়া বালি ধরাতলে নিদারুণ মৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

এদিকে তারা রামশরে স্বামীর প্রাণান্ত হইয়াছে, এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া নয়নজলে নগরী অভিষিক্ত করিয়াই যেন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার বিলাপ বাক্য শুনিয়া বনের পশু পক্ষিরাও শোকে কাতর হইয়া পড়িল। অনন্তর তারা অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত মনে "হা নাথ!" বলিয়া রোদন করিতে করিতে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, পথিমধ্যে দেখিলেন; অঙ্গদের সহচর মহাবল বানরেরা সমরক্ষেত্রে রামকে নিরীক্ষণ করিয়া

অতি মাত্র চকিত মনে ভয়ে পলায়ন করিতেছে।
যূথপতি বিনষ্ট হইলে অনাথ মৃগেরা যেমন চতুর্দ্দিকে
চলিয়া যায়, নিরাশ্রয় বানরেরাও তদ্রূপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া
বেগে পলায়ন করিতেছে, দেখিয়া পতিশোক-বিহ্বলা
আলুলায়িতকেশা বিবশা তারা শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসিলেন!
বানরগণ! তোমরা যে রাজাধিরাজের অগ্রে অগ্রে গিয়া
এত দিন কত দর্পে সমরে বীরদর্প প্রকাশ করিতে,
আজ তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া এত শঙ্কিত মনে পলা-
য়ন করিতেছ। শুনিলাম, ক্রূর সুগ্রীব রাজ্যের জন্য
রামের সাহায্য লইয়াছে, রাম তাহার অনুরোধে দূর
হইতে বেগে শর নিক্ষেপ করিয়া বালিকে বধ করি-
য়াছেন; ভাল রাম এখন ত দূরস্থ, তবে কেন তাঁহা
হইতে এত ভীত হইতেছ?

তখন ঐ সকল ভয়ার্ত্ত বানরেরা কাঁপিতে কাঁপিতে
এক বাক্যে কহিতে লাগিল; অয়ি জীবিতপুত্রে! ফিরিয়া
চল, পলায়ন কর, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর, যম
রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাই-
তেছে। আমরা রণস্থলে রামের যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি
দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে বোধ হয়, সাক্ষাৎ শূলপাণিই
যেন জগৎবিনাশ বাসনায় সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছেন।
দেবি! অধিক কি, যদি জীবনে প্রয়োজন থাকে, যদি পুত্র
অঙ্গদের প্রতি স্নেহ থাকে, শীঘ্র পলায়ন কর। সেই
ইন্দ্রপ্রভাব মহাবল বালি বিনষ্ট হওয়াতে বলিতে কি,

আমরা যেন ভয়ে অভিভূত হইয়াই বেগে পলায়ন করিতেছি। অতঃপর সুবিখ্যাত বীর পুরুষেরা কিষ্কিন্ধা রক্ষার্থ যত্নবান হউন। ত্বরায় কুমার অঙ্গদকে রাজা করুন! কুমার রাজপদে আরোহণ করিলে, বালির পুত্র বলিয়া কোন্ বানর তাহার অনুগত না হইবে? কিন্তু রাজমহিষি! আমাদের বোধ হয়, এখন এ স্থানে বাস করা তোমার পক্ষে বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এখন এখানে হনূমান্ প্রভৃতি বানরেরা মনের উল্লাসে প্রফুল্ল হইয়া বীরদর্পে দুর্গে প্রবেশ করিবে, যাহারা সস্ত্রীক, বা যাহাদের স্ত্রী নাই, অবিলম্বে তাহারাও আসিবে; সুতরাং তুমি ইতিপূর্ব্বে অপ্রতিহত প্রভাবে যে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে, এক্ষণে তাহার কিছুমাত্র থাকিবে না, আমরা ইতিপূর্ব্বে অবলীলাক্রমে যাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, অধুনা তাহাদিগকে দেখিয়াই আমরা সবিশেষ ভীত হইব। এই বলিয়া বানরেরা মুহুর্ম্মুহুঃ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

তারা তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিতে লাগিলেন;— বানরগণ! আমার জীবিতনাথ রণে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আমার এ ছার জীবনে আর প্রয়োজন কি? আমার রাজ্যে আর কাজ কি, আমার পুত্রেই বা আর প্রয়োজন কি? যিনি রামের শরে এই অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, আমি তাঁহারই চরণে শরণ লইব। এই বলিয়া শোকবিহ্বলা বিবশা তারা একান্ত

অধীর হইয়া দুঃখভরে বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। রণস্থলে গিয়া দেখিলেন, ইতিপূর্ব্বে যিনি অবলীলাক্রমে অপরাঙ্মুখযোধী মহাবল বানরকুল বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল অনায়াসে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, যিনি বায়ুর ন্যায় অক্লেশে সমরভূমিতে প্রবেশ করেন, যাহাঁর মেঘবৎ সুগভীর গর্জন শুনিয়া ভয়ে বিপক্ষের মুখ শুষ্ক হইয়া যাইত, যাঁহার বীরদর্পে মেদিনী প্রকম্পিতা হইত, সেই বীরকুলচূড়ামণি মহাবল বালি একমাত্র শরে হতচেতন হইয়া মুমূর্ষুদশায় সমরাঙ্গণে শয়ান রহিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিলেন, একি! মাংসলালসায় ব্যাঘ্র আসিয়া কি আজ কেশরীকে বিনাশ করিল? বিহগরাজ গরুড়, ভুজঙ্গ ভক্ষনার্থ ই কি আজ বেদি-পতাকা-পরিশোভিত চতুষ্পথবর্ত্তী বল্মীক উন্মথিত করিয়া ফেলিল? আজ কি জলদাবলী জলধারা বর্ষণ করিয়া প্রশান্ত হইল? হায়! কি হইল! কি সর্ব্বনাশ! এই বলিয়া তারা একেবারে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে কথঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন, অদূরে রাম এক প্রকাণ্ড শরাসনে দেহভার অর্পণ করিয়া লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত দণ্ডায়মান আছেন। তারা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অতিমাত্র বেগে বালির সন্নিহিত হইলেন, এবং তাঁহার সেই প্রকাণ্ড কলেবর ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া, দুঃখাবেগে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। পরে আর্য্যপুত্র! এই বলিয়া যেন নিদ্রা হইতে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং বালিকে মৃত দর্শন করিয়া অপার শোক সিন্ধুতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাকে কুররীর ন্যায় এই প্রকার রোরুদ্যমানা ও কুমার অঙ্গদকে পিতৃশোকে অতিমাত্র কাতর দেখিয়া সুগ্রীবও যারপর নাই দুঃখিত হইয়া পড়িলেন।

বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর শোকাতুরা তারা সেই পর্ব্বতবৎ প্রকাণ্ড মাতঙ্গবৎ বলিষ্ঠ বালীকে রামশরে নিহত ও উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া বারংবার আলিঙ্গন পূর্ব্বক শোক সন্তপ্ত মনে কাতর বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা নাথ! তুমি এ হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে? তুমি ভিন্ন এ সংসারে আমার ত আর কেহই নাই, আমি যে করে তোমার এই কোমল চরণ সেবন করিয়াছি, সেই করে এখন কিরূপে অন্যের পরিচর্য্যা করিব। ভাল নাথ! তোমার তুল্য মহীপালেরা কখন ত ভূতলে শয়ন করেন নাই, তবে তুমি আজ কি কারণে ভূমিশয্যা আশ্রয় করিয়াছ? মহারাজ! আর কেন, এখন উঠ, গৃহে চল, উৎকৃষ্ট শয্যা সজ্জিত আছে, যদি নিদ্রাবেশ হইয়া থাকে, না হয়, তাহা-

তেই গিয়া শয়ন কর। নাথ! তুমি আমার অপেক্ষা বুঝি বসুমতীকেই অধিক ভাল বাস, নতুবা আমায় ছাড়িয়া দেহান্তেও ইহাকে আলিঙ্গন করিবে কেন? বীর! তুমি আজ ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বর্গধামে কিষ্কিন্ধার ন্যায় অবশ্যই কোন এক রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে, নচেৎ এমন মনোহারিণী নগরীর মমতা একেবারেই কিরূপে বিসর্জন দিলে? আহা নাথ! তুমি এই মধুগন্ধী অরণ্য মধ্যে আমাদিগকে লইয়া কতই আমোদ ও কতই রূপ বিহার করিতে, এখন সমুদায় বিসর্জন দিয়া কোথায় চলিলে? তোমার বিনাশে তোমার তারা যে গগণচ্যুত তারার ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া নিরন্তর নিরানন্দ সাগরে ভাসিতেছে, তোমার বিরহে তোমার চন্দ্রাননা যে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত মলিন হইয়া এত বিলাপ ও এত পরিতাপ করিতেছে, একবার উঠিয়া প্রিয় সম্ভাষণে প্রিয় জনের প্রাণ রক্ষা কর। হা! দগ্ধ হৃদয়! তোমার কি আর মরণ নাই, আমার প্রাণ-পতিকে ধরাতলে শয়ান দেখিয়াও যখন শতধা বিদীর্ণ হইলে না, তখন তুমি যে নিতান্তই কঠিন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নাথ! আমি তোমার হিতৈষিণী, ও হিত সঙ্কল্পে যাহা কহিয়া ছিলাম, তুমি কেবল বুদ্ধি-মোহে পড়িয়াই তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছিলে, এখন সেই কার্য্যেরই পরিণাম ভোগ করিতেছ। আহা! নাথ! তুমি অন্যের আয়ত্ত নও, নিদারুণ কালই বলপূর্ব্বক সুগ্রীবের

নিকট আনিয়া তোমাকে বিনাশ করিল। তুমি অপর এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলে, কিন্তু রাম অকারণে তোমার বিনাশ রূপ গর্হিত আচরণ করিয়াও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না, ইহা তাঁহার নিতান্তই অন্যায়। নাথ! অমি তোমার প্রযত্নে থাকিয়া কখন ক্লেশ পাই নাই, এখন নিতান্ত দীন ও শোচনীয় হইয়া অভিনব বৈধব্য যন্ত্রণা ও শোক তাপ কিরূপে সহিব। এই কুমার অঙ্গদ অতিশয় সুকুমার ও চিরকাল সুখে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, জানিনা, এখন সেই অঙ্গদকে, ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের আশ্রয়ে থাকিয়া দিবানিশি কতই বা ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। বাছা অঙ্গদ! তোমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে একবার মনের সহিত দেখিয়া লও, ইহার দর্শন তোমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না। নাথ! তুমি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত প্রবাসে চলিলে, এক বার কুমার অঙ্গদকে মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক প্রবোধ দেও এবং আমাকে যাহা বলিবার থাকে, তাহাও বল। মহারাজ! তোমাকে বধ করিয়া রামের একটী মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইল, তিনি সুগ্রীবের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এখন মুক্ত হইলেন। সুগ্রীব! তুমিই ধন্য, তোমার সকল আশা এখন সফল হইল, তুমি এখন নিরুদ্বেগে রুমাকে পাইবে। তোমার শত্রু নিপাত হইল। তুমি এখন অকুতোভয়ে রাজ্যভোগ কর।

নাথ! তুমি আজ স্বর্গধামে গিয়া রূপযৌবন-গর্ব্বিতা

আলাপচতুরা সুরসিকা কোন নবীনা নারীর মন উন্মত্ত করিয়া তুলিবে, সত্য; কিন্তু নাথ! আমিও ত তোমার চির-দিনের প্রেয়সী ছিলাম, আমি এত করুণভাবে বিলাপ করিতেছি, চিরপরিচিতা বলিয়াও কি একবার সম্ভাষণ করিবে না? ভাল আমিই যেন তোমার নিকট অপরা-ধিনী হইলাম, তোমার অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পত্নীরাও ত বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক অনিবার নয়নবারি বিসর্জন করি-তেছেন, আশ্রিতা বলিয়া তাঁহাদের প্রতিও কি একবার কটাক্ষপাত করিবে না? এই বলিতে বলিতে তারার শোকসাগর ক্রমেই প্রবল বেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। তিনি কিছুকাল মূর্চ্ছিতার ন্যায় নীরবে থাকিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কহিলেন, নাথ! তোমার অঙ্গদকে একাকী রাখিয়া চিরদিনের জন্যই কি প্রবাসে চলিলে? নিবারণ করি, মহারাজ! কুমার অঙ্গদকে ফেলিয়া যাইও না। আমি যদি অসাবধানে তোমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি, তবে চরণে ধরি, নিজ দাসী বলিয়া আমাকে ক্ষমা কর। এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে তারা বালির নিকট প্রায়োপ-বেশনের সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে তদীয় সহচারিণী বানরীগণ তাহার এইরূপ বিলাপ বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া কুমার অঙ্গদকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক দুঃখিত মনে হাহাকার শব্দে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

একবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর সুধীর হনূমান্ তারাকে গগণস্খলিত তারার ন্যায় প্রভাশূন্য ও ভূতলে পতিত দেখিয়া মৃদুবাক্যে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন; রাজমহিষি! ক্ষান্ত হও, আর অনর্থক রোদন করিও না। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী নারীর এরূপ শোকাভিভূত হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য। দেখ, জীবগণ স্বীয় গুণদোষে পুণ্য ও পাপজনক যে যে কার্য্য করে, দেহান্তে তাহার ফলাফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। তুমি স্বয়ংই শোচনীয়, বল দেখি, কোন্ শোকার্হ ব্যক্তির জন্য আবার শোক করিতেছ,? তুমি নিজেই দীন, কোন্ দীনের প্রতি আবার দয়া প্রকাশ করিতেছ? জানি না, এই জলবিম্ব প্রায় বিনশ্বর দেহে কে কাহার জন্য শোক দুঃখে জড়ীভূত হইতে পারে? অতএব জীবিতপুত্রে! এক্ষণে শোক সংবরণ পূর্ব্বক কুমার অঙ্গদকে দেখ, এবং বালির দেহান্তে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা কর। দেবি! জানই ত, এই জীবলোকে জন্মগ্রহণ করিলে এক সময়ে অবশ্যই মৃত্যু আছে; তজ্জন্য শোক না করিয়া বরং তৎকালোচিত শুভানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। সুধীর ব্যক্তিরা এ সকল অলিক শোকে মোহে কদাচ অভিভূত হন না। অজ্ঞেরাই শোকান্ধে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

দেখ, ইতিপূর্ব্বে বহুসংখ্য বানরেরা যাঁহার সন্নিধানে নানা আশয়ে কাল যাপন করিত, যিনি সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেন, আজ তিনিই ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া মহানিদ্রাকে আশ্রয় করিয়াছেন। অতএব দেবি! দেখ, যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয় লইয়া শোকাভিভূত হওয়া কেবল বিড়ম্বনামাত্র। মহারাজ নীতিনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে রাজকার্য্য করিতেন, সাম, দান, ক্ষমা প্রভৃতি রাজগুণেও বিভূষিত ছিলেন, ইনি দেহান্তে রাজলোকই লাভ করিয়াছেন। এই কুমার অঙ্গদ, এই কিষ্কিন্ধা রাজ্য, এই সকল আশ্রিত বানর, সমস্তই তোমার, তোমাকে নিতান্ত শোকাকুল দেখিয়া, ইঁহারা সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন। এক্ষণে শোক সংবরণ করিয়া প্রেত-ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য ইঁহাদিগকে নিয়োগ কর। পিতা যে জন্য পুত্রের কামনা করিয়া থাকেন, সেই কার্য্যই উপস্থিত, এক্ষণে অনুষ্ঠিত হউক। রাজমহিষি! অতঃপর তুমি কুমার অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক কর, ইনি রাজাসনে বসিয়া পিতার ন্যায় রাজ্য শাসন করুন, ইহাকে রাজসিংহাসনে বসিতে দেখিলে তুমি অবশ্যই সুখী হইবে।

এই বলিয়া হনূমান্ বিরত হইলে, তারা শোকে একান্ত কাতর হইয়া কহিলেন; আমার আর ক্ষণকালও বাঁচিবার আশা নাই। আমি অঙ্গদের অনুরূপ শত

পুত্রও চাহিনা; এক্ষণে স্বামীর অনুসরণ করাই আমার শ্রেয়ঃ। কপিরাজ্য ও পুত্রের অভিষেক ইহাতে আমার কি প্রভুত্ব আছে। সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য; এখন এ বিষয়ে তাহারই সম্পূর্ণ অধিকার। আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যে কুমারকে রাজ্য দিব, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভু, মাতা নহে। এক্ষণে স্বামীর সহমরণ ব্যতীত আমার পক্ষে উভয় লোকের শুভ আর কিছুই নাই।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

এদিকে বালি মৃতকল্প হইয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাতর নয়নে ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, দেখিলেন, সম্মুখে সুগ্রীব দণ্ডায়মান আছেন। বালি ঐ বিজয়ী বীরকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন; ভাই! সুগ্রীব! আমি এখন স্বকৃত কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ভোগ করিতেছি, এই আমার অন্তিম সময়, আমার সহস্র অনুরোধ, আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি, কত দুষ্কার্য্যই করিয়াছি, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া এখন আর সে সকল কিছু মনে করিও না। ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ ও রাজ্যভোগ, বিধাতা বুঝি আমাদের ভাগ্যে যুগপৎ লেখেন নাই; নতুবা এরূপ বৈপরীত্য

ঘটিবে কেন? যাহা হউক, ভাই! তুমি আজ এই বন-বাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর। আমি সমস্ত বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া চির দিনের নিমিত্ত আজ প্রবাসে চলিলাম। আমার রাজ্য সম্পদ সমুদায় এখন তোমারই হইল। সুখে রাজ্যভোগ কর। ভাই সুগ্রীব! অতঃপর আমার কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা দুষ্কর হই-লেও করিতে হইবে; ভ্রাতঃ! আমার প্রাণাধিক অঙ্গদকে আমি রাখিয়া চলিলাম। অঙ্গদ অল্পবয়স্ক বালক, সুখভোগের উপযুক্ত, চিরদিন সুখেই প্রতি-পালিত হইয়াছে, ভাই! দেখিও, পিতৃহীন হইয়া সেই অঙ্গদকে যেন আহারের জন্য এখন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে না হয়। তুমি যে অবস্থাতেই থাক, অঙ্গদকে পুত্র নির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। যখন যাহা প্রার্থনা করে, নিজ সন্তান বলিয়া তাহাই প্রদান করিও। এক্ষণে তুমিই ইহার রক্ষক, তুমিই ইহার পিতা, ভয় উপস্থিত হইলে, আমার ন্যায় তুমিই ইহাকে অভয় দান করিবে। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে এখন তুমিই ইহাকে সস্নেহে ভোজন করাইবে। অঙ্গদ তোমার তুল্য বীর, রাক্ষস-বধে তোমার অগ্রসর হইবে, এবং বীরদর্প প্রকাশ পূর্ব্বক রণস্থলে আমারই অনুরূপ কার্য্য করিবে। ভাই! আমার অনেক বলিবার আছে, কিন্তু ক্রমেই যেন আমার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া আসিতেছে; সুগ্রীব! এই সুষেণ-তনয়া তারা সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করিতে এবং বিপদে সৎপরা-

মর্শ দিতে বিলক্ষণ সুপটু, হিত সম্বন্ধে ইনি যাহা কহিবেন, নিঃসংশয়ে তাহা প্রতিপালন করিও। ইহাঁর মত কিছুমাত্র অন্যথা হয় না, আমি সর্ব্বথা অবগত হইয়াছি। আর দেখ, রাম আমাকে বধ করিয়া যেমন নিজ প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইলেন, তুমিও অঙ্গীকার করিয়াছ, রামের কার্য্যে তোমাকেও প্রাণপণে তদ্রূপ চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য তোমার পাপের আর পরিসীমা থাকিবে না। তোমার শৈথিল্য বশতঃ রাম অপমানিত হইলে, অবশ্যই তোমার অনিষ্ট করিবেন। সুগ্রীব! আর বলিতে পারি না, আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, আমি জীবিত থাকিতেই আমার কণ্ঠস্থিত এই স্বর্ণ হার লইয়া নিজ কণ্ঠে ধারণ কর। মহেন্দ্রের অনুগ্রহে ইহাতে জয়শ্রী সর্ব্বদা বিরাজমান আছে, কিন্তু আমার প্রাণ বিয়োগ হইলে শবস্পর্শ নিবন্ধন জয়লক্ষ্মী বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

অনন্তর বালি, আসন্ন সময় সম্মুখীন দেখিয়া, সন্নিহিত অঙ্গদকে স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন; বৎস। এক্ষণে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিও। ইষ্টে অপেক্ষা ও অনিষ্টে উপেক্ষা এবং সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া সেবার সময় সুগ্রীবের একান্ত বশম্বদ হইয়া থাকিবে। আমি কত যত্নে ও কত ক্লেশে তোমায় লালন পালন করিলাম, এখন তোমার সেবা করিবার সময় উপস্থিত, অনবধান বা অবজ্ঞাবশত সেবার কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে,

সুগ্রীব কদাচ তোমায় সমাদর করিবেন না। সাধ্যমত পরিচর্য্যা দ্বারা রাজাকে সন্তোষে রাখাই সাংসারিক সুখের প্রকৃত নিদান; অতএব যাহারা সুগ্রীবের শত্রু, তুমি ভ্রমেও তাহাদের সহিত সখ্যভাব করিও না। লোভাদি প্রবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক একান্ত বশ্যভাবে সর্ব্বদা প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিবে। রাজার সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রণয় রাখা কর্ত্তব্য নহে, এই উভয়ই অতিশয় দোষের; সুতরাং তুমি ইহার মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিও, আমি এখন চলিলাম।

এই বলিতে বলিতে বালির নেত্রদ্বয় উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল, বিকট দন্ত বিকৃত হইয়া পড়িল, ক্রমে দর্শনশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি সেই নিদারুণ শরে যার পর নাই কাতর হইয়া রামের সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

এদিকে কিষ্কিন্ধানাথ কিষ্কিন্ধা শূন্য করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, দেখিয়া বানরগণ অমনি হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং জলধারাকুল লোচনে পরস্পর কহিতে লাগিল; হায়! রাজনগরী আজ অন্ধকার হইল, বন, উদ্যান ও পর্ব্বত সমুদায় আজ শূন্য হইল, আজ হইতে আমরাও প্রভাহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! যে মহাবীর দিবারাত্রি অবিশ্রান্তে পঞ্চদশ বর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শ বর্ষে গোলভ নামক দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্বের প্রাণ নাশ ও আমাদিগকেও নির্ভয় করিয়াছিলেন,

কালে আজ তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই বলিয়া তাহারা দুঃখের সহিত রোদন করিতে লাগিল। বৃষ বিনষ্ট হইলে, সিংহসঙ্কুল মহারণ্যে বন্য গো সকল যেমন ভীত হইয়া উঠে, বালির বিনাশে বানরেরাও তদ্রূপ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। রোদন শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তারা মৃত পতির মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া অপার শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলেন, এবং আশ্রিত লতা যেমন ছিন্ন তরুকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ বালিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া অনিবার নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর পতিশোকবিহ্বলা তারা মৃত পতির মুখ আঘ্রাণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; হা নাথ! আমি বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি আমার কথা না শুনিয়া এই প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ ক্লেশকর বন্ধুর ভূমির উপর অতিকষ্টে শয়ন করিয়া আছ, ইহাতেই বোধ হয়, বসুন্ধরাতেই তোমার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগ আছে, তাহা না হইলে, তুমি এত কষ্টে থাকিয়াও ইহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, আমি এত বিলাপ করিতেছি,

ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া এত আর্ত্ত নাদ করিতেছি, আমাকে একবারও সম্ভাষণ করিলে না। নাথ! যে সকল ভল্লুক ও বানরেরা একান্ত মনে দিবানিশি তোমার পরিচর্য্যা করিত, এই দেখ, এখন তাহারা ধুলিলুণ্ঠিত দেহে কত বিলাপ করিতেছে, অঙ্গদ শোকাকুল হইয়া শুষ্কমুখে কাঁদিয়া কাঁকিয়া ব্যাকুল হইতেছে, এবং নয়নজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। আমাদের রোদন শব্দে এখনও কি তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না? প্রাণবল্লভ! উঠ উঠ, আর কেন, তোমার অদর্শনে তোমার তারার যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, একবার উঠিয়া প্রিয় সম্ভাষণে কি প্রণয়িনীর প্রাণ রক্ষা করিবে না? আহা! এযে সেই বীর শয্যা, পূর্ব্বে তুমিই এই শয্যাতে প্রতিযোদ্ধাদিগকে শয়ন করাইতে, সেই বীরশয্যা কি এখন তোমারও বিশ্রাম স্থান হইল? নাথ! তুমি একান্ত যুদ্ধপ্রিয় ও পবিত্র বংশেও জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু এ অনাথিনীকে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া তোমার নিতান্তই অনুচিত। হা দগ্ধহৃদয়! তোর হৃদয় কি এতবড়ই কঠিন, যে স্বচক্ষে এমন সর্ব্বনাশের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াও বিদীর্ণ হইলি না? আরও কি বাঁচিবার আশা করিতেছিস্। উঃ— কি সর্ব্বনাশ! মহাবীর বালির সহধর্ম্মিণী হইয়াও কি আমাকে এখন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল! রাজমহিষী হইয়াও কি আমাকে এখন সামান্যা নারীর ন্যায় অসুখে থাকিতে হইল! হায়! অতঃপর বিচক্ষণেরা যেন আর বীর পুরুষকে কন্যা দান না

করেন। এই বলিয়া তারা মুক্ত কণ্ঠে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নল বালির বক্ষস্থল হইতে গিরিগুহাপ্রবিষ্ট ভীষণ উরগের ন্যায় সেই মর্ম্মভেদী শর উদ্ধার করিয়া লইলেন। ঐ শর শোণিত রাগে রঞ্জিত, যেন অস্তগামী সূর্য্যের আরক্তিম রশ্মিজালে রঞ্জিত হইয়াই শোভা পাইতে লাগিল। এদিকে শরোদ্ধার করিবামাত্র বালির বক্ষস্থল হইতে অনর্গল শোণিতধারা বহিতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল, গৈরিকদ্রব-বাহী জলধারাই যেন পর্ব্বত হইতে প্রবলবেগে নির্গত হইতেছে। বালির সর্ব্বাঙ্গ সংগ্রামভূমির ধূলিজালে আচ্ছন্ন, শোকাকুলা তারা তাহা মার্জনা করিয়া তদীয় মৃত শরীর নেত্রজলে অভিষেক করিতে করিতে পুত্র অঙ্গদকে কহিলেন; বাছা অঙ্গদ! আজ হইতে মহারাজের পাপসঞ্চিত শক্রুতার অবসান হইল। এই তরুণ সূর্য্যপ্রকাশ মহাবীর এক্ষণে লোকান্তরে চলিলেন, তুমি ইহাঁকে অভিবাদন কর।

তখন কুমার অঙ্গদ আপনার নামোল্লেখ পূর্ব্বক ভক্তি ভাবে পিতৃপদে প্রণাম করিলেন। তদ্দর্শনে তারা রোদন করিতে করিতে কহিলেন; নাথ! তোমার প্রাণপ্রতিম বৎস অঙ্গদ তোমাকে প্রণাম করিতেছে, একবার উঠিয়া প্রিয় পুত্রকে সান্ত্বনা কর। ভাল মহারাজ! অঙ্গদ অন্য দিন প্রণাম করিলে, "দীর্ঘায়ু হও" বলিয়া যেমন আশীর্ব্বাদ করিতে, আজ কি জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলে?

অঙ্গদ কি আজ কোন অপরাধ করিয়াছে? নাথ! সন্তান সহস্র অপরাধ করিলেও পিতার নিকট কখন অপ্রিয় হয় না, ক্ষমা কর, এই ত তাহার প্রতিকার হইল।

হায়! সিংহনিহত বৃষের সমীপে যেমন সবৎসা ধেনু থাকে, সেইরূপ আমিও পুত্রের সহিত তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, একবার উঠিয়া প্রিয় সম্ভাষণে তারার প্রাণ রক্ষা কর। প্রাণবল্লভ! তুমি রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া রামের অস্ত্রজলে কিরূপে যজ্ঞান্তে স্নান করিলে? দেবরাজ সংগ্রামে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যে সুবর্ণ হার পুরস্কার দিয়াছিলেন, কৈ? তাহা আর দেখিতেছিনা কেন? আহা! নাথ! সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেও তদীয় প্রভা যেমন অস্তাচল পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ তোমার প্রাণ বহির্গত হইলেও রাজশ্রী তোমাকে পরিত্যাগ করে নাই। নাথ! আমি তোমায় বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার হিতবাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে; এক্ষণে তুমি বিনষ্ট হইলে, আমি নিহত হইলাম, অঙ্গদকেও চিরদিনের জন্য পথে পথে কাঁদিতে হইল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

নিশাবসানে তারার ন্যায় তারা, শোকে নিতান্ত হতশ্রী হইয়া ধরাতলে এইরূপে রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে সুগ্রীব একান্ত ক্ষুণ্ণ ও ভ্রাতৃবিনাশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া অনুচর বর্গের সহিত রামের নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন, উদারস্বভাব রাম সেই ভুজঙ্গভীষণ শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরবিনাশী ভগবান্ শূল-পাণির ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রাজচিহ্ন সমুদায় দেদীপ্যমান; সুগ্রীব শুষ্কমুখে মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন, কহিলেন, সখে! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইল, বালি বিনষ্ট হইলেন, এবং আমিও নিষ্ক-ণ্টকে রাজ্য পাইলাম। কিন্তু রাজ্যসুখে আজ আমার নিতান্ত ঔদাস্য জন্মিয়াছে। রাজমহিষী তারা বক্ষে করা-ঘাত পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতেছেন, পুরবাসিরা কাতর স্বরে চীৎকার করিতেছে, রাজার মৃত্যু হইল, এবং রাজকুমার অঙ্গদেরও এখন প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইল, সুতরাং এ ছার রাজ্য লইয়া আর আমার কি হইবে। পূর্ব্বে অপমানিত হইয়া রোষাবেগে আমি নিতান্তই অস-হিষ্ণু হইয়াছিলাম, তন্নিবন্ধন আমি কি না করিলাম, কিষ্কিন্ধ্যা নগরী আমা হইতেই শশাঙ্কবিহীন শর্ব্বরীর ন্যায় নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িল। আমি রাজ্য সম্পদ কিছুই চাহি না, ভার্য্যাতে আমার আর অভিলাষ নাই, আমি চিরদিনের জন্য ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়াই থাকিব। তথায় ফল মূলমাত্রে কায় ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করাও আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়। কিন্তু তুচ্ছ ভোগ সুখ লালসায় সহোদর বধ করিয়া আমি স্বর্গ রাজ্যও অভিলাষ

করি না। হায়! আমি কি নির্দ্দয়, আমি অনায়াসে এমন গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করিলাম! এ পাপে নরকেও কি আমর স্থান হইবে? হায়! আমি কি বলিয়া জনসমাজে এ দগ্ধ মুখ দেখাইব, ভ্রাতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি বলিয়াই বা তখন প্রত্যুত্তর করিব; "আমি রাজ্যের জন্য ভ্রাতৃবধ করিয়াছি, আমি ভ্রাতৃহন্তা" এমন সর্ব্বনাশের কথাই কি তখন কহিব? হা বিধাতঃ! এই বলিয়া সুগ্রীব রামের সমক্ষে ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে, সুগ্রীব ক্রন্দন করিতে করিতে আবার কহিলেন, হায়! সেই ধার্ম্মিকবর বালি সংগ্রামে আমায় কত বার কহিয়াছিলেন; "সুগ্রীব! তুমি যাও, আমি তোমাকে প্রাণে বিনাশ করিব না"। রাম! একথা তাঁহারই অনুরূপ হইয়াছিল, কিন্তু আমার কার্য্য ও বাক্য আমারই অনুরূপ হইয়াছে, আমি এমন নির্দ্দয় নিশাচর না হইলে তুচ্ছ রাজ্য ও ভ্রাতৃবধ দুঃখের তারতম্য বিচার না করিয়া অনায়াসে এমন নিষ্ঠুর কার্য্যে অগ্রসর হইব কেন? বয়স্য! আমি যখন বৃক্ষশাখা প্রহারে পলায়ন পূর্ব্বক তোমাকে লক্ষ করিয়া ক্ষণকাল আক্রোশ করিতেছিলাম, তখন বালি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিয়াছিলেন, সুগ্রীব! দেখ, তুমি এরূপ কার্য্য আর করিও না; বস্তুত আমাকে প্রাণে বিনাশ করিতে মহাত্মার কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না। তিনি ভ্রাতৃভাব, সাধুত্ব ও প্রকৃত ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন

করিয়াছেন, কিন্তু আমি, কাম ক্রোধ ও সম্পূর্ণ বানরত্বই দেখাইলাম। রাম! আমি কুলক্ষয়কর নিতান্ত অধর্ম্মের কার্য্য করিয়াছি। আমি আর রাজাসনে বসিবার উপযুক্ত নহি, যৌবরাজ্যও আমার যোগ্য নহে। আমি এই লোক-নিন্দিত পরমার্থনাশক ও একান্ত জঘন্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়া নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং নিম্নপ্রবণ জল-বেগের ন্যায় শোকাবেগ আমাকে অতিশয় আক্রমণ করিতেছে। ভ্রাতৃবিনাশ যাহার দেহ, সন্তাপ যাহার শুণ্ড, শোক যাহার দন্ত, সেই পাপময় গর্ব্বিত মত্ত হস্তী আমাকে নদীকূলবৎ নিরন্তর দণ্ডাঘাত করিতেছে। হায়! অগ্নি সংযোগে স্বর্ণ হইতে যেমন মল নির্গত হয়, তদ্রূপ এই দুঃসহ পাপ-সংসর্গে আমার চিরসঞ্চিত পুণ্যরাশি বিদুরিত হইয়া গেল। আহা! আমার পাপ সঙ্কল্পেই বৎস অঙ্গদ পিতৃহীন ও আর্য্যা তারা ভর্ত্তৃহীন হইয়া অভি-নব বৈধব্য যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইলেন। আমিই সমুদায় অনর্থের কারণীভূত, এ পাপে আমার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই।

রাম! দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বিশ্বরূপ বধে পাপ গ্রস্ত হইয়াছিলেন, ভ্রাতৃবধ করিয়া আমিও তদ্রূপ অচিন্ত্য অপরিহার্য্য, অপ্রার্থনীয় ও অদৃশ্য পাপ রাশিতে লিপ্ত হইয়াছি। কিন্তু দেবরাজের পাপ পৃথিবী, বৃক্ষ, জল ও স্ত্রীজাতিরা বিভাগ করিয়া লইয়া ছিল, আমি বানর, আমার পাপ আর কে গ্রহণ করিবে, সুতরাং আমি

সর্ব্বথা বিনষ্ট হইলাম। ইহকালে লোক সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত, ও এ পাপে পরকালেও অপার নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

রাম! বৎস অঙ্গদকে যেরূপ কাতর দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, অঙ্গদ আর অধিক কাল বাঁচিবে না, আর্য্যা তারা একেই ত ভর্ত্তৃশোকে জীবন্মৃত হইয়া আছেন, ইহার পর পুত্রশোক পাইলে, শোকে শোকে ইনি কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না; অতএব ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধু ও ভ্রাতুষ্পুত্রের যে পথ, সেই পথ অবলম্বনার্থ অতঃ পর আমি অগ্নি প্রবেশ করিব। বয়স্য! এই সমস্ত বানরেরা তোমার আদেশের বশীভূত হইয়া আর্য্যা জানকীর অন্বেষণ করিবে। আমি লোকান্তরিত হইলেও তোমার কার্য্যের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না। সমুদায় বিসর্জন দিয়া এ হতভাগ্যের বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। অতএব সখে! অনুরোধ করি, তুমি আমার বাক্যে অনুমোদন কর; আমি এখন কালের শরণ লইয়া সকল দুঃখ, সকল শোক ও সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। এই বলিয়া সুগ্রীব ভ্রাতৃশোকে উচ্চৈঃস্বরে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন অসাধারণ-গম্ভীরপ্রকৃতি রাম বয়স্যের এইসমস্ত করুণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া ক্ষণকাল বিমনায়মান হইয়া রহিলেন, তাঁহার নেত্রযুগল হইতে দরদরিত

ধারে বারিধারা পড়িতে লাগিল; বাষ্পে বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া আসিল, তিনি তখন কি করিবেন, কি দিয়াই বা বয়স্যের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিবেন, এই চিন্তায় নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সজলনয়না তারার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎ-কালে হরিণনয়না তারা মৃত পতিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান ছিলেন, সুধীর বানরেরা তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া অন্যত্র লইয়া চলিল। অদূরে রাম, শর ও শরাসন হস্তে স্বতেজে সূর্য্যদেবকে তিরস্কার করি-য়াই যেন দণ্ডায়মান আছেন। তারা ঐ রাজলক্ষণাক্রান্ত পুরুষোত্তমকে দেখিলেন। শোকে তাঁহার শরীর ভার সম্পূর্ণই উপেক্ষিত, তিনি স্খলিত পদে সেই মহানু-ভাবের সন্নিহিত হইয়া কাতর বাক্যে কহিতে লাগি-লেন; রাম! তুমি পরম ধার্ম্মিক, তোমার গুণের আর সীমা নাই। তোমার পদ্মপলাস-নিন্দিত আকর্ণ-বিশ্রান্ত নেত্র-বিরাজিত শ্রীমুখ দর্শন করা সকলের ভাগ্যে সহজ নহে। তুমি জিতেন্দ্রিয় ও অতিবিচক্ষণ, তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি ও নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র বিরাজমান আছে, তুমি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল এবং মানবী মূর্ত্তির শ্রীবৃদ্ধি সুখ অতিক্রম করিয়া দিব্য মূর্ত্তির সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছ। রাজকুমার! আমি নিতান্ত হতভাগিনী, পতি-শূন্য হইয়া আমি আর জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না; অতএব তুমি যে বাণে আমার প্রাণপতিকে বধ

করিয়াছ, তদ্দ্বারা আমাকেও বিনাশ কর। আমি নিহত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইব। তিনি আমা ব্যতীত অন্য রমণীর সহিত কখন বাক্যালাপ করিবেন না। রাজ-কুমার! সুরলোকে অপ্সরা সকল রক্ত পুষ্পে নিজ নিজ কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া উজ্জ্বল বেশে বালির সমীপে আসিবে, কিন্তু তিনি আমার অদর্শনে অতি কাতর হইয়া আছেন, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াও সুখী হইতে পারিবেন না। রাম! অধিক আর বলিব কি, এই রমণীয় শৈলতলে তুমি যেমন জানকী বিরহে ব্যাকুল হইয়া আছে, সেইরূপ বালি কি আমার জন্য শোকাকুল হইবেন না! সুরূপ পুরুষ স্ত্রীবিচ্ছেদে যে রূপ দুঃখিত হয়, তাহা ত তুমি জানই, আমি সেই জন্যই বারংবার তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাকে বিনাশ কর। বালি আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, আমার অদর্শন-ক্লেশ কদাচ সহিতে পারিবেন না। রাম! বিবেচনা করিয়াছ, আমাকে বধ করিলে স্ত্রী হত্যার পাতক হইবে, তুমি এরূপ কদাচ মনে করিও না, আমি বালির আত্মা, বালিতে ও আমাতে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, সুতরাং আমাকে বধ করিলে, স্ত্রী বধের সম্ভাবনা কি আছে। অথবা, রাম! দেখ, এই জীবলোকে জ্ঞানিদিগের পক্ষে স্ত্রী দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই, তুমি ধর্ম্মের অনুরোধে আমাকে প্রিয়তমের হস্তে প্রদান করিবে, এই দানবলে স্ত্রীবধের অধর্ম্ম তোমায় স্পর্শ করিতেই

পারিবে না। দয়াময়! আমি নিতান্তই হতভাগিনী, আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম; দেখ, আমার প্রাণপতির নিকট হইতে আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে, আমি মিনতি করি, আমার বিনাশে আর ঔদাস্য করিও না। আমি সেই গজরাজগতি স্বর্ণহারশোভিত মহাত্মার বিরহে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

এই বলিয়া তারা ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তখন রাম তদীয় করুণ বাক্যে ব্যাকুল হইয়া হিতবাক্যে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন; বীরপত্নি! ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার, হইয়াছে; তজ্জন্য অনর্থক রোদন করিয়া আর কি হইবে। বিধাতা জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শাস্ত্রে বলে, তিনিই উহাদিগকে সুখ দুঃখের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ত্রিলোকের তাবৎ লোক সেই বিধাতারই অধীন, বিধাতার বিহিত বিধান ব্যতিক্রম করা একান্ত অসাধ্য। তাঁহার এমনই আশ্চর্য্য মহিমা! কিছুদিন পরেই সমুদায় শোক তাপ বিসর্জন করিয়া তুমি আবার প্রকৃতিস্থ হইবে, এবং পুত্র অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া সুখী হইতে পারিবে। তুমি বীরপত্নী, তোমার এরূপ শোক করা উচিত হয় না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর অসামান্য-গম্ভীরপ্রকৃতি মহাত্মা রাম, সুগ্রীব তারা ও অঙ্গদকে একত্রিত করিয়া সাক্ষাৎ জ্ঞানরাশির ন্যায় প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন; দেখ, আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে, অজ্ঞের ন্যায় অনর্থক শোকের বশীভূত হওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য নহে। প্রিয় বিয়োগ নিবন্ধন অন্তঃকরণে শোকের উদ্রেক হয়, সত্য; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীর হৃদয়ে তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তোমরা প্রকৃত জ্ঞানী, জ্ঞানময় চক্ষু দ্বারা এই অনিত্য সংসারের অসারতা নিরীক্ষণ করিয়া মনোমন্দির হইতে এই অলিক শোক দুঃখ অপসারিত কর, আর শোক করিও না। শোক করিলেই যদি মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হইত, তাহা হইলে না হয়, শোকই করিতে। জীবন একবার গত হইলে, আর কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হয় না; অতএব বৃথা মোহ পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তৎসাধনেই তৎপর হও। বিশেষ তোমরা যতই রোদন করিবে, লোকান্তরে মৃত ব্যক্তির ততই ক্লেশ হইবে। লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই, তোমরা অশ্রুপাত পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিলে। এক্ষণে আর অনর্থক কালাতিপাত করিও না, ইহাতে প্রকৃত কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতে

পারে। দেখ, কালের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য! একমাত্র কালই সমুদায় সৃষ্টি করিতেছে, কালই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, এবং এই জীব লোকে কালই সকলকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া রাখিতেছে। ফলতঃ কাল নিরপেক্ষ হইয়া কেহ কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। জীবগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মের অধীন, কিন্তু অবিনশ্বর কাল আবার সেই পূর্ব্বকৃত কার্য্যের সহকারী; বলিতে কি, স্বয়ং ঈশ্বরও কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না। কাল অক্ষয়; কালের নিকট পক্ষপাত নাই, হেতু নাই এবং পরাক্রমও নাই। বন্ধুত্ব ও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ কালকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। কাল সম্পূর্ণই অনায়ত্ত। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, জ্ঞানময় চক্ষু দ্বারা তাঁহারাই কালকৃত স্ব স্ব কর্ম্মের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সমুদায় কাল প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। বালি সাম দান প্রভৃতি রাজগুন সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য ভোগ সুখের এক প্রকার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষনে লোকান্তরিত হইয়াও আপনার প্রকৃতিই প্রাপ্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম বলে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, যুদ্ধে দেহ ত্যাগ করিয়া এখন তাহার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করিতেছেন। তাঁহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও কালকৃতই বলিতে হইবে, সুতরাং তজ্জন্য পরিতাপ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র; অতএব এক্ষণে বৃথা

শোক মোহ পরিত্যাগ করিয়া কালোচিত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, সুধীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;— মহাত্মন্! আর অনর্থক কালাতিপাত করিবেন না, এক্ষণে তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করুন, শুষ্ক কাষ্ঠ ও দিব্য চন্দন আনয়নার্থ পরিচারক বর্গকে আজ্ঞা করুন, এবং পিতৃশোকে কুমার অঙ্গদ নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছেন, ইহাকেও সান্ত্বনা করুন। এ নগরী এক্ষণে আপনার, আপনি শোকে আর জড়প্রায় হইয়া থাকিবেন না। মাল্য, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল ও গন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি উপকরণ আহরণার্থ এক্ষণে অঙ্গদ সত্বর হউন। তার! তুমিও অবিলম্বে শিবিকা লইয়া আইস, বাহক বানরেরাও শীঘ্র শীঘ্র সজ্জিত হউক। এ সময়ে সবিশেষ ত্বরাই আবশ্যক। এই বলিয়া লক্ষ্মণ রামের সন্নিহিত হইলেন।

এদিকে মহাবীর তার, লক্ষ্মণের আদেশে অবিলম্বে গিরি গুহা প্রবেশ পূর্ব্বক বলবান্ বানর দ্বারা শিবিকা আনয়ন করিলেন। ঐ শিবিকা দেখিতে অতি রমণীয়, উহার মধ্যে রাজোচিত বহুমূল্য আসন এবং চতুর্দ্দিকে কল্পিত তরুলতা, পক্ষী ও পদাতি সমস্ত অঙ্কিত রহিয়াছে। উহাতে দারুময় ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও জালবেষ্টিত সুদৃশ্য গবাক্ষ অতি কৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহা রক্ত পদ্মের মাল্যে ও বিবিধ ভূষায় সজ্জিত, উৎকৃষ্ট

কারুকার্য্যে খচিত, এবং রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া অতবী রমণীয় দেখাইতেছে। রাম ঐ শিবিকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আর বিলম্ব কি, বালিকে ত্বরায় শ্মশানে লইয়া যাও, ইহাঁর প্রেতকার্য্যও যথাবিধি নির্ব্বাহ কর।

অনন্তর সুগ্রীব অঙ্গদের সহিত রোদন করিতে করিতে বালিকে বসন, ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া শিবিকায় তুলিলেন, পরে বাহকগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা আর্য্যকে নদীকূলে লইয়া চল, বানরগণ ভূরিপরিমাণে রত্ন-বৃষ্টি করিতে করিতে শিবিকার অগ্রে অগ্রে গমন করুক, এবং পৃথিবীতলে রাজাদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ সমারোহে প্রভুর সৎকার করুক।

শ্রবণমাত্র বাহকেরা শিবিকা লইয়া শ্মশানাভিমুখে চলিল। আশ্রিত বানর ও বানরীরা "হা নাথ! এ কুমুদ-কুল কাহার হস্তে অর্পণ করিয়া চলিলেন" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তারা প্রভৃতি রাজ-পত্নীরা তার স্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্রেতের অনু-সরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের ক্রন্দনশব্দে বন পর্ব্বত ও দিগ্দিগন্ত যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সকলে নদীপুলিনে উপস্থিত হইল। বান-রেরা সলিল-পরিষ্কৃত পবিত্র এক স্থানে চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। বাহকেরা সেই চিতাসমীপে শিবিকা অবরোহণ পূর্ব্বক শোকাকুল মনে প্রান্ত ভাগে গিয়া

দাঁড়াইল। ঐ সময় তারা, শিবিকাতলশায়ী বালিকে দর্শন ও তদীয় মস্তক সাদরে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক অতীব উৎকণ্ঠিত মনে উচ্চৈঃ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা নাথ! এ অভাগিনীকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় চলিলে? নিজ দাসী বলিয়া একবারও চাহিলে না? প্রাণ-বল্লভ! তোমার সেই অকপট স্নেহ, সেই অকৃত্রিম ভাব, সব কোথায়? সমুদায় কি একেবারেই বিসর্জন দিলে? আহা! নাথ! তুমি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছ, তথাচ তোমার মুখখানি যেন হাস্যই করিতেছে, এবং জীবিতের ন্যায় এখনও যেন অরুণ বর্ণই দেখাইতেছে। নাথ! এই সমস্ত সুন্দরী বানরীরা তোমার একান্ত প্রিয়, ইহারা প্লুতগতি কিরূপ, জানে না; কিন্তু তোমার জন্য রোদন করিতে করিতে পাদচারে এতদূর আসিয়াছে, দেখিয়াও কি তোমার দয়া হয় না? মহারাজ! দেখ, এই সুগ্রীব, এই তার প্রভৃতি সচিব, এই সমস্ত পুরবাসী, সকলে তোমায় বেষ্টন করিয়া অতি কাতর ভাবে বিলাপ করিতেছে, এক্ষণে ইহাদিগকে বিদায় দেও, ইহারা গৃহে যাউক, আমরা এই নদী পুলিনেই বিহার করিব।

এই বলিয়া তারা শোকভরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে বানরীগণ অপার দুঃখের সহিত তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিল। অনন্তর অঙ্গদ ও সুগ্রীব উভয়ে বালিকে চিতারোহণ করাইলেন, এবং যথাবিধি অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে দক্ষিণাবর্ত্তে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ

করিতে লাগিলেন। ক্রমে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, মহাবীর বালির প্রকাণ্ড দেহ সেই প্রদীপ্ত অনলে ভস্মীভূত হইয়াগেল।

বানরগণ এইরূপে যথাবিধি বালির অগ্নি সংস্কার সমাপন করিয়া পরে পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী নদীতে তর্পণার্থ গমন করিল, এবং অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া সুগ্রীব ও তারার সহিত যথাবিধি তর্পণ করিতে লাগিল।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর সুগ্রীব ভ্রাতৃশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, দাহান্তে আর্দ্র বসন পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রধান প্রধান বানরেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, মহর্ষিগণ ভগবান্ পিতামহের নিকট যেরূপ কৃতাঞ্জলি থাকেন, সেইরূপ রামের নিকট গিয়া বদ্ধাঞ্জলি করে দাড়াইল। ঐ সময় সুধীর হনূমান্ বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন; রাম! আপনার কৃপাকটাক্ষে সুগ্রীব এই সুবিস্তীর্ণ পৈতৃক সাম্রাজ্য অধিকার করিলেন। বানরগণের প্রতি আধিপত্য, ইহাঁর নিতান্তই দুর্ল্লভ ছিল, আপনার মহীয়সী শক্তি প্রভাবে আজ তাহা সম্যক আয়ত্ত হইল। ইনি এখন সবান্ধবে নগরে গিয়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন, কেবল আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা। প্রভো! সুগ্রীব স্নান করি-

য়াছেন, আপনাকে গন্ধ, মাল্য, ওষধি ও বিবিধ রত্নে অর্চ্চনা করিবেন, আপনি নগরে চলুন, এবং স্বামিত্ব স্থাপন পূর্ব্বক ইহাঁর হস্তে সাম্রাজ্য ভার অর্পণ ও মাদৃশ বানরগণকে আহ্লাদে পুলকিত করুন।

রাম কহিলেন, হনূমন্! আমি পিতৃআজ্ঞায় অরণ্য বাসে দীক্ষিত আছি. এই চতুর্দ্দশ বৎসর গ্রামে কি নগরে যাইবার আমার অধিকার নাই। এক্ষণে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার গমন করুন এবং তুমিই ইহাঁকে যথাবিধি সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত কর।

মহাত্মা রাম হনূমানকে এই কথা বলিয়া পরে সুগ্রীবকে কহিলেন; বয়স্য! তুমি কুমার অঙ্গদকে যৌবরাজ্য প্রদান করিও। রাজকুমার অতি সুধীর এবং যৌবরাজ্য লাভেরও সর্ব্বথা উপযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর চরিত্র, অতি পবিত্র, এবং বলবীর্য্যেও পিতার অনুরূপ হইয়াছেন। সাম্রাজ্য ইহাঁর হস্তে থাকিয়া যে সুনিয়মে প্রতিপালিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সখে! এক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত, বর্ষার চারি মাসের মধ্যে এই শ্রাবণ মাসই প্রথম। এ সময়ে যুদ্ধযাত্রা সুতরাং নিষিদ্ধ; অতএব তুমি কিষ্কিন্ধায় গমন কর। এ চারি মাস আমরা এই পর্ব্বতেই বাস করিব। এখানকার জল অতি সুখসেব্য, বায়ু অতি পরিষ্কৃত এবং পদ্মও যথেষ্ঠ পাওয়া যায়, এস্থান আশ্রয় করিয়া আমরা অবশ্যই সুখী হইব; তুমি গৃহে যাও, সুখে রাজ্যগ্রহণ করিয়া সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন কর।

পরে কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে, রাবণ বধের উদ্যোগ করিও। সখে! ইহাতে আর অন্যমত করিও না, আমাদের এই সঙ্কল্পই স্থির রহিল।

তখন মহাত্মা সুগ্রীব রামের অনুরোধ রক্ষার্থ বালি-রক্ষিত কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলেন। বহুসংখ্য বানরেরা তাঁহাকে বেষ্ঠন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রজারা নূতন রাজাকে পাইয়া পরম আহ্লাদে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিল। সুগ্রীব প্রজাদিগকে সস্নেহে সম্ভাষণ ও উত্থাপন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে তদীয় সুহৃদ্বর্গেরা পরম আহ্লাদে তাঁহার রাজ্যাভিষেকে প্রবৃত্ত হইল। পরিচারকেরা রাজপথ সকল পরিষ্কৃত ও সুবাসিত সলিলে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা সমস্ত উড্ডীন হইল, অগুরু, চন্দন ও ধূপের গন্ধে চারি দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক দর্শনার্থ কৌতূহলী হইয়া বানরীগণ উৎকৃষ্ট বসন পরিধান পূর্ব্বক সুবেশে রাজভবনে আসিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে মহা মহোৎসব হওয়াতে সমস্ত পুরী যেন কোলাহলময় হইয়া উঠিল। ভৃত্যবর্গেরা পরমোল্লাসে সাগর সলিলে স্বর্ণময় বিচিত্র কুম্ভ সকল পরিপূর্ণ করিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং উডুম্বর-নির্ম্মিত পীঠ, সুবর্ণদণ্ড-পরি-শোভিত শ্বেত চামর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুবেশা ষোল জন কুমারী, সুবর্ণময় ভৃঙ্গার, সুসজ্জিত গণিকা, সর্ব্বৌষধি,

দধি, মধু, ঘৃত, ক্ষীর বৃক্ষের অঙ্কুর, শুক্লপুষ্প, শুভ্রবস্ত্র, শ্বেত চন্দন, সুগন্ধি মাল্য, স্থলজ ও জলজ পুষ্প, প্রভৃত গন্ধদ্রব্য, অক্ষত, কাঞ্চন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পাদুকা, কুঙ্কুম ও মনঃশিলা প্রভৃতি অভিষেকোচিত সমস্ত দ্রব্যজাত ক্রমে আনয়ন করিতে লাগিল। মন্ত্রজ্ঞেরা কুশাস্তরণে প্রদীপ্ত বহ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বেদবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনূমান্ ও জাম্বুমান প্রভৃতি মন্ত্রিপ্রধান বানরেরা পতাকা-পরিশোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণ-মণ্ডিত স্বর্ণময় পীঠে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্যে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। নদ নদী তীর্থ ও সপ্ত সমুদ্রের স্বচ্ছ সলিল স্বর্ণ কলসে পূর্ব্বেই আহৃত ছিল, তাঁহারা সেই জলপূর্ণ কলস ও বৃষশৃঙ্গ দ্বারা মহর্ষি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ও বেদবিধান অনুসারে, বসুগণ যেমন স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে, তদ্রূপ সুগ্রীবকে বানর রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বানরদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা রাজার শুভসাধনোদ্দেশে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষ করিতে লাগিল, ভিক্ষোপজীবীরা আশাতিরিক্ত অর্থলাভ করিয়া মনের উল্লাসে স্ব স্ব ধামে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। “আমি পাইলাম না” বলিয়া আর কাহারও অনুতাপ থাকিল না।

অনন্তর অভিষেকান্তে সুগ্রীব, রামের আদেশে অঙ্গদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য বানরেরা ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তৎকালে কিষ্কিন্ধা নগরী আনন্দ মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নৃত্যগীত বাদ্যে পথ ঘাট সমস্ত কোলাহলময় ও গৃহে গৃহে বানরীদিগের আমোদ আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

এই রূপে অভিষেক ব্যাপার অতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব পরম আহ্লাদে রামকে এই সম্বাদ প্রদান করিলেন। এবং রাজ্যলক্ষীর সহিত ভার্য্যা রুমাকে লাভ করিয়া নিরুদ্বেগে বানররাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

এদিকে রাম প্রস্রবণ পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন;— বৎস! আমরা এই সুবিস্তীর্ণ গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া বর্ষার এ চারি মাস অতিবাহিত করিব। দেখ, এখানে সকল বস্তুই সুলভ এবং স্থানও অতি রমণীয়। এই পর্ব্বতশৃঙ্গ নানাবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত, ইহাতে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের শিলা সকল শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে অতি বিশাল সুদৃশ্য পাদপ

নিচয় মনোহারিণী লতায় জড়িত হইয়া কেমন অপরূপ শোভা দেখাইতেছে। সর্ব্বত্র জাতি, জূতি, মালতী, কুন্দ, কদম্ব, অর্জ্জুন, শিরীষ, সিন্দুবার ও সাল পুষ্প বিকসিত হইয়াছে। বিহঙ্গমেরা কুলায়ে বসিয়া কূজন করিতেছে, কোথাও ময়ূরের কেকারব শুনা যাইতেছে। ভল্লূক, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জ্জার সকল অকুতোভয়ে এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতেছে। এখানে বাস করিলে বোধ হয়, আমাদের কোনরূপ অসুখ থাকিবে না। বৎস! আবার এদিকে দেখ, অদূরে সরোজদল-সমলঙ্কৃত সুরম্য কেমন একটী সরোবর শোভা পাইতেছে। আর এই গুহা ঈষাণ দিকে ক্রমশঃ সন্নত, এবং ইহার পশ্চাৎ ভাগ ক্রমশঃ উচ্চ; সুতরাং পূর্ব্বদিকের বায়ু ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। সম্মুখে এক সমতল সুপ্রশস্ত শিলা আছে, উহা এরূপ কৃষ্ণবর্ণ যে, দূর হইতে দলিত অঞ্জন পুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। উত্তরে ঐ একটী সুন্দর শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে, উহা কজ্জলের ন্যায় নীলোজ্জ্বল, দেখিলে বোধ হয়, যেন আকাশতলে গাঢ় মেঘই উত্থিত হইয়াছে। আবার দক্ষিণ দিকেও অপর একটী শৃঙ্গ রজতের ন্যায় শুভ্র ও বিবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত হওয়ায় বোধ হইতেছে উহা শুভ্র হাস্যচ্ছটা বিস্তার পূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতকেই যেন তিরস্কার করিতেছে। চিত্রকূটে যেমন মন্দাকিনী, এই গুহার সম্মুখে তেমনি একটী স্রোতস্বতী নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত

হইতেছে। ঐ নদীর তীরে তিনিশ, তিলক, স্তিমিদ, অশোক, অতিমুক্ত, বানীর, বকুল, বেতস, সাল, সরল, কদম্ব, কেতক, কৃতমালক, পদ্মক, চন্দন ও হিন্তাল প্রভৃতি বিবিধ পাদপশ্রেণী অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। এই স্রোতস্বতী সুবেশা প্রমদার ন্যায় পরম রমণীয়। ইহার পুলিন অতি বিচিত্র, চক্রবাক্ মিথুন সর্ব্বদা অনুরাগ ভরে ইহাতে ক্রীড়া করিতেছে। হংসেরা হংসী সহ সাদরে জলকেলী করিতেছে, সারসগণ মনোহর স্বরে গান করিতে করিতে চারিদিক বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে নানাপ্রকার রত্নরাজি বিরাজিত থাকায় বোধ হইতেছে, এই নদী যেন আহ্লাদ ভরে হাস্যই করিতেছে। ইহার কোথাও নীলোৎপল, কোথাও কুমুদকলিকা এবং কোথাও বা শ্বেত শতদল সকল বিকসিত হইয়াছে এবং মহর্ষিগণ মহানন্দে এই নদীতে অবগাহন পূর্ব্বক বেদপাঠ করিতেছেন।

বৎস! আবার এদিকে চাহিয়া দেখ, সুচারু-চন্দন তরু সকল চতুর্দ্দিকে সৌগন্ধ বিতরণ পূর্ব্বক স্বায় স্বায় ঔদার্য্য গুণের পরাকাষ্ঠাই যেন প্রদর্শন করিতেছে। অতএব লক্ষ্মণ! এ স্থান অতি রমণীয়, আমরা এখানে বাস করিয়া অবশ্যই সুখী হইব। আর দেখ, ইহার অদূরেই কিস্কিন্ধা, সর্ব্বদা সুগ্রীবের তত্ত্বাবধানও লইতে পারিব। ঐ শুন, মৃদঙ্গধ্বনির সহিত বানরগণের সঙ্গীত রব শুনা যাইতেছে। সুগ্রীব অনেক দিনের পর রাজ্যলক্ষ্মী ও

ভার্য্যাকে লাভ করিয়াছেন, তিনি এখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, প্রার্থনা করি, এক্ষণে সুহৃদ্গণকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে কিছুকাল যাপন করুন।

এই বলিয়া রাম অনুজের সহিত ঐ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। উহার নিকুঞ্জ ও গহ্বর মধ্যে অনেক প্রকার প্রীতিকর পদার্থ আছে, সে সমুদায় বস্তুতই সুখজনক; কিন্তু রাম তৎসমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কোন মতে সুখী হইতে পারিলেন না। প্রাণাধিক জানকী-চিন্তাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ভগবান্ সুধাংশুমালী রাত্রিতে উদিত হইলেন, বারংবার তাহাও দেখিতে লাগিলেন, ভাল জ্ঞান হইল না, পরে শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। শোকানল জ্বলিয়া উঠিল, কিছুতেই প্রীতি লাভ করিতে না পারিয়া তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সমদুঃখকাতর পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ তাঁহাকে অনুনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; আর্য্য! আপনি শোকপ্রভাবে আবার যে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন! ছি ছি! ভবাদৃশ গম্ভীরপ্রকৃতি মহানুভাবের এরূপ শোকাভিভূত হওয়া কি উচিত? ক্ষান্ত হউন, আর শোকাকুল হইবেন না। আপনার ন্যায় উদ্যোগশীল বীর পুরুষেরাও যদি শোকে এরূপ উৎসাহশূন্য হইয়া পড়েন, তাহা হইলে, বলুন দেখি, যুদ্ধে সেই কুটিল রাক্ষসকে আর কে বিনাশ করিবেন? অতএব এক্ষণে অনর্থক শোক দূর করিয়া উৎসাহ

রক্ষা করাই আপনার উচিত। আপনি উৎসাহী হইলে ক্ষুদ্র রাক্ষস কি, সসাগরা পৃথিবীকেও অনায়াসে বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন। এক্ষণে বর্ষার প্রাদুর্ভাব, এ সময়ে যুদ্ধ-যাত্রা নিষিদ্ধ, আপনি শরতের প্রতীক্ষায় থাকুন; শরৎ উপস্থিত হইলে, রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া সকল শোক ও সকল দুঃখ অপসারিত করিবেন। আর্য্য! আপনাকে উপদেশ দেয়, ত্রিলোকমধ্যে এমন কাহাকেও দেখি না; হোমকালে আহুতিদ্বারা যেমন ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিকে প্রদীপ্ত করে, তদ্রূপ আমি কেবল আপনার প্রচ্ছন্ন শক্তিই উত্তেজিত করিলাম।

এই বলিয়া পুরুষোত্তম বিরত হইলে, রাম তদীয় মৃদু মধুর বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন; বৎস! প্রকৃত আত্মীয়ের যাহা কহিবার, তুমি তাহাই কহিলে। আমি এই কার্য্যনাশক শোক পরিত্যাগ করিলাম। বিক্রম প্রকাশের সময় অপ্রতিহত তেজ উজ্জীবিত করাই কর্ত্তব্য। আমি শরৎকালের প্রতীক্ষায় থাকিলাম এবং তুমি যাহা কহিলে, তাহাতেও সম্মত হইলাম। এখন সুগ্রীব প্রসন্ন হউন, যাঁহারা যথার্থ বীর, উপকৃত হইলে, তাঁহারা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ হইয়া যদি প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ হন, তবেই নিরুপায়।

লক্ষ্মণ কহিলেন; আর্য্য! আপনি নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছেন, বলিয়াই আপনার মনে নানা প্রকার কুতর্ক

উপস্থিত হইতেছে। সুগ্রীব অতিশয় ধার্ম্মিক, ও কৃতজ্ঞ, তাঁহা হইতে শীঘ্রই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি শোক সংবরণ ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শরতের প্রতীক্ষায় বর্ষার এই কএক মাস সহ্য করুন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর রাম বর্ষাগমে বৈদেহীর বিরহে একান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন; বৎস! এই ত বর্ষাকাল বিরহীদিগের মন একান্ত আলুলায়িত করিয়াই যেন পৃথিবীতে পদার্পণ করিলেন। আহা! বর্ষাগমে জগতের কতই আশ্চর্য্যভাব দেখা যাইতেছে! আকাশমণ্ডল পর্ব্বতপ্রমাণ নিবিড় মেঘজালে আবৃত হইয়াছে। জলদাবলী সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া নয়মাস গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে বর্ষাগমে প্রকৃত সময়ে জল প্রসব করিতেছে। লক্ষ্মণ! দেখ, বায়ু কেমন মৃদুমন্দ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, ইহার পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রভাব নাই। ইহা কর্পূরদলবৎ শীতল ও কেতক কুসুমের পরাগ সহযোগে প্রবাহিত হইয়া জীবগণকে নিয়তই আহ্লাদিত করিতেছে। এক্ষণে এই মেঘরূপ সোপান দ্বারা আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক কুটজ ও অর্জ্জুন পুষ্পের মাল্য দ্বারা ভগবান্ সূর্য্য

দেবকে সজ্জিত করিতে পারা যায়। দেখ, মেঘ হইতে সন্ধ্যারাগ নিঃসৃত হইতেছে, উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ ও একান্তই স্নিগ্ধ। এই মেঘ রূপ ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা গগণের ব্রণ মুখ যেন সম্বৃত রহিয়াছে। ভাই! আর দেখ, এক্ষণে আকাশ যেন বিরহী হইয়াছে, মৃদুল বায়ু উহার নিশ্বাস, সন্ধ্যারাগ উহার চন্দন, এবং নির্গতসজল জলদশ্রীই উহার পাণ্ডুতা। এত কাল পৃথিবী উত্তাপ সহ্য করিতে ছিলেন, এক্ষণে বর্ষাগমে জলে অভিষিক্ত হইয়া প্রিয়সঙ্গমে বিরহিণীর ন্যায় উষ্মা ত্যাগ করিতেছেন।

বৎস! আবার এদিকে চাহিয়া দেখ, এই পর্ব্বতে অর্জ্জুন ও কেতকী পুষ্প বিকসিত হইয়াছে, বর্ষাগমে উহা নিঃশত্রু সুগ্রীবের ন্যায়ই যেন বৃষ্টি জলে অভিষিক্ত হইতেছে। এই পর্ব্বতরাজ মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন ও ধারারূপ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া বায়ুসংযোগে ধ্বনিত গুহামুখ দ্বারা আপনাকে যেন অধ্যয়নশীল বিপ্রের ন্যায় দেখাইতেছে। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎরূপ কনক কশা প্রহারে অশ্বের ন্যায় মেঘ রবে গর্জ্জন করিতেছে। গিরিশৃঙ্গে কুটজ পুষ্প সমুদায় বিকসিত ও পৃথিবীর উষ্মায় আবৃত হইয়া যেন বর্ষার আগমনে পুলকিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে কুত্রাপি ধূলি নাই, বায়ু অতিমাত্র শীতল, গ্রীষ্মের উত্তাপ দোষ প্রশান্ত, ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ যাত্রায় এক কালে ক্ষান্ত; প্রবাসীরা সানন্দ চিত্তে স্ব স্ব দেশে গমন করিতেছে। বর্ষাগমে চক্রবাক্ সকল মানস সরোবর-বাসে লোলুপ হইয়া

প্রিয়া সহ সানন্দে চলিয়াছে। পথ ঘাট সমস্ত কর্দ্দমময়; আকাশ কোথাও সুপ্রকাশ, ও কোথাও বা মেঘাবৃত হওয়ায়, শৈলনিরুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। গিরিনদী অত্যন্ত বেগবতী, কদম্ব ও কুটজ পুষ্প সমূহ প্রবাহে ভাসিতেছে, নদীর জল পার্ব্বতীয় ধাতুরাগে রঞ্জিত। ময়ূরগণ বর্ষাগমে উন্মত্ত হইয়া সানন্দ মনে কেকারব করিতেছে।

বৎস! আর দেখ, পর্ব্বতাকার নিবিড় মেঘ খণ্ড বিদ্যুৎপ্রভারূপ পতাকা ও বলাকারূপ মুক্তামালায় পরিশোভিত হইয়া সংগ্রাম স্থিত প্রকাণ্ড মাতঙ্গের ন্যায় গভীর গর্জনে জগৎ আলুলায়িত করিয়া তুলিয়াছে। আহা! বর্ষাগমে দিবাবসানের কেমন মনোহারিণী শোভা! ভূমি তৃণাচ্ছন্ন এবং বর্ষাধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে, ময়ূরেরা মেঘের ঘনগভীর গর্জন শুনিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। জলদাবলী জলভারে পূর্ণ হইয়া পর্ব্বত শিখরে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম পূর্ব্বক গভীর গর্জন সহকারে গমন করিতেছে। ঐ সমস্ত বকশ্রেণী মেঘে অনুরাগ বশতঃ আহ্লাদভরে উড্ডীন হইয়া আকাশতলে পবনচলিত শ্বেত পদ্মের মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তৃণ ও স্থানে স্থানে ইন্দ্রগোপকীটে সমাচ্ছন্ন থাকায় ভূমিকে যেন, শুকশ্যামল লাক্ষারঞ্জিত কম্বলে আবৃত রমণীর ন্যায় দেখা যাইতেছে। এই সময়ে নিদ্রা মনুষ্যের, নদী সমুদ্রের, বলাকা মেঘের, কান্তা প্রিয়তমের এবং

ধেনুগণ বৃষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করে। বর্ষাগমে শস্য ক্ষেত্রের শোভা অতি মনোহারিণী, বিরহিণীর শোভা অতিমাত্র নেত্রাম্বু-সম্বর্দ্ধিনী। প্রমত্ত মাতঙ্গকুল নির্ঝর শব্দে আকুল হইয়া কেতকী পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক ময়ূরের সহিত সগর্ব্বে নৃত্য করিতেছে। মধুলোলুপ মধুপকুল মধুগন্ধে আকুল হইয়া উৎসব ভরে কদম্বশাখায় বসিয়া এক বার মধুপান করিতেছে, আরবার উদ্গার পূর্ব্বক শাখান্তরে বসিতেছে। জম্বু বৃক্ষে সুপক্ক রসাল জম্বু-ফল শাখায় লম্বমান, দেখিলে বোধ হয়, মধুকরেরাই যেন শাখায় বসিয়া সানন্দে মধুপান করিতেছে। মেঘে বিদ্যুৎরূপ পতাকা উড্ডীন, উহা যেন সমরোৎসুক হস্তীর ন্যায় বোধ হইতেছে।

লক্ষ্মণ! দেখ দেখ, একবার এদিকে চাহিয়া দেখ, ঐ একটী মাতঙ্গ বেগে বনপ্রবেশ করিতে ছিল, কিন্তু মেঘের গভীর গর্জন শ্রবণে প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধার্থই যেন আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। কি আশ্চর্য্য! বর্ষাগমে জগতের কতই অপরূপ ভাব প্রত্যক্ষ হয়। এদিকে অলিকুলের গুণ গুণ স্বর, ওদিকে ময়ূরগণের সানন্দ নৃত্য, অপর দিকে প্রমত্ত হস্তীর গর্জন শুনিয়া যেন অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়।

পক্ষিদিগের পক্ষ বর্ষাজলে অভিষিক্ত হইয়াছে, উহারা পিপাসার্ত্ত হইয়া পল্লবদললগ্ন মুক্তাকার জলবিন্দু সানন্দ

মনে পান করিতেছে। বৎস! ঐ শুন, সমস্ত অরণ্যেই যেন সঙ্গীত লহরী উত্থিত হইয়াছে; মধুকরের গুণ গুণ রব উহার সুমধুর বীণা, ভেকের গম্ভীর ধ্বনিই উহার কণ্ঠতাল, এবং মেঘের গর্জনই উহার মৃদঙ্গ। ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া, মেঘ রবে কখন নৃত্য করিতেছে, এবং কখন বা কেকারব ছাড়িয়া পাদপাগে শরীর ভার অর্পণ করিতেছে। নানাবর্ণ বিচিত্র নানাবিধ ভেক মেঘ গর্জ্জন শ্রবণে এবং ধারা প্রহারে নানা প্রকার শব্দ করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রাকেও দূরীভূত করিতেছে। নদীতে চক্রবাক প্রবাহিত, ধারা বর্ষণে তীরদেশ স্খলিত ও নদী সগর্ব্বে সাগরে গিয়া পড়িতেছে। ভাই! দেখ, ঐ তড়িৎপ্রভা-জড়িত নিবিড় নীরদ খণ্ডে ঐ রূপ অপর এক খণ্ড মেঘ বায়ু ভরে আসিয়া সংলগ্ন হইল, বোধ হইতেছে, যেন এক জ্বলন্ত শৈলে জ্বলন্ত জঙ্গম অপর এক শৈল আসিয়া আসক্ত হইল। মধুকরেরা ধৌতকেসর পদ্মকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কেসরশোভিত কদম্বে গিয়া বসিতেছে। মাতঙ্গ মদমত্ত, বৃষ সকল হৃষ্ট, ও পর্ব্বত রমণীয়। এ সময়ে সুরপাল মেঘ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, কিন্তু মহীপালেরা একে বারে নিশ্চেষ্টভাব অবলম্বন করিয়াছেন। মেঘ জলভারে গগণতলে লম্বিত এবং সমুদ্রবৎ গভীর গর্জ্জন সহকারে জলধারায় নদ, নদী, তড়াগ, দীর্ঘিকা, সরোবর ও সমস্ত পৃথিবীকেই প্লাবিত করিয়া দিতেছে। নদীর বেগ অতিশয় প্রবল এবং তট উৎপাটন ও পথ অবরোধ পূর্ব্বক খর-

প্রবাহে চলিতেছে। পর্ব্বত সকল ইন্দ্রপ্রদত্ত পবনোপনীত মেঘরূপ জলকুম্ভদ্বারা মহীপালের ন্যায় অভিষিক্ত হইয়াই যেন আপনার শোভা সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে।

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। গ্রহ নক্ষত্র আর কিছুই লক্ষিত হয় না। পৃথিবী নূতন জলধারায় সিক্ত, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকার লিপ্ত হইয়া একান্ত অপ্রকাশ হইয়াছে। বিহঙ্গেরা বৃক্ষে-লীন, পদ্মদল মুকুলিত, এবং মালতী পুষ্প বিকসিত, পর্ব্বত শৃঙ্গ ধৌত, প্রবল জলপ্রপাত মুক্তামালার ন্যায় উহাতে শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তর খণ্ডে পতিত হইয়া ছিন্ন হারের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে; চতুর্দ্দিকে জলধারা, দেখিয়া বোধ হয়, ক্রীড়াকালে স্বর্গ রমণীগণের মুক্তাহারই যেন ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বর্ষাপ্রভাবে সেনাগণ গমন পথেই অবস্থিতি করিতেছে। যে সমস্ত সামগব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই তাঁহাদের বেদপাঠ করিবার সময়। এ সময়ে কোশল-রাজ মহাত্মা ভরত গৃহসংস্কার কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক সাংসারিক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ব্রতনিষ্ঠ হইয়া আছেন। সরযূ এক্ষণে বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ, প্রবাহবেগ অতি প্রবল। আহা! এ সময়ে অযোধ্যার শোভা সমৃদ্ধির আর পরি-সীমা নাই। বৎস! এই সুখময় বর্ষাসময়ে সুগ্রীব নানা-প্রকার সুখভোগ করিতেছেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হই-য়াছে, তিনি এখন সস্ত্রীক ও বিস্তীর্ণ রাজ্যও অধিকার করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমার প্রাণাধিক জানকী কোথায়?

হায়! আমি রাজ্য সম্পদ সমুদায় বিসর্জন দিয়া মহারণ্য আশ্রয় করিলাম, আমার সেই অরণ্যবাস-সহচারিণী কোমলাঙ্গী কি আমার অদর্শনে এত কাল জীবিত আছেন? আমার সেই মধুরহাসিনী কি করালদর্শন রাক্ষস-ভবনের উপযুক্ত? না, না, শিরীষ কুসুম অগ্নির উত্তাপ কখনই সহ্য করিতে পারে না।

বৎস! আমি যে আর কোন রূপেই স্থির হইতে পারিতেছি না, আমার শোক ক্রমেই যে প্রবল হইতে লাগিল। বর্ষার এই কেবল আরম্ভ, শীঘ্র যাইতেছে না, রাবণও দুর্দ্দান্ত শত্রু; সুতরাং আমি যে বৈরনির্য্যাতন করিয়া জানকীর উদ্ধার করিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। সুগ্রীব আমার পরম আত্মীয় ও একান্ত আজ্ঞাবহ, সত্য; কিন্তু এই বর্ষানিবন্ধন পথঘাট অতিদুর্গম বলিয়া আমি সীতার কথা মুখাগ্রেও আনি নাই। সুগ্রীব সবিশেষ ক্লেশ পাইয়া এত কালের পর ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন, এদিকে আমার কার্য্যও নিতান্ত গুরুতর ও বহুআয়াস-সাধ্য, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে কিছু বলিতে চাহি না। তিনি কৃতজ্ঞ, উপকার কখন বিস্মৃত হইবেন না, স্বয়ং যখন ইচ্ছা করেন, তখনই সীতার অন্বেষণ হইবে। লক্ষ্মণ! আমি এই জন্যই সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। শরতের প্রারম্ভে বোধ হয়, সুগ্রীবের অবশ্যই মনে হইবে। উপকৃত বীর পুরুষেরা প্রত্যুপকার কখন বিস্মৃত হন না, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সুগ্রীব যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া সমুদায় বিস্মৃত হন, তবেই নিরুপায়।

লক্ষ্মণ কহিলেন; আর্য্য! আপনি অলিক আশঙ্কা করিয়া এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? স্থির হউন, সুগ্রীব হইতে আপনার অভীষ্ট অচিরাৎ সিদ্ধ হইবে, আপনার শত্রুও অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আপনি অলিক চিন্তায় অনর্থক আর শরীর ক্ষয় করিবেন না, নিশ্চিন্ত হইয়া শরতের প্রতীক্ষা করুন!

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

এদিকে কপিরাজ সুগ্রীব বহু দিনের পর রাজ্য পাইয়া প্রিয়তমা রুমা ও তারা প্রভৃতি মহিলাগণ সহ সানন্দে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্য কিছুই দেখেন না, সমুদায় ভার মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত। তিনি মন্ত্রিদিগের কার্য্যপরীক্ষায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসে নিঃসংশয় হইয়া অন্তঃপুরে কামিনীগণ সমভিব্যাহারে উত্তরোত্তর উৎসব ব্যাপারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। কিসে ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহ হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও দৃষ্টি নাই, তিনি সর্ব্বদা নৃত্য গীত বাদ্যে আসক্ত, বিহার-সুখলালসায় অহর্নিশি অন্তঃপুরেই বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বর্ষাকাল অতিবাহিত হইল। মন্ত্রিপ্রধান হনূমান্ শরৎকাল উপস্থিত, অনুমান করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের সন্নিধানে গমন করিলেন এবং সুসঙ্গত মধুর বাক্যে

তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া, সামাদি গুণোপেত হিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন; রাজন্! আপনি সৌভাগ্য বলে এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য, সুনির্ম্মল যশঃ ও চিরস্থায়িনী কুলশ্রী অধিকার করিয়াছেন, কেবলমাত্র মিত্রসংগ্রহই এক্ষণে অবশিষ্ট; সুতরাং তদ্বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করা ভবাদৃশ মহানুভবের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখুন, যে ব্যক্তি প্রকৃত সময়ে সহায় হইয়া সখার কার্য্য করেন, কি রাজ্য, কি সম্পদ, কি প্রভাব, শুক্ল পক্ষীয় শশাঙ্ক রেখার ন্যায় দিন দিন তাঁহার সমুদায় প্রবর্দ্ধিত হয়। যাঁহার কোষ, দণ্ড, মিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীন, বলিতে কি, নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যসৌভাগ্য তাঁহার করতলস্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কপিরাজ! আর দেখুন, যে ব্যক্তি অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রাণপণে মিত্রের শুভানুষ্ঠান না করে, পদে পদে তাহার নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিয়া থাকে; এমন কি, রাজ্য সম্পদ সমুদায় বিসর্জন করিয়া তাহাকে অচিরাৎ দারিদ্র দুঃখেও পতিত হইতে হয়। আপনি অতি ধার্ম্মিক, মিত্রবৎসল ও স্বভাবসুন্দর, অঙ্গীকৃত মিত্রকার্য্যের অনুষ্ঠান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। কাল ব্যবধানে কার্য্য করা নিরর্থক, সে কার্য্যে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও কোন ফল দর্শে না। মহারাজ! মিত্রকার্য্য সাধনের অনেক বিলম্ব ঘটিতেছে, এখনও সময় আছে, অতএব সময় থাকিতে তৎপর হইয়া সত্বর জানকীর অন্বেষণে যত্ন করুন। রাম অতি বিচক্ষণ ও কালজ্ঞ, কাল অতীত

দেখিয়াও কেবল উদারতাগুণেই আপনাকে কিছু কহি তেছেন না; এমন কি, তাঁহার কার্য্যে সবিষেষ ত্বরা সত্বেও তিনি আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কপিরাজ! ভাবিয়া দেখুন, আপনার এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য, এই একাধিপত্য, এই ভার্য্যা, সেই জগদেকবীর মহাত্মা রামই সমুদায়ের নিদান। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এমন উপকারী মিত্রের প্রত্যুপকার না করেন, তাঁহার বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর দেখুন, কাল বিলম্ব হইয়াছে, বলিয়া আপনি লজ্জিত হইবেন না; না বলিতে কাল-বিলম্ব দোষের হয় না, বলিবার পর বিলম্বই দোষাবহ। অতএব আপনি সত্বর হইয়া জানকীর অন্বেষণার্থ প্রধান প্রধান বানরদিগকে আজ্ঞা করুন। আপনি অতি বিচ-ক্ষণ; যে ব্যক্তি কোন দিন আপনার উপকার করে নাই, আপনি সযত্নে তাহারও প্রত্যুপকার করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি আপনার পরম শত্রুকে সংহার করিয়া চিরপ্রার্থিত সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে ঔদাস্য করা কি আপনার উচিত? এ কার্য্যে তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করাই কি আপনার কর্ত্তব্য? সেই ইক্ষ্বাকু কুলপ্রদীপ মহাত্মা রাম আপনার সহিত অকৃত্রিম সখ্যভাব স্থাপন করিয়াছেন, তিনি প্রণয়ের অনুরোধেই কেবল আপনার প্রতীজ্ঞাত কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার গুণের সীমা নাই, তিনি মনে করিলে এক মুহূর্ত্তের

মধ্যেই ত্রিলোক আলুলায়িত করিতে পারেন। অতএব আমরা সমস্ত পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পর্য্যটন পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া আর্য্যা জানকীর অন্বেষণ করিব। কেবল আপনার আদেশমাত্র প্রতীক্ষা। মহারাজ! রামের শক্তি অতি অদ্ভুত, তুচ্ছ রাক্ষসের কথা কি, রণস্থলে তাঁহার সেই তেজোময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে, দেবাসুরেরাও ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি এমন মিত্রের কার্য্যসাধনে কদাচ উপেক্ষা করিয়া থাকিবেন না, প্রাণ-পণে তাঁহার প্রিয় সাধন করুন। এস্থানে বহুসংখ্য দুর্নি-বার বানর আছে, তাঁহারা একেই ত অপ্রতিহতগতি, ইহার পর আপনার আদেশ পাইলে, তাহারা অমরা-বতীতে দেবরাজ ইন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেও সঙ্কুচিত হইবে না। অতএব কপিরাজ! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কে কোথায় গিয়া কি করিবে।

এই বলিয়া সুধীর বিরত হইলে, সুগ্রীব তদীয় কথা সঙ্গত বুঝিয়া সম্মত হইলেন, এবং উৎসাহশীল মহাবল নীলকে নানা স্থান হইতে বানরসৈন্য সংগ্রহে অনুমতি দিয়া কহিলেন;— আমার সৈন্য ও যূথপতিগণ সমস্তই যাহাতে সেনাধ্যক্ষের সহিত শীঘ্র আগমন করে, তুমি অবিলম্বে তদ্বিষয়ে রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দেও। দূর-পথের বানরেরা দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হউক, সকলে উপস্থিত হইলে, তুমি স্বয়ং গিয়া পরে গণনা করিয়া লও। ফলতঃ পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে যে এখানে

না আসিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহার প্রাণদণ্ড করিব। অতঃপর তুমিও বৃদ্ধ বানরগণকে আনয়নার্থ অঙ্গদকে লইয়া প্রস্থান কর। এই বলিয়া সুগ্রীব পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

এদিকে রাম জানকীবিরহে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। শরতের সেই পাণ্ডুবর্ণ আকাশ, সেই নির্ম্মল সুধাংশুমণ্ডল, সেই জোৎস্নাময়ী রজনী সমুদায় অবলোকন করিয়া তাঁহার শোকানল যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি একবার সেই শশাঙ্ক-বিম্বে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, আরবার জলধারাকুল লোচনে "হা হতোস্মি" বলিয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠেন; ফলতঃ সে সময়ে রামের সেই অসামান্য গাম্ভীর্য্য, সেই লোকাতীত ধৈর্য্য, সীতার শোকে সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি শৈলজাত সুস্নিগ্ধ শিলা খণ্ডে উপবেশন ও শরতের তাদৃশ সৌন্দর্য্যলহরী অবলোবন পূর্ব্বক অনন্য-মনে সেই হৃদয়বাসিনীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কহিলেন; হায়! যিনি আশ্রমমধ্যে সারসস্বরে সাদরে সারসদিগকে কলরব করাইতেন, যিনি কলহংসের মধুরাস্ফুট স্বরে প্রভাতে প্রবোধিত হইতেন, জানি না, আমার সেই

অরণ্যবাস-সহচারিণী আমায় না দেখিয়া একাকিনী রাক্ষস-গৃহে কি ভাবে রহিয়াছেন? আমার সেই পদ্মপলাসনয়না দ্বন্দ্বচর চক্রবাকের রব শুনিয়া কিরূপে জীবিত থাকিবেন? আমি আজ তাঁহার বিরহে নদ, নদী, সরোবর ও কাননে কাননে পর্য্যটন করিয়াও সুখী হইতে পারিলাম না, তিনি অতি সুকুমার ও একান্ত বিরহকাতর, অনঙ্গ শরতের প্রারম্ভে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যে, তাঁহাকে ক্লেশ দিতে-ছেন, তাহাতে আর সংশয় নাই।

চাতক যেমন জলবিন্দু পাইবার প্রত্যাশায় মেঘের জন্য ব্যাকুল হয়, তৎকালে রামও জানকীর জন্য তদ্রূপ কাতর হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ আরণ্য ফল আহরণার্থ গিরিশৃঙ্গ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যা-গমন করিতেছেন, সম্মুখে দেখিলেন; রাম নির্জন বনে অপার চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া একান্ত শূন্য হৃদয়ে রহিয়া-ছেন, নয়ন জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি যারপর নাই বিষণ্ণ হইয়া কাতর বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! ছি ছি! তরল-প্রকৃতি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় আপনিও যদি শোকে পুনঃ পুনঃ এরূপ অধীর হইয়া পড়েন, তাহা হইলে জগতে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য গুণ যে একে-বারে আধার শূন্য হইয়া পড়ে? আপনি এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করিয়া কর্ম্মযোগে মনঃসমাধান করুন। যে সমা-ধিবলে আপনার দুঃখ হ্রাস হইবে, শোক প্রবল হইয়া সেই সমাধিকেই নষ্ট করিতেছে। আপনি উৎসাহী

হইয়া সতত প্রসন্ন মনে থাকুন, এবং স্বকার্য্য সাধনের হেতু সহায় করিয়া সামর্থ্য আশ্রয় করুন। জানকী সাক্ষাৎ কমলা, অন্যে তাঁহাকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবে না; জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিলে কে না দগ্ধ হইয়া থাকে?

সুধীর লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাম তদায় অপরিহার্য সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন; বৎস! তুমি যাহা করিলে, সমুদায় সত্য, নীতিপূর্ণ ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত; এ প্রকার কথায় অনুমোদন করা আবশ্যক। সমাধি দ্বারা তত্ত্ব দর্শন ও কর্ম্মযোগের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য; তাহাও সত্য, কিন্তু কি করি, আমি কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না; আমার সেই হৃদয়বিলাসিনী—এই বলিতে বলিতে সহসাসম্ভূত বাষ্পাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তখন আর তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, অবিরল ধারায় কেবল বারিধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন; বৎস! এইত শরৎকাল জগৎ অলঙ্কৃত করিয়া আগমন করিলেন। দেবরাজ বারি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর তৃপ্তিসাধন ও নানা প্রকার শস্য উৎপাদন করিয়া এক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বর্ষাগমে যে মেঘাবলী গভীর গর্জন সহ সর্ব্বত্র বর্ষণ ও নীলোৎপলবৎ শ্যামরাগে দশদিক অন্ধকার করিত, শরতের প্রারম্ভে অধুনা তাহা

নির্ম্মদ মাতঙ্গবৎ একান্ত শান্ত হইয়াছে। হস্তীর সেই বৃংহিত ধ্বনি, ময়ূরের সেই কেকারব, নির্ঝরের সেই ঝর ঝর শব্দ, এখন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। কুটজ ও অর্জ্জুন পুষ্পের সুগন্ধ পরাগ সহ মহাবেগে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া বায়ু সম্প্রতি শান্তিভাব অবলম্বন করিয়াছে, সুরম্য-শিখর শৈল সকল বৃষ্টিজলে ক্ষালিত, নিতান্ত নির্ম্মল ও জোৎস্নায় লিপ্ত হইয়াই যেন শোভা পাই-তেছে। সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শাখায়, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের প্রভায় এবং হস্তীর লীলায় আপনার শ্রী বিভক্ত করিয়াই যেন ঋতুরাজ শরৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সরোবরে সরোজদল সূর্য্যকিরণ সহযোগে বিকসিত; শরতের প্রারম্ভে সকল পদার্থেরই সমধিক শ্রী দেখা যাইতেছে, সত্য; কিন্তু কম-লের তুল্য কমনীয় শোভা আর কাহারও নাই! সপ্তপর্ণের সুগন্ধ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে, অলিকুল মধুগন্ধে আকুল হইয়া গুণ গুণ রবে পুষ্পে গিয়া বসিতেছে। এবং বৃষ ও মাতঙ্গগণ শরদাগমে গর্ব্বিত হইয়াই যেন চারি দিক বেড়াইতেছে।

বৎস! ঐ দেখ, শরতের প্রারম্ভে আকাশ মেঘশূন্য দেখিয়া ময়ূরেরা পুচ্ছরূপ আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত চিন্তিত ও নিতান্ত নিরানন্দ হইয়াই যেন বেড়া-ইতেছে, প্রিয়তমা ময়ূরীর প্রতি ইহাদের আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ নাই, ভোগসুখেও স্পৃহা নাই। চক্র-বাকেরা মানস সরোবর হইতে আসিয়াছে, উহাদের

সর্ব্বাঙ্গ পদ্মপরাগে রঞ্জিত, এক্ষণে উহারা পক্ষ প্রসারণ পূর্ব্বক হংস সহ নদীপুলিনে বিচরণ করিতেছে। আর দেখ, লক্ষ্মণ! এই সমস্ত সুদৃশ্য পাদপে বনবিভাগের কেমন আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। শরতের শোভা দর্শনে মাতঙ্গগণ মদমত্ত হইয়া সম্প্রতি মদালস গমনে করিণী সহ কখন পদ্মবনে, কখন অরণ্যে কখন বা সপ্তপর্ণের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। নদীর জল নির্ম্মল ও ক্ষীণপ্রবাহ। আকাশ অসিশ্যামল, কহ্লার পুষ্প-পরাগ সহযোগে সুগন্ধি ও সুশীতল হইয়া বায়ু বহিতেছে। দিক সকল অন্ধকারমুক্ত ও সুপ্রকাশ। রৌদ্রের উত্তাপে পথের পঙ্ক সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং বহুদিনের পর এক্ষণে ঘনীভূত ধূলিজালও উত্থিত হইতেছে। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের রূপ ও শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে। উহারা মদমত্ত, হৃষ্ট ও ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধলোভে গো সমূহের মধ্যে নিনাদ করিতেছে। পরস্পরের প্রতি বৈরভাব সত্বেও যে সমস্ত মহীপালেরা বর্ষাগমে নিষ্ক্রিয় হইয়াছিলেন, অধুনা তাঁহাদিগের যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। করেণুকাগণ প্রগাঢ় অনুরাগ সহ মন্মথাবেগে মৃদু গমনে উন্মত্ত মাতঙ্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছে। ময়ূরেরা পুচ্ছরূপ রমণীয় আভরণ পরিত্যাগ করিয়া নদী-তটে আসিয়াছিল, এক্ষণে যেন সারসগণের ভৎর্সনায় বিমনা হইয়া দীনভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। এখন ভেকেরা নীরব, প্রস্রবণ শুষ্কপ্রায় ও বায়ু মৃদুমন্দভাবে

প্রবাহিত হইতেছে। নদীতে এখন আর পঙ্ক নাই, বালুকা বিকীর্ণ, জল স্বচ্ছ, হংসগণ হংসীসহ সানন্দে জলকেলী করিয়া বেড়াইতেছে। মদবারিবর্ষী উন্মত্ত মাতঙ্গগণ ভীমরবে চক্রবাক মিথুনকে চকিত করিয়া, সরোজদল-শোভিত সরোবর আলোড়ন পূর্ব্বক জলপান করিতেছে। বর্ষাগমে ভুজঙ্গেরা আহারাভাবে মৃতকল্প হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বহুদিনের পর গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইতেছে। সারসেরা শরদাগমে সুপক্ক ধান্য আহার করিবা পরিতৃপ্ত, এক্ষণে আকাশে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া পবনকম্পিত মালার ন্যায় কেমন উড়িয়া বেড়াইতেছে।

বৎস! আহা দেখ দেখি, আজ রজনীর কেমন এক প্রকার শোভা হইয়াছে, তারকারূপ সহস্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া কৌমুদী রূপ শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক চন্দ্ররূপ ভুবনমোহন বদনমণ্ডল বিকাশ করত রজনী যেন কামুকী কামিনীর ন্যায় অনবরত হাস্যই করিতেছে। আহা! আবার দিকে দেখ, সম্মুখে ঐ একটি সুরম্য সরোবর কেমন অপরূপ শোভায় শোভিত হইয়াছে, উহাতে একটি রাজ-হংস নিদ্রিত, চতুর্দ্দিকে কুমুদ পুষ্প বিকসিত, দেখিলে বোধ হয়, পূর্ণ-শশাঙ্ক লাঞ্ছিত তারকাচিত্রিত নির্ম্মল নভোমণ্ডলই যেন ভূতলশায়ী হইয়াছে। ওদিকে ঐ সরসী, চপলহংসশ্রেনী রূপ মুখরিত মেখলা পরিধান ও প্রফুল্ল পদ্মরূপ মালা ধারণ করিয়া, উজ্জ্বলবেশা সুর-

সিকা বারযুবতির ন্যায়ই যেন শোভা পাইতেছে। নদী-তটে আজ কাশকুসুমের অভিনব বিকাস, শরতের মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উহা ধবল পট্টবস্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। মধুকরেরা মধুপানে উন্মত্ত, ও পদ্মপরাগে গৌরবর্ণ হইয়া, অধুনা প্রিয়াসহ সানন্দে ও গর্ব্বিত গমনে পবনের অনুগমন করিতেছে। অদ্য শারদীয় প্রাভাতিক বায়ুসংযোগে উৎপন্ন গিরিগহ্বরের ও বৃষের নিদান বেণুস্বরে মিলিত হইয়া, পরস্পরের বৃদ্ধি-লালসায় যেন সহায়তা করিতেছে। পুরুষোত্তম! এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, বর্ষা সর্ব্বথা নিঃশেষিত হইয়াছে। ঐ দেখ, শরদাগমে নদীসকল মৎস্য রূপ চপল মেখলা ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যূষে সম্ভোগকৃশা কামি-নীর ন্যায় অলস গমনে যাইতেছে। এদিকে আবার ঐ নদীটী দুকূলবৎ বিকসিত কাশকুসুমে সমাবৃত এবং চক্র-বাক ও শৈবাল সমূহে সমাকীর্ণ হওয়ায়, গোরোচনালঙ্কৃত পত্ররচনাবিরাজিত বধূমুখের ন্যায়ই যেন শোভা পাই-তেছে। বৎস! অনঙ্গদেব আজ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া অরণ্যমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁর পঞ্চশরে বোধ-হয়, আজ বিরহীদিগের নিশ্চয় পঞ্চত্ব হইবে।

লক্ষ্মণ! জলদাবলী জলবর্ষণে জীবগণকে উজ্জীবিত, নদী ও সরোবর পূর্ণ এবং অবনীকে শস্যশালিনী করি-য়াছে। যেমন কোন কামিনী নব সঙ্গমে লজ্জিত হইয়া, অল্পে অল্পে যখন দেশ প্রদর্শন করে, শরদাগমে নদীও সেই

রূপ নিজ পুলিন দেশ ক্রমশ প্রকাশ করিতেছে। অতএব বৎস! বদ্ধবৈর বিজিগীষু ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধযাত্রার এই ত প্রকৃত সময়। আমি সংগ্রামের তাদৃশ উদ্‌যোগ কি করিলাম। কৈ? সুগ্রীবকেও ত আর দেখিতেছি না। বর্ষার এই চারি মাস আমার শত যুগের ন্যায় বোধ হইতে ছিল, কষ্টে তাহাও অতিবাহিত করিলাম, এক্ষণে শরৎকাল। শৈলশৃঙ্গে সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব, অসন ও তমাল পুষ্প পুষ্পিত হইতেছে। নদীপুলিনে হংস, সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা বিবিধ রঙ্গে বিচরণ করিতেছে। বৎস! এমন সুখময় সময়ে আমার সেই সুকেশী কোথায়? আহা! যিনি চক্রবাক বধূর ন্যায় একমনে আমার অনু সরণ করিতেন, যিনি দুর্গম দণ্ডকারণ্যেও আমার সহিত উদ্যানবৎ সুখে প্রবেশ করিতেন, সেই রামহৃদয় বাসিনী রাজনন্দিনী কি এখন রাক্ষসগৃহে নয়ন জলে ভাসিতেছেন? ভাই! আমি প্রাণাধিক জানকী হারাইয়াছি, হস্তগত সাম্রাজ্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, এবং অপার দুঃখের সহিত অরণ্যেও নির্ব্বাসিত হইয়াছি; তথাচ সুগ্রীব আমায় কৃপা করিলেন না। রাম দূরদেশীয়, দরিদ্র, দুর্ব্বল ও ভার্য্যা বিরহে নিতান্ত কাতর, বিশেষত আমার শরণাপন্ন; সুগ্রীব এই ভাবিয়াই কি আমার অবমাননা করিতেছেন? কি আশ্চর্য্য! জানকীর অন্বেষণার্থ অঙ্গীকৃত ও স্বয়ং কৃত-কার্য্য হইয়া তিনি কি এখন বিস্মৃত হইলেন? বিখ্যাত-কীর্ত্তি বীর পুরুষের কি এই ধর্ম্ম? ভাই লক্ষ্মণ! তুমি

ত্বরায় কিষ্কিন্ধায় গমন কর, গিয়া সেই গ্রাম্যসুখাসক্ত অকৃতজ্ঞকে আমার আদেশে বল ; পূর্ব্বোপকারী বলিষ্ঠ অর্থীর স্বার্থসাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া, যে ব্যক্তি পশ্চাৎ পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে নিতান্ত পামর ও পাষণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাক্য ভালই হউক, বা মন্দই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে, তাহা রক্ষা করাই প্রকৃত বীর পুরুষের কার্য্য। আর যে ব্যক্তি পূর্ণকাম ও পশ্চাৎ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়া অকৃতকার্য্য মিত্রের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া থাকে, বলিতে কি, সে মরিলে, শৃগাল কুক্কুরেরাও ঘৃণা করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে না। অত-এব যদি জীবিত থাকিতে অভিলাষ থাকে, সত্বর হও, নিজ প্রতিজ্ঞা পালন কর ; নতুবা আমার এই স্বর্ণপৃষ্ঠ আকৃষ্ট শরাসনের বিদ্যুদাকার রূপে তোমার দর্শনশক্তি প্রতিহত হইবে, এবং রোষবিজৃম্ভিত ঘোরতর জ্যা-শব্দেও তোমার শ্রবণশক্তি সর্ব্বথা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

লক্ষ্মণ! তুমি মনে করিলে, কি না করিতে পার, ত্রিলোক আলুলায়িত করাও ত তোমার পক্ষে অসাধ্য নহে ; সেই তুমি, যাহার সহায়, তাহার বিক্রমের পরি-চয় পাইয়াও যে সুগ্রীব নিশ্চিন্ত হইয়া সুখ ভোগেই মত্ত হইয়াছে, বল দেখি, ইহার পর আর আশ্চর্য্য কি ? আমি জানকীর অন্বেষণার্থ তাহার সহিত সখ্যভাব করি-লাম, কিন্তু সে পূর্ণকাম হইয়া নিজ অঙ্গীকার পালনের কথা এখন আর মনেও আনে না। জগতে কৃতজ্ঞ লোক

অতি বিরল; তাহা না হইলে, বর্ষার অবসানে আমাদের সঙ্কেত কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, সে কালও অতীত হইল; কিন্তু সুগ্রীব উপকৃত হইয়া ভোগবিলাষে তাহা জানিতেও পারিল না। দুর্ব্বিবৃত্ত সর্ব্বদা মদ্যপানে উন্মত্ত, আমরা শোকার্ত্ত, কিন্তু তাহার হৃদয়ে কণামাত্রও করুণার সঞ্চার হইতেছে না। অতএব বৎস! তুমি ত্বরায় যাও, গিয়া আমার দুঃখ ও ক্রোধের বিষয় সমুদায় উল্লেখ কর, চৈতন্য না হইলে, পরিশেষে ইহাও কহিও; সুগ্রীব! বালি বিনষ্ট হইয়া যে পথে গিয়াছে, সে পথ সঙ্কীর্ণ নহে। যদি সে পথে পদার্পণ করিতে অভিলাষ না থাকে, যদি কিছুকাল এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে বাসনা থাকে, সত্বর প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। রাম একমাত্র শরে সমরে বালিকে সংহার করিয়াছেন, তুমি অতি সামান্য বানর, সত্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, তোমাকে বিনাশ করিতে তাঁহার আর অধিক কাল লাগিবে না।

একত্রিংশ অধ্যায়।

এই মাত্র বলিয়া রাম বিরত হইলে, লক্ষ্মণ অপার ক্রোধানলে জ্বলিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন; আর্য্য! সেই দুরাচার আজ যদি সদাচার রক্ষা না করে, বানরত্ব নিবন্ধন আজ যদি সখ্যমূলক নিজ সৌভাগ্যও স্বীকার না

করে, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তাহা হইলে রাজলক্ষ্মী কদাচ তাহার ভোগ্য হইবে না। আপনি অতি সরল-প্রকৃতি ও সুপ্রসন্ন, এই জন্যই সে বানরাধম পশুর মত-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে এবং তাহার এত বড় আস্পর্দ্ধাও এই কারণেই উপস্থিত হইয়াছে। আর্য্য! আজ রণক্ষেত্রে সেই নির্দ্দয় পশুর প্রাণ সংহার করিয়া, তদীয় শোণিতে বীর লক্ষ্মণের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইবে, আজ বসুন্ধরা দেবী বানরশোণিত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, এবং সেই মিথ্যাবাদীও আজ রাজ্য সম্পদ সমুদায় বিসর্জন দিয়া অপার দুঃখের সহিত ভ্রাতাকে দর্শন করিবে। তাহার হস্তে রাজ্যভার রক্ষা করা কদাচ উচিত নহে। বালির পুত্র যুবরাজ অঙ্গদ অতি সুধীর, আজ বানরগণকে লইয়া তিনিই জানকীর অন্বেষণ করুন।

এই বলিয়া বীর লক্ষ্মণ সুদীর্ঘ ললাটপট্টে ভ্রূকুটি বন্ধন পূর্ব্বক অপার ক্রোধের সহিত শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন, দদ্দর্শনে মিত্রবৎসল রাম মিত্রের হিতার্থ বিনয় সহকারে কহিলেন; বৎস! স্থির হও, তোমার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের সহসা এরূপ গর্হিত আচরণ করাই কি উচিত? যে ব্যক্তি বিবেকবলে কোপানল নির্ব্বাপিত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধু; অতএব বৎস! তুমি মিত্রের বিনাশ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, বিশেষ রোষা-বেগে সহসা তাহাকে বিনাশ করিলেই যে জানকীর উদ্ধার হইল, এমত নহে। অতএব ভাই! তুমি সদ্ভাব

সহকারে গিয়া সখ্যভাব ও পূর্ব্বকার্য্য সমুদায় স্মরণ করিয়া দেও; পরিশেষে মৃদুবাক্যে সখাকে প্রসন্ন করিয়া এই মাত্র কহিও; সখে! জানকীর অন্বেষণ কাল অতীত হইয়া যায়। এই বলিয়া রাম মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন।

মহাবীর লক্ষ্মণ নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ ও অতিশয় উদ্ধত হইলেও রামের একান্ত আজ্ঞাবহ ও পরম হিতার্থী ছিলেন; সুতরাং তদীয় বাক্য তৎ কালে শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন; কিন্তু তাঁহার কোপানল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না, হইবেই বা কেন, জলকণা স্পর্শে প্রজ্বলিত বহ্নির বরং বৃদ্ধি ভিন্ন আর হ্রাস কোথায়? লক্ষ্মণ ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ এক কৃতান্তভীষণ প্রকাণ্ড শরাসন গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন; তৎকালে তদীয় রোষবিকম্পিত ভীষণমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইতে লাগিল, প্রবল বায়ু সংযোগে ঈষৎ সঞ্চালিত হইয়া উচ্চশিখর মন্দর পর্ব্বতই যেন শোভা পাইতেছে। অনন্তর ঐ বৃহস্পতিপ্রতিম সুধীর উত্তর ও প্রত্যুত্তর সমস্ত সঙ্কলন করিয়া অপ্রসন্ন মনে খর চরণে কিষ্কিন্ধাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। রামের নৈরাশ্যজনিত প্রবল রোষানল তদীয় অন্তরে জ্বলিতে লাগিল; পথের উভয় পার্শ্বস্থ শাল, তাল ও তমাল প্রভৃতি পাদপরাজি তাঁহার গতিবেগে পতিত ও গিরিশৃঙ্গ সমুদায় কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি কার্য্যগৌরবে পদতলে শিলা সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া এক এক পদ দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রুতগামী মাতঙ্গের ন্যায় চলিলেন।

অদূরে পর্ব্বতোপরি কিষ্কিন্দা নগরী বানর সৈন্যে সমাকীর্ণ, বানরেরা দূর হইতে লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া লইল; কিন্তু মহাবীর ক্রমে সন্নিহিত হইলে, তদীয় ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে অমনি পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ কপিরাজ সুগ্রীবের বাসভবনে গিয়া তাঁহার আগমন ও ক্রোধের কথা বিশেষ করিয়া নিবেদন করিল; কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। তৎকালে কপিরাজ তারার সহিত ভোগরসে উন্মত্ত ছিলেন, সুতরাং বানরগণের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না।

অনন্তর ঐ সকল বানরেরা সচিবগণের সঙ্কেতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল, উহারা সকলেই বিকৃত-দর্শন ও শার্দ্দূলদশন; নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। ঐ সমস্ত মেঘাকার বানরগণের মধ্যে কেহ দশ, কেহ শত, ও কেহ কেহ বা সহস্র মত্ত হস্তীর ন্যায় বলবান্। উহারা ক্রমে প্রাকারের অদূরবর্ত্তিনী পরিখা লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রাকাশ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন বীর লক্ষ্মণ, ঐ সকল মহাবল কপিবলে কিষ্কিন্ধা পরিপূর্ণ ও নিতান্ত দুর্গম দেখিয়া এবং সুগ্রীবের অনবধানতা ও অগ্রজের কার্য্যগৌরব চিন্তা করিয়া ক্রোধে প্রলয় হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ভ্রূকুটীভীষণ নেত্র যুগল কোপানলে আরক্ত হইয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত, অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘোষ্ণ

নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং ক্রোধান্ধ কাল ভুজঙ্গের ন্যায় অনবরত গর্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাণের অগ্রভাগ তাঁহার লোল জিহ্বা, প্রকাণ্ড কোদণ্ডই কলেবর ও স্বীয় দুর্ব্বিষহ তেজই সুতীক্ষ্ণ বিষ বলিয়া অনুমান হইতে লাগিল। ফলতঃ লক্ষ্মণের তাৎকালিকী শারীরিক চেষ্টা দেখিয়া বানরগণের মনে অভূত পূর্ব্ব ভয়ের উদ্রেক হইয়া উঠিল।

অনন্তর যুবরাজ অঙ্গদ ভয়ে যারপর নাই বিষণ্ণ হইয়া শুষ্ক বদনে মৃদু পদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। লক্ষ্মণ রোষারুণ নেত্রে উহাকে কহিলেন; বৎস! তুমি শীঘ্র গিয়া সুগ্রীবকে আমার আগমন সংবাদ দেও, এবং আমার আদেশে তাহাকে বিশেষ করিয়া বল; লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদুঃখে যারপর নাই কাতর হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। যদি ইচ্ছা হয়, তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত কর; নচেৎ; —— বৎস! তোমাকে আর অধিক কি কহিব, তুমি সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া অবিলম্বে আমার নিকট আইস।

মহাবীর লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে. তদীয় কোপকঠোর বাক্য শুনিয়া তৎকালে অঙ্গদের মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুখশ্রীও একান্ত ম্লান হইয়া গেল। তিনি শুষ্ক মুখে কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে এবং রুমা ও তারাকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া কহিলেন। কামমোহিত সুগ্রীব সে দিবস ভূরি পরিমাণে মদিরা পান করিয়া ঘোর নিদ্রায়

অভিভূত ছিলেন, অঙ্গদ সন্নিহিত হইয়া কি কহিলেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তখন বানরগণ লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে সভয়ে কিল কিলা রব আরম্ভ করিল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের নিদ্রা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত ভীষণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

ঐ কোলাহল শুনিয়া সুগ্রীব জাগরিত হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল মদবিহ্বল ও আরক্ত। তিনি উঠিয়াই এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন। এবং ব্যাকুলান্তঃকরণে ক্ষণকাল যেন হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন। ঐ সময় যক্ষ ও প্রভাব নামে অতি বিচক্ষণ দুই জন মন্ত্রী অঙ্গদের মুখে সমুদায় অবগত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তৎকালোচিত হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন; রাজন্! যাঁহার অপার করুণা বলে আপনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, সেই বীরকুল-ধুরন্ধর মহাত্মা রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর লক্ষ্মণ সশরাসনে আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। ক্রোধে তাঁহার মূর্ত্তি যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, আপনার সুখ সম্ভোগ বুঝি এই পর্য্যন্তই শেষ হইল। কপিরাজ! বানরেরা তজ্জন্যই এরূপ কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে। শুনিলাম, বীর লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু জানি না, এ সাক্ষাতে আপনার রাজ নগরীর কতই বা দুর্গতি ঘটিয়া উঠে। অঙ্গদ তাঁহারই

উত্তেজনায় মলিন বদনে আপনার নিকট উপস্থিত, এবং তজ্জন্যই বানরগণের ভয়-বিরূপীকৃত আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি পুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া রোষ-লোহিত নেত্রে সমস্ত নগরী যেন দগ্ধই করিতেছেন। অতএব কপি রাজ! যদি এ সমৃদ্ধিশালিনী কিস্কিন্ধা নগরীকে বৈধব্য বেদনায় ব্যথিত করিতে বাসনা না থাকে, যদি রাজাসনে বসিয়া এই অতুল্য বৈভব কিছুকাল ভোগ করিতে অভিলাষ থাকে, সত্বর হউন, পুত্র কলত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত গিয়া সেই জগদেকবীরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করুন, নয়ন জলে তাঁহার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করুন, এবং অনন্য মনে বান্ধবের কার্য্য সাধনেও সমধিক চেষ্টা করুন। এই বলিয়া মন্ত্রিগণ মৌনাবলম্বন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

তখন সুগ্রীব, লক্ষ্মণ রোষাবেগে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, শুনিবামাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং উপস্থিত বিষয়ের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন; ওহে মন্ত্রিগণ! দেখ, আমি ভ্রমেও ত লক্ষ্মণের নিকট কখন অনুচিত কথার প্রসঙ্গ করি নাই, তবে তিনি আজ কি কারণে ক্রুদ্ধ হইলেন? বোধ হয় কোন ছিদ্রান্বেষী শত্রু, আমার মিথ্যা দোষ তাঁহার কর্ণ-

গোচর করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, তোমরা এক্ষণে স্ব স্ব বিবেচনানুসারে তাঁহার ক্রোধের প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর। দেখ, মিত্রতা অনায়াসেই লভ্য হয়, উহা রক্ষা করাই সুকঠিন। চিত্তের চাঞ্চল্য বা অন্যান্য অল্পমাত্র কারণেই প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। আমি মিত্রের নিকট উপকৃত, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার কিছুই প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, ইহাতেই আমার মনে নানা প্রকার আশঙ্কা জন্মিতেছে।

তখন সুধীর হনুমান্ যুক্তি যুক্ত প্রিয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! আপনি অতি ধার্ম্মিক ও কৃতজ্ঞ; উপকার বিস্মৃত না হওয়া আপনার পক্ষে বিস্ময়ের নহে। দেখুন, রাম অপবাদভয় না করিয়া কেবল মাত্র বান্ধবের প্রিয় সাধনার্থই দুর্জয় বালিকে বিনাশ করিয়াছেন; আর আপনিও মিত্রকার্য্য সাধনার্থ সর্ব্বসমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে কাল বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার যে প্রণয় কোপ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় করি না। তিনি এই কারণেই অনুজ লক্ষ্মণকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কপিরাজ! দেখুন, এক্ষণে বর্ষার অবসান ও শরৎকাল অবতীর্ণ। সপ্তপর্ণ পুষ্পিত, আকাশ পরিষ্কৃত, ও সরোবরে সরোজদল বিকসিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি কামুকতা ও মত্ততা নিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতেছেন না। এবং এই সময়ে যে যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না।

মহাবীর লক্ষ্মণ আপনার এই অনবধানতা সুস্পষ্ট অনুমান করিয়া অগ্রজের আদেশে আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন। রাম জানকী বিরহে যেরূপ কাতর ও লক্ষ্মণকে যেরূপ ক্রোধান্ধ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, লক্ষ্মণের মুখে তাঁহার কএকটী কঠোর কথা আপনাকে অবশ্যই সহিতে হইবে। অতএব কপিরাজ ! অপনি অপরাধী, এক্ষণে সময় থাকিতে কৃতাঞ্জলিপুটে গিয়া লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করুন। তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন আপনার পক্ষে ভাবী মঙ্গলের আর কিছুই দেখি না।

মহারাজ ! মহীপালকে সুপরামর্শ দেওয়া অধিকৃত মন্ত্রিবর্গের কর্ত্তব্য। আমি তজ্জন্যই অকুণ্ঠিত মনে আপনাকে এই অবধারিত কথা কহিলাম। আর আপনিও দেখুন, আপনি রামের নিকট উপকৃত, সুতরাং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রসন্ন করা ভিন্ন কুপিত করা কি আপনার কর্ত্তব্য ? কপিরাজ ! এক্ষণে পুত্র কলত্র ও বন্ধু বান্ধবের সহিত গিয়া তাঁহার চরণে প্রনত হউন এবং পতির নিকট পত্নীর ন্যায়, তাঁহার বশ্যতা অবলম্বন করুন। রাম ও লক্ষ্মণের শাসন মনেও অতিক্রম করা অপনার কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের বলবীর্য্য ও সামর্থ্য যে অলৌকিক, তাহা কি আপনি জানেন না ? এই বলিয়া মারুতনয় মৌনাবলম্বন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

এদিকে মহাবীর লক্ষ্মণ অঙ্গদের মুখে সমস্ত শুনিয়া অপার ক্রোধের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশ কালে দ্বারে কতকগুলি মহাবল বানর দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা তাঁহার সেই ভীষণমূর্ত্তি দেখিবামাত্র ভয়ে একেবারে নিস্তব্ধ প্রায় হইয়া রহিল। লক্ষ্মণ ক্রোধাবেগে অনবরত সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিতেছেন, শরীর কম্পিত ও বিশাল নেত্রযুগল রোষে অরুণবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বানরেরা তাঁহার এই ভাবান্তর দর্শনে যার পর নাই ভীত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক যাইতে আর সাহসী হইল না।

অনন্তর লক্ষ্মণ দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন;— রত্নময় হর্ম্ম্য ও রমণীয় প্রাসাদ সকল অপরূপ কৌশলে নির্ম্মিত ও উদ্যান কাননে যথেষ্ঠ ফল পুষ্প উৎপন্ন হইয়াছে। মহাবল দেবকুমার, গন্ধর্ব্বপুত্র এবং কামরূপী বানরেরা দিব্য মাল্য ও বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অগুরু, চন্দন, পদ্ম ও মদ্যের সৌরভ, রাজপথ সুগন্ধ জলে অভিষিক্ত ও স্থানে স্থানে সরোজদলশোভিত সুরম্য সরোবর সকল শোভা পাইতেছে।

লক্ষ্মণ গমনকালে গয়, গবাক্ষ, গবয়, সুনেত্র, সুপাটল, সূর্য্যাক্ষ, সুষেণ, সুবাহু, বিদ্যুন্মালী, নল, নীল, সম্পাতী, শরভ, জাম্ববান, হনূমান্, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, তার, অঙ্গদ ও দধিবক্ত্র প্রভৃতি সমস্ত মহাবল বানরদিগের অপূর্ব্ব আবাস গৃহ সকল দেখিতে পাইলেন। ঐ সমুদায় গৃহ শারদীয় মেঘখণ্ডের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, সুবাসিত কুসুমদামে সজ্জিত, সুগন্ধ জলে অভিষিক্ত এবং রাশীকৃত ধনধান্যে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুবেশা বিলাসিনীগণ সৌভাগ্য সুখে সানন্দে অধিবাস করিতেছেন। মহাবীর ক্রমশঃ তৎসমুদায় অতিক্রম করিয়া সবেগে ধাবমান হইলেন। সম্মুখে সুগ্রীবের বাসভবন, শুভ্রতায় এবং উচ্চতায় উচ্চশিখর হিমগিরিকে যেন তিরস্কার করিয়া শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে স্ফটীকময় প্রাকারে বেষ্টিত, বলবান বানরগণ বদ্ধপরিকরে ও সশস্ত্রে উহার স্বর্ণতোরণশোভিত দুর্গম দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। স্থানে স্থানে নানাবিধ পাদপশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এবং এক স্থানে একান্ত রমণীয় এক কল্পবৃক্ষ সর্ব্বকাল প্রসূত ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া, সুশীতল ছায়া বিস্তার করিতেছে। একদিকে পদ্মরাজিক-বিরাজিত সুরম্য সরোবর, অপর দিকে অপরূপ কৌশলে নির্ম্মিত মনোহারিণী উদ্যানবাটিকা শোভা পাইতেছে।

ক্রোধান্ধ লক্ষ্মণ অপ্রতিহত পদে সুগ্রীবের বাস ভবনে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল।

ভগবান্ ময়ূখমালীই যেন শারদীয় মেঘমালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি, যানাসনে সজ্জিত সাতটী কক্ষ্যা সবেগে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে দেখিতে পাইলেন; সম্মুখে সুগ্রীবের অন্তঃপুর, অতি বিস্তীর্ণ ও নিরন্তর বানরগণে সাবধানে রক্ষিত হইতেছে। ইতস্ততঃ আস্তরণ মণ্ডিত সুবর্ণময় আসন সমস্ত সজ্জিত, সুমধুর বিনারবমিশ্রিত তাল লয় বিশুদ্ধ মৃদঙ্গ সকল অনবরত বাদিত হইতেছে। রূপযৌবন-গর্ব্বিতা সুরসিকা যুবতিগণ উজ্জ্বলবেশে সানন্দে তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন নবীনা নব কৌশলে নব কুসুমের মালা রচনায় নিমগ্না, কেহ কেহ নিজ নিজ বেশরচনায় নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া আছে। অপর স্থানে অনুচরবর্গেরা হৃষ্ট মনে দণ্ডায়মান। তাহাদের পরিচ্ছদের কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই, এবং স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্যেও তাদৃশী ব্যগ্রতা দেখা যায় না। লক্ষ্মণ অবারিত গমনে ক্রমশঃ ঐ আনন্দপূর্ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যবসরে অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণের কাঞ্চীরবমিশ্রিত নূপুরধ্বনি উত্থিত হইল। লক্ষ্মণ শুনিবামাত্র সমধিক লজ্জিত হইলেন। রমণীসমাজে পুরুষের প্রবেশ করা নিষিদ্ধ, মনে করিয়া তিনি অন্তঃপুরগমনে আর অগ্রসর হইলেন না, একান্তে দণ্ডায়মান ও নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া, দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করতই যেন কার্ম্মুকে ঘন ঘন টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। রামের কার্য্য

ব্যাঘাতজনিত রোষানল তাঁহার অন্তরে যেন দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল।

এদিকে ঐ ভীষণ টঙ্কার শব্দে সুগ্রীব উত্থিত হইলেন। উঠিয়া ভাবিলেন, পূর্ব্বে অঙ্গদ আমায় যেরূপ কহিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ভ্রাতার কার্য্য সাধনার্থ ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণই আসিয়াছেন। আজ তাঁহার ক্রোধ-বিজৃম্ভিত যেরূপ ধনুষ্টঙ্কার শুনিতেছি, বীরদর্প-মিশ্রিত যেরূপ সিংহনাদ শ্রবণ করিতেছি, তাহাতে না জানি রাজনগরীর বা আজ কতই বিপদ ঘটে; এই ভাবিয়া সুগ্রীবের সেই বিলাস-রসাভিষিক্ত হাস্যগুম্ফিত মুখ-মণ্ডল ভয়ে একেবারে ম্লান হইয়া পড়িল, শোণিত রাশি শুষ্ক ও অন্তরের সহিত সর্ব্ব শরীর অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া মলিন বদনে তারাকে জিজ্ঞাসিলেন; দেবি! লক্ষ্মণ স্বভাবত শান্তচিত্ত হইয়াও আজ কি কারণে এত ক্রোধভরে আগমন করি-লেন? অকস্মাৎ তাঁহার এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হই-বার কারণ কি? তুমি কি আমার কোন অপরাধ দেখি য়াছ? সামান্য বায়ু সংযোগে গভীর সমুদ্র কি চাঞ্চল্য ভাব ধারণ করে, হিমালয়ই কি বিকম্পিত হইয়া উঠে? না না, মহিষি! যদি আমার কোন অসৎ ব্যবহার বুঝিয়া থাক, মিত্রের নিকট আমি যদি কোন অংশে অপরাধী হইয়া থাকি, শীঘ্র বল, অথবা তুমি স্বয়ংই গিয়া সান্ত্বনা বাক্যে লক্ষ্মণকে প্রসন্ন কর। তোমার বিনয়মধুর বাক্য

শুনিলে তাঁহার ক্রোধানল অনেক নির্ব্বাপিত হইবে। কারণ অসামান্যগম্ভীর-প্রকৃতি মহানুভবেরা অবলা জাতির প্রতি কদাচ নিষ্ঠুর আচরণ করেন না। লক্ষ্মণ অতিশয় শান্তপ্রকৃতি, তোমার সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহার ক্রোধানল অবশ্যই নির্ব্বাপিত হইবে; হইলে, পশ্চাৎ আমি গিয়া অতি কাতর ভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন মদিরায়তনয়না সুলক্ষণা তারা, মদালস গমনে স্খলিত চরণে লক্ষ্মণের নিকট চলিলেন। তাঁহার অঙ্গলতিকা স্তনভরে নমিত ও গমনকালে কাঞ্চীদাম লম্বিত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ তারাকে এইরূপ নির্লজ্জ বেশে আসিতে দেখিয়া তটস্থ হইলেন, এবং নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেও স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যবশত তৎকালে অবনত বদনে দাড়াইয়া রহিলেন।

অনন্তর মদভরে নির্লজ্জা তারা লক্ষ্মণকে কথঞ্চিৎ প্রসন্ন দেখিয়া প্রণয়গর্ব্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বিনয়মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন; রাজকুমার! এ কি! আজ অকস্মাৎ তোমার নেত্রযুগল ক্রোধানলে আরক্ত দেখিতেছি কেন? কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুমোহে পড়িয়া আজ তোমার অলঙ্ঘ্য আজ্ঞাকেও উল্লঙ্ঘন করিল? দাবানল শুষ্ক অরণ্য দগ্ধ করিতেছে, কোন্ ব্যক্তি আজ আত্মবিনাশার্থ অশঙ্কিত চিত্তে তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল? রাজকুমার! আজ তোমার এরূপ অভাবিত ভাবান্তর দেখিয়া কিস্কিন্ধ্যা নগরী যেন

আসন্নমৃত্যু-ভর্ত্তৃকা নারীর ন্যায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠি-য়াছে। প্রার্থনা করি, অটল অচলরাজ আজ কি জন্য চঞ্চল হইল, এবং মহাসাগরের প্রশান্ত জলরাশিই বা আজ কি কারণে উথলিয়া উঠিল, সবিশেষ কহিয়া তারার কৌতূহল দূর কর।

তখন সুধীর লক্ষ্মণ কথঞ্চিৎ প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; মহিষি! আর কহিব কি, ক্রোধে আমার বাক্যস্ফুর্ত্তি হইতেছে না; তোমার স্বামী নিতান্ত কামুক, নিকৃষ্ট পারিষদ্‌গণকে লইয়া উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয়োৎসবেরই শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন, অর্য্যা জানকী-বিরহে আমরা যে দিবানিশি শোক সাগরে ভাসিতেছি, তিনি রাজ্য পাইয়া আমাদিগকে আর মনেও করেন না। বর্ষার অবসানে সৈন্য সংগ্রহ করিবেন, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কৈ? সে সময়ও ত অতীত হইল, তিনি দিবানিশি মদ্যপানেই উন্মত্ত ও নিরন্তর ইন্দ্রিয়সুখেই ব্যাপৃত থাকিয়া, ইহার কিছুই জানিতেছেন না। রাজ-মহিষি! সত্য বলিতে কি, মদ্য কোন অংশেই হৃদ্য নহে; কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, উহার প্রভাবে সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কারণ, প্রত্যুপকারের অভাবে ধর্ম্মহানি এবং গুণবান্ মিত্রের সহিত অসদ্ভাবে অর্থ হানিও হইয়া থাকে। মহিষি! দেখ, ধার্ম্মিকতা এবং মিত্রের কার্য্য-সাধনে তৎপরতা থাকাই মিত্রতা, কিন্তু সুগ্রীবে এ দুইটীর একটীও নাই। তাঁহার কিছুমাত্র ধর্ম্ম দৃষ্টি নাই, সর্ব্বদা

ইন্দ্রিয়সুখেই নিরত ও নিকৃষ্ট সঙ্গে ব্যাসক্ত আছেন। এবং ধর্ম্ম মর্য্যাদাও উল্লঙ্ঘন করিতেছেন। যাহা হউক, মহিষি! এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে আমাদের যেরূপ অভিপ্রায়, তুমি গিয়া বিশেষ করিয়া সুগ্রীবের নিকট তাহার উল্লেখ কর।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলে, তারা তদীয় ধর্ম্মার্থসঙ্গত যুক্তিযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণে রামের কার্য্য প্রসঙ্গ করিয়া বিশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিলেন; রাজকুমার! এ ত ক্রোধ করিবার সময় নয়, বন্ধু, বান্ধব, ও স্বজনদিগকে এখন সন্তোষে রাখাই কর্ত্তব্য। দেখ, যিনি তোমাদের কার্য্য সাধনে অঙ্গীকৃত হইয়া অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন, ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিলেই কিছু তোমাদের কার্য্য হইল না, বরং ইহাতে কার্য্য হানিরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে উভয় কূল রক্ষা পায়, এক্ষণে তৎপক্ষে যান্ত্রিক হওয়াই ভবাদৃশ মহানুভবের কর্ত্তব্য। বিশেষ তুমি অতিসদাশয় ও উৎকৃষ্ট; নীচাশয় ও নিকৃষ্টের প্রতি কোপ প্রকাশ করা বিড়ম্বনামাত্র ভিন্ন ত আর কিছুই নয়। রাজকুমার! যে কারণে রামের ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, এবং যেজন্য তাঁহার কার্য্যে এইরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে, আমি ত সমস্তই অবগত আছি, তিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, এবং এখন যাহা কর্ত্তব্য; এ তারা তাহার কি না জানে? কিন্তু দেখ, কামের প্রভাব অতিআশ্চর্য্য! এই কামসূত্রে আকৃষ্ট হইলে,

অতিশয় মহানুভব ব্যক্তিদিগেরও নানা প্রকার চিত্তবিভ্রম ঘটে। সুগ্রীব কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া যে নিরন্তর রমণীসমাজে রহিয়াছেন, এই কামসূত্রই তাহার প্রকৃত নিদান। দুরন্ত কামপ্রবৃত্তি নিবন্ধন দেশ কাল ধর্ম্মাধর্ম্ম, তিনি আর এখন কিছুই বিচার করিতে পারেন না, তাঁহার লজ্জা ভয় কিছুমাত্র নাই, উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয় সুখের বৃদ্ধিলালসায় তিনি দিবা নিশি কেবল অন্তঃপুরেই অবস্থান করিতেছেন। ফলত তিনি কোন-মতেই ক্ষমার পাত্র নহেন; কিন্তু রাজকুমার! ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে অবশ্যই ক্ষমা করিতে হইবে! দেখ, অনেকানেক ধর্ম্মশীল তাপসেরাও যখন এই কামের বশী-ভূত হইয়া মোহরূপ সুগভীর গর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, তখন সুগ্রীব বানরসুলভ চপল বুদ্ধির প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া যে ভোগ সুখে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

তারা সঙ্গত বাক্যে এই বলিয়া মদালস লোচনে কাতর বচনে আবার কহিলেন; পুরুষোত্তম! দেখ, সগ্রীব যদিচ কামাসক্ত, তথাচ কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার অনবধানতা বড় দেখিতেছিনা। তিনি পূর্ব্বাহ্নেই সৈন্য সংগ্রহের অনুজ্ঞা করিয়াছেন। তোমাদের কার্য্য সাধনার্থ, নানা পর্ব্বত বন ও উপবন হইতে কামরূপী অসংখ্য মহাবল বানরেরা অচিরাৎ উপস্থিত হইয়া জানকীর অন্বেষণার্থ অবি-লম্বেই প্রেরিত হইবে। অতএব রাজকুমার! সেজন্য

আর ক্রোধ করিও না, এক্ষণে আইস, অন্তঃপুরে চল, তোমার চরিত্র যেরূপ পবিত্র দেখিতেছি, তাহাতে মিত্র-ভাবে পরস্ত্রীদর্শন তোমার পক্ষে কদাচ অধর্ম্মের হইবে না। এই বলিয়া তারা বিরত হইলেন।

অনন্তর সুধীর লক্ষ্মণ তারার আদেশে অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন, সুগ্রীব সুবর্ণালঙ্কৃতা প্রিয়তমা রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক উজ্জ্বল বেশে স্বর্ণাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার কণ্ঠে উৎকৃষ্ট পুষ্পমাল্য দুলিতেছে, ও সর্ব্বাঙ্গে নানা প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার জ্বলিতেছে। তিনি রূপের ছটায় শচী-পতিকেও যেন তিরস্কার করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে বিলাস-চতুরা কামিনীগন কটাক্ষ বিন্যাস প্রভৃতি বিবিধ হাব ভাব প্রকাশ করিতেছে। কৃতান্তভীষণ লক্ষ্মণ এইরূপ বেশে সুগ্রীবকে দেখিয়া ক্রোধে একেবারে আরক্ত লোচন হইয়া উঠিলেন এবং অধরোষ্ঠ বিকম্পিত করিয়া অনবরত দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

কপিরাজ সুগ্রীব এত কাল কমনীয়-কান্তি-কামিনী-সমাজে সানন্দে বিহার করিতেছিলেন, ক্ষুধাতুর কেশরী দর্শনে মৃগের ন্যায়, সহসা ক্রোধান্ধ বীর লক্ষ্মণকে দেখিয়া যার

পরনাই ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে কনকখচিত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এদিকে রুমা প্রভৃতি রমণীরাও শশব্যস্তে,গগণে পূর্ণ চন্দ্রের পশ্চাৎ তারকাবলীর ন্যায়, উত্থিত হইলেন। সুগ্রীবের নেত্রদ্বয় মদরাগে রঞ্জিত, ভয়ে শর্ব্ব শরীর কম্পিত ও মুখবর্ণও বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে বায়ুভরে বিকম্পিত শালবৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে রুমা প্রভৃতি রমণীগণ সমাজে নিশ্চিন্ত চিত্তে বিহার করিতে দেখিয়া অপার ক্রোধের সহিত কহিতে লাগিলেন; কপিরাজ! যে রাজা জিতেন্দ্রিয় ও চারচক্ষু দ্বারা রাজ্যের শুভাশুভ পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং সত্যনিষ্ঠা, কৃতজ্ঞতা ও দয়া দাক্ষিণ্য যাঁহার দক্ষিণাঙ্গ, সাধুসমাজে সেই রাজাই পূজনীয় ও শ্রেদ্ধাস্পদ। আর যে রাজা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অধর্ম্মের দাস হইয়া স্বার্থের অনুরোধে পরম অপকারী মিত্রের নিকটেও মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, তাহাকে নিষ্ঠুর ও নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিলেও পাপস্পর্শে না। যে ব্যক্তি একটী অশ্বের জন্য মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে শত অশ্বের হত্যাপাতকে দূষিত হইতে হয়; আর যে নির্ব্বোধ একটি ধেনুর নিমিত্ত সত্য সেতু ভেদ করে, জ্ঞানপূর্ব্বক সহস্র দুগ্ধবতী গাভী বিনাশ করিলে, যাদৃশ পাপসঞ্চার হয়, শাস্ত্র সম্মত তাহাকেও তাদৃশ পাপপঙ্কে পরি-

লিপ্ত হইতে হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করিয়া প্রতি-
পালন না করে, তাহাকে আত্ম হত্যারূপ দুষ্পরিহার্য্য
মহাপতকে নিমগ্ন ও চিরকালের জন্য পূর্ব্ব পুরুষদিগের
সদ্গতিরও কণ্টক হইয়া থাকিতে হয়। যে দুরাত্মা চাটু-
বাক্যে প্রথমে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া, পশ্চাৎ মিত্র কার্য্যে
উপেক্ষা করে, সে নিতান্ত কৃতঘ্ন ও একান্ত স্বেচ্ছাচারী,
তাহাকে বধ করিলেও পাপগ্রস্ত হইতে হয় না। সুগ্রীব!
এই বিষয়ে ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা সাধুসমাজে
যে শ্রুতি গান করিযাছিলেন, তাহা কি এপর্য্যন্তও তোমার
শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই? কহিতেছি শ্রবণ কর;
ব্রহ্মা কহিয়াছেন;—যাহারা গোঘাতক, সুরাপায়ী, তস্কর
ও ভগ্নব্রতী; উচিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে, সাধুরা সাধু-
সমাজে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু কৃতঘ্ন
ব্যক্তির কিছুতেই নিস্তার নাই। তুমি অগ্রে স্বকার্য্য সাধন
পূর্ব্বক আর্য্য রামের কার্য্যে উপেক্ষা করিতেছ; সুতরাং
তুমি নিতান্ত অনার্য্য, যার পর নাই মিথ্যাবাদী, ও কৃতঘ্ন;
তোমার আর নিস্তার কোথায়?

এই বলিতে বলিতে বীর লক্ষ্মণের ক্রোধানল সমধিক
জ্বলিয়া উঠিল; তিনি আর সহিতে পারিলেন না, অমনি
নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রে হতভাগ্য বানর! যদি
তোর প্রত্যুপকার করিতে অণুমাত্রও অভিপ্রায় থাকিত,
মিত্রের ক্লেশ দেখিয়া, তোর পাষাণ হৃদয়ে যদি কণা-
মাত্রও করুণার উদ্রেক হইত, তাহা হইলে, আর্য্য জান-

কীর অন্বেষণে একেবারে উদাসীন হইয়া থাকিবি কেন? ফলতঃ তুই নিতান্ত মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ ও একান্ত গ্রাম্যসুখাসক্ত; স্বার্থসাধনার্থ কালভুজঙ্গ যে নিজ ভীষণ মূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, আর্য্য রাম তাহা পূর্ব্বে জানিতেন না। তুই নিতান্ত দুরাত্মা; সেই মহাত্মা অগ্রে না বুঝিয়া যথার্থ কপির হস্তেই কপিরাজ্য প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, সুগ্রীব! যদি জীবনে প্রয়োজন থাকে, তবে আর কাপুরুষের ন্যায় প্রত্যুপকারে শিথিলতা করিস্ না; করিলে এই সুশাণিত শরে এই দণ্ডেই তোকে বালির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তোর জ্যেষ্ঠ রামশরে বিনষ্ট হইয়া যে পথে পদার্পণ করিয়াছে, সে পথ সঙ্কীর্ণ নহে। সুগ্রীব! এক্ষণে অঙ্গীকার পালনে সত্বর হ, বালির অনুসরণ করিস্ না, আর্য্য রামের সেই বিশাল শরাসন হইতে উন্মুক্ত শরে আজিও তোর নেত্রদ্বয় যে নিমীলিত হয় নাই, তন্নিমিত্তই তুই ইন্দ্রিয়সুখে এত আসক্ত এবং তজ্জন্যই তাঁহার কার্য্য সাধনেও এত অনাস্থা প্রকাশ করিতেছিস্।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

লক্ষ্মণ স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়াই যেন অতি কঠোর বাক্যে কপিরাজকে এই রূপ ভৎর্সনা করিতেছেন, ইত্যবসরে নিশাপতি-নিভাননা তারা, পতির শুভ সাধনো-

দেশে বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন ; রাজকুমার ! ক্ষান্ত হও; নিকৃষ্টের প্রতি উৎকৃষ্টের ক্রোধ কখনই সাজে না। তোমার নেত্রযুগল কোপানলে যেরূপ আরক্ত হইয়াছে, শরীর যেরূপ কম্পিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, কপিরাজের সাম্রাজ্য-সুখসম্ভোগ বুঝি, এই পর্য্যন্তই নিঃশেষিত হইল ; এমন কি এই অশুভ আশ-ঙ্কায় আমরা তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইতেছি না! পুরুষোত্তম ! দেখ, কৃতঘ্নতা, মিথ্যা-বাদিতা, ও শঠতা এ সকল অসদ্গুণে কপিরাজ কদাচ দূষিত নহেন। ইনি অতিধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী, তোমার ক্রোধ-বিকম্পিত মুখ নিঃসৃত এই রূপ কঠোর কথা শুনিবার সম্পূর্ণই অযোগ্য। ইহাঁর নিমিত্ত মহাত্মা রাম যে দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন, ইনি হৃদয়ক্ষেত্রে সমুদায় রোপণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই মহানু-ভবের অনুকম্পাদেই যে এই সাম্রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য, এই রুমা, সমুদায় অধিকার করিয়া এবং আমাকেও পাইয়া ইনি যে যারপর নাই সুখী হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরুষোত্তম! সত্য বলিতে কি, কপিরাজ অনেক দিন যাবৎ বড় ক্লেশ পাইয়াছেন, এত কালের পর এখন ভোগসুখে সুখী ; এইজন্যই যথা-কালে স্বকর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। দেখ, পরম ধার্ম্মিক মহর্ষি বিশ্বামিত্রও যখন সুরসুন্দরী ঘৃতাচীর অনুরাগে আসক্ত হইয়া দশ বৎসর কাল এক দিবসমাত্র অনুমান

করিয়াছিলেন, তখন সামান্য বানরের ভোগ সুখে আসক্তি হইলে আর অপরাধ কি? রাজকুমার! কপিরাজ এক্ষণে আহার নিদ্রা প্রভৃতি পশুধর্ম্মে আক্রান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত আছেন, আজ পর্য্যন্তও ভোগ সুখে ইহাঁর সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই; প্রার্থনা করি, কৃপা করিয়া ক্রোধ সংবরণ কর, ক্ষান্ত হও। আর দেখ, যেজন্য এই বিলম্ব ঘটিতেছে, তাহার কারণ ইতিপূর্ব্বে তুমি অবগত ছিলে না, এখন জানিলে, জানিয়া সামান্য লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া কি তোমার ন্যায় মহানুভবের কর্ত্তব্য? না অভিজ্ঞতার পরিনাম? পুরুষোত্তম? অসার পুরুষেরাই পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া এবং লোকের অবস্থা সর্ব্বথা অবগত না হইয়া, চপলের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করে। তুমি অতিধীর, বীর ও বিচক্ষণ, কাপুরুষের ন্যায় কোপান্ধ হওয়া তোমার কি উচিত?

রাজকুমার! কপিরাজ সুগ্রীব রামের প্রিয়োদ্দেশে কি ধন, কি পরিজন, কি রুমা, কি তারা সমুদায় বিসর্জন করিতে পারেন, অধিক কি, তিনি আত্ম সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, তিনি অচিরাৎ রাবণকে বধ করিয়া রামের হস্তে অবশ্যই জানকীরে অর্পণ করিবেন।

মহাত্মন্! আমি এক দিবস বালির নিকট শুনিয়াছিলাম লঙ্কা নগরীতে রাবণের শত ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত, ও শত ষট সহস্র দুর্দ্দান্ত রাক্ষস আছে; কিন্তু সেই দশাননের কোন্

স্থানে যে এত অধিক সৈন্যের সমাবেশ হইল, তাহা আমি অবগত নহি। যাহা হউক, ঐ সমস্ত রাক্ষসেরা নিতান্ত মায়াবী, দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া, তাহারা দিবানিশি চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে; সুতরাং অগ্রে তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে, রাবণ বধ অত্যন্ত সুকঠিন হইবে। বিশেষত সেই দুর্দ্দান্ত দশানন স্বয়ং অতিশয় ভীমপরাক্রম, ও এত অধিক সৈন্যেও সর্ব্বদা সমাবৃত রহিয়াছে; এদিকে রাম নিঃসহায়, সুতরাং সুগ্রীবকে সমরসহায় না করিলে, তাহাকে সংহার করা যে দুঃসাধ্য হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? বীর। কপিরাজ সুগ্রীব বানরসৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান বিশ্বস্ত দূত সকল প্রেরণ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত মহাবল বানরেরা অগ্রসর হইয়া সমরে তোমাদিগের সহায়তা করিবে। উহারা যাবৎ না আসিতেছে, তাবৎ কাল সুগ্রীব রামের কার্য্য সিদ্ধির জন্য আর নির্গত হইতেছেন না; কিন্তু ইনি পূর্ব্বেই যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, যে অদ্যই সকলে উপস্থিত হইবে। এবং জানকী অন্বেষণের উপায়ও অদ্যই নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব রাজকুমার! ক্রোধ সংবরণ কর, তোমার ক্রোধ বিরূপীকৃত আরক্ত নেত্রযুগল দেখিয়া কপিরাজের চিত্ত বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, ক্ষান্ত হও, সহস্র কোটী ভল্লুক, শতকোটী গোলাঙ্গুল এবং অপরাপর ভীমবল বানরেরা অদ্যই তোমার নিকট গমন করিবে।

ষট ত্রিংশ অধ্যায়।

এই বলিয়া তারা বিরত হইলে, বিনীত লক্ষ্মণ তদীয় বিনয়গর্ভ সুসঙ্গত বচনে বীতক্রোধ হইলেন। ক্রোধের অবসান হওয়ায় তাঁহার বিশাল নেত্রযুগল তৎকালে শ্বেত সরোজ দলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কপিরাজ সুগ্রীব মলদূষিত বস্ত্রবৎভয় দূর করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্থিত উন্মাদকর বিচিত্র কুসুমমাল্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার মদবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল, কামুকতাও শিথিল হইয়া গেল; তিনি লক্ষ্মণকে পুলকিত করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন;—পুরুষোত্তম! আমি চিরানুগত কিঙ্কর, ও একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য, যদি অনবধান বশতঃ আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, প্রণয় ও বিশ্বাস এই দুইকারণে তাহা মার্জনা কর। দেখ, দাসের ব্যতিক্রম ত পদে পদেই ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য এরূপ ক্রোধাভিভূত হওয়া কি ভবাদৃশ মহানুভবের উচিত? রাজকুমার! অধিক কি তোমার ক্রোধ বিরূপীকৃত আরক্ত নেত্রযুগল দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম; বানরসাম্রাজ্যের সুখসম্ভোগ বুঝি আমার এই পর্য্যন্তই নিঃশেষিত হইল। এক্ষণে তোমার প্রসন্ন ভাব দেখিয়া, আমি মৃত্যুদেহে জীবন পাইলাম।

রাজকুমার! আমি নিতান্ত পামর, সর্ব্বথা বানরত্বই প্রকাশ করিয়াছি। যাঁহার প্রসাদে আমি এই সাম্রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য, এইভার্য্যা সমুদায় সুখে অধিকার করিয়াছি, যাঁহার কৃপাকটাক্ষে আমার চিরাভিলষিত আশালতা ফলবতী হইয়াছে, আপাতরম্য তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখে মোহিত হইয়া, আমি সেই সর্ব্বলোকশরণ্য মহানুভবের কার্য্যেও নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় শৈথিল্য করিতেছি। আমার জীবনে ধিক! সেই জগদেকবীর দেব আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, আমি সামান্য বানর, তাহার আংশিক প্রতিশোধ করাও আমার পক্ষে সুকঠিন। তিনি আমাকে সহায়মাত্র করিয়া স্ববিক্রমে স্বয়ংই রাবণকে বধ করিবেন; আর্য্যা জানকীও অচিরাৎ তাঁহার হস্তগত হইবেন। যিনি একমাত্র শরে সপ্ততাল, পর্ব্বত ও পরিশেষে পৃথিবী পর্য্যন্তও বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, যাঁহার বিশাল শরাসনের ভীষণ টঙ্কার শব্দে সশৈলকাননা সর্ব্বংসহাও সভয়ে বিকম্পিত হইয়া উঠেন, রণক্ষেত্রে যাঁহার বীরদর্পমিশ্রিত গগণস্পর্শী ভয়াবহ আস্ফালন ও ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া বিপক্ষকুল আকুল হইয়া পড়ে, সেই জগদেকবীরের সামান্য বানর সহায়ে আর প্রয়োজন কি? তিনি যখন রাবণকে সবংশে বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন আমি সমস্ত বানরগণকে লইয়া কেবলমাত্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। এই বলিয়া সুগ্রীব কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তখন সুধীর লক্ষ্মণ সমধিক প্রসন্ন হইয়া প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন; —মহাত্মন্! তোমার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য! ইন্দ্রিয় দমনেও তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে; সুতরাং বানর সাম্রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিবার তুমিই একমাত্র উপযুক্ত। আর্য্য রাম হস্তগত সাম্রাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়া দীনবেশে বনবাসী হইয়াছেন, সত্য; কিন্তু ভবাদৃশ সাধুশীল মিত্র লাভ করিয়া তিনি যে এখন সনাথ হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বোধ হইতেছে, তোমার বাহুবল অবলম্বন করিয়া অচিরকাল মধ্যেই তিনি রাবণকে সবংশে নিধন করিবেন এবং আর্য্যা জানকীর অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া, সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ ও সকল যাতনা হইতেও শীঘ্রই পরিমুক্ত হইবেন। কপিরাজ! সেই জগদেক বীর মহাত্মা রামচন্দ্রের শুভ সাধনোদ্দেশে, তুমি যেরূপ প্রণয়-গর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিলে, বলিতে কি, তাহা সর্ব্বাংশে তোমারই উপযুক্ত; এরূপ চিত্ততোষিণী কথা আর কুত্রাপি শুনিতে পাই না। তিনি এবং তুমি, এই দুই জন ব্যতীত, কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি সমকক্ষকে এইরূপ কহিতে পারেন? তুমি বলবীর্য্যে ও দয়াদাক্ষিণ্যে রামের অনুরূপ, আমরা সৌভাগ্যবলেই ভবাদৃশ সাধুশীল সদাশয়কে সহায় পাইয়াছি। কপিরাজ! এক্ষণে অবিলম্বে গিয়া একবার আর্য্য রামের সহিত সাক্ষাৎ কর, তিনি জানকী বিরহে ক্রমশই কাতর হইতেছেন, এসময়ে

প্রিয় জনের দর্শন পাইলে বোধ হয় অনেক অংশে সুস্থ হইতে পারেন। মহাত্মন্ তাঁহার কাতরতা সহিতে না পারিয়াই আমি তোমায় এইরূপ কঠোর কথা কহিলাম, প্রার্থনা করি, এজন্য আমার অপরাধও ক্ষমা কর। এই বলিয়া লক্ষ্মণ মৌনাবলম্বন করিলেন:

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব পার্শ্বস্থ মহাবীর মারুততনয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিবর! দেখ, অচলরাজ হিমাচলে, বিন্ধ্যাচলে, কৈলাস পর্ব্বতে, ধবল পর্ব্বতে, মন্দর পর্ব্বতে, ও মহেন্দ্র পর্ব্বতে যে সকল সংগ্রামনিপুণ মহাবল বানর আছে; উদয়াচলে, অস্তাচলে, পদ্মাচলে, অঞ্জনাচলে, সাগরের অপর পারে এবং পশ্চিম দিকে যে সমুদায় কজ্জলবর্ণ তেজস্বী কপিকুল বাস করিতেছে; মহাশৈলের গহ্বরে, সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বে, ধুম্রাচলে, সুবাসিত অরণ্যে ও সুরম্য তাপসাশ্রমে যে সমস্ত বিখ্যাতকীর্ত্তি মহাবীর কপিবরেরা বসতি করিতেছে; এবং মৈরেয় মধুপানে মত্ত হইয়া মহারুণ শৈলে যে সকল তরুণ সূর্য্যসঙ্কাশ বানর বাস করিতেছে; তুমি সাম দানাদি রাজনির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া শীঘ্র ঐ সমস্ত বানর-

দিগকে আনয়ন করাও। পূর্ব্বে আমি এই জন্যই বহু-সংখ্য বেগবান্ বিশ্বস্ত দূত নিযুক্ত করিয়াছি, এক্ষণে আবার তাহাদিগকেও সত্বর করিবার নিমিত্ত অন্যান্য বানরদিগকে প্রেরণ কর। যাহারা ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগে আসক্ত বা যাহারা দীর্ঘসূত্রী; তাহাদিগকে শীঘ্র আনিবার জন্য দূত নিযুক্ত কর। যে সকল দূত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমার আদেশে দশ দিবসের মধ্যে পুনরায় কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত না হইবে, নিশ্চয় কহিতেছি, সেই সকল রাজশাসন-দূষক দুরাত্মারা আমার বধ্য। অতঃপর শত সহস্র কোটি বলবান্ বানরেরা আমার আজ্ঞাক্রমে বানর-সৈন্য সংগ্রহের জন্য অদ্যই নির্গত হউক। ঐ সকল শৈল-সঙ্কাশ ঘোরদর্শন বানরগণে আজ গগণতল আচ্ছন্ন হইয়া পড়ুক। উহারা পথ পর্য্যটনে সুপটু, আমার আদেশে পৃথিবীর যাবতীয় বানরগণকে অবিলম্বে আনয়ন করুক।

অনন্তর মন্ত্রিবর হনূমান্ কপিরাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, মহাবল বানরদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। তখন ঐ সকল গগণচারী ভীমবল বানরেরা প্রভুর নিদেশে অবিলম্বে আকাশপথে যাত্রা করিল এবং সত্বর গমনে বন, উপবন, পর্ব্বত, জনপদ, সরিৎ, সরোবর ও সাগরে গিয়া, রামের শুভসাধনোদ্দেশে সমুদায় বানরগণকে প্রেরণ করিতে লাগিল।

ক্রমে দিগ্দিগন্তবাসী মহাবীর বানরেরা সুগ্রীবের কৃতান্ত তুল্য শাসনে শঙ্কিত হইয়া সসম্ভ্রমে আসিতে আরম্ভ

করিল। অঞ্জন পর্ব্বত হইতে তিন কোটি, অস্তাচল হইতে দশ কোটি এবং কৈলাস পর্ব্বত হইতে সহস্র কোটি ভীম-পরাক্রম বানরেরা আগমন করিল। অচলরাজ হিমাচল আশ্রয় করিয়া, যাঁহারা তত্রত্য রসাল ফলমূল মাত্রে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই সমস্ত সহস্রসংখ্য সিংহবিক্রম খর্ব্বাকৃতি বানরেরা সুগ্রীবশাসনে শঙ্কিত হইয়া সত্বর গমনে আসিতে লাগিল। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে অঙ্গার-সঙ্কাশ ভীমবল সহস্র কোটি শাখামৃগ আগমন করিল। যাহারা ক্ষীর সমুদ্রের তীরে ও তমালবনে নারিকেল ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করে, দূত মুখে রাজাজ্ঞা শুনি-বামাত্র তাহারা দ্রুত পাদ বিক্ষেপে কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে আসিতে লাগিল, এবং যাহারা নানা অরণ্যে, পর্ব্বতগহ্বরে বা নদ নদী আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে, সেই সমস্ত অসংখ্য বানরী সেনা সূর্য্যদেবকে আবৃত করিয়াই যেন উপস্থিত হইতে লাগিল। এদিকে দূতেরা সর্ব্বত্র রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া, প্রত্যাগমন সময়ে হিমালয় পর্ব্বতে একটী সুপ্রসিদ্ধ উচ্চতর বৃক্ষ দেখিতে পাইল ; ঐ পবিত্র স্থানে পূর্ব্বে দেবতাদিগের প্রীতিকর একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ অনু-ষ্ঠিত হইয়াছিল। দেবদত্ত আহুতি প্রভাবে ঐ পাদপের ফলমূল অমৃতবৎ সুস্বাদু, উহা ভক্ষণ করিলে, একমাস কাল দ্রব্যান্তর ভোজনে আর স্পৃহা হয় না। ফললো-লুপ বানরেরা, কপিরাজ সুগ্রীবের প্রিয় হইবার জন্য সেই সকল উৎকৃষ্ট ফলমুল, ওষধি ও সুগন্ধি পুষ্প সমুদায় সং-

গ্রহ করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরদিগকে সবিশেষ ত্বরা প্রদান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইল। এবং রাজসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, ফলমূল উপহার প্রদান পূর্ব্বক কহিতেলাগিল;— কপিরাজ! আমরা নানা নদী, বন, উপবন, পর্ব্বত, সরোবর ও সাগর পর্য্যন্তও পর্য্যটন পূর্ব্বক রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়াছি, রাজাজ্ঞায় পৃথিবীর যাবতীয় বানরই ক্রমে আগমন করিতেছে।

তখন সুগ্রীব দূতমুখে এই শুভ সংবাদ শুনিয়া তাহাদের প্রত্যেককে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন, এবং ঐ সমস্ত কৃতকার্য্য দূতদিগকে সমুচিত অভিনন্দন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া আপনাকে এবং জানকী-বিরহকাতর রামচন্দ্রকেও কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর সুধীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিতে লাগিলেন;—কপিরাজ! তোমার এতাদৃশ অনুপম মিত্রবাৎসল্য ভাব দর্শনে আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। এক্ষণে যদি অভিপ্রায় হয়, তবে চল, আর্য্য রাম সন্নিধানে গমন

করি ; আমার এত বিলম্ব দেখিয়া, তিনি হয় ত আরও কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

সুগ্রীব কহিলেন ; রাজকুমার ! তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য ; তুমি কৃপা করিয়া যাহাই আজ্ঞা করিবে, এ চির কিঙ্কর আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া অকুণ্ঠিত মনে তাহাই প্রতিপালন করিবে। এক্ষণে যদি রাম দর্শনে কৌতূহল হইয়া থাকে, সত্বর হও। এই বলিয়া সুগ্রীব তারা প্রভৃতি রমণীদিগকে অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরসঞ্চারে নিযুক্ত ভৃত্যবর্গেরা আহূত হইবামাত্র অবিলম্বে রাজসন্নিধানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে সুগ্রীব কহিলেন ; ওহে পরিচারকগণ ! তোমরা অতিশীঘ্র একখানি শিবিকা প্রস্তুত করিয়া আন, অদ্য মিত্র দর্শনে গমন করিব। প্রভুর আদেশ পাইবামাত্র ভৃত্যবর্গেরাও তৎক্ষণাৎ শিবিকা আনয়নার্থ প্রস্থান করিল।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরেই সুসজ্জিত সুবর্ণময় শিবিকাযান আনীত হইলে, সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার মস্তকোপরি শতশলাকা বিরাজিত সুবর্ণদণ্ড সিতাতপত্র শোভিত ও চতুর্দ্দিকে শ্বেত চামর ঢুলিতে লাগিল, অগ্রে শঙ্খ ও তুরী ভেরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং বন্দিরা সুমধুর স্বরে স্তুতি গানে আনন্দিত করিতে লাগিল। সুগ্রীব রাজশ্রী অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং রাজার যোগ্য সমারোহ

সহকারেই রাম দর্শনে যাত্রা করিলেন। তিনি মধ্যে, চতুর্দ্দিকে বহু সংখ্য ভীমবল বিশ্বস্ত বানরেরা বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক চলিল। অদূরে রামের আশ্রম। স্ব স্ব কার্য্যকুশল বাহকেরা নিমেষ মধ্যে শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন বিনীত সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পাদচারে রামের সন্নিহিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে তদীয় পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। তৎকালে তৎ সহাগত বানরেরাও বদ্ধাঞ্জলিপুটে কমল কলিকাপূর্ণ সরোবরের শোভায় বিনীত বদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন রাম, সুগ্রীবের সহাগত বানরী মহতী সেনা সন্দর্শন করিয়া অপার আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং পদতলে প্রণত সুগ্রীবকে দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া বহুমান ও অসীম প্রীতি নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ গাঢ়তর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, কহিলেন; সখে! অনেক দিনের পর আজ তোমাকে পাইয়া, আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না, বোধ হইতেছে, রাবণবধ ও জানকী উদ্ধারের আর অধিক বিলম্ব নাই, এই বলিয়া রাম অবিরল ধারায় নয়নবারি, বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; এবং প্রিয় বান্ধবকে সাদরে উপবেশন করাইয়া কহিতে লাগিলেন; সখে! যে রাজা সতত কাল বিভাগ করিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুবৃত্তি করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ রাজা। শুক্লপক্ষীয় শশাঙ্করেখার ন্যায় দিন দিন তাঁহার নগরীও সমধিক